দৃশ্যকাব্য, গীতিনাট্য, প্রহসন, পঞ্চরং এবং কবিতাসংগ্রহ
ও গল্পাবলী।

শ্রীযুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
(বসুমতী-কার্য্যালয়)

কলিকাতা ;
[illegible] নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক মেসিন্‌ প্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

মূল্য ২৲ দুই টা

সূচিপত্র

নন্দোৎসব গীতিকা

(A Religious Cantata)

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।—বসুদেব, ধর্ম্ম, শিব, ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।

স্ত্রীগণ।—দেবকী ও মায়া।

প্রস্তাবনা।

গোলোক,—মহারাসমণ্ডল।

(গোপীগণের গীত)

রাসে—নৃত্য অবিরাম,
রাসে—পূর্ণ প্রাণারাম,
রাসে—অঙ্গে অঙ্গ একাঙ্গ কি ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
রাসে—সঙ্গিনী-সঙ্গম,
রাসে—রঙ্গ অনুপম,
রাসে—পূর্ণকামে প্রেমে শ্রমে অঙ্গে ঝরে ঘাম।
ঘামে—জন্মে অবিরল,
ব্যোম-শূন্য ক্ষিতি জল,
মরুৎ—অনিল অনল পঞ্চ মহাভূত নাম।
ভূতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বহে জীবদেহে শ্বাস,
রহে—মায়া মোহ পাশবদ্ধ শুদ্ধ আত্মারাম।
রাসে—দীপ্ত গুণত্রয়,
সহ—জন্মে রিপু ছয়,
ক্রমে লোভ মোহ মাৎসর্য্য সে মদ ক্রোধ কাম
গুণে—সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সদা—জন্ম-মৃত্যুময়,
আদি—নিত্য সত্য নৃত্য-গীত-পূর্ণ নিত্যধাম

(অষ্টসখী সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৃত্য-গীত)

গীত)

রাসে—নাচন থামে না,
রাসে—সাধন কমে না।
রাসে—রসিকে রসায় গো রসে
আসান মানে না।
রাসে—আশা আছে নিরাশা তো নাই।
রাসে—আলো আছে আঁধার তো নাই।
রাসে—সুখ আছে অসুখ তো নাই।
রাসে—সুধা আছে গরল তো নাই।

রাসে—রস আছে বাসনা তো নাই।
রাসে—প্রেম আছে বিরহ তো নাই।
রাসে—প্রীতি আছে অপ্রীতি তো নাই।
রাসে—তৃপ্তি আছে অতৃপ্তি তো নাই।
রাসে—হাসি আছে রোদন তো নাই।
রাসে—ভক্তি আছে অভক্তি তো নাই।
রাসে—পুণ্য আছে পাতক তো নাই।
রাসে—পূর্ণ আছে অপূর্ণ তো নাই।
রাসে—ভাল আশে, আসে,
এসে ভালবাসে।
ভালবাসা বৈ জানে না।
শেষে ভালবাসা বৈ জানে না॥
রাসে মুখে মুখে থাকে,
বুকে বুকে রাখে,
বুকে থেকে কেউ নামে না।
কারো বুকে থেকে কেউ নামে না॥

(দেবগণ ও পৃথিবী সহ ব্রহ্মার প্রবেশ)

(দেবগণ ও ব্রহ্মার গীত)

ধর ধর ধরণীর ভার
হর হর হর হরি হে।
থর থর থর কাঁপে কলেবর—
সুখ হারি সুর-অরি হে॥
অনাচারভরে—
কাঁদে হে কাতরে,
ঝর ঝর ঝর—
আঁখিনীর ঝরে,
জয় জয় জয়
ধর শর-ধারে—
আহা মরি মরি মরি হে॥

রাখ রাখ ভবে
বিপদ্-সাগরে
কাতরে করুণা করি হে।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

দুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে।
সবে জগতে জনম নাও হে॥
আশু দুষ্টদমনে, শিশু-পালনে,
ধর্ম্ম-ধারণে ধাও হে॥
আমি পূর্ণ মূরতি ধরিয়ে,
যাব তূর্ণ ভুবন ভরিয়ে,
যুগ-অন্ত এ কালে, শান্ত সকলে,
শান্তি পাইতে দাও হে॥
দুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে।
সবে জগতে জনম নাও হে॥
নাহি ধৈর্য্য দানব-হৃদয়ে,
আছে বীর্য্য-গরবে মাতিয়ে;
সেই গর্ব্ব ধরিয়ে, খর্ব্ব করিয়ে,
সর্ব্ব-প্রসাদ পাও হে॥
দুঃখ জেনেছি দেবতা যাও হে।
সবে জগতে জনম নাও হে॥

(দেবতাগণের গীত)

জয় জয় দেব হরে দেবদেব হরে।
হরি লক্ষিত রক্ষিত দেব নরে॥
জয় দেব হরে
দেবদেব হরে।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

মথুরা—কংস-কারাগার।

(বসুদেব-দেবকী নিদ্রিত. শূন্যে জ্যোতির্ম্ময়-দণ্ডহস্তে মায়ার প্রবেশ)

(মায়ার গীত)

জীব জনমে জনম মরণে মরণ
সবাকার চির-সঙ্গিনী।
বালিকা বালক যুবতী যুবক
প্রবীণা প্রবীণ মোহিনী॥
(জীব) কোথা ছিল কেন এল এ ধরায়,
ভুলে যায় মোহে মজিয়ে আমায়,
কভু হাসে কাঁদে হরষে বিষাদে
আশে ভাসে দিন-যামিনী।
ভুলে ভোলানাথ ভুবন ভুলায়,
রঙ্গ করি আমি রঙ্গিণী॥

মায়া। কি কর হে দম্পতি-যুগল! হের ওই
যমুনা উথলে, হের গিরি গোবর্দ্ধন,
বৃন্দাবন-শোভা, মনোলোভা ফুলগুলি
লইয়া মাথায়, যমুনার কূলে বসি
মথুরার পানে চায়, কখন্ উদিবে
শ্যামরায়। আনন্দে দুলিছে ধরা—হের
মহানন্দে দিশা-হারা—মত্ত সমীরণ
ব'লে—এলো এলো কৃষ্ণধন; শন্ শন্
রবে ধীরে পশে সে কাননে; পশে গৃহ-
তলে; পশে যমুনার জলে; ফুলে ফুলে
ফেরে; এর ধন দেয় তারে ধ'রে; হের
গোলাপ মল্লিকা ফোটে মালতী চাঁপায়,
মাধবীতে ফোটে কমলিনী, সহকারে
কুমুদিনী; নবসাজে সাজিল ধরণী,
মাতোয়ারা সবে পেতে নীলকান্তমণি।
রোহিণী-জয়ন্তী-যোগ অর্দ্ধচন্দ্রোদয়,
সূর্য্য আদি গ্রহগণ সতত অন্তরে
ক্রম উল্লঙ্ঘনে মীনে করিছে প্রবেশ।
সপ্তম মুহূর্ত্ত যায়—দেখ শুভলগ্ন
সমাগতপ্রায়। এসো চলে দেবগণ,
নররূপে আসিয়াছেন নারায়ণ। যাও,
প্রচণ্ড আঁধার! ঘিরি সমগ্র সংসার
মুহূর্ত্তের তরে জীব-অভ্যন্তরে পশ
গিয়া; দৈবকীর গর্ভস্থিত শিশু বধ-
আশে—কংসের আদেশে প্রতি দ্বারদেশে
শঙ্কায় সজাগ আছে শতেক প্রহরী।
রে আঁধার তোর বক্ষ-পঞ্জর-পিঞ্জরে
আছে যেই ঘুম, খুলে দে রে তারে। যা রে,
যা রে, কংস-ঘরে পাপ আঁখিপরে তার,
মরণের ঘুম দে রে, অচেতনে রাখ
রক্ষিদলে। পুন যা রে মথুরার ঘরে
ঘরে. মোহজাল প্রতি শয্যাপরে দে রে
ছড়াইয়া। জাগো জনার্দ্দন! যোগতত্ত্বে
যোগিবর, অবতরি ধরাপর, এসো
অনন্ত জীবন দিতে দান। যাই আমি
অন্তরালে করি অবস্থান।

[শূন্যে প্রস্থান।

দেবকী। (নিদ্রোত্থিত হইয়া) প্রাণেশ্বর!
কোথা তুমি? প্রাণেশ্বর কর গাত্রোত্থান,
দেখ চারিধার এ কি অন্ধকার!

বসুদেব। আহা!
নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে বড় সুখে ছিনু,
আশা পূর্ণ দেখিনু সংসার। প্রিয়ে! প্রিয়ে!
দেখিলাম যেন এই সমস্ত আমার,

সমস্ত তোমার। যেন প্রকাণ্ড ভুবন
এই ক্ষুদ্র কারা-মাঝে পশিয়াছে প্রিয়ে!
সমগ্র সংসার যেন ভর করেছে বাধা।
সুখস্বপ্ন কেন বল ভাঙ্গিলে আমার?
আবার আঁধার—আবার সে কারাগার
দুরাশার অন্ধকার ভরা—শত পাপ—
প্রহরীর মত অস্ত্র ঘেরা সেই কারা,
আর সেই কারামাঝে বদ্ধ পদ
মায়া মুক্ত বদ্ধ দুই অভাগা দম্পতী।

দেবকী। শুন যদুপতি! স্বপ্ন হেরি আমিও যে
উঠিয়াছি জেগে। নাথ! মোহের আবেশে
অঙ্গ ঢেলে, পোড়ে আছি ভূমিতলে, দেখি
হতাশা—দুরাশা দুস্তর জলে ভাসিল কানন,
আমি যেন তদুপরি বসে আছি স্থির,
বিশ্ব-প্রাণ ঘেরা চারিধারে। দেখি যেন—
অনন্তের খুলে গেল দ্বার। কারা যেন
বাহিরিল। পঞ্চানন, চতুর-আনন,
বজ্রপাণি, বাণাধর,—অসংখ্য-মূরতি
কলেবর, অগণ্য কি যেন কারা, এলো
ঘিরে তারা, শঙ্খ ঘণ্টা বীণার বাদনে,
আকাশ হইতে কিবা সুধামাখা গানে,
নাচিতে নাচিতে মোর করিল আরতি।
বলে,—বিশ্বপতি অগতির গতি মাতা,
সকলের প্রণিপাত লও। কেঁপে গেল
প্রাণ, নিদ্রাভঙ্গ হলো, কে লইল গর্ভে
স্থান? এ কি! এ কি! এ কি!
আলোক! আলোক!

(চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে নারায়ণের আবির্ভাব এবং
ধর্ম্ম, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। ত্রিলোচন লোচন তারকা, মহাযোগী
যোগ প্রভাকর! চতুর্ব্বেদ-প্রসবিনী
বিশ্বব্যাপী বাণী, নিত্য ওঙ্কারের শিরে
বিন্দু-মূর্ত্তি ধরে অগণিত দেবতায়,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরে নরে আর
পশু কি অগণ্য ক্ষুদ্র জীবে, পূর্ণ করি
এ চোদ্দ ভুবন, নারায়ণ! দুষ্কৃতের
বিনাশের তরে, সাধুগণ পরিত্রাণে,
ধর্ম্মের রক্ষণে অবতার। হরি! লও
প্রণতি আমার। বড় দুঃখে আসিয়াছি
হরি! দয়াময়! ধরিত্রীর বক্ষস্থিত
মানদণ্ডোপরে, বড় সাধে করেছিলে
স্থাপন অমরপুরী, দুর্দ্দান্ত দানবে
তাই আজি পদভরে করিছে দলন।
ভুবন-জীবন! রাখ ধরা—রাখ তার
সনে। তিন পদ ভেঙ্গে গেছে মোর।
আছে মাত্র এক, তাও যায়—কর হে
উপায় হরি! দাঁড়াইতে সেই পদভরে।
মোরে দয়া কর—দয়াময়—বিপন্নতারণ!

(ধর্ম্মের গীত)

ফুল্লেন্দীবর-কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্-
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপ-
সংঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং,
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম-
গোপালবেশম্॥

শিব।—দেখ সখা! হর যাচে চরণে আশ্রয়।
নিরাকার নিরঙ্কুশ সর্ব্বগুণাশ্রয়,
সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বের স্বরূপ স্বেচ্ছাময়,
ভক্তের কারণে করি আকার ধারণ,

নররূপে যুগে যুগে রমণী-জঠরে
লও স্থান ! চাহে বিশ্ব প্রাণ নর তরে।
নরকান্তকর ! আমি আসিয়াছি গুরো !
দশরথাত্মজ শিব গুরু নাম ধর
গুণধাম রাম ! দুরাচার রক্ষোরাজে
যে বলে নিধন করেছিলে, সেই বল
তমোগুণ-জাত সেই মহাপরাক্রম
বিশ্বরূপ ! তোমার ভিতরে দিবে বলি.
অঙ্গে তব মিশাইতে সাধে হর. আজি
পীতাম্বর ! যোগারাধ্য কৃষ্ণধন, তব
মহাবাহুমধ্যে করি অবস্থান, তব
রমণী-মোহন রূপে—ছুটী সার ধন
কমললোচন তায় প্রলয় অনলে
দেদীপ্যকরণ অভিলাষে, রুদ্র যোগী
সাধে,জাগো শিশু ! জাগো বিরাট্ পুরুষ !

ব্রহ্মা। নিঃশঙ্ক নিখিলাধার
নিত্য সনাতন.
নির্লিপ্ত নিরীহ বাগ্মী বেদের কারণ ;
দুরারাধ্য আত্মারাম নীলাম্বর হরি,
অক্ষয় অক্ষর রূপ চতুর্ভুজধারী,
ভবানীপতির গীতে মোহে যেই কালে,
ঝরেছিল স্বেদধারা চরণ-কমলে.
আমি ধরেছিনু তাহা প্রেমিকপ্রবর
অঞ্জলি উথলি সেই সুধার শীকর
ব্রহ্মার হৃদয় শান্ত করি উথলিল,
উদ্বেলিত মন্দাকিনী ছুটিয়া বহিল.
শান্তি-জলে ভাসাইল অমর নগরে ,
প্রেমিকের প্রাণ প্রেমাধার ধরাপরে,
দেখ হে অঞ্জলি পূরে আনিয়াছি তায়,
লও নাথ শান্তি-জলে ভাসাও ধরায়।

(ব্রহ্মার গীত)

কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষীকেশ,
বৃন্দা-বিপিন-পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ।
মাধব-মুকুন্দ-মধু মথন যজ্ঞেশ,
রাধিকা-রমণ রসরাজ নটবেশ।
নন্দসুত-নীল-নলিনাভ ভুবনেশ,
কেশিশূর-কংসহা যাদব মহেশ.
তব চরণকমল মতিবিহীন মূঢ়েশ.
রাম শঙ্কর সুদানে কুরু কৃপালেশ॥

চতুর্ভুজমূর্ত্তি। মানবের কাতররোদন,অনুক্ষণ
শ্রবণে পশিল, তাহে দেবকণ্ঠে শোক-
উচ্চারণ, বলে—ধরা যায় জনার্দ্দন !
অক্ষরে অক্ষরে মোর অনন্ত শয়ন,
কাঁপাইল দশ শত সুদীর্ঘ নিশ্বাসে,
ফণিরাজ সেই শোকে দিল প্রতিধ্বনি।
অবনি ! অবনি ! আসিয়াছি তাই। হের
তব ভার হরিবারে শত শৃঙ্খলের
ভারে মূরতি করিনু সংগঠন। হের
অজ্ঞান-আঁধার দূরিবারে, কারাগারে
স্ফুরণ আমার আছে অনন্ত বিস্তীর্ণ
এ সংসার, তবু দৈত্য নাশিবার তরে
প্রথম বিকাশ দৈত্যঘরে। জাগো জাগো
জননি ! জননি ! নারী নরের লোচন-
বারি আর দেখিতে না পারি,তারি তরে
আজি আমি নররূপে পূর্ণ অবতার !

(চতুর্ভুজমূর্ত্তির অন্তর্ধান)

(দেবকীর বালকৃষ্ণ ক্রোড়ে প্রাপ্ত হওন
ও তদীয় মুখচুম্বন)

(শূন্যে মায়ার পুনঃ প্রবেশ)

মায়া। কি কর দেবকি ! কি কর হে বসুদেব !
লোচন-আসারে ভিজাইছ কারে আর ?

রাণি! মায়া কর কার? দাও ছেড়ে ওঁরে
দাও বসুদেব-করে—উঠ যদুবর!
লয়ে চল বৃন্দাবনে, রাখ গোপঘরে
রাধার হৃদয়ধনে। মোহে অচেতন
মথুরা-নগরী। রাজা, প্রজা, নর-নারী
সকলে—সকলে অচেতন। চল—চল
ঝন্‌ঝনে খুলে যাবে সিংহদ্বার। রাণি!
তব সন্তানের ওই চাঁদমুখখানি
দরশিলে—ভবের বাঁধন খুলে যায়।
চল চল দাঁড়ায়ো না, ভাবিও না আর।
চেয়ে আছে ত্রিভুবন পাইতে নিস্তার!

(দেবগণের গীত)

"বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্।
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্মৈতৎ কর্ম্ম কারণম্।
তপস্তপস্বিনীনাঞ্চ তাপসানাঞ্চ তাপসম্।
বন্দে নবঘনশ্যামং স্বাত্মারামং মনোহরম্॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গোকুল,—নন্দভবন।

(নন্দ, উপানন্দ, গোপগণ, গোপীগণ ও ভারবাহিগণ উপস্থিত, এক কক্ষে যশোমতীর ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের উদয়)

নন্দ। আনন্দ যে ধরে না হৃদয়ে, নিরানন্দ-
ভবন আমার পুলকে পূর্ণিত হ'ল;
পুন্নাম-নরকে ত্রাণ প্রেমের সান্ত্বনা
বংশধর—ধরায় উদয়। গোপেশ্বর
নহে আর অপুত্রক; ভাগ্যহীন দীন
আখ্যা ঘুচিল হে এতদিন পরে। ঘরে
দুর্ভগা বলিয়া আর পুত্রবতী কেহ
কহিবে না যশোদায়, ভাগ্যবতী এবে।
হের সবে হের মূর্ত্তিমতী সতী
মাতৃত্বের প্রতিমার মত, কোলে শুয়ে
খেলে দোলে সোণার সন্তান; ভগবান্
ভগবান্ প্রসাদ তোমার, দাও তারে
যে ডাকে কাতরে; কাতরে ডাকিয়াছিল
মাতা বসুমতী, কাতরে ডাকিয়াছিল
যশোমতী সতী, কাতরে ডাকিয়াছিল
দীন ব্রজপতি, পূর্ণ সাধ সবাকার।
সবারই হৃদয়ে হ'ল আশার সঞ্চার।
জাগ্রত হে ব্রজবাসী কর মহোৎসব,
উচ্চ নীচ রাজা প্রজা কেহ নাহি কারো,
প্রেমের রাজত্ব হেথা, এই বনভূমে
সবে ভালবাস—ভালবাসাইতে জান,
এ আনন্দে আজি ভাই ভালবাসা দাও,
দরিদ্রের নিধি ওই দুলালে আমার,
আপনার ভেবে লও সবে। মমতায়
বিগলিত হও, আশীষি জীবিত রাখ,
বংশমান বংশধর রাখিবে আমার;
গোপবংশে বংশমান রহিলে সবার।
জগৎ জাগিবে, জেগে কর জয়কার!!!

উপানন্দ। হের আর্য্য, নহে এ তো
আঁখির বিকার।
শূন্য হ'তে মহামুনি দেবর্ষি দেবতা
ঋষি সহ—অহো এ কি জাগিয়ে স্বপন!
নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ জড়ের মতন,
যেন না সরে বচন।
আহা! বীণার বাদন
শ্রুতি-বিমোহন; শোন ব্রজ, শোন জগ-
জন অমৃতে মাখান গীত; আনন্দের
উৎসবের উচ্ছ্বাসের একত্র মিলন!!

(এক পার্শ্ব হইতে দেবতামণ্ডলী সহ অগ্রবর্ত্তী
নারদের সঙ্গীত করিতে করিতে
প্রবেশ ও নৃত্যাদি)

নারদ।— (গীত)

"জয় জয়ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে। *
উপানন্দ অভিনন্দ, সনন্দ নন্দন নন্দ,
সবে মিলি নাচ বাহু তুলিয়া রে।
নাচ রে নাচ রে নন্দ, সঙ্গে লয়ে গোপবৃন্দ,
হাতে লাঠি কাঁধে ভার করিয়া রে॥

গোপগোপিকাগণ।—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন॥

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
জগৎ-জনের মন ভুলিয়া রহিল॥

নারদ।—

দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালহ অবনী-পরে,
কেহ শিরে ঢাল দধি তুলিয়া রে।
যত সব গোপনারী, জয় জয় ধ্বনি করি,
আশীষ করহ শিশু বেড়িয়া রে॥"

গোপগোপিকাগণ।—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ। ইত্যাদি—

নারদ।—

"নর্ত্তক বাদক যত, নাচ গাও শত শত,
ধেনু ধাও উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হৈল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস নারদ যাচে গাহিয়া রে॥"

গোপগোপিকাগণ।—

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে, নাচে দেবগণ। ইত্যাদি—

যবনিকা-পতন।

---

* উক্ত গীতদ্বয় পদকল্পতরু গ্রন্থ হইতে "শিরাই" ভণিতাসূচক "শিবরামই" হউন বা অন্য কোন নামেরই হউন, কোন মহাত্মা বৈষ্ণবকবির রচিত। আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত।

গোপী-গোষ্ঠ

বা

রাধাকৃষ্ণের দিবা-মিলন।

গীতিনাট্য।

"They chant their artless notes in simple guies,
They tune their hearts by far the noblest aim."

Robert Burns.

".............................বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।"

মাইকেল মধুসূদন।

গীতিনাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ	যশোমতী
বলরাম	রোহিণী
আয়ান	জটিলা
শ্রীদাম	কুটিলা
সুদাম	শ্রীরাধিকা
সুবল	বৃন্দা ও সখীগণ
রাখালগণ	পুরবাসিনীগণ

স্থানবিশেষে বিশেষ উপযোগী বোধে এই গীতিনাট্যকাব্যে " " চিহ্নবিশিষ্ট সঙ্গীত কয়টী পুরাতন বঙ্গীয় কবিগণের গীতিপুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

মাননীয় বন্ধু অপেরামাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ অতি যত্নে এই পুস্তকের সঙ্গীতগুলি সুরলয়ে গঠিত করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গোপী গোষ্ঠ

বা

রাধাকৃষ্ণের দিবা মিলন।

গীতিনাট্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(জটিলা ও কুটিলা দধিমন্থনে নিযুক্তা)

জটিলা। এ তো বাছা তোরই দোষ দেখ্‌ছি! তুই কি বুঝে ওই অত বড় বোয়ের গালে ঠোনা মাত্তে গেলি? ও কি এখনও কচি খুকীটী আছে যে তাই নিয়ে পুতুল খেলা কর্‌বি? ও এখন তোরে খেলিয়ে নে বেড়াতে পারে, তা জানিস্? কেমন ঘরের মেয়ে! বাপ্ রে, ডাক্‌সাইটে ঘর!

কুটিলা। ওই বড় ঘরের মেয়ে—বড় ঘরের মেয়ে বোলে বোলে তুই মাগীই বোয়ের মাথা খাচ্ছিস্, আর বেটার মাগ বৌকে ফাঁপিয়ে দিয়ে এই অভাগী রাঁড় মেয়েকে তার বাঁদী বানাচ্চিস্! না হোলে ওর দোষ, দুটী চক্ষের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পাও না? আমায় বক্‌বার বেলা তো মুখে খই ফোটে, আর ওর বেলা মুখে গো দিয়ে থাকিস্ কেন রে মাগী বল্ তো? অমন কর্‌বি তো তোর ঘরে দোরে আগুন লাগিয়ে দেবো, বো-বেটা নে পুড়ে আঙার হবি! আমার রাগ তো জানিস।

জটিলা। তা আর জানি না? সাধ ক'রে মেয়ে পেটে ধোরেছি, আর মেয়ের গুণাগুণ জানি না? আঁতুড়ঘরে আমাকেই গিল্‌তে হাঁ কোরেছিলে, আমার এমনি লক্ষ্মী তুমি, তা তুমি ত মা খেতেই এসেছ, তা একটু রোয়ে বোসে আগু পেছু কোরে গালে পূরো। ডাইনী বেটী! তোর এত রাগ? আগে অত ভাব ছিলো, ডাগর হয়ে ও তোর গায়ে কি বিষ ছড়িয়ে দিলে?

কুটিলা। বুড়ো মাগী দেখ্‌তে পাও না? বয়সদোষে চোখের মাথা ত খেয়েছো, কাণেও কি শুনতে পাও না? গাঁয়ে যে আর বেরোবার যো নাই! আমার গায়ে সয় না, তাই বলি। বৃন্দাবনে তোর বড়-সাধের বোয়ের নামে যে ঢাক বেজেছে!

জটিলা। বেজেছে বেজেছে, তা তোর কি? তুই গায়ের জ্বালায় মরিস্ কেন? সে ভাতারতির মাগ, তার মাথার ওপর পুরুষ রয়েছে, সে যেমন বুঝ্‌বে, তেমনি কর্‌বে।

জটিলা। পুরুষ? আহা-হা কি মদ্দগা! শুধু গতরটাই আছে! এদিকে যে মা, ছেলেটী

তোমার নিরেট বোকা! বোকা না হলে আর চক্ষের উপর এইগুলো দেখ্‌ছে? চখে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ীর সব কাণ্ডকারখানাগুলো দেখিয়ে দিই, তবু পুরুষের গা ঘামে না। হুঁ—ও না হয়ে আমি যদি তোমার বেটা হতুম, তা হলে একবার মজাটা দেখ্‌তে! অমন মেগের গলায় পাথর বেঁধে যমুনায় বিসর্জ্জন দিতুম!

জটিলা। তা ওর দোষ কি? উঠে অবধি তুই যে এত গরগর কচ্চিস্—বৌমা আমার এমন কি করেছে? এমন বয়েসকালে সবাই এমন হয়—ছেলেপুলে হলেই সেরে যাবে।

কুটিলা। আহা—হা—কি কথাই বল্লে গা! সেরে যাবে? যে রকম কাণ্ডটী বেধেছে, কোন্ দিন কুলে ছাই দে মথুরার হাটে গিয়ে বসে দেখ্! তুমি মাগী চাপা দিলে হবে কি! পথে—ঘাটে—যমুনার ধারে ছুটোতে যে রকম করে—তা আর কারো অবিদিত নেই। এখন আবার রাতবেড়ানো সুরু হয়েছে! একপাল সহচরী রেখেছে তারা তোমার খেয়ে তোমারই মুখ পোড়াচ্ছে, কালকূটের সঙ্গে তোমার সোণার প্রতিমাকে গেঁথে দিচ্ছে! বেশ হচ্ছে! খুব কচ্ছে! তুই যেমন—তোকে ধোরে তোর বৌ যে দিন তোর মুখে লাথি মারবে—সেই দিন তোর চোখ ফুট্‌বে।

জটিলা। দূর অভাগী! আমার মুখে লাথি মারবে? এমন বোয়ের অমনি ঘাড় ভেঙ্গে না পুতে ফেল্‌বো। তুই যেমন—তোর মুখে ওরা মাগভাতারে লাথি মারে, তবে তুই জব্দ হোস্, তোর ফণা ভেঙ্গে যায়, তা না হলে আমি মা—তুই বেটী আমাকেই যা মনে আসে, তাই বলিস্, তোর মুখে যে পোকা পড়্‌বে!

কুটিলা। তোকে বলি না তোর আক্কেলকে বলি। মায়ে পোয়ে বাবার নাম ডোবাতে বসেছিস্ বোলে আমি বলি, নইলে—তোদের উড়ে পুড়ে যাক, আমার কি ক্ষতি? আমার একটা পেট—রাজার বাড়ী ঘোলমউনী দাসী হয়ে থাক্‌লেও খেয়ে বাঁচ্‌বো, তোর দোরে দাসীবৃত্তি কচ্ছি—তবে তো তুই খেতে দিচ্ছিস্ রে বেটী!

জটিলা। এঃ—তুই বেটী নেহাৎ পাগল! তোর বাপের তুই খাচ্ছিস্—তাতে আমার কি? তবে ও ভালমানুষের মেয়েকে ঘরে এনেছি—ওকে তো আর পাঁশ পেড়ে কেটে ফেল্‌তে পারি না। তুই যে দিবারাত্তির ওরই দোষ দিচ্ছিস্—ওর এতে কি একা দোষ? তুই এক ঘরের ছেলে—তোর বাপ গ্রামের রাজা—তোদের সঙ্গে মস্ত সুবাদ রয়েছে—তুই হতভাগা বেটা কেমন কোরে এমন কাজ কল্লি? যশোদা বলেন, আমার কচি ছেলে—দুধের বাছা। বেটীর ছেলে যে আঁতুড়ের গন্ধ গায়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই আমার সর্ব্বনাশ কচ্ছে, তা তো বুঝ্‌বে না!

কুটিলা। কচি ছেলেই তো—আজো বাছা মাই ছাড়ে নি। অমন হতভাগা ছেলে ভূ-ভারতে আর দুটী আছে? বড়দিদির বুড়ো বয়সের ছেলে কি না—ছোঁড়ার কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধোচ্ছে। হতভাগা ছেলেটাকে দেখ্‌লে আমার গা ইস্‌পিস্ করে! ইচ্ছে হয়, নোড়া দিয়ে তার বাঁকা হাড়গুলো সোজা ক'রে দিই। কেলে ছোঁড়া যেন এক ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে।

বলিস্ কি মা—পেরোস্তোর মেয়ে-বৌকে জলের পথে আট্‌কে আট্‌কে তাদের মাথা খাওয়া, আর এদিকে নাদুসনুদুস্ নন্দদুলালটী হয়ে—মানুষের বাড়ী-ঘরে ঢুকে যেন কত আপনার! এবার এক-বার এ বাড়ীতে এলে হয়, আঁশবটী দিয়ে উঁচু বাঁশীর মত নাক কেটে নেবো—আর বাঁশীটে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেল্‌বো!

(উভয় পার্শ্বের দ্বার দিয়া চুপে চুপে কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। (কুটিলার দধির হাণ্ডা হইতে ননী লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে) মাসী! পায়ে ধরি, নাকটী কেটো না, তোমারও ত নাক আছে মাসী—বাঁশীর মত নাই বা হলো—খাঁদা বোঁচা যাই হোক্ আছে যখন—দরদ জান তো? আর এই বাঁশীটী? এটী আমার সাধের বাঁশী—মাসী—বড্ড ভালবাসি—এ জ্যান্ত বাঁশী, তোমার ও মরা আগুনে তো পুড়্‌বে না, শুধু ছাই মাখাই সার হবে!

কুটিলা। আ মর্—মর্—কথার শ্রী দেখ।

বলরাম। ও দিদি! ননী দেবে, না কেড়ে খাবো?

জটিলা। কেড়ে খেতে হবে কেন ভাই? হাত পাতো। হাঁ, এই বেশ। সোণার হাত দুখানি পেতে চেয়ে নিলে—দিয়েও প্রাণ জুড়ুলো! (ননী প্রদান) ছিঃ!—চুরি করে—হাঁড়ি ভেঙ্গে—ভয়ে ভয়ে কি খেতে আছে? বলাইটী দিব্বি—বেশ, কৃষ্ণ—তুই ভাই ননী-চোরা।

শ্রীকৃষ্ণ। ও দিদি! চুপি চুপি এসে—চুরি কোরে—খাবা ভোরে খাই—বড় মজা পাই! ধরা দিতে দিই নাই—তাই তো দিদি ননী-চোরা নাম।

জটিলা। তা—তুমিও—এসো—খাও।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি? ও দিদি! আমি? আমি এসেই তো খেয়েছি! মাসী আমার সাক্ষী—শেষের গরাস্‌টা নজরে পোড়ে-ছিল, না মাসী?

কুটিলা। আহা—হা—বড় সোহাগের কাজ-টাই করা হলো, অই—না মাসী? আদুরে ছেলে! যাদের আদর, তাদের ভাল লাগে! বলা নেই, কওয়া নেই, ননীর হাঁড়িতে হাত? আমি আজ হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল্‌বো!

শ্রীকৃষ্ণ। বেশ তো! বেশ তো! মাসী—পার যদি—হাটের মাঝে হাঁড়িটে ভেঙ্গো, তোমারও ভেঙ্গে সুখ হবে, দশজনেরও দেখে সুখ হবে।

নেপথ্যে যশোমতি। ও গো! তোমরা আমার নীলমণিকে কেউ দেখেছ?

বলরাম। ও ভাই কানাই! মা যশোদা বুঝি আস্‌ছেন?

শ্রীকৃষ্ণ তা—আস্‌বেনই তো। ভোরের সময় পালিয়ে এসেছি, আর কি মা আমার স্থির থাক্‌তে পারেন? ঐ দেখ, মায়াময়ী মা জননী—পাগলিনীর মত ছুটে আস্‌ছেন।

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশোমতী। বাপ রে—নীলরতন, তোরা যে আমার অঞ্চলের নিধি! সর্ব্বস্ব ধন! তোদের হারা হয়ে আমি যে এক দণ্ডও স্থির থাক্‌তে পারি না, তা কি তোরা জানিস্‌নে বাপ? দুঃখিনী জননীকে এত যাতনা দেওয়া কি তোদের উচিত?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ মা, ওঁরা আমাদের দুই ভাইকে ধোরে রেখেছেন—মাসী কত ভয় দেখাচ্চে মা! ও মা! বলে—নাক কেটে নেবে! আবার একগাছা দড়া বার কোরে—বল্লে, দুটোকে বেঁধে যমুনায় ভাসিয়ে দেবে মা!

কুটিলা। না, বোল্‌বে না তা কি? উন্‌পাজুরে—বরাখুরে—বজ্জাতের ধাড়ী ছেলে যখন বিইয়েছেন—তখন কথা তো শুন্‌তেই হবে! চোরা বোলে ধরিয়ে দিইনি. এই ঢের। অনেক খাতির রেখেছি, অনেক রেয়াৎ করেছি।

যশোমতী। বাপ্‌ধন! বাপের ঠাকুর আমার! আমার কোলে উঠে এসো—তোরা—কি দুঃখে এখানে এসোছিস্ বাপ্? তোদের দু ভেয়ের কিসের অভাব? ছি! এমন করে ভোরের বেলা আর কোথাও এসো না। অভাগিনী জননীকে—কাঁদিয়ে আস্‌তে তো বাবা তোমরা ভালবাস না? কুটিলা! বোন্! নীলমণি আমার বড় সাধের নিধি! এরা আমার দুধের গোপাল—বালক রাখাল। এদের কি বোন্—কোন দোষ আমার চক্ষে ঠেকে? এদের খেলা—এদের লীলা সকলই সুন্দর! খুড়ীমা! এমন নিখুঁত সুন্দর কেউ কখন দেখে নি! আমার বড় দরদ মা বড় দরদ। বাছার মুখটী ঘামলে মুছিয়ে দি—দিবারাত্রি কোলে কোরে থাকি—কোল থেকে নামাতে ভয় হয়। কি জানি মা, আমার প্রাণের নিধিকে আর কেউ যদি আমার মতন না আদর করে—আমার মতন না যত্ন করে, তা হলে যে সোণার বাছাকে আমার দুঃখের মুখ দেখ্‌তে হবে। তা তো আমি প্রাণ ধরে সইতে পার্‌বো না! ওগো আমার অভিমানী সোণার চাঁদকে কেউ তাচ্ছল্য কল্লে যে আমি মরমে মরে যাবো,চল ত যাদু, দুটী হাত ধরে দুজনে চল। রোহিণী দিদি তোমাদের মাখন-নবনী হাতে করে অপেক্ষা কচ্চে।

(গীত)

ওগো ও যশোদা মাই।
তোর ননী-চোরা কানাই বলাই
আমরা দুটী ভাই।
দুটী হাত ধরে তোর সাথে সাথে
চল মা নেচে যাই॥

[যশোদার দুই হাত ধরিয়া গান করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ-বলরামের প্রস্থান।

কুটিলা। মা, দেখ্‌লি? দেখ্‌লি? শুন্‌লি তো? দিদির আমার আক্কেলের কথাটা শুন্‌লি তো? আমরা ওঁর ছেলেকে যত্ন কত্তে জানি না, তাচ্ছল্য করি। আঃ পোড়ার-মুখি ছেলের অসাধারণ গুণের কথা তো বোঝে না! হতভাগা বেটার যেমন রং, তেমনি ঢং, আকার প্রকারও তেম্‌নি! হতচ্ছাড়া, যেন যশোদা দিদির আটাশে খোকা গর্ভ থেকে বিগ্‌ড়ে বেরিয়েছে; কি বল্‌বো—তুই মাগী ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌বি, না হলে ওই ছোঁড়ার গলায় পা দিয়ে মেরে,আর সেই সঙ্গে তোর বৌকে সহমরণে পাঠিয়ে আমার মনের ক্ষোভ মেটাতে পারি। দিনরাত—বাড়ীতে—আনাচে কানাচে এসে, ছেলের ভোল কোরে সবার চোকে ধুলো দিয়ে জাত নষ্ট কোচ্চে! পোড়ারমুখো বাঁদর মুখ-চোরা

তোর ছেলে সেদিক্ পানে চেয়েও দেখ্‌বে না! কেবল কালী কালী তারা তারা বুলী! আর মাগ যেন ইশের মূল।—মা গো! মাগ্‌কে নমস্কার করে! তা না হলে ওঁর এমন দুর্দ্দশা হবে কেন? আজ আর তো রেয়াৎ করবো না—বড় বোলে মানবো না, ঠাকুরঘরে গিয়ে খুব দশ কথা শুনিয়ে দে আসি।

জটিলা। ও রে—না রে—যাস্‌নি! কেন মিছামিছি কতকগুলো নাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তাকে জ্বালাতে যাবি? সে ভালমানুষ, তার আমার সাতেও হুঁ—পাঁচেও হুঁ, আপনার পূজো নিয়েই আছে। সে মগের তোয়াক্কাই রাখে না। আর সে তোর মতন অমন কেবল পরের কুচ্ছ ক্কোত্তেও ভালবাসে না।

কুটিলা। তার ঘরের কুচ্ছ যে রে মাগী! তার নিজের বুকে বোসে যে দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্ছে। তোর কথা তাই শুন্‌লুম এতক্ষণ? আমি আজ দাদার কাণে পাক্ দিয়ে বোল্‌বো, এমন বিঁধন বিঁধ্‌বো না তো, জ্বালায় ছট্‌ফটিয়ে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ফেল্‌তেই হবে।

জটিলা। তোর যা খুসী কর্ গে যা! কিন্তু আমার ঘর ভাঙ্গে তো তোর মাথা মুড়িয়ে—ঘোল ঢেলে—যমুনার পারে বিদেয় করে দেবো।

[জটিলার প্রস্থান।

কুটিলা। ও বেটী! তুমি বৌ বেটা নিয়ে সুখী হবে ভাব্‌ছো? তোমার যেমন মন—তেমনি ধন হয়েছে! আমি তো একবার এ বাড়ী ছেড়ে গেলে হয়। তোমার কপালে তা হলে—বোয়ের লাথি, ছেলের কিল—আর দেশ শুদ্ধ লোকের টিটকিরিটে ভাল করে ফল্‌বে। হতভাগা মাগী—মর্‌বে কবে?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—•—

নন্দরাজের অট্টালিকাদ্বার, উভয় পার্শ্বে গৃহশ্রেণী, দ্বারে রোহিণী মাখনহস্তে উপস্থিত।

(রাখালগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা গো মা বল মা—
ব্রজবালকের সরবস্বধন।
কে হরিল লুকাইল সে নীলরতন॥
হুতাশে শিহরে কায়,
হৃদি বিদরিয়া যায়,
বিষম বিষাদে হায় ঝরে দুনয়ন—
গাভী কাঁদে, বৎস কাঁদে,
এনে দে মা শ্যামচাঁদে,
সবারি সাধেরি নিধি সে কালবরণ॥

রোহিণী। ও রে ওই দেখ্—তোদের রাখালরাজা। প্রাণের নিধিটীকে না দেখ্‌তে পেয়ে তোরা বড় ব্যাকুল হয়েছিলি, এইবার নয়ন সার্থক কর্। ও রে—এমন রূপ আর কারো আছে? একবার প্রাণ ভোরে পূজা কর্।

(যশোমতীর সহিত কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

(অবনতজানু হইয়া বালকগণের স্তব-গীতি)

জয় জয় কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র।
ব্রজকুল-গোকুল-আনন্দকন্দ॥
জয় জয় জলধর শ্যামল অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
সুধাই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন-মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী-বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুর-ঝঙ্কার ততই রসাল॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ।
তাপিতে করুণা করি তার গোবিন্দ॥

(গীত)

রোহিণী।
নাচ রে নাচ রে মোর রাম দামোদর।
যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সর॥

(কৃষ্ণ-বলরামের নৃত্য ও নবনীত ভক্ষণ)

যশোদা।—
আমি নাহি দেখি বাছা নাচ আরবার।
গলায় গাঁথিয়ে দিব মণিময় হার॥

(যশোদা কর্ত্তৃক হার পরাওন ও রাখালগণের গীত)

নেচে বল রে ও ভাই কানাই বল
সবাই মিলে চল গোঠে যাই।
(ও তুই) গোষ্ঠ-গোপাল রাখাল-রাজা ভাই॥

শ্রীদাম। ও মা!
পরাইয়া দেহ ধড়া,
মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া;
রাঙ্গাপায়ে পরা গো নূপুর।
অলকা তিলকা ভালে,
বনমালা দেহ গলে,
কালোরূপে আলো হোক্ পুর॥

রাখালগণ।
নেচে নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি।

সুদাম। ও মা!
মায়ের মাথার কিরা,
কহিতেছি ফিরা ফিরা;
মনে কিছু না ভাবিও আর।
বেলা অবসানকালে,
গোপালে লইয়া কোলে,
তোর আগে আনিব আবার॥

রাখালগণ। নেচে চল রে ও ভাই ইত্যাদি।

সুবল। ও মা!
সঁপে দেহ মোর হাতে,
আমি লয়ে যাব সাথে;
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে,
অধিক জানিব গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥

রাখালগণ। নেচে চল রে ও ভাই—ইত্যাদি।

(যশোদার গীত)

ওরে ও বাপ শ্রীদাম সুদাম,
ও কথা আর বল্যে না।
আজ আমি গোপালে আমার,
গোঠেতে পাঠাব না॥
আমার বড় সাধের কালসোণা,
কোলে থেকে আর নামাবো না;
বনপথে যেতে সাথে,
প্রাণ ধরে ত দেব না॥

শ্রীকৃষ্ণ।—
গোঠে আমি যাবো মা গোঠে আমি যাব।
রাখালের সনে ধেনু চরায়ে ফিরিব॥

চূড়া বাঁধি দে গো মুরলী দে মোর হাতে।
এসেছে সকাই মোরে লয়ে যেতে সাথে॥
পীতধড়া পরিয়ে গলায় দিতে মালা।
মনে পোড়ে গেল মোর কদম্বের তলা॥

(রাখালগণের গীত)

ও মা নন্দরাণি গো!
মায়াময়ী মায়ের নামে ডঙ্কা মেরে যাব।
বেলাবেলি তোর গোপালে কোলে এনে দেব॥
শ্রীদাম—
লয়ে যাব প্রাণের কানু রাখিব বসায়ে।
আমরা ফিরাবো ধেনু চাঁদমুখ চেয়ে॥
সুদাম।—
সাথে রইলে নীলমণি তোর বড় পাই সুখ।
বেণুতে ফিরায় ধেনু এ বড় কৌতুক॥
সুবল।—
যে দিন যা করি মনে মা কানু তাহা জানে।
ক্ষুধা লাগিলে অন্ন কোথা হইতে আনে॥
মধুমঙ্গল।—
একদিন দাবানলে মরিতাম জ্বলে।
বাঁচাইল ভাই কানাই অতি অবহেলে॥
রাখালগণ।—
নন্দরাণী তাই গো তোমার গোপালে লয়ে যাই।
তোমার গোপাল রাখালরাজা আমরা প্রাণের ভাই॥
বলরাম। মা যশোমতি—শোক ত্যাগ কর।
তোমার গোপালের কি মা কোন অনিষ্ট হওয়া সম্ভব?
মনে তো পড়ে মা সেই শকট-ভঞ্জন,
ধেনুদৈত্য-তৃণাবর্ত্ত-পূতনা-নিধন,
মহামহীরুহ সে অর্জ্জুন-বিদারণ?
বৎসাসুর অঘাসুর বকাসুর পাপে,
অবহেলে নাশিল যে জন, তার কার্য্য
সকলি অদ্ভুত! মৃত্তিকা-ভক্ষণচ্ছলে,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী দেখালে বদনে!
বিশ্বরূপ বালক তোমার—অবতার!
গর্গমুনি ভোগভক্তি অলক্ষিত ভাবে,
কি কৌতুক করিলা কানাই; পূর্ণশক্তি
দেখালে ব্রাহ্মণে, চিনে গেল চিন্তামণি
বলি। যজ্ঞেশ্বরে জঠরে ধরেছ মাতা!
পূর্ণজ্ঞানী বালক রাখালরূপী হরি,
সম্পদ্ বিপদ্ আনে স্বেচ্ছায় উঁহার,
ইচ্ছাময়—দেখিছ তো জনম অবধি।
ইচ্ছায় বেঁধেছে ভাই অটুট বাঁধনে
ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা-নিচয়ে।
সবাই বিভোর প্রেমে পিপাসা মিটাই,
সবারই প্রাণের নিধি প্রাণের কানাই।
প্রাণে বাঁধা কোথা যাবে ভাই? কেন ডর,
অপরাহ্ণে আবার মা আসিবে কেশব।
নাচিবে গাইবে সাথে রাখালিয়া সব।
উঠিবে ব্রহ্মাণ্ড ভরি জয় জয় রব॥

(যশোদার গীত)

বলাই রে নে যাবি আয়।
সাধের নিধি নে যাস যদি
আমার কাছে আয়॥
একবার ভাল ক'রে দেখে নি রে আয়॥
(ও বাপ্) সঁপে দি রে হাতে হাতে,
ল'য়ে যাস্ সাথে সাথে;
মিনতি করি রে তো সবায়।
দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধনে এনো রে ত্বরায়।
(ওরে) প্রাণ ধ'রে রইনু চেয়ে
আশারি আশায়॥
(আমি) পথপানে রইনু চেয়ে
আশারি আশায়॥

যশোদা। (শ্রীকৃষ্ণের শরীরে হাত বুলাইয়া)

এ দুখানি রাঙ্গাপায়, রক্ষ ভার বিধাতার,
আগুরক্ষা করো দেবগণ।
কটিতট সুন্দর, রক্ষা করো যজ্ঞেশ্বর,
হৃদয় রাখিও নারায়ণ।
ভুজযুগ-নখাঙ্গুলী, রক্ষা করো বনমালী,
কণ্ঠ-মুখ রেখো দিনমণি।
মস্তক রাখিও শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ উর্দ্ধ রেখো চক্রপাণি॥
জলে স্থলে গিরিবনে, রেখো গো মা সুরাঙ্গনে,
দশদিক্ দশদিক্পাল।
হতশত্রু হয়ে মিত্র, রক্ষা করো হে সর্ব্বত্র,
যশোদার দুধের গোপাল॥

[নৃত্য করিতে করিতে রাখালগণের প্রস্থান।

(চল) প্রাণ গোপালে প্রাণের ভিতর
লুকিয়ে নিয়ে যাই।
হারিয়ে গেলে এ ধন আবার,
কাঁদ্‌তে হবে ভাই॥
খোল্লে ধরা দিতে হবে,
রাখ্‌লে ধরে থাক্‌তে হবে,
চাইলে প্রেমের পরম সুধা,
প্রাণ দেবে কানাই।
প্রাণের প্রেমে প্রেমপিয়াসা,
মিটিয়ে নেওয়া চাই॥

(চারিদিকস্থ গবাক্ষ হইতে রমণীগণের ও রোহিণী যশোদার গীত)

"নাচত চলত বালগোপাল।
বরজ-বধূ মেলি, দেই করতালি,
বোলই ভালিরে ভাল॥
প্রীতি-সঙ্গীতে, ঢল ঢল ভঙ্গীতে,
রঙ্গিয়া রাখালিয়া গায়।
অরুণ আঁখি দুটী, কাজলে রঞ্জিত,
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী শুনই সব, ব্রজরমণীগণ,
আনন্দসাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে, লালস করইতে,
স্তনক্ষীরে, ভিগল বাস।"

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি উপস্থিত)

রাধিকা।

নাথের লাগিয়া, সেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
বড় সাধ মনে, নিশি জাগরণে,
মাতিব লইয়া কালা॥
পথপানে চাহি, কতই রহিনু,
কত প্রবোধিনু মনে।
রসশিরোমণি, এলো না এলো না,
মুদিনু কুমুদী সনে॥

ললিতা।—

রসের হাটেতে, পসরা সাজায়ে,
আইলে রাজার বালা।
গ্রাহক বিহনে, শুকাইয়ে গেল,
এ বিনি সূতার মালা॥

বিশাখা।—

চাহিয়ে চাহিয়ে, সারা নিশি জাগি,
সারা যে হইলে সই।
পিরীত-বাঁধনে, বাঁধা যদি শ্যাম,
কৈ তবে এলো কই॥

বৃন্দা।—

জান সই নটবরের মধুকরের খেলা।
এ ফুলে ও ফুলে কতই ফুলে মধুপানে মেলা॥
তোমার পাশে আশ মেটে না
প্রেম হয়েছে বাসী।
কোন টাট্‌কা ফুলে আটকা প'ড়ে
পরেছে নূতন ফাঁসী॥

(রাধিকার গীত)

আমার শূন্যবিহার রইলো পড়ে সই।
শুষ্কমালা রাখ্‌নু তুলে ওই॥
ঊষায় আসার আশায় নিরাশা,
সার হলো সই লো নয়ন-নীরেতে ভাসা।
মর্ম্মব্যথায় মর্ম্মে মোরে রই॥

বৃন্দা।—

কুলমানে ছাই দে ছি ছি
প্রাণ জ্বোলে গেল।
অভিসারে কুঞ্জে এসে কান্না সার হ'লো॥

(সখীগণের গীত)

শুকাল সোণার কমল কমলিনী রাই।
না বুঝে শঠে মজে ঘটালে বালাই॥
বাঁশীতে বাজ্‌লে রাধা, মানে না কোন বাধা,
আশাতে কুঞ্জে আসে কুলে দিয়ে ছাই।
সরলপ্রাণে বাঁকা হয়ে দাগা দিলে তাই॥

বৃন্দা রাই কিশোরি! বল—আর কালায় হের্‌বে না? কথায় কথায় শঠের কথা ভুলেও মুখে আন্‌বে না? ভুলিতে বলি না, ভুলো না; কিন্তু সখি! বল, মানে রবে? মানের ভরে গরবিণী গরব ক'রে রবে? সাধলে কথা কবে না? মুখ দেখে তার ভুলুবে না? মানের কান্না কেঁদে সেধে আবার ধরা দেবে না? বল রাই, খুলে বল—নইলে তোমার মান রবে না।

রাধিকা। তোমার কথাই শুন্‌বো সই! আর কুঞ্জে আস্‌বো না—যমুনায় যেতে পথে আর ফিরে চাইবো না। আর কাল হেরবো না, আর শ্যামে সাধ্‌বো না, মর্ম্মে মরে রব সই। প্রাণের জ্বালা নীরবে সইব—কেউ জান্‌বে না—কারও কাছে জানাব না, কারুকেই সই বল্‌বো না।

বৃন্দা। তবে চল, যমুনায় স্নান ক'রে ঘরে যাই চল। কুঞ্জের বাহিরে যাই চল, প্রভাত হয়ে গেছে। ব্রজবাসী সকলেই জেগে উঠেছে।

রাধিকা। তাই তো—সই! উঃ! কুঞ্জের বাহিরে আর চাওয়া যাচ্চে না! এত বেলা হয়ে গেছে? ধন্য নিঠুর! তোমার জন্য কুলশীল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে দিন দিন কলঙ্কের ডালী মাথায় কচ্ছি, কৈ, তবু তো তোমায় পাই না? বৃন্দে! তোদের কালাচাঁদ হয় ত এতক্ষণ গোষ্ঠে এসেছেন।

বৃন্দা। কেন? সই! পথ দিয়ে নেয়ে যাবার সময় যেতে হবে না কি? রাজ-নন্দিনি! সই! কলঙ্কের বোঝা আরও ভারী কত্তে সাধ হয়? রাত্রে অভি-সারে এসে হেথা প্রভাত হয়ে গেল; আরও বেলায় কি মুখে সব ঘরে যাব বল দেখি?

(সুবলের প্রবেশ)

(সখীগণের গীত)

কি আশে কার আদেশে,
প্রভাতে কুঞ্জে এসেছ।

না জানি আলার উপর,
কি জালা দিতে এসেছ ॥
দিয়ে প্রাণ অকপটে,
চিনেছে রাই সে শঠে ;
ছি ছি ছি যাও ফিরে যাও,
হেথা আর কেন রয়েছ ॥

। এ কি, তোমরা যে কুঞ্জের ভিতরে না যেতে যেতেই গলাধাক্কা দিচ্ছ! তোমাদের রাজকুমারী কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন না?—ভাল—তবে—যাই।

রাধিকা। বলি ওহে সুবল! তোমাদের রাখালরাজের কুশল তো?

সুবল। কুশল অকুশল বোল্‌তে দিলে কৈ? এঁরা সুধু মাত্তে বাকী রেখেছেন। আমি যাই,—ভাই কানাইকে বলি গে—তাঁর কাছে এসে যে মাথা বাঁচিয়ে গেলেম, এই ঢের!

রাধিকা। শোন না—শোন না; কি কাজে তিনি পাঠিয়েছেন ভাই? আমাদের কাছে। তাঁর কাজের দরকার হয়, এ কথা শুনেও বত্তালুম! তবু ভাল, তোমাদের সখা আপনার কাজটী ভোলে না!

বৃন্দা। ওগো জানি জানি, তোমার সাধের কালা—

"কাজের বেলা কাজী।
কাজ ফুরালেই পাজী।

যতক্ষণ আছে থাকেন—স্বর্গে তোলেন তার পর "বে ফুরুলেই ছান্‌লায় নাথি!" তখন যেন কে কার! যেন কখন চেনা-পরিচয় নাই! ধন্নি পুরুষ! পুরুষ—
"আপনার কাজে আঁটা সুটী!
পরের বেলা দাঁতকপাটি॥"
নিজের বেলায় বাঁশী বাজিয়ে পথে ঘাটে আট্‌কে কেঁদে ককিয়ে কুলবতীর কুলের মাথা খেয়ে দেন, তার পর মাথা খুঁড়্‌লেও ফিরে চান না!

রাধিকা। তা তো জানি ভাই—তবু শুনি না, কি বলে পাঠিয়েছেন?

সুবল। রাজকুমারি! শ্রীকৃষ্ণের সাধ হয়েছে, আজ তিনি তাঁহার প্রিয় গোধনগুলিকে মুক্তার মালায় সাজাবেন; তাই গোষ্ঠে বেরুবার সময় আমার এখানে পাঠিয়ে দিলেন।

ললিতা। বটে বটে? তা—বেশ—বেশ! তবে আর কি রাজনন্দিনি! মুক্তোর মালাগুলি পাঠিয়ে দাও! তোমার সাধের কালার আবদারটা রক্ষা কর!

বিশাখা। আহা মরি! গরুর গলায় মতির মালা? কালো ঠাকুরটীর সকলি বেয়াড়া! —যা নয় তাই।

বৃন্দা। ও সই! রাখালে মণিমুক্তার কি ধার ধারে? তিনি চরাবেন গরু, গরুই তাঁর প্রাণধন। না হলে এমন সোণার চাঁপা রাজনন্দিনী তাঁর জন্যে ঝুরে মরে, আর তিনি স্বচ্ছন্দে—কতকগুলো ছোঁড়া জড় কোরে হৈ হৈ করে ছুটে বেড়ান? তাঁর কি প্রাণ আছে সই? কৈ, আমার তো নজরে ঠেকে না।

একে তো আদ্‌মরা প্রাণ শুকিয়ে গেছে,
তাও, নইলে কি, প্রাণ সোঁপে তারে
প্রাণের জালা পাও?

রাজনন্দিনি! এতো মুক্তার মালা চাওয়া নয়, এ তোমার ঠাট্টা করা,—তোমার প্রাণে ভাল করে দাগা দেওয়া। একে তোমার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর এই জালা দিতে লোক পাঠিয়েছেন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার যদি সই রাগ থাকে, তা হলে

আর সে শঠের নামটী পর্য্যন্ত মুখে এনো না।

রাধিকা। সই, সেই ভাল, আমার প্রাণের জ্বালা আমি চুপি চুপি স্'ইতে শিখ্‌বো। যার মায়া-দয়া নেই, যে পায়ে ধল্লে পায়ে ঠেলে চলে যায়, যে সই আমার ব্যথার ব্যথী নয়, তার জন্ত কেন ঝুরে মরি? সুবল! তুমি ফিরে গিয়ে তোমাদের রাখাল-রাজকে বল গে, রাখালে কি মতিমালার ধার ধারে? ভালোয় যার অরুচি, তার তো কিছুই ভাল নয়। রাখাল রাখালী কর্‌বে, মণিমুক্তার কথা কয়ে কেন বল লোক হাসাতে বসেছেন? ছিঃ! আমার কাছে হাত পাত তে তাঁর লজ্জা হলো না?

সুবল। ভাল, তবে আমি ফিরে যাই! কিন্তু তাও বলি, সামান্ত মতির মালার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই—ইচ্ছাময় তিনি, ইচ্ছা কর্‌লে গাছে গাছে—লতায় লতায় লক্ষ লক্ষ মুক্তা ফলাতে পারেন, এটী যেন তোমাদের মনে থাকে।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। এই বেশ। পায়ে ধ'রে সাধাসাধির চেয়ে এ ভাল। মনে বুঝুন—গরবিণী-রাজনন্দিনীর মান রাখা যে সে রাখালের কাজ নয়।

রাধিকা। সই! যদি তিনি রাগ করেন—একেবারে পায়ে ঠেলেন? তখন কি হবে?

বৃন্দা। আহা! এত পায়ে ঠেলা গা! প্রায় পায়ে ঠেল্‌তে বাকী রাখ্‌ছেন কি না? তুমি সই—এই জন্তই এত হাল্‌কী হয়ে পোড়েছ। স্বর্ব্বস্বধন চোরকে দিয়ে এখন পথে বসে কেঁদ্‌তে হচ্ছে। প্রাণ তোমার যেমন, তাঁরও তো তেম্‌নি? তবে তুমিই বা কাঁদ্‌বে কেন, সাধ্‌বে কেন, আর তিনিই বা গায়ে ফুঁ দিয়ে তোমার কান্না দেখে হেসে গড়িয়ে যাবেন কেন? যে মেয়ে-মানুষ পুরুষকে না কাঁদাতে পাল্লে, তার ধিক্ জীবন!

বিশাখা। রাজনন্দিনি! মিছে আশঙ্কা করো না। আজকে তোমার বংশীবদন আচ্ছা জব্দ হবেন এখন। এবার কাঁদিয়ে তবে ছেড়ো।

রাধিকা। তবে চল সই, যমুনায় স্নান করে একবার ওই পথ দে যেতে হবে, দূরে থেকে দেখে যাব, কি করেন। সুবল যা বলে গেল, সে কথা ত সই আমি অসম্ভব ভাবি না।

বৃন্দা। চল ত, ভাল দেখা যাবে এখন—আমাদের রাই বড় কি কানাই বড়।

[নৃত্য-গীত করিতে করিতে রাধিকাকে লইয়া সখীগণের প্রস্থান।

(গীত)

চল যাই রাই কিশোরী,
দেখ্‌বো তোমার শ্যাম কি করে।
অপমানে আপন মনে বিষম
অভিমানের ভরে॥
কাল তার সকল কাল,
কিছু তো নাই লো ভাল;
সোহাগী তার সোহাগে কলঙ্ক ধরে পরে;—
সয়েছ অনেক জ্বালা জ্বালাই চল নটবরে॥

(অন্ত পার্শ্ব হইতে জটিলা ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। ওই যা! কোথায় গেল? এই যে একটু আগে পোড়ারমুখীদের এইখানে দেখে গেলেম?

জটিলা। তোর তো প্রায় সব কথাই এই রকম ভূয়ো হয়। একদিনও তো হাতে নাতে ধরাতে পাল্লি নে?

কুটিলা। তাই তো মা। হতভাগী বেটী মায়া-বিদ্দে জানে না কি? এই আছে, এই নেই। তা না থাকুক্—দাদা যদি মানুষ হয় তো এইতে বুঝেই যাবে যে, তাঁর বড় সাধের মাগ—নিশিভোর রাত্তিরে ঘুম পাড়িয়ে তাঁর কোল থেকে উঠে এসে এখানে রূপের বাজার খুলে বোসেছিল।

জটিলা। তাই তো! বউমানুষের বুকের পাটা তো কম নয়! সত্যি সত্যি যদি এসে থাকে—তা হলে তো আঁটকুড়ীর ঝিকে আস্ত রাখ্‌বো না, হাতে পায়ে দড়ী দে চোরকুঠুরীতে ফেলে রাখ্‌বো, আধপেটা খাওয়াব, আর ঐ হতভাগা কালকুটে ছোঁড়াকে গ্রামের বার করে তবে ছাড়বো কার বৌ বেটী, তা এখনও জানে না বটে! বুকে বসে জিব টেনে বার কোত্তে পারি—তবে এর শোধ হয়।

কুটিলা। এই! এই এরে বলে শাশুড়ী, তবে কি না, তুমি মা জ্বোল্‌তেও যেমন, নিব্‌তেও তেমনি। যতক্ষণ ক্ষিদে, তত-ক্ষণ তোমার রাগ! মাথায় জল আর পেটে জল পড়্‌লেই সব ভুলে যাও।

জটিলা। ও মা! সাধে ভুলি? ছেলেটা যে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে চায় না, কাজেই আমার তার কথা শুন্‌তে হয়।

কুটিলা। ছেলেটার কথাই তোমার সর্ব্বস্ব হলো? আর আমি বেটী যে দিবা-রাত্রি ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌ছি, এটা তোমার কাণে উঠে না? আমি বেটী রাঁড় মেয়ে কি না। ওরে মাগী! ও বেটী! তোদের বাকে পোকে গুণ করেছে, তোরা দেখেও দেখ্‌বি নে, শুনেও শুন্‌বি নে, তোদের মুখে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ কোরে লাথি মাল্লে, তোরা পূজো কর্‌ছে মনে কর্‌বি, আমি হলে অমন বৌকে কুলোর বাতাস দিয়ে নাচ্‌দোর পার করে দিতুম।

জটিলা। তাই ত, ওকে প্রায় কি না রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি? ওতো আর তোর মতন নয়, আজ তাড়িয়ে দিলে—রাজার মেয়ে—কাল গিয়ে মা-বাপের কোলে গে বস্‌বে—তখন তুই কার হিংসেয় গর্‌গর্ করে মর্‌বি?

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। কালী—কালী—তারা—তারা—তারা! তরাসে তরা মা! কৈ রে কৈ, আমায় যে পূজার ফুল পর্য্যন্ত তুল্‌তে দিলি নে, কৈ—কোথা? তোর আগা গোড়া সকল মিছে। ছি ছি ছি! প্রকৃতির অংশ হয়ে এত মিথ্যাবাদিনী তুই? এমন শোভা দেখ্‌তে এনে নিরাশ কল্লি?

কুটিলা। মিছে কথা বৈ কি? কুঞ্জের ভেতর উঁকি মেরে দেখ, তোমার মাথার মণি আলালের ঘরের দুলালীর রাতকাটানোর চিহ্নগুলো ভাল করে দেখ। এই খানিক আগে আমি এসে দেখেছি এই খানে বসে পোড়ারমুখী ঢলাঢলি কচ্ছিল। ঐ দেখ, শুক্‌নো ফুলের মালা, পদ্মপাতার বিছানা—আরও কত কি, বুদ্ধি থাকে তো বুঝে দেখ, রাত কাটিয়ে হতভাগীরা যমুনায় প্রাতঃস্নান কোত্তে গেছে!

আয়ান। (কুঞ্জদ্বারে অগ্রসর হইয়া)

আহা! মরি—প্রকৃতি প্রমোদ-নিকেতন,
সংসারের পবিত্র সাধনা সুখাসন,
দেবতা-বাঞ্ছিত এই নিকুঞ্জকানন। (প্রণাম)

আদ্যাশক্তি—রমণীর শিরোমণি রাধা,
প্রেমে পূজি—পরম-পুরুষ প্রেমময়ে,
দেখাইছে শিখাইছে নরনারীদলে,
পুরুষ-প্রকৃতি প্রেম—পবিত্র কারণ—
অহরহঃ ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগে বিয়োগে!
এই সে প্রেমের ফলে প্রকৃতি-সঙ্গমে
ব্রহ্মডিম্ব বিম্ব ফোটে অনন্ত পাথারে,
কালচক্র হাসিয়া ফেরান মহামায়া,
ব্যোমাতীত নিরঞ্জন রহেন চাহিয়া!
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
প্রেমাবেশে হাসে—হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়!
পবনে—তপনে—শূন্যে—সলিলে ধরায়
পঞ্চভূতে সঞ্চরে সে প্রেম নিরন্তর!
দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বকাণ্ড প্রেমের কল্পনা!
প্রেমবাক্যে হেরি শুধু প্রেমের বর্ণনা!
মরি মরি হেন প্রেম কে জীব না চায়?
শক্তি—ভক্তি-প্রেমসুধা
যে চায় সে পায়!

(গীত)

প্রেম—পরমা প্রকৃতি প্রীতি,
কৃতী সাধক সাধনার মণি!
সিদ্ধশুদ্ধ—জ্যোতির্ম্ময়—যতি—
যোগেশ যোগ-জীবনী॥
পিয়াসে পিয়াসী আপন হারা,
ধ্যানেরি ঘোরে ঘোরে আঁখিতারা,—
মধুমাতোয়ারা ডাকে তারা তারা;—
পীযুষ-পূরিত প্রেম-সুধা ঝর ঝর ঝরে,
নিয়ত শিহরে,
দুরিতবারিণী শিয়রে বিহরে,
মন-মোহন-কর মোহ-পারাবারে,
পারকারিণী, পাপতারিণী;
তাপ-তাপিত-তাপহারিণী॥

[প্রস্থান।

কুটিলা। তবে তো সবই হলো দেখ্‌ছি! এ পেড়ারমুখী কি ধূলোপড়াই দিয়াছে,রাগ করা চুলোয় গেল, এইখানটায় টিপ টিপ করে নমস্কার করে গেলেন। দূর হোগ্‌গে ছাই,আমিই বা এত করে মরি কেন? যাদের মাথা হেঁট হচ্ছে, তারাই যখন দেখেও দেখ্‌ছে না, তখন আমার প্রাণ করকর কল্লে কি হবে? আঃ!—মোলে আমার হাড়টা জুড়োয়, এই পাগ্‌লা ভেয়ের পাতড়াচাটা ঘোচে, আর এই সব কেলেঙ্কারীগুলো দেখ্‌তে হয় না। আহা হা!—যেমন মা—তার তেমনি ছা। যা মাগী—যা তোর আদরের বৌকে চিনি ভিজিয়ে দিগে যা! সমস্ত রাত জেগে তোর পিণ্ডি চট্‌কেছে, মায়ে পোয়ে মাথায় তুল্‌গে যা।

জটিলা। আমি এমন মাথায় তুলি না। যার জিনিস—সে যা বুঝ্‌বে করবে, মাথায় তুল্‌তে হয়, সে তুল্‌বে, আমার কি? আমি ত আর তার হাততোলার ওপর থাকৃতে যাচ্চি না। আমার আপনার বাড়ী-ঘর, আপনার ধন-দৌলত, আমি কি কারো তোয়াক্কা রাখি না কি? এখন—চ,তোর থোঁতা মুখ তো ভোঁতা হয়েছে, যেমন ননদগিরী ফলাতে গিয়েছিলি, তেমনি জব্দ হয়েছিস্ তো? এখন থেকে বোয়ের কথা আর মুখেও আনিস্ নি।

কুটিলা। মুখে আন্‌বো না কি রে বেটী? ওকে কি অম্‌নি ছাড়্‌বো? ওর শাদামুখ পুড়িয়ে কালো করবো,দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঢাক বাজাবো, দেশশুদ্ধ ছেলে বুড়োয় কাঠি কোরে মুখে গু তুলে দেবে।

যদি না পারি তো আমার বাপে জন্ম দেয় নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনাতীরে গোষ্ঠ।

তরুমূলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, চতুর্দ্দিকে রাখালগণ)

(রাখালগণের গীত)

কালিন্দীর তীর, তরুতল সুশীতল ;
মিলনে মোহিল দুঁহু ভাই।
শ্রীঅঙ্গে মাধুরী মাখা,
শিরে শিখিপাখা বাঁকা ;
বাঁকা আঁখি নিরখি সদাই ;—
সুধারে সুধার ধারে পরাণ জুড়াই॥

শ্রীদাম। রাখালরাজা ভাই! আজ যমুনার শোভা একবার দেখ।

শ্রীকৃষ্ণ। আ মরি—মরি!
লহরে লহরে, রবি-ছবি দোলে,
কালো জলে আলো জ্বলেছে।
উছুলে উথুলে, কল কল কলে,
গরবিণী শ্যামা চলেছে॥

বলরাম। আহা হা! ভাই! রবি-করে শ্যামাঙ্গিনী যেন প্রাণের হাসি হাস্‌ছে। হাসিমুখে তোমায় দেখে প্রাণ জুড়াবে বোলে আজ যমুনাসতীর আনন্দ।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা ভাই! তটিনী কুলু কুলু নাদে যেন অনবরত প্রাণের কাহিনী গান কচ্ছে। এমন প্রাণ-ভুলানো বিভোর ভাব ভাই আর তো কোন সঙ্গীতে নাই।

(রাখালগণের গীত)

ভাগ্যবতী তুঁহি ও যমুনা মাই।
তোর কোলে দোলে কানাই বলাই,
সিত অসিত দুটী ভাই॥
তোর জলে দেখে আপনার ছাঁই,
তোর কালজলে আলো জ্বলে তাই,
তাই এ কূলে ও কূলে ধাওয়া ধাই॥

বলরাম। এ কি? সবাইকে দেখ্‌ছি—সুবল কোথা গেল?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তাকে একটা গজমুক্তা সংগ্রহ করে আন্‌তে পাঠিয়েছি ভাই।

বলরাম। কেন ভাই—মুক্তা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই! ভাই! মুকুতায়
সাজাব গোধন!
জনমে জননী সমা জীবনদায়িনী,
পুণ্যবতী ভগবতী সুরভিনন্দিনী,
ক্ষীরসুধা নীরসম বিলান জগতে
মায়াময়ী—মানবের বড় আদরিণী!
আদরে দোলাব গলে মুকুতা-মালিকা,
নাচিবে খেলিবে সুখে ধবলী শ্যামলী।

বলরাম। ভাই! ভাল খেলা
খেলিতে করেছ সাধ।
জন্ম প্রেমে—কর্ম্ম প্রেমদান—
জন্মাবধি
করিছ তাহাই। প্রেম-খেলা খেলিতেছ!
বাঁধিছ পবিত্র প্রেমে জগৎ-সংসার!
সদাব্রত প্রেমের গোকুল—ভূগোলক!
প্রেমশিক্ষা পাইছে সমগ্র জীবদল!
সাধন ভজন জ্ঞান কর্ম্ম আচরণ!
নাহি প্রয়োজন—নাহি নর-উপকার
প্রেমই মোক্ষ,প্রেমই নির্ব্বাণ ধরাধামে—
খেলাছলে শিখাইছ ভাই তাই সবে।

শ্রীদাম। ভাই কানাই! ঐ যে সুবল ম্লান-

মুখে যেন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আস্‌ছে!

শ্রীকৃষ্ণ। কেন? কেন?

(সুবলের প্রবেশ)

কেন ভাই সুবল? তোমার চক্ষে জল কেন ভাই? কি হয়েছে বল?

সুবল। ভাই কানাই! কেন আমারে পাঠিয়েছিলে? আমি যে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি ভাই! যা কখন কেউ আমরা ভাবিনি, আশা করিনি, আজ আমার কপালে তাই ঘট্‌লো! যারা তোমার নামে টলে, রূপে গলে, বাঁশী শুনে পাগলিনীর মতন ছুটে আসে, তারাই আজ তোমায় তাচ্ছল্য কল্লে! ছি ভাই!—অভিমানে আমার প্রাণ জ্বলে গেল। তোমায় অপমান শোন্‌বার জন্য কি আমাকেই পাঠানো তোমার উচিত হয়েছিল?

বলরাম। কেন সুবল! তারা কি মুক্তার মালা দিতে কাতর হলো?

সুবল। কাতর হলো? বলাই দাদা, কাতর কাকে বল ভাই? তাদের কি আর সে দিন মনে আছে? কেঁদে কোকিয়ে হাতে ধরে পায়ে পড়ে তত সাধাসাধি, এখন তারা সব ভুলে গেছে! যখন ভাই কানাই ফিরেও চাইতো না—তখন তারা নরম ছিল, এখন গরম—ভারী গরম ভাই, ভারী গরম! গরব করে—আমায় যা মুখে এলো বোল্‌লে, আমিও কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে এলেম!

শ্রীকৃষ্ণ। মতির মালা তবে দেখ্‌ছি শ্রীমতী দিলেন না?

সুবল। দেওয়া? দেওয়া দূরে থাক্‌—দশ কথা শুনিয়ে দিলে ভাই; বোল্লে—রাখালে মতির মালা কি করে চিন্‌বে বল, না হলে আর গরুর গলায় পরাতে সাধ হবে কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বটে বটে, তা বেশ হয়েছে! আমিও তো তাই চাই ভাই!

শ্রীদাম। কি চাও ভাই?—অপমান? অপমান হতেও তুমি ভালবাস না কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভালবাসি বৈ কি ভাই!

সুবল। তাই বুঝি—তাই বুঝি ভাই, জেনে শুনে আমায় পাঠিয়েছিলে? তা ভাই, আমাদের কাঁদানো'ও কি ভালবাস?

শ্রীকৃষ্ণ। তা ভালবাসি বৈ কি? কাঁদাতে না জান্‌লে যে হাসির সুখ টের পাবে না! আমি যে ভাই হাসাতে হলে, আগে কাঁদিয়ে নিই! কেঁদে এসেছ, এইবার হাস্‌তে হবে; তারা তোমায় অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছে, আমরাও তার শোধ ভাল করে দেবো! তারা চখের জলে নাকের জলে হলে তো তুমি সন্তুষ্ট হবে ভাই?

সুবল। তারা তোমার পায়ে ধরে কাঁদ্‌বে, তুমি হাসবে, আর আমরা পাশে থেকে দেখ্‌বো—নাচ্‌বো—গাইব—টিট্‌কারী দেবো—আর তারা বড় কি তুমি আমাদের বড়, এইটে তাদের চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো! তবে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল—তাই কচ্ছি ভাই! মুক্তার মালা চাইতে গিয়ে তুমি অপমানিত হয়েছ, এখন একবার সবাই চেয়ে দেখ, একটী মাত্র মুক্তায় আজ সমস্ত গোধন সাজাবো। অসংখ্য মণিমুক্তার মালা দেখে সকলের চক্ষু জুড়াবে।

(একটী মুক্তা ভূমিতে প্রোথিতকরণ)
(মধুর বাদ্যের সহিত পটাপসারণ,সম্মুখে উজ্জ্বল ও বিবিধবর্ণের মণিমাণিক্যভূষিত তোরণ-প্রকাশ,তোরণমধ্য দিয়া বহুদূর-বিস্তৃত মুক্তালতাবলী ও সজ্জিত গোধনগণ প্রকাশমান)

(রাখালগণের গীত)

মানস মোহিত মুরারি—নেহারি
মুকুতালতা সারি সারি।
আহা মরি মাধুরী—
নয়নে ধরে না গিরিধারী॥
কিবা লাবণ্য ঢল ঢল,
শীতল—উজ্জ্বল ;
গজমতি-জ্যোতি মনোহারী ;—
পুলকিতচিত নরনারী—নেহারি॥
কিবা মাণিক্য অতুলন,
গোধন—সাজন ;
সুশোভন—বন—বনয়ারী,—
পুলকিতচিত নর-নারী—নেহারি॥

কৃষ্ণ। সুবল ! ভাই !—কেমন ? তোমার মনোমত হয়েছে ত ?

সুবল। ভাই কানাই ! প্রাণের জ্বালা ভুলে গিয়ে—কেবল তোমার এই অমানুষী ক্ষমতার বিষয় ভাব্‌ছি। ভাই! আমরা ধন্য হলেম !

বলরাম। ধন্য ভাই ! ধন্য এ পবিত্র ব্রজধাম !
ধন্য এ গোকুল মরি মর্ত্ত্যের গোলোক !
ধন্য গোপগোপিকানিকর ! নরমাঝে—
নরোত্তম—ধন্য নন্দ, ধন্যা যশোমতী,
ধন্য এ মুকুতালতা প্রেম নিদর্শন !
ধন্য রে রাখালদল সাথী মাধবের !
ধন্য প্রেম ! ধন্য প্রেমলীলা ! লীলাময়—
ধন্য তুমি ! ধন্য তব অপার মহিমা !
বিশ্বরূপ—ধন্যরূপ স্বরূপ তোমার !
অবতার—অবতরি—বিশ্বের মাঝারে;
ধন্য প্রেম-ভক্তি-লীলা দেখাইছ হেলে !
ধন্য এ ধরিত্রী—ধন্য স্থাবর জঙ্গম—
ধন্য—কৃষ্ণচন্দ্র আজি উদিত হেথায় !

(রাখালগণের গীত)

চিন্তামণি—চিন্‌তে পেরেছি—
তোমায় চিনে নিয়েছি।
(ও ভাই) কালরূপের আলোয় আলোয়—
ভালবেসেছি॥
প্রেম-পিয়াসে—পরমসুধার—
আশায় ভেসেছি।
(ও ভাই) খেলার ছলে—এ গোকুলে,
সাথী হয়েছি।
(ও ভাই) সাধনের ধন—রাঙ্গাচরণ,
শিরে ধরেছি।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

প্রেম বিলাতে এসেছি ভাই,
প্রেম বিলায়ে যাব।
যার প্রাণে প্রেম দেখ্‌তে পাব,
তার পানেতেই চাব॥
ধর্ত্তে এলে এগিয়ে গিয়ে
আপনি ধরা দেব।
সোহাগভরে সূক্ষ্ম ডোরে
বাঁধ লে বাঁধা রব॥

শ্রীদাম। দেখো ভাই দেখো ! আমরা অজ্ঞান বালক,আমরা তো প্রেম জানি না। দেখো ভাই! আমাদের যেন পায়ে ঠেলো না। ঐ চাঁদমুখখানিই যে আমাদের সর্ব্বস্ব—এটী যেন মনে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ। আর মনে থাকা! ঐ দেখ—ঐ দেখ—ওরা আস্‌ছে—ওদের দেখে সব ভুলে যাচ্ছি যে ভাই!

সুবল। তাই তো—এসে পড়্‌লো যে?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলে—একা একা—আলাদা আলাদা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়। দেখা যাক্—গরবিণী রাই মুক্তালতাবলী দেখে কি করে! সুবল! এইবার ভাই তোর মনের মত হবে!

(সকলের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়ন)

(রাধিকা,বৃন্দা ইত্যাদি সখীগণের প্রবেশ)

রাধিকা। এ কি? এ কি? আ মরি—কি সুন্দর! এমন শোভা ত সই আর কখন দেখি নি! চক্ষু জুড়াল রে—
লতায় লতায় ফুটেছে মুকুতা,
হারে গাঁথা সারি সারি লো সই।
তবকে তবকে ঝক্ ঝক্ ঝকে,
অরুণ-কিরণে ঝকিছে ওই॥

বৃন্দা। রাজকুমারি! তোমারি কথা ঠিক! যা ভেবেছিলে,তাই হয়েছে। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,চোরের ধনে বাটপাড় কোল্লেত ভাল হয়। এই তো দেখ্‌ছি—কেউ কোথাও নেই, এই সময়—সকলে কিছু আঁচলে বেঁধে নিয়ে যাই চল।

ললিতা। সত্যি কথা বল্‌তে কি রাজ-কুমারি! আমার ত ভাই—দেখেই লোভ হয়েছে! কেবল তোমাদের মুখ চেয়ে এতক্ষণ দেখ্‌ছিলেম—তা বেশ হয়েছে, বুনোগাছের ফল—তুলে নে গেলেই হলো, কি বল?

রাধিকা। কাজ কি সখি? তোমরা কি তাঁকে চেন না? কেন আবার একটা অনর্থ বাধাবে বল দেখি? দেখা তো হলো,এখন চল,মনের জ্বালা মনে মনেই রাখি গে। সই! আমায় তিনি পায়ে ঠেলেছেন,আমার আর মণিমুক্তায় কাজ কি সখি?

বিশাখা। তোমার না কাজ থাকে,তুমি তাই বাকল পোরে, জটায় মাথা ঢেকে,যমুনার ধারে বোসে কাঁদো গে। আমাদের এখন আমোদ কর্‌বার বয়স যায় নি। আমরা যে এত গাদা গাদা মণিমুক্তো দেখে শুধু হাতে যাবো, তা তো পার্‌বো না ভাই! তাতে আবার পথে পড়ে রয়েছে!

বৃন্দা। রাজকুমারি! চল না, তোমার গুণ-নিধি এ সব তোমারই জন্য রেখে গেছেন এটা খোসামোদ করা। ছিঃ! কৃষ্ণভাবিনি হয়ে এই সামান্য ভাবটা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? চল, সবাই আঁচল ভোরে মুক্তাফল তুলে নে ঘরে যাই। সবাই দেখে হিংসায় ফেটে মর্‌বে এখন।

রাধিকা। তবে চল,কিন্তু আমার তো সই মন সর্‌ছে না—পা চল্‌ছে না।

(সখীগণের সহিত রাধিকার তোরণমধ্যে প্রবেশ)

সকলে। (প্রকাশ হইয়া) চোর—চোর—চোর—ধর—ধর—ধর!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো, চোরই তো দেখ্‌ছি ঐ যে সব কোঁচড় ভারী ভারী ঠেক্‌ছে

সুবল। বলি ওগো! মুখ লুকুলে হবে কি? এইখান দে সবাইকে বেরুতে হবে ও ভাই, এ দেখ্‌ছি মাগী চোর!

শ্রীকৃষ্ণ। বটে—বটে, তবে তো ভাল হয়েছে! এক একটীকে ধর আর আমার কাছে নিয়ে এসো. মাগী চোরকে সাজা দিতে আমি খুব মজবুৎ।

সুবল। বলি এসো সব—একে একে বেরিয়ে এসো! আর ঘোমটা টেনে পেছু ফিরে দাঁড়ালে কি হবে? আমি চিন্‌তে পেরেছি। সহজে আস্‌বে না দেখ্‌ছি। ওরে ভাই! তোরা সব চার-পাশ দে গিয়ে তাড়া লাগা, সব এক দড়ীতে বেঁধে মথুরায় চালান দেবো,তবে ছাড়্‌বো।

(তোরণ হইতে সকলের একে একে আগমন)

এই যে! ইনি কে? সর্ব্বপ্রথমে সবার সেরা দাগী চোর বুঝি? এইবার যে সবার মুখে চূণকালী দে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে বৃন্দাবনের বার করে দিয়ে আস্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! ভাই! তাতে ওদের কি লজ্জা হবে? ওদের যে নাককাণ দুই কাটা! দেখ্‌ছো না সব পুরাণো চোর, নইলে যোট বেঁধে দিনে দুপুরে চুরি কোর্ত্তে এসেছে? ও ঘোল-টোল ঢালা ওদের সওয়া আছে। কিছু নূতন থাকে তো বল।

শ্রীদাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের ক-জনের মাথায় চোরাইমাল চাপায়ে—বৃন্দাবনের বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে নে বেড়াই। ছেলে-বুড়োয় পেছনে পেছনে হাততালি দিতে থাক্ আর মাগীরা লোহা পুড়িয়ে মুখে বুকে চোর-ছাপ দিয়ে দিক্।

সুদাম। আমি বলি, তাতেও ঢিট হবে না। পুরুষ চোর সওয়া যায়, মেয়ে চোর বড় বালাই। আমি বলি,ও মায়া-দয়ায় কাজ নাই। এক দড়ীতে পিছমোড়া কোরে বেঁধে রাজার দরবারে পাঠিয়ে দাও।

বলরাম। আরে না না—কি বল? এ যে সব চেনা মেয়েছেলে! ঐ যে আমাদের লক্ষ্মীমামীটী? আহা! যেন লজ্জাবতী লতাটী গো?

শ্রীকৃষ্ণ। সেকি? সে কি? কৈ? তাই এতক্ষণ বল্‌তে হয়? আরে দূর ছোঁড়া, যা যা, একজন দৌড়ে গিয়ে মামাকে, মাসীকে আর জটিলা দিদিকে খবর দিগে যা।

বৃন্দা। কালাচাঁদ! তোমার পায়ে ধরি,—আর আমরা এমন কর্ম্ম কর্‌বো না? আমাদের ছেড়ে দাও, আর তাঁদেরডেকে দিও না। আমরা মরমে মরে যাচ্ছি। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি উচিত হয়? অনেক প্রকারে নির্দ্দয় হয়েছেন, এ নিষ্ঠুরতা নাই কোল্লেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা যাও, আজ তোমাদের ছেড়ে দিলাম।

সুবল। বটে,অমনি গোলে গেলে ভাই? ভাল তোমার ইচ্ছাই সম্পূর্ণ হোক্—কিন্তু ও কি? ওগুলো শুদ্ধো যে নিয়ে যাও? তা হচ্ছে না,একে একে ঐখানে সব আঁচলের মুক্তাগুলি রেখে যাও, তা নইলে ছাড়্‌ছি, না।

বিশাখা। এই নাও—এই নাও। ভারী তো মুক্তো।

[সকলের মুক্তা প্রদান ও প্রস্থান।

শ্রীদাম। ওতে শুধু হবে না, সব কাঁপড় ঝাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে, আরে পলায় যে! ধর—ধর—ধর!

রাখালগণ। ধর—ধর—ধর!

[শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল ব্যতীত সকলের দ্রুতপ্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই রে! যার জন্য এত,সে আমার দুঃখিনীটীর মত শুষ্কমুখে চলে গেল!

ভাই! আমার যে আর সয় না। রাধার দেখা এখনি না পেলে আমি আত্মহত্যা করবো। তার সেই বিরস-মুখে সরস হাসি না দেখ্‌লে প্রাণ বাঁচ্‌বো না! তাকে দেখ্‌বো, তার হাতদুখানি ধ'রে মানভিক্ষা ক'রে নেবো, তার মুখখানি-পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণের তৃষ্ণা মিটাব। তারে নিয়ে আয় ভাই, আমি পথপানে চেয়ে রইলেম। না এলে গোষ্ঠ হতে আর ফিরবো না, প্রেমের দায়ে আত্মবলিদান দেবো।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

এবে বড় যাতনা হল। (প্রাণে)
অভিমানে আদরিণী কাঁদিয়ে গেল ॥
লজ্জাবতী লতাটী যে লাজে লুকাল,
মরমে মরমজ্বালা চাপিয়ে নিল।
আর তো না ফিরে চাহিল ॥ (সে আমার)
শূন্যে যেন কমলিনী মিলায়ে গেল ॥
দেখিতে দেখিতে আর দেখা না হলো!
প্রাণে বড় দাগা দে গেল ॥ (সে আমার)
ভালবাসা আশা দীপ বুঝি নিবিল,
কাঁদিয়ে কমলিনী মোরে কাঁদায়ে গেল।
বিরহে বিষাদ ঘটিল ॥ (মরি হায়)

(সুবলের গীত)

কি মোহে মোহিত চিত ও প্রাণ কানাইয়া।
কাহে নয়ননীরে ঝরে উরে ঝরিয়া ॥
তাপ-তাপত কায়,
কাহে শিহরে বায়,
মাধব রাধা তব চরণে বিকাইয়া,
প্রাণে বেঁধেছো প্রাণে পীরিতি বিলাইয়া,
পাবে প্রাণের নিধি ফেল আঁখি মুছিয়া ॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আয়ানের অন্তঃপুর।

(একদিক্ হইতে জটিলা, অপরদিক্ হইতে কুটিলার প্রবেশ)

কুটিলা। এয়েছে—হতভাগী এয়েছে?

জটিলা। কেন? ঐ তো বেশ রাঁধুনীদের সব যোগাড় করে দিচ্ছে. নিজে সোয়ামীর রান্নার উজ্জুগ কোচ্ছে.বৌমা যেন কাজের সময় দশটা হয়! আমার এমন অন্নপূর্ণা সতীলক্ষ্মী বৌকে তুই যে কেন দুচক্ষু পেড়ে দেখ্‌তে পারিস্ না, তা ত বাছা আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে।

কুটিলা। তা পারবে কেন? গতরখাকি!—বোয়েরি বুঝি খুব গতর দেখ্‌লি—আমি বেটী যেন তোর সংসারে কুটোর কুটো-গাছটী নাড়ি না। আ হতভাগী!—এক-চোকি! বৌ মা আমার সতীলক্ষ্মী, ও রে আমার সতীলক্ষ্মীর ঝি সতী-লক্ষ্মী! হ্যাঁ—তুই আপনি যেমন ডাক-সাইটে সতী—বৌকেও তেমনি সতী ক'রে তুলতে পাত্তিস্—তবে বল্‌তুম শাশুড়ী!

জটিলা। তুই বেটী সতীর মেয়ে সতী কি না, তাই যাকে তাকে অসতী দেখিস্, তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করিস! মরণ আর কি! বেটী গুমরে মচ্ছেন! আপ্‌সে আপ্‌সে হিংসেয় হিংসেয় পাত হয়ে যাচ্ছেন! আরে বেটী, ছেলে-বেলায় কোড়ের্ রাঁড়ী হয়ে অবধি তো—ব্রজের কচি কচি বৌ-বেচারীদের হাড়ে নাড়ে জ্বালাচ্চিস্, তবু তোর আপ-

শোস্ মেটে না ? বেটী যখন নিজে সাঁচ্ছা, তখন যার তার সু কোনো নাগর ধোরে বেড়াবার দরকার কি? কে কোথায় খারাপ কাজ কোল্লে তোর যেন অম্‌নি টনক নোড়্‌লো। হ্যাঁ বাবু, নিজের ভাতার-পুত কেউ কেড়ে নেয়, ভুলিয়ে রাখে, তা হলেও যা হোক্ রাগ হয়, হিংসে হয়, তা যখন নয়—তখন কেন বেচারিদের হিংসে করে মরিস্? তাদের রূপ আছে, যৌবন আছে, রাজার মতন যুবো স্বোয়ামী ঘরে, সুখের সীমে নেই—তা এমন সব সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিতে তো তোর ভাল লাগে? এখন রূপ গেছে—বয়সও যায় যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের রূপ, যৌবন, বয়েস আছে—তাদের ভাল দেখ্‌লে জ্বলে মরিস্ কেন রে বেটী? দিন নেই, রাত নেই, কেবল তেতাতিতি। যাঃ—নিজের ঘরে গিয়ে জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হ গে যা. আমি এলে তার পর পাড়া বেড়াতে যাস্।

[জটিলার প্রস্থান।

কুটিলা। বেটী মনের কথা টেনে বলেছে! সোমত্ত বয়েস গিয়েই তো আমি মরমে মরে আছি। নইলে বৌ পোড়ারমুখীর আর কেষ্টকে একা পেতে হতো না; দেখাতুম্, কেমন হলায় গলায় ভাব! দশটা ছুঁড়ী গাগিয়ে, দিয়ে ওর মাথা খেয়ে দিতুম, অথচ কুচুটে কেলে ব্যাটাকে দিন-রাত চখের জলে নাকের জলে করে ছাড়্‌তুম, কেমন করে পুরুষ বশ কোত্তে হয়, তা চলানীকে শিখিয়ে দিতে পারি। নিজেকে বশ কোত্তে হয় নি বটে, কিন্তু বলুক্ না, ব্রজের কোন্ বেটী ঝিউড়ী বল্‌তে পারে যে, আমার মন্ত্রে তাদের স্বোয়ামী বশ হয় নি?

[প্রস্থান।

(একদিক্ হইতে সুবল, অন্যদিক্ হইতে রাধিকার প্রবেশ)

সুবল। এই যে শ্রীমতী।

রাধিকা। কে ও সুবল যে? কি ভাই! কি মনে করে, অপমানের কি কিছু বাকী আছে না কি?

সুবল। ছিঃ! তুমিও কি পরিহাসকে অপ-মান ভেবে থাক? কানাই যে আজ রহস্য কর্‌বার জন্যই বৃন্দাবন সৃজন করে-ছিলেন, কানায়ের সর্ব্বস্বধন তুমি,—তুমি কি তা বুঝ্‌তে পার নি? তুমি অবুঝ হলে যে তোমার কৃষ্ণচন্দ্র শক্তিহীন হবেন। (নেপথ্যে বংশীনিনাদ) ঐ—ঐ—ঐ শোন। রাধানামে সাধা বাঁশী রাধার নাম ধরেই বাজ্‌ছে।

রাধিকা। ভাই সুবল! এমন অসময়ে কেন বাঁশী বাজ্‌লো?

সুবল। তাই তো বোল্‌তে এসেছি, তোমার মানের ভয়ে কানাই আকুল! তুমি যদি রাগ করে ছুটো বোকে ঝোকে চোলে আস্‌তে, তা হলে ততটা ভাবনা ছিল না, সেই যে মলিনমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জলভরা চক্ষুদুটী নামিয়ে চলে এলে, অমনি তাঁর যেন চমক হলো। শূন্যপানে কাতর-নয়নে ক্ষণেক চেয়ে থেকে বড় ব্যাকুল হয়ে পোড়্‌লেন, কি করি রাধা! কানা-ইয়ের সে ব্যাকুলতা কি আমরা প্রাণ ধরে সইতে পারি?

রাধিকা। সুবল! ভাই, আমিও যে সইতে

পাচ্ছি না। তোমরা তো চক্ষে দেখেছ, আমার যে শুনেই বুক ফেটে যাচ্ছে। এখনি সব ছেড়ে তাঁকে ছুটে গে দেখে আস্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। তিনি আমায় ডেকেছেন, তিনি আমায় চরণে রেখেছেন, আমার বড়সাধের শ্যামচাঁদ। আহা! সুবল, আমার সর্ব্বস্বধন নীরদ-বরণ, তাঁর উপর মান করা কি সাজে ভাই? (নেপথ্যে পুনরায় বংশীনিনাদ) এই যে আবার! তাই তো, আমারও প্রাণ যে বিষম ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। সুবল, ভাই, এই দ্বিপ্রহরে কেমন করে যাই বল দেখি?

সুবল। তার চিন্তা কি? চিন্তামণির কার্য্যে কি চিন্তার বিষয় কিছু আছে? তুমি আমি উভয়েই সমমূর্ত্তি। আমি তোমার বেশ পরিধান করে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকি আর তুমি আমার এই রাখালসাজে সেজে গোষ্ঠে যাও, কারুরই সন্দেহ হবে না।

রাধিকা। তুমি কি পারবে ভাই? আমার প্রকৃতি-পূজক শক্তি-সন্তান ঊর্দ্ধরেতা স্বামীর পূজা গ্রহণ কর্‌বার সময় হয়ে এসেছে, এখনি তিনি বিগ্রহপূজা সাঙ্গ করে আস্‌বেন, ভক্তের ভক্তি-সঙ্গীতে এখনি যে আমায় জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আসনে অধিষ্ঠান হতে হবে?

সুবল। তা হোক্, রাজকুমারি! আমরাও প্রধান পুরুষের সঙ্গের সাথী, মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি-রূপিণী, তুমি নিজ তেজে আমায় জ্যোতর্ভূষণে ভূষিত করে যাও! তোমার ভক্ত স্বামীর সাধনা বিফল হবে না।

রাধিকা। ভাল ভাই, এসো তবে দুই জনে বেশপরিবর্ত্তন করি গে, তুমি পূজা-গৃহে আসনে বসো গে, তোমাতে আমার পূর্ণজ্যোতি অর্পণ করে আমিও আমার শ্যামচাঁদ-দর্শনে যাই; জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আয়ান বিমোহিত হবে। কিন্তু দেখো ভাই সুবল! রায়বাঘিনী ননদিনী যেন ধরে না ফেলে!

[উভয়ের প্রস্থান।

কুটিলা। (প্রবিষ্ট হইয়া) বোয়ের সঙ্গে ওটা কে? একটা রাখাল না? তাই ত, বউড়ি পোড়াকপালী যে ওর সঙ্গে খিড়্‌কীর দিকে চল্লো! কোথাও যাবে না কি? সেই কেলে হতভাগার ডাক পড়েছে বুঝি! হুঁ, ঠিক্ ঠিক্, তাই বটে, বাঁশী বাজ্‌ছিলো আমি তখন সন্দেহ করেছি যে, একটা না একটা কিছু ঘটেছে! আজ বুঝি দুপুরে মাতন হবে। তাই বটে! তা বেশ হয়েছে, আজ বাঁদুরে বোকা দাদাকে হাতে নাতে ধোরে দেখিয়ে দেবো। যাই খিড়্‌কী দোর পেরুতে না পেরুতেখপ্ করে ডেকে আনি গে।

[প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে আয়ানের প্রবেশ)

(গীত)

শক্তি-সনাতনী মা আমার।
তুই মুক্তিসাথী, ব্যথার ব্যথী,
তোর ভক্ত তরে মুক্ত দ্বার॥
জীব-প্রসূতি হয়ে, ধরাধর হৃদয়ে,
সাকারা-রূপিণী তারো জীব-নিচয়ে;—
সদা নয়নে হেরি ও মা তুমি সবারি,
জননী—ভগিনী—জায়া—মায়া—মোহাধারা
সদাশিব-বাসনা সাধনা সবাকার॥

আয়ান। (দ্বারের যবনিকা সরাইয়া সিংহাসনে জ্যোতির্ম্ময় মুকুটশিরে সুবলকে দেখিয়া রাধিকাভ্রমে) এই যে! আহা হা! মরি মরি কি মাধুরী! ওরে! চক্ষে যে ধরে না রে! এমন রূপ ত কারো দেখিনি রে—
জ্যোতির্ম্ময়ী সাধনার ধন, সপ্তজন্ম
তপস্যার নিধি! বিশ্ববিমোহিনী বামা
দিব্যরূপে বিহরিছ রাজ্যে হৃদয়ের।
বিশ্বে কোন্ ছার ক্ষুদ্র অধম এ দাস,
বালুকণা সমুদ্র-বেলায় নিরুপায়—
অন্তিমে মিলাবে তব পায় এই চায়—
অন্য আর কিছুই না চায় রক্ষ দায়।—
বিশ্বেশ্বরি বিশ্বোদরি! নমামি চরণে।

রাধিকাবেশী সুবল।—শক্তি পূজি মহাশক্তি কর আরাধন।

আয়ান। মহাশক্তি রমণী-কায়ায়, তাই নারী
আরাধ্যা জনমাবধি—পূজি শ্রীচরণ।
দীক্ষা শিক্ষা সকলি শক্তির। যত দিন
জীবলীলা, শক্তি পূজি রহিব জাগিয়ে,
শক্তিপূজা লক্ষ্য জীবনের। নারীরূপে
ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, নারী পূজ্যা সবাকার।
রমণী জননী জীবে (র) জননী রমণী,
মহীয়সী মহিলায় এই শিক্ষা পাই।
সুকল্যাণী সতী শক্তি অংশজাতা নারী,
রমিবারে নরে জন্ম ধরে গো ধরায়,
তাই নারী রমণী এ জীবজগতের।
গর্ভে ধরি পতিরে প্রসবে পুত্ররূপে,
রমণী জননী তাই বিজ্ঞান-বচন।
জননী ভগিনী জায়া ধর্ম্ম-আচরণে,
জাগান নিদ্রিত জীবে অনন্তের কোলে,
ক্রমে জীব আত্মতত্ত্ব ভাবিতে ভাবিতে
অন্তিমে মা ব্রহ্মময়ী বাহু প্রসারিয়ে,
কোলে তুলে নে যান তনয়ে ত্বরাত্বরি,
জীবচক্রে লুকায় এ জনমের মত,
স্মৃতিমাত্র থাকয়ে পড়িয়া! জন্ম কর্ম্ম
মৃত্যু জগতের সকলি শক্তির খেলা,
শক্তিপদে শত শত প্রণাম আমার!

(প্রণাম)

(কুটিলার পুনঃ প্রবেশ)

কুটিলা। (সবিস্ময়ে) ও মা! এ কি গো? তাই ত—এ কি রমক হলো? ছুঁড়ী মায়াবিদ্যে জানে না কি?—এইবার বুঝি ঠকালে! ইঁ! তাই ত, কি লজ্জা! ছিঃ ছিঃ! কোথা যাব? ঠিক্ ঠকালে, চোখে কাণে দেখ্‌তে দিলে না? বাপ্‌রে। এমন মায়াবিনী মেয়েমানুষ ত কখন দেখি নি, আমার গা—তাও শিউরোল?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোষ্ঠ—যমুনাতীরে তরুমূল।

(প্রশস্তক্ষেত্রে অসংখ্য ধেনু-বৎস্ পরিভ্রমমান)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আমার প্রেমলীলা ফুরাবে কি ভাই।
ফিরে কি চাহিতে নাহি চাহিবে সে যাই।
(ও ভাই) আমার গরবিণী রাই।
(আমার) প্রেমসাধনের প্রেমসাধিকা রাই।
(আমার) সাধের প্রাণের প্রাণরূপিণী রাই।
অভিমানে অঙ্গ ঢালি,
বিরহ-অনল জ্বালি,
এত আশা ভালবাসা করিবে কি ছাই

ও সে জানে তো শ্যামের সর্ব্বস্ব নিধি রাই,
(জানে তো) শ্যামের শিরোমণি ধনী রাই,
(জানে তো) শ্যামের শক্তি-স্বরূপিণী রাই,
(জানে তো) শ্যামের রাধা বিনা কেহ নাই ॥

(রাখালগণের গীত)

দেখ শ্যাম দেখ চেয়ে কে আসে ঐ গোঠেতে।
সুবলদাদার মতন রূপে সাজা রাখাল-সাজেতে॥
কটিবেড়া পীতধড়া,
শিরে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া
বৎস বুকে হাসিমুখে না জানি কি আশেতে,
ধীরে ধীরে আসে ফেলি বামপদ অগ্রেতে ॥
রমণীর মত হাব,
রমণীর মত ভাব;
ফুলের প্রতিমা যেন গড়া প্রেম-ফুলেতে।
মত্ত মধুকর কত উড়ে আশে-পাশেতে ॥

(এক পার্শ্ব হইতে রাখালবেশিনী রাধিকার প্রবেশ)

(অগ্রসর হইয়া রাধিকার হস্তধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গীত)

রামা হে রোষ কর পরিহার।
অপরাধী যদি,মুখ তুলি চাহ হান শর খরধার ॥
বাহুলতা-পাশে, বাঁধ লো রূপসি,
এ তনু তোমারে দিনু ॥
প্রেম-বাঁধনি, খুলি যদি আর
হারিব করের বেণু ॥
প্রাণ মন সার, সকলি আমার,
তুমি প্রাণ আমি কায়।
আধ তিল আর, তোমারে ছাড়িয়ে,
রহিতে না চিত চায় ॥
প্রাণে প্রাণে বাঁধা, কিশোরী কিশোরী,
মনে না ভাবিহ আন।
দাসখত লিখি, লহ লো আমায়,
তেয়াগিয়ে অভিমান ॥

(রাধিকার গীত)

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
পুনঃ তুমি যদি বঁধু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ও কথা তুলো না রাধে প্রাণে ব্যথা পাই।
এসো তোমা হৃদে ধ'রে জীবন জুড়াই ॥
মুখে মুখে বুকে বুকে জীবনে মরণে।
কিশোর কিশোরী রব প্রেম-আলাপনে ॥

(রাধিকার গীত)

না বুঝে এবারও দিনু প্রাণ।
অভিমান কৈনু সমাধান ॥
(আর)—কাঁদালে কাঁদিব না,
ঘরে ফিরে যাব না,
আঁখি আড় করিব না শ্যাম।
দেখি রাখ কি না রাখ মানিনীর মান ॥

(রাখালগণের গীত)

"দেখ রাধামাধব-কেলি
মুরতি মদন রস খেলী ॥
ও—নব-জলধর-অঙ্গ।
এই থির বিজুরী তরঙ্গ।
ও বর মরকত কান
এই কাঞ্চন কামধাম ॥
ও নব তরুণ তমাল।
এই মাধবীলতা মাল ॥

(বৃন্দা, বিশাখা ও ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। "সখি, কে?
কুঞ্জে এসে, নবীন রাখালবেশে,

রাখাল রাজার পাশে, দাঁড়ায়ে ঐ হাসে,
রূপে তম নাশে, চপলা প্রকাশে,
সুবলদাদার রূপ ধরেছে।"

বিশাখা। কিন্তু এ গোকুলের
গোপাল ও ত নয়,
তা হ'লে কি এমন হেমকান্তি হয়,
শিরে চূড়া কিন্তু দেখ বিপর্য্যয়,
বিনোদবেণী পৃষ্ঠে দুলিছে॥

ললিতা। বিলোল কুরঙ্গ-নয়নযুগল,
আভাসে খেলিছে উজ্জ্বল চপল,
কজ্জ্বলে উজ্জ্বল, রসে ঢল ঢল,
প্রেম ঝর ঝর ঝুরিছে॥

বিশাখা। সুবল হ'লে সখি,এ ভ্রূভঙ্গী কেন?
নয়ন কটাক্ষ কামশর যেন,
গরলমাখা বাঁকা কটাক্ষ এমন,
রাখালে কে কোথা শিখেছে॥

বৃন্দা। কিন্তু এ ছদ্ম সুবলবেশী রাই,
নিত্য নবলীলা লয়ে প্রাণ-কানাই,
মধুর যুগলরূপ হেরে প্রাণ জুড়াই,
মরি কি মাধুরী হয়েছে॥

(সখীগণের গীত)

থাক থাক অমনি থাক যুগল ভেঙ্গো না।
(কিশোর কিশোরী হে)
(বড়) আশার নিধি পেয়েছি অ
নিরাশ করো না॥
যুগলরূপে জগৎ হাসে,
সবাই যুগল ভালবাসে;
যুগল-শোভায় মন ভুলে যায়—যুগল সাধনা।
সাধ মিটাবো,বাদ সেধো না—যুগল ভেঙ্গো না॥

রাখালগণ।—
আকাশে অপ্সরী গায়,
নৃত্য করে দেবতায়;
ফুল্ল পারিজাতে পূজে সুরললনা।
লও হে পূজা রাখালরাজা—যুগল ভেঙ্গো না॥
(আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

যবনিকা-পতন।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের

সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে

এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত

দৃশ্য-কাব্য।

উপহার।

অশেষগুণান্বিত কাব্যপ্রিয়—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গোপাললাল শীল

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু

মাননীয় মহোদয় !

দরিদ্র কবি—কোথায় কি পাইব ? এই সামান্য উপহার আপনার যোগ্য না হইলেও প্রাণের সহিত অর্পণ করিল। প্রেমিকবর ! প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর দেখায়, কৃষ্ণ-লীলায় প্রেম আছে কি না, বাছিয়া লউন।

কোন্নগর,
মন্দিরা রাজবাটী।

একান্ত বংশবদ
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।		স্ত্রীগণ।	
নন্দ	গোপপতি।	যশোদা	নন্দ-গৃহিণী।
উপানন্দ	ঐ ভ্রাতা।	রোহিণী	উপানন্দের পত্নী।
শ্রীকৃষ্ণ	ঐ পালনপুত্র।	দেবকী	বসুদেবের পত্নী।
বলরাম	ঐ পালনপুত্র।	রাধিকা	বৃষভানুরাজসুতা।
বসুদেব	কৃষ্ণ-বলরামের পিতা।	বৃন্দা	ঐ প্রধানা সহচরী।
অক্রূর	ভক্ত।	অস্তি	কংসের মহিষী।
কংস	মথুরাপালক।	প্রাপ্তি	ঐ প্রধানা সহচরী।
সুদাম	মালাকার।	মধুমতী	মালিনী।

গোপগণ, রাখালগণ, মথুরাবাসিগণ, নাগরিক, রজক, তন্তুবায়।

সখীগণ, কুব্জা ও জলবালাগণ ইত্যাদি।

এই দৃশ্য কাব্যের সমুদায় গীতের সুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী ও শ্রদ্ধা-স্পদ শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

• চিহ্নিত গীত কয়টী "পঠমঞ্জরী" হইতে সঙ্কলিত।

নন্দ-বিদায়।

"মধুর নিধুবনে মুগধ মুরারি!
মুগধগোপবঁধু, লাখ লাখ সঙ্গে,
রঙ্গে বিহরয়ে বৃষভানুকুমারী।"

গোবিন্দদাস।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

অস্তি ও প্রাপ্তি আসীনা।

প্রাপ্তি। কি বিষম কথা বোন্! শান্তা অনুচরী-মুখে শুনিনু সে দিন, পিতা না কি ক্রমে ক্রমে, লক্ষরাজে বন্দী করি রাখিছেন আঁধার কারায়? স্ত্রীপুত্র তাদের আহা অনাথ কাঁদিছে সকরুণে। দিদি! পরে কেন এতই পীড়ন? সামর্থ্য যে দিয়াছেন বিধি, তা কি শুধু নির্দ্দোষীরে পীড়ন করিতে?

অস্তি। জ্ঞানহীনা তুমি বোন্! রাজনীতি বীরের মন্ত্রণা, নারী তুমি নারিবে বুঝিতে। উচ্চপ্রাণে উচ্চতম আশা।

প্রাপ্তি। এ বিষম অনাচারে কি আশা মিটিবে, দিদি, তাঁর?

অস্তি। শুভদিনে শুভক্ষণে চামুণ্ডার পদে, লক্ষ রাজা হলে বলিদান, তুষ্টা দেবী দিবেন অভয়, লক্ষ রাজসূয়-ফল পাইবেন পিতা, সশরীরে যাবেন কৈলাসে।

প্রাপ্তি। ধিক্, সে কৈলাসে, ছার রাক্ষসের কাজে, ধিক্ সে যজ্ঞের ফল! আহা, বোন্! লক্ষ নারী হইবে বিধবা।

অস্তি। ছি ছি, তুমি ও কি কথা কহ? ক্ষীণ-জন্মা রমণীর মত আকুলা পরের আঁখি-নীরে? বীরনারী! অত কোমলতা ভাল নয়। এইতে ত তুমি বোন্ হয়েছ পতির চক্ষুশূল, ধর্ম্মকর্ম্মে মজি, মরিতে বসেছ অভাগিনী।

প্রাপ্তি। না দিদি! নারীজন্ম পাইয়াছি যদি, তাহাতেই হয়ে থাকি সুখী; পবিত্র দেবতা-পূজা—ব্রত-আচরণ—গুরুজনে ভক্তি, প্রেম পুরবাসীজনে, পতিসেবা অনন্ত সোহাগে পাই যে, হৃদয়ের প্রীতি। বিধাতা করুন, এইতেই কাটে যেন কাল, চাহি না রমণী-প্রাণে, পুরুষ-প্রকৃতি।

(কংসের প্রবেশ)

কংস। শুন প্রিয়ে! ভীষণ কাহিনী! প্রাসা-

দের উচ্চচূড়ে দাঁড়াইয়া, আজি দেখিতে-ছিলাম সুখে প্রকৃতি-বিপ্লব; ভয়ঙ্করে ভৈরবে মিলিত। হেনকালে অকস্মাৎ দেবর্ষি আসিয়ে, তথা কহিলা আমায়, ব্রজে নন্দ-গোপসুত কানাই বলাই দেবকীর গর্ভজাত তারা—শত্রুরূপী; বাড়িছে প্রতাপ তাহাদের, ধনুর্যজ্ঞ-ছলে আনি, নাশিতে সুযুক্তি দিয়া গেলেন নারদ! সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে সোপান বাহিয়া নামিতেছিলাম ধীরে ধীরে! অকস্মাৎ নরকের নীল ধূমে ঘেরিল চৌদিক্,পূতি-গন্ধ ছড়াইয়া ঘোর ঝঞ্চা বহিতে লাগিল। আকাশের গায়ে বিরাট জলদদল একত্র হইয়ে,ধরিল পৈশাচী মূর্ত্তি বিকট ভীষণ। প্রকাণ্ড প্রদীপ্ত অক্ষি ঘর্ঘরে ঘূরিল, অট্ট-হাসি হাসিতে দামিনী দমকিল, ইরম্মদ ঘোরনাদে, কি যেন কি হাঁকিয়া কহিল, —অমনি বিদীর্ণ হলো বক্ষ বসুধার—ধ্বংস হয়ে রসাতলে পশিল মথুরা, অগ্নি-সিন্ধু উথলি ব্রহ্মাণ্ড গরাসিল! ভয়ঙ্কর পিশাচমূরতি, খল খল হাসিতে হাসিতে, অনন্ত অনলসিন্ধু দলিল চরণে; বিকৃত তাণ্ডবে মুণ্ড খসিয়া পড়িল! ছিন্ন গ্রীবা-ভেদী—অহো! রক্ত-উৎস সহ অসংখ্য পিশাচ-শিশু উৎক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণশির দুলায়ে দুলায়ে বজ্র হাঁকে হাঁকিয়া কহিল;"হলো রে হ'লো রে কংসপাত!" প্রতিধ্বনি গরজি নাদিল, "হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত!" পৈশাচিক মুণ্ড মুখে প্রলয় শিঙ্গায় ঘন ঘন বাজিতে লাগিল,'হ'লো রে হ'লো রে কংসপাত!' অহো! রাত্রি! কঠোর সে স্বর! মৃত্যু-ভয়ে কাঁপিয়া পলায়!

প্রাপ্তি। আহা নাথ! নিদারুণ মমতা মথিয়ে সপ্তশিশু কেন নেশেছিলে? চক্ষে জল আসে যে এ শুনে, আর পাপ কর্‌য়ো না প্রাণেশ!

অস্তি। পাপ কিসে? শত্রুনাশে কোথা কবে পাপ? মল্লদলে এখনি পাঠাও গোকুলে, যাইয়ে তারা বাঁধিয়া আনুক গোপ-গোপীনিকর, শত্রুপুরী সমূলে বিনাশ কর, শূলে দেহ সবাকারে নগর-বাহিরে, ব্রজধাম দাও জ্বালাইয়া।

প্রাপ্তি। অত নরনাশে কিবা ফল? কৃষ্ণ যদি অরি তব, আনাও তাহারে হেথা, মিত্রভাবে রাখ নিকটে, আদরে বনের পশু বশ, দীন তারা—দয়াগুণে বাঁধিলে তাদের, অনুগত রবে চিরদিন!

কংস। হাঃ হাঃ! নারীবুদ্ধি হিতেতে ঘটায় বিপরীত! সর্পশিশু শার্দ্দূল-শাবক যতনে লালিত হ'য়ে পালকের বক্ষরক্ত অগ্রে করে পান।

(ত্রস্তভাবে অক্রুরের প্রবেশ)

অক্রূর। এখনও রজনী আছে, এত ত্রস্ত কি কারণে কহ নরনাথ,আবাহন করেছেন মোরে?

কংস। আজি হতে হব ব্রতী ধনুর্যজ্ঞ পুণ্য-পারণায় পশু নাশি ভূতেশের পায় ভূত-দলে নাচাব কৌতুকে; দেশ-দেশান্তর হ'তে আনাইব সিদ্ধ ঋষিদলে। অধীন সামন্তগণে একত্র করিব, নিমন্ত্রিব মিত্র-রাজদলে। মহামল্লদলে আনি রঙ্গভূমে কৌতুক।—

অক্রূর। ধন্য! সাধু-বাঞ্ছা, বীরবর! দেবতায় কর পরিতোষ, মাতুক মথুরা মহোৎসবে।

কংস। তদোপরে নিমন্ত্রণভার, মহাভাগ!

অগ্রে যাও ব্রজধামে, নিমন্ত্রিয়া আনহ হেথায় গোপগণ সহ নন্দ, কৃষ্ণ, বলরামে।

অক্রূর। যথা আজ্ঞা, মহীপতি! এই দণ্ডে পালিব আদেশ।

[অক্রূরের প্রস্থান।

কংস। (স্বগত) কালরূপী বালক দুটায় নাশিব টোয়ায়ে কুবলয়ে! তাহাতে না হয় যদি,চাণূর মুষ্টিক মল্ল,বজ্রমুষ্টে করিবে সংহার। এ কার্য্য সাধন হলে বৃষ্ণি, ভোজ, দশার্হবংশীয় একে একে করিব বিনাশ। বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনে তপ্ততৈলে দিব বিসর্জ্জন। বিদ্বেষ্টা আমার কেহ আর জীবে না জগতে। গুরু জরাসন্ধ মোর, দ্বিবিদ—বান্ধব, মিত্ররাজ—সম্বর, নরক, বাণ, সাহায্যে সবার আসুরিক রাজ্য আগে স্থাপিব ভারতে। পরে চাই তেজের মন্থন। দম্ভদণ্ড—রজ্জু, কঠোরতা—দণ্ডধার, বিক্রম বিপুল—দ্রুত বিঘূর্ণনে দৈত্যশক্তি জাগিয়া উঠিবে। জ্যোতির্হীন হবে শূন্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডল। চক্ষে হেরি মরের মহিমা, অমরে গণিবে বিভীষিকা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীদাম,সুবল ইত্যাদি রাখালগণ।

(গীত)

জাগ জাগ রে কানাই, জাগ জাগ রে বলাই,
প্রাণের সাথী আয় জেগে আয়।
ও ভাই,গোষ্ঠে যাবার বেলা বয়ে যায়॥
কোথায় গো মা নন্দরাণী,
সাজায়ে দে তোর নীলমণি,
(ও তোর) সোণার চাঁদের চাঁদমুখে
ফাঁদ পাতা আছে গো;—
তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো—
তাদের দেখ্‌বো বলে সবাই ফিরে চায়।
ওগো গাভী বৎস চেয়ে চেয়ে যায়॥

(যশোদা ও রোহিণীর গান করিতে করিতে কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া প্রবেশ)

নাচত মোহন নন্দদুলাল।
রঙ্গিম চরণে মঞ্জীর ঘন বাজত
কিঙ্কিণী তাহে রসাল॥

স্থল-পঙ্কজদল, জিনিয়া চরণতল,
অরুণ কিরণ কিয়ে আভা।
তাহার উপরে নখ, চান্দ সুশোভিত
হেরইতে জগজন লোভা॥
মণি-আভরণ কত- অঙ্গহি ছলকত,
নাসায় মুকুতা কিবা দোলে।
মা মা মা মা বলি, চাঁদবদন তুলি,
নবীন কোকিল যেন বোলে॥

যশোদা—

মায়ের মিনতি লাগে,না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, পূরিও মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই যাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম তোর পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গছাড়া নাহি হয়ো,
মাঠে বড় রিপুভয় আছে॥
ক্ষুধা পেলে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে যেও কানু,
হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥

থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগে গায়।
তৃষা পেলে চেও বারি, বলাই ধরিবে ঝারি,
নামিও না যেন যমুনায় ॥

সকলে।—

প্রাণের টানে প্রাণগোপালে
সঙ্গে লয়ে যাই।
রাখালরাজা আমাদের মা কানাই বলাই।

(রাখালগণের গীত)

হেলে দুলে নেচে চল গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি ॥
বঙ্গিম ঠাম শিরে শিখি-পাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীতধটি কটিতট বেড়য়ে;
নুপুর রুণু রুণু ঘুঙ্গুর রুণু ঝুনু,
নাচত বাজত বংশী বোলয়ত;—
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু দুধারি ॥

[গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান।

রোহিণী ও যশোদা।—

আ মরি কি পায় পায়,
কানাই বলাই যায়,
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
বাজে ঐ শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর রেণু,
দশদিক্ আঁধারে মগন ॥
পাগে আগে বৎসপাল, পিছে যায় ব্রজ-বাল,
হৈ হৈ তুলি ঘন রোল।
চৌদিকে পড়িল সাড়া, বাজিল প্রভাতী কাড়া,
ব্রজবাসী আনন্দে বিভোল ॥

[যশোদা ও রোহিণীর প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

গোষ্ঠ।

বৃক্ষমূলে কৃষ্ণ বলরাম—চতুর্দ্দিকে ধেনু, বৎস ও রাখালগণ।

সুবল—

নাচ্ না ভাই কানাই বলাই কদম্বতলে।
নবফুলের মালা গেঁথে
পরাই তোদের গলে।

রাখালগণের।—

ফুলের মালায় সাজ্‌বে ভাল রামকানু দুভাই,
থরে থরে আয় না রে ভাই
প্রাণ ভ'রে সাজাই ॥
রূপের ছটায় মাত্‌বে গোকুল,
দেখ্‌বো শোভা ধরায় অতুল,
চোখের দেখায় আশা মিটে না
প্রাণের দেখা চাই,
প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই,
সদাই দেখা পাই ॥

বলরাম। হ'লো বেলা অবসান,
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ,
বনফুল তুলে আনি, রঙ্গে।

[সকলের প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে অক্রূরের প্রবেশ)

(অক্রূরের গীত)

কোথায় দীনবন্ধু আমায় দেখা দাও।
বিকসিত-কোকনদ-বিনিন্দিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-
যব-সরোজ-ত্রিকোণস্বস্তিকাতপত্রাদি-চিহ্নিত
চরণতল আমায় দেখাও।
সংস্থিতাঙ্গুলি-সংস্থিত-জিতশশিমণ্ডল
নখমণিমণ্ডন চরণোন্মণিমুক্তাদিজভূিত

কনকনূপুরাদিশোভিত ভুজযুগ জানুদ্বয়
করিকরবিনিন্দিতোরুযুগল, কেশরীবিনি-
ন্দিতক্ষীণমধ্যদেশার্পিত-ঘনজঘনকটিধৃত-
পীতবসনাঞ্চল ঝলমল মণিময় শৃঙ্খলচুম্বিত-
নাভিকমলবিলগ্ন-লোমরাজি-বিরাজিত
ভৃগুপদলক্ষিত-শ্রীবৎসাঙ্কিত-
বক্ষঃস্থল আমায় দেখাও।
ললিত কম্বুকণ্ঠ কনকময় তাড়তোড়-
বলয়াঙ্গদাঙ্গুরীয়কাদিমণ্ডন মণ্ডিতাজানুলম্বিত-
বাহুযুগল আমায় দেখাও।
বেণুনাদিতানিন্দিত ভুবনমনোরঞ্জন গানাকুলিত
গোপরমণীগণস্মিত-বিকশিতজিতকুন্দকুট্মল-
দশনপাটলকান্তিপাটলিতপক্কবিম্ব-
বিড়ম্বিতোষ্ঠধরান্তরালমৃদুমধুরমন্দহাস্যযুক্ত
মুখপঙ্কজ আমায় দেখাও।
গৃধিনীগণরঞ্জিতশ্রুতিযুগলমকরাতিকম্পিত-
ময়ূরপুচ্ছশোভিত সজলনবনীরদ-নীলকান্তি
কোটিকন্দর্পদর্পখর্ব্বকারী
শ্রীবৃন্দাবনবিহারী আমায় দেখা দাও।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

অক্রূর। ঐ যে অদূরে বংশীরব, এই পথে আসিছেন তবে শ্যামরায়। রোমাঞ্চিত তনু, শ্যাম দরশন আশে, পুলকে শিহরি থাকি থাকি, ভেটিব প্রাণের নিধি। আরে প্রাণ! রহ রহ স্থির। নবীন নীরদ ঐ সম্মুখে তোমার। কালরূপ ধরা-আলো-করা!

(গীত)

ঐ কালশশী এল রে আমার
চলনে বলনে প্রেম ঝরে অনিবার;
কি মাধুরী মরি মরি রাখালরাজার॥
কিবা ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম, নবীন নীরদ-শ্যাম,
কত চন্দ্র চরণে শোভে সিত সুধাধার।
মরি মন্দ গমনে আসে বঁধুয়া রাধার॥

অক্রূর। অন্তরালে থাকি ততক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব করি দরশন।
[অন্তরালে প্রস্থান।

(রাখালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ফল লইয়া প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আয় সবে মেলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভোজন করি রে সুখে।

(ভোজন)

শ্রীদাম। আয় রে গোপাল, ফল সুরসাল,
আয় তুলি দিই মুখে।

(শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান)

সুদাম। ওরে ওরে ভাই, আমার কানাই,
আমারে বড় ভালবাসে।
আমার সুমুখে বসি খায় সুখে,
সদা রহে মোর পাশে॥

(মুখে প্রদান)

(ফল খাইতে খাইতে রাখাল-বালকের প্রবেশ

রাখাল। ভাই কানাই! এই ফলটী বড় মিষ্টি লেগেছে। আমি যে একলা খেতে পারিনে ভাই! তুই একটু খা।

(মুখে প্রদান)

কৃষ্ণ। (খাইয়া) ভাই! এ ফলটী আমারও যে বড় মিষ্ট লাগ্‌ল; এত ফল খেলেম, এমন মিষ্ট একটীও লাগে নি। ভাই!

তুই কল গাড়্‌তে ঘেমে গেছিস, আয় তোকে কোলে নিয়ে বাতাস করি।

বলরাম। পাল জড় কর শ্রীদাম—সান দাও শিঙ্গায়।

[রাখালগণের প্রবেশ।

অক্রূর। (প্রবিষ্ট হইয়া) প্রধানপুরুষ, আদ্য জগতের পতি, জগৎকারণালয় জগতের পতি! স্বাংশে পূর্ণ অবতার হয়ে দুই-জন, জগতের হিত হেতু করিছ ক্রীড়ন। শরীরের তেজে সর্ব্ব অন্ধকার হরা, চন্দ্রমা সমান দশদিক্ আলো করা।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বাগত হে ভকতপ্রধান! এস, দাও প্রেম আলিঙ্গন।

অক্রূর। ইষ্টদেব! নমে দাস ও পদ-রাজীবে। (প্রণাম)

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর পিতৃব্য! নহি নমস্য তোমার। (সস্নেহে আলিঙ্গন)

বলরাম। কহ গো পিতৃব্য! কহ কুশল সংবাদ, জ্ঞাতি বন্ধু কে কেমন আছে? দুরাত্মা দানব কংস, পিতায় মাতায় আমাদের বন্ধনে রেখেছে না কি প্রস্তর-কারায়? অনিদ্রায় অনাহারে নিশি দিবা করেন যাপন না কি তাঁরা?

শ্রীকৃষ্ণ। কহ আর্য্য! কহ তব আগমন-কারণ হেথায়?

অক্রূর। কি আর কহি বৎস! জ্ঞাতি সনে কংসের শত্রুতা সদাকাল। নার-দের মুখে তব শুনি পরিচয়, ধনুর্যজ্ঞ করি-য়াছে পাপী। নিমন্ত্রিতে প্রেরেছে আমায়। ছলেতে লইয়া গিয়া আপন ভবনে, বধিবে তোমারে কংস করিয়াছে মনে। মল্লসনে করিয়া মন্ত্রণা, এই যুক্তি করিয়াছ-সার। কংসের প্রসাদে ভাগ্য সফল করিনু, কংসকৃপাবলে কৃষ্ণপদ নিরখিনু, লক্ষ্মী হৃদে যে চরণ করেন ধারণ, যে চরণ মুনিজন ভাবে সর্ব্বক্ষণ, যে চরণ সদা চিন্তা করে শান্তজন, অদ্য আমি নয়নে দেখিনু সে চরণ। বাহু প্রসারিয়ে বিভু দিলে আলিঙ্গন। স্পর্শমাত্র আত্মা মন হইল শোধন। পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হ'লো এবে, তরিলাম আত্মাময় তব পদ সেবে।

কৃষ্ণ। চল আর্য্য, পিতার সমীপে। আয় ভাই, তোরাও আয়।

(গীত)

আয় রে আয় রাখালরাজের সঙ্গে
যাবি কে কে আয়।
প্রাণের নিধি প্রাণ কেড়ে নে
একলা ফেলে চলে যায়॥
বাঁধন ধোরে টান্‌ছে জ্বালা,
আয় চলে আয় থাকতে বেলা;
প্রাণ গেলে প্রাণ ফির্‌বে নাক
কাঁদ্‌তে হবে প্রেমের দায়॥

[গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের সহিত রাখালগণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

নন্দালয়।

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

কৃষ্ণ-বলরাম। কৈ মা? কোথা মা? ও মা! কোলে নে মা! ননী দে, ননী দে, ও মা! বড় ক্ষুধা পেয়েছে মা।

(রোহিণীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)
গোঠে হতে আইল নন্দদুলাল (আমার)
গোধূলি-ধূসর শ্যাম-কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল।
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া বরজ-
বাসিগণ সব ধায়,
মঙ্গল-থারি দীপ-করে বধূগণ
মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়,
ধেনু-বৎসগণ গোঠে পরবেশল
মন্দিরে চলে নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতী ধাইল,
ঝরঝর দুটী আঁখি লাল॥

[কৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া রোহিণীর প্রস্থান।

অক্রূর সহ নন্দ ইত্যাদির প্রবেশ)

অক্রূর। শ্রান্তি দূর সমাদরে তব! পুণ্যবান্ নরকুলে, দেব-প্রিয় তুমি হে গোপরাজ, শান্তি তব গৃহে বিরাজিত।

নন্দ। কহ দেব, কিবা অভিলাষে,স্পর্শিল ও পদ দীন-দরিদ্র-আবাসে ?

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

অক্রূর। নিমন্ত্রণ করিতে এসেছি গোপ-পতি! ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছে মথুরা-পালক, দেশ-দেশান্তর হতে অসংখ্য সামন্ত রাজা, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ,যোগী, ঋষি হবে সমাগত, মহাসমারোহ মথুরায়! কংসের আদেশে আমি আসিয়াছি নিমন্ত্রিতে হেথা, তোমার ও তোমার দুই কিশোরতনয়ে। কল্য শুভদিন,মম সাথে যাত্রা কর ধীর!

নন্দ। সর্ব্বনাশ! এ কি কথা দেব! ননীর পুতলী শিশু কানাই বলাই, কেমনে যাইবে তথাকারে? আমি অনায়াসে পারি যাইতে সেবক সহ রাজদরশনে। এই ভিক্ষা দাও দেব! কৃষ্ণ-বলরাম মোর গৃহিণীর বড় যতনের, একদণ্ড তরে তিনি চক্ষুর আড় করিতে না চান, কি বলিব মহাভাগ! অসম্ভব গমন এদের।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন পিতা, হেন কথা কেন? তব সনে যাব মোরা যজ্ঞ দেখিবারে, বাধা কেন দিবেন জননী? বিশেষতঃ এ জনমে দেখি নাই, রাজধানী কেমন সুন্দর, শুনেছি নগর বড় শোভার আকর, দেখি নাই চক্ষে কখনও।

বলরাম। কানন, সরিৎ, সরঃ, শৈল, গণ্ড-গ্রাম, জন্মাবধি দেখিতেছি শুধু। শুনিয়াছি,মথুরা-ভুবন সজ্জিত অসংখ্য হর্ম্ম্যে, পূর্ণ জনতায়; সে দৃশ্য দেখিতে বড় সাধ।

নন্দ। আহা, বৎস! কি বুঝিবি আমার যে ভয়? কেন যে শিহরে উঠে,এ পোড়া পরাণ, কেন শূন্য হেরি ত্রিভুবন, কেন বা এ হৃদিমাঝে বিরাট জলদ-ছায়া হতেছে বিস্তার. কেন বা ভাবনানলে হৃদি ছারখার, প্রাণময় খুঁজি যাহা নাহি পাই খুঁজে, পিতার মাতার প্রাণ তনয়ে কি বুঝে?

অক্রূর। শান্ত হও গোপপতি! বিসর্জ্জন দাও ভাবনায়।

নন্দ। তব বাক্যে হে বৈষ্ণব! সাহস বাঁধিনু হৃদে, আজ্ঞা তব করিব পালন। যাও হে গোপের দল,ভেরীরব কর চারিদিকে, সমস্ত গোকুলবাসী যেন একত্রিত হয় আসি দুয়ারে আমার কালি প্রাতে,উপহার সহ যাইতে হইবে মথুরায়, ভাগ্যে থাকে হইবেক রাজদরশন, মহোৎসবে মাতিব তথায়।

[গোপগণের প্রস্থান

যাও বৎস কানাই বলাই, অতিথি দেবতা-সম, পূজ পদ যথাবিধি, বিশ্রামের দেখ আয়োজন।

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

যশোদা উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত।

(যশোদার গীত)

ওরে নিশি কেন পোহাইতে চায়,
শশী কেন গগনে মিশায়।
যেয়ো না মিনতি করি, তুমি গেলে ত্বরা করি,
আমার আলো করা কালশশী যাবে মথুরায়।

কৃষ্ণ। মা—মা—মা!

যশোদা। বাপ নীলমণি! শান্ত হও! মার কথা শোন, ঘুমোও।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

ও মা আর আমি ঘুমাব না,
কোলে তোর শোব না;
চূড়া ধড়া কটি-বেড়া আর আমি পরিব না।
মথুরা না যেতে দিলে তোর ব্রজপুরে রব না।

যশোদা। নীলমণি! তুই কি জানিস্ নে—তুই গোঠে গেলে আমি পথপানে চেয়ে থাকি? বৎসহারা গাভীর স্থায় বার বার গোঠের দিকে যাই—ক্ষীর, সর, ননী নিয়ে পথে দাঁড়াই? বার বার সূর্য্যের পানে দেখি—কেঁদে বলি, দিন-নাথ! তুমি অস্তে যাও, তা হ'লে আমার নীলমণি ঘরে আস্‌বে। কোকিল ডাক্‌লে ভাবি, তুই বাঁশী বাজায়ে ফিরে আস্‌ছিস্। তোর চাঁদমুখ না দেখ্‌লে আমি দশদিক্ অন্ধকার দেখি, তোরে কোন্ প্রাণে মথুরায় পাঠাব? আমার কি মা'র প্রাণ নয়? নীলমণি! তোরে ননীর তরে বেঁধেছিলাম ব'লে কি প্রাণে ব্যথা দিতে চাস্? মথুরায় যেতে আর চেয়ো না, ও কথা শুন্‌লে আমার হৃদয়ে শেল বাজে, ও কথা আর বলো না, বল্লে আর মাকে পাবে না। নীলমণি! তুই মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে যাবি?

কৃষ্ণ। তুমি ঐ কেমন! তুমি গোঠে পাঠিয়ে দিতে অম্‌নি কর—বাবা যাবে, বলাই দাদা যাবে, রাখালেরা যাবে—একবার রাজসভা দেখ্‌বো আর ছুটে তোর কাছে চ'লে আস্‌বো। হেই মা! আমি কখন রাজসভা দেখিনি! মা, যাব মা?

যশোদা। নীলমণি! তোরে ছেড়ে দেব না—আমার মনে হয়, তোরে ছেড়ে দিলে আর পাব না—আমার আর কেউ নাই, তা কি তুই জানিস্‌নে গোপাল? নীলরতন! তুই যশোদার সর্ব্বস্বধন, অন্ধের নয়ন, কাঙ্গালের নিধি, তোরে আমি ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা মা! তোকে যদি এক ফিকির বোলে দি—তুই চোক্ বোজ দিকিন—আমায় দেখ্‌তে পাবি! তুমি চোক্ বুজে থাক্‌বে—আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, তার পর মথুরা থেকে এসে মা ব'লে ননী চাব—তুমি অমনি

চোক চাইবে, কোলে নেবে—ননী দেবে!

যশোদা। তুই যাস্‌নে। তোরে না দেখ্‌তে পেলে আমি যমুনায় ঝাঁপ দেব। আমি এক দণ্ড তোরে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না। গোপাল! আমায় মা বল্‌বার কি কেউ আছে? বাপধন! আর মাকে কাঁদিও না।

কৃষ্ণ। আচ্ছা মা! তুমি কেন চোক বুজে দেখ না, না যেতে দাও, যাব না, চোখ বুজে দেখ দেখি।

যশোদা। (চক্ষু মুদিত করিয়া) এ কি? চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী! এ কি? এ কি? আমার গোপালেরে এমন দেখ্‌লেম কেন? ও মা! ষেটের বাছা! ষষ্ঠীর দাস—ও মা! এমন দেখ্‌লেম কেন?

কৃষ্ণ। কেন মা? কি দেখ্‌লে মা, তোমার পায়ে পড়ি মা—আমায় যেতে দাও! নইলে সমস্ত দিন তোমার পায়ে প'ড়ে কাঁদ্‌বো, আর তোমায় মা বল্‌বো না।

যশোদা। গোপাল! তুই কি মাকে ছেড়ে একান্তই যাবি?

কৃষ্ণ। যেতে দে মা!

যশোদা। বাপ্‌রে! আমি অন্ধকার ঘরে কি নিয়ে থাক্‌বো? আমি দশ দিক্ শূন্য দেখ্‌ছি; আমার দেহে প্রাণ শূন্য—ব্রজ শূন্য, গোপ-গোপী জীবনশূন্য বোধ হচ্চে। গাভীগণ আমায় হাম্বা রবে নিবারণ কচ্চে—নন্দরাণি! তোমার গোপালকে ছেড়ে দিও না—ছেড়ে দিলে আর আস্‌বে না। পাখীগণ যেন কেঁদে কেঁদে বল্‌ছে, নন্দরাণি! ব্রজ শূন্য ক'রে তোমার নীলমণিকে পাঠিও না! যেন ফুলকুল আকুল হয়ে চেয়ে র'য়েছে; যেন নীরবে বল্‌ছে, নিষ্ঠুর নন্দরাণি! নিষ্ঠুর যশোদা! তোর নীলমণিকে ছেড়ে দেবে, আর আমরা দেখ্‌তে পাব না। গোপাল! গোপাল! আমি তোরে ছেড়ে দেব না।

কৃষ্ণ। দে মা! মথুরা যেতে দে মা! যখনি বিরলে ব'সে আমায় দেখ্‌তে চাবি, দেখা পাবি, এসে-এসে হেসে হেসে নেচে নেচে ননী চাব—ননী খাবো—মা মা ব'লে ডেকে তোর কোলে শোব গো।

যশোদা। ওরে বাপ্‌! পরীক্ষা দে দেখি তার, ঘরের বাহিরে যা, ডেকে দেখি, পাই কি না পাই?

কৃষ্ণ। ভাল গো মা! তাই দেখা দেবো; মা তুই, তোরে কি মা ভুলিয়ে রেখে যাব?

[প্রস্থান।

যশোদা। আয় বাপ্‌! আয় কৃষ্ণ! আয় রে নীলমণি! আয় আয় আয়—আয় বাপ্‌!

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

(নেপথ্যে-কৃষ্ণ) মা-মা! দেখা কি পেয়েছ? যাই আমি, ভাল করে দেখ।

(ছায়ামূর্ত্তির তিরোভাব ও কৃষ্ণের পুনঃপ্রবেশ)

কৃষ্ণ। এই ত আমায় দেখেছিস্, তবে যেতে দে!

যশোদা। না না, যেতে দেব না, তুমি আমার বুকে থাক।

কৃষ্ণ। কেন মা! তুমি ত ডাক্‌লে দেখ্‌তে পাচ্ছ, ছেড়ে দেবে না কেন?

যশোদা। আমার প্রাণ কেমন করে।

কৃষ্ণ। মা, সত্যি বল্‌ছি, তুমি ডাক্‌লেই এম্‌নি ক'রে দেখা দেব।

যশোদা। তোর দেখা পাব?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ মা!—তবে যাই?
যশোদা। তবে এসো।
কৃষ্ণ। আস্‌বো কোথা মা? এই যে রয়েছি! বল, গোপাল, যাও—মা যাই?
যশোদা। নীলমণি! এসো।
কৃষ্ণ। তুই বল্‌বি কি না বল্?
যশোদা। ওরে, যাও বল্‌তে পারিনে যে! আমার যে প্রাণ ফেটে যায়।
কৃষ্ণ। বল না মা! তুমি না বল্লে আমি যাব কেমন ক'রে?
যশোদা। তবে যাও বাবা, যজ্ঞ দে'খে এসো!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

(গীত)

ঐ রে আমার প্রাণের নিধি
গোকুল ত্যজে যায়;
ওরে ফিরিয়ে নিয়ে আয়;
অভাগিনীর কপালদোষে ফিরেও যে না চায়॥
আর কে আমায় বল্‌বে রে মা,
(মাখন) তুলে দেব কার মুখে বা;
কার মুখে বা শুন্‌বো আমি আধ আধ রা;
প্রাণ-পাখী প্রাণকৃষ্ণ সনে
আপন মনে ঐ পলায়॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোপীকুঞ্জ।

(রাধিকা ও সখীগণ আসীনা)

(রাধিকার গীত)

চাঁদ ডুবিল ঐ, শ্যামচাঁদ কৈ সই,
প্রাণ সঁপিয়ে আর কার বা শরণ লই।
আজ ছিল রে আশ,
(আমি) কুঞ্জে করিব রাস,
রাত্রি কাটিয়ে যায় কতই জাগিয়ে রই,
প্রেম শুকাল হৃদয়ে যে শঠ কপট বই॥

(সখীগণের গীত)

ত্যজ সখি নিঠুর নটবর আশ।
যামিনী শেষ হ'লো সকলি নৈরাশ॥
তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার,
ভাসায়ে দাও সখি বক্ষে যমুনার,
বিসরি আজি হতে পিরীতি বিলাস,
প্রেম ফিরায়ে লহ কানুকি পাশ॥

রাধিকা।—
আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজিনু *
কত লোকে কত কয়।
কলঙ্ক-পসরা শিরে যার তরে
যে ধনে অপরে লয়॥
কেমনে বা সই, কেমনে বা রই,
কিসে বা বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর, যায় পরঘর,
আমার অঙ্গিনা দিয়া॥
দেখিব যে দিন, আপন নয়নে,
তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ, ছিঁড়িব সুবেশ,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
প্রাণনাথে মোর এমন করিল,
না জানি সে জন কে।
আমার এ প্রাণ জ্বলিছে যেমন,
এমনি জ্বলুক সে॥

বিশাখা। ধৈরয ধর শ্যাম-সোহাগিনি,
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস্ব-ধন,
শ্যাম যে তোমারি প্রাণ॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

(গীত)

আর কার তরে নি
যার আসা আশে আশা
আর আর আশা নাই ॥
শঠ নট শ্যামরায়, চলিল লো মথুরায়,
বিরহ-অনলে প্রেম পুড়িয়ে হইবে ছাই ॥

রাধিকা। কি হলো কি হলো সই ?

বৃন্দা। সর্ব্বনাশ কারে কই ? মথুরায় যাবে ঘনশ্যাম ! কে জানে অক্রুর কে সে, এসেছে নন্দের বাসে, মজাইতে বুঝি ব্রজধাম। পড়েছে নন্দের কাড়া, সাজিছে সকল পাড়া, রাজাদেশ বড়ই কঠিন। মহা মহোৎসব হবে, দেখিতে যাইবে সবে, গোকুল হইবে কৃষ্ণহীন।

(রাধিকার মূর্চ্ছা ও মূর্চ্ছাভঙ্গে গীত)

যাবে ছেড়ে সাধের নীলরতন,
আগে ভাগে তাই এত উচাটন মন।
যেন কিছু হারাই হারাই,
যেন কিছু খুঁজিয়া না পাই,
(ওরে) কে জানিত হারাইতে হবে শ্যামধন ॥
কপাল ভেঙ্গেছে বুঝি সই,
কালা বিনে ক্ষণে মনে ভাবি লো কতই,
কালা যাইবে চলে,একেবারে পায়ে ঠেলে,
(গোপিনীর) অকালে শুকাবে
হায় সাধের জীবন ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

যমুনাতীরস্থ পথ।

(রথোপরি কৃষ্ণ-বলরাম, জলমধ্যে অক্রূর)

শ্রীকৃষ্ণ। দৈববল চায় দেখিবারে বলদেব অক্রূর সাধু ভকতপ্রধান। মন্ত্রমুগ্ধ মত ধীরে চেয়ে থাকে মুখ-পানে মোর, ভক্তিস্রোত নয়নের নীরসহ গড়ায় কপালে ; চিনিতে পেরেছে সাধু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, আরও চেনা চাই—চেনাবারে।

বলরাম। পূর্ণকায় পুরাতন ঋষি তুমি ভাই, ভকতের ভৃত্য চিরকাল, নতুবা কি কভু ভৃগু-পদাঘাতে বক্ষ পাতিয়া রাখিতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান ভকতে তবে প্রধান মিলন-মন্ত্র দিই শিখাইয়া। স্নান হেতু পশেছে কালিন্দীর জলে—অক্রূর ভকতশিরোমণি, ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইব সলিলমাঝারে।

বলরাম। প্রেমে মাতোয়ারা ভাই, প্রেমব্রত করেছ ধারণ ; শিখায়েছ প্রেমছলা আবাল-বনিতা-বৃদ্ধে এই গোকুলের গোপবালা ক্রীড়া-ছলে প্রেমের রহস্য ভেদিয়াছ ; প্রেমে পুনঃ যাও ভাই, প্রেমমন্ত্রে ভকতে মাতাও।

অক্রূর। সাধনার প্রেমনিধি তুমি দয়াময়, চিনে এ দরিদ্র ভকত! এই যে দেখিনু নারায়ণমূর্ত্তি তব কালিন্দী-সলিলে।

(গীত গাইতে গাইতে অক্রূরের জল হইতে উত্থান)

ওহে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তোমায় চিনেছি হে।
ওহে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কালা তোমায় চিনেছি হে।

ওহে নবীননীরদশ্যাম তোমায় চিনেছি হে।
ওহে গোলোকবিহারী তোমায় চিনেছি হে।
তোমায় চিনেছি হে,
আমি তোমায় মজেছি হে।
আর তো তুমি লুকাতে নারিবে হে।
আমি দেখেই তোমায় মজেছি হে॥

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি সাধু! অসম্ভব কথা কেন কহ? দুই ভাইয়ে রয়েছি হেথায়—ব্রজের বালক মোরা, তাই বুঝি কর উপহাস?

অক্রূর। ভক্তিডোরে বাঁধিব তোমায়, উপহাস নহে এ কেশব! অগাধ সলিলে পড়ে থাকয়ে রতন, সে রত্ন কি তোলে না কেহই? ভস্মঢাকা সুতীব্র অনল ফুৎকারে প্রকাশে নিজ জ্যোতিঃ! জ্যোতির্ম্ময় কি লুকাও মোরে? প্রাণ ভরে ডাকি তব নাম, সার্থক জীবন হলো ইষ্ট-দরশনে, পরশনে সাযুজ্য লভিব।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল, তা সকলি হবে। চল সাধু যাই এবে, সকলে ত করেছে গমন।

বলরাম। চলহ ত্বরিত, গোপাঙ্গনা আসিয়াছে ছুটিয়া আলু থালু কেশ বেশ উন্মাদিনী-মত।

(বৃন্দার প্রবেশ)

(গীত)

মাধব তব বিধুবদনা,
কখন না জানে বিরহ-বেদনা।
তুমি পরদেশে যাবে, প্রাণ তো নাহি রবে,
রথ রাখি দেখ চেয়ে, আসে অচেতনা।
ছায়ারূপিণী বামা হুতাশে মলিনা॥

(গোপিকাগণের সহিত রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

রথ রাখ হে রাখ হে শ্যাম,
একবার ভাল করে তোমায় দেখি হে,
তুমি যে ব্রজবাসীর প্রাণ॥
তোমার চক্রবলে চক্রতলে পড়ি গুণধাম,
প্রাণে বধি যাও হে চলি বংশীবয়ান॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

সুন্দরি! কি কহিব বচন না ফুরে।
আইল রাজদূত, তাই চলিনু সাথে,
হেরে সাজিয়ে মধুপুরে॥
পুনরাগমনে কত সুখ উপজিব,
না ভাবিও তাহে বিলম্ব।
হৃদয়ে খেদ দৃঢ়, সহ্য করিয়ে রহ,
বড় রাজ-কাজ অবলম্ব॥

[রথারোহণে প্রস্থান।

(গোপীগণের গীত)

জনমের মত বুঝি শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।
যাসনি যমুনা মানা শোন্ লো ফিরিয়ে আয়॥
ছিন্ন করি প্রেমডোর,
পলায়েছে মনচোর,
আকুলা গোকুলবালা নিরাশ-নয়নে চায়।
কে জানে কি হলো জ্বালা প্রমদার প্রেমদায়॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—*—

মথুরা রাজপথ।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম।

বলরাম। চমৎকার! দেখিলে কেশব কি সুন্দর পুরী, এ মথুরা! কিন্তু এবে যেতে হবে ভাই কংসরাজ-দরবারে, রাখালের বেশে তথা পশিব কেমনে?

শ্রীকৃষ্ণ। আসিছে রজক ওই, এসো ভাই ত্যজি এ রাখালবেশ, নগরে এ সাজ ভাল নয়, সুসাজে সাজাই তনু।

(রজকের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হে রজক! দেহ মোরে চমৎকার সাজ, যা আছে বাহির কর, ভাল ভাল লইব বাছিয়া।

রজক।—তাই ত! এ যে বাওন পুতের
চাঁদ ধর্‌বার সাধ।
কাজ কি বেটা অন্য সাজে
রূপের তো ওই ছাঁদ॥
জেনে শুনে কোস্‌নে কথা
পড়্‌বি বুঝি মারা।
রাজার রজক যাচ্ছি বোয়ে
রাজার জামা-জোড়া॥
কাল্‌টে ছোঁড়া ন্যাকড়া-পরা
ঐ সেজেছে ভাল।
পথ ছেড়ে দে রাজবাড়ী যাই
সন্ধ্যা হয়ে এলো॥

বলরাম। হোক সে রাজার বেশ, এখনি তা চাই আমাদের, বৃথা বাক্যব্যয় মিছে, বিপদ্ ঘটাবি কেন বল্? দুটী সাজ শীঘ্র দে বাছিয়া।

রজক।—
বড্ড যে বাড়ালি বাড়
ধিঙ্গীপদের মত।
খাইয়ে দেব দেখ্‌বি তবে
পাহারাদারের গুঁত॥
সড়সড়ানি পিঠের,
মুখের তড়বড়ানি যাবে।
কাঙ্গাল পুতের রঙ্গাই নাচ
আপনি ভাল হবে॥
বিষ নাই তার চক্করখানা
দেখ্‌ছি কুলোপানা।
কোকিয়ে উঠে মর্‌বি কেঁদে
চেঙড়া রাখালছানা॥

শ্রীকৃষ্ণ। এই শেষবার বলিতেছি তোরে রে নির্ব্বোধ,পরিচ্ছদ ক'রে দে বাহির; নতুবা এখনি পাইবি উচিত প্রতিফল। দুর্ম্মুখের করিব দমন।

রজক।—
ভয় করি কি রাজার নফর
চোখরাঙ্গানি তোর।
মিছে কেন ডব্‌ডবানি,
দাঁড়িয়ে করিস্ জোর॥
আল্‌টপ্‌কা জুচ্চুরী ঢং
খাট্‌বে না হেথায়।
বাওয়া ডিমের বাচ্ছা বেটা
ঘট্‌বে বিষম দায়॥
সতপিয়ে পড়্‌বে কোঁড়া
ঠাণ্ডা হয়ে যাবি।
মাঝ রাস্তায় হুম্‌ড়ে পড়ে
মরণ-খাবি খাবি।

ভিক্ষে ক'রে পোষাক পোরে
চাই নবাবী চাল।
হতচ্ছাড়া ভেড়ের ভেড়ে
করিস্ কেন কাল॥

শ্রীকৃষ্ণ। এখনও করিস্ উপহাস? নির্ভীক বর্ব্বর নীচ, প্রতিফল সহ্য কর্ তবে। অদৃষ্টে যা আছে, কার সাধ্য করে তা খণ্ডন? পাপবৃত্তি পাপসহচর, পাপশান্তি হোক্ তো সবার।

(হস্তে মস্তকচ্ছেদন)

শ্রীকৃষ্ণ। পাইয়াছি রাজবেশ, পরিতে তো জানি না রে ভাই!

বলরাম। আসিতেছে তন্তুবায়, সাজাইতে বলি ওরে, দেখি কি বলে? তন্তুবায়! সাজাইয়া দাও দুজনায়।

(তন্তুবায়ের প্রবেশ)

তন্তুবায়। এসো, গুরু! এখনি সাজাব! সার্থক জনম মোর আজি, অনাহ্বানে ভেটিনু অজ্ঞান—পূর্ণজ্ঞানী পরম দেবতা।
[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

—*—

সুদামা মালাকারের মালঞ্চ।
(সাজি-হস্তে মধুমতী)

(গীত)

মালঞ্চে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায়।
উষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাখে গায়॥
ফুলে ফুলে গাঁথি মালা, ফুলে ফুলে করি খেলা,
কুলকুমারী ফুট্‌লে আসি হাস্‌লে হাসি পায়,
তাড়িয়ে অলি চুমি মধু শিহরে মলয়বায়॥

মধুমতী। আ মরি মরি! গাছে গাছে, লতায় লতায়, আজ যে ফুলের মেলা দেখি! এত ফুল আজ কোথা থেকে এলো? শুষ্কলতা, মর-মর গাছ সব ফুলের ভরে নতিয়ে পড়েছে! আজ আর যে কোথাও বাকী নাই, পা বাড়াতে ঠাঁই নাই, এত ফুল তো কখনো ফোটে না, আজ যেন ফুলরাণীর ফুল-শয্যা হয়েছে—কপালগুণে ফুল ফুটেছে—ফুলের দেবতা এসে মান বাঁচিয়েছে, যত ফুল চাই, আজ তত ফুল যোগাতে পার্‌বো।

(ফুল তুলিতে আরম্ভ)

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

আ মরি মরি! এই কি ফুলের দেবতা দুটী, এমন রূপ তো কখনও দেখিনি, এ দুটী কে? ফুল তোলা যে ভুল্‌তে হলো, হাতের সাজি হাতেই রইল।

কৃষ্ণ। ফুলেশ্বরি। ফুলরাণী, তুমি কি সুন্দরী ফুলের মাঝে ফুলের সাজি হাতে করে, ফুলে ফুলে হেলে দুলে হাস্‌ছ বেড়াচ্ছ? ফুলে যেন প্রাণ স'পেছ।

মধুমতী। দাসীর নাম মধুমতী। এ মালঞ্চের মালিনী আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। মালী কোথায়?

মধুমতী। ইষ্টদেবের নাম কচ্ছেন আর ফুলের জন্য দাসীর অপেক্ষা কচ্ছেন। সাহস হয় না—সামান্য অবলা আমি, জিজ্ঞাসা কোত্তে পারি কি,আপনারা কে? দেবতা বলে আমার বোধ হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এ পবিত্র স্থান দেবতারই আগমন-যোগ্য,যেখানে শান্তিরূপ মধুমতী, সেখানে দেবতার আগমন অসম্ভব নয়। পতিব্রতা! তোমার পতিকে আহ্বান কর, আমরা বড়

আশা ক'রে এসেছি,একবার এমন শাস্তির অধিকারী কোন্ ভাগ্যবান্,তা দেখ্‌বো।

মধুমতী। আসুন্! তবে এই ফুলের আসনে ক্ষণেক বসুন্; আমার জীবন সার্থক হ'য়েছে, তাঁকে এখনি ডেকে দিচ্ছি, তিনিও এসে জীবন সার্থক করুন।

[মধুমতীর প্রস্থান।

বলরাম। পঙ্কে পদ্ম—ভস্মমাঝে অনল-কণিকা, পবিত্রা মালিনী, ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। পবিত্র মালাকারও ঐ সম্মুখে দেখ। কি পবিত্র মূর্ত্তি! পবিত্র কুসুমমালা পবিত্র হাতেই প'র্‌বো।

(সুদামের প্রবেশ)

সুদামা। (স্বগত) এই রূপ—এই সেই নবীন-নীরদশ্যাম,পাশে শ্বেতবরণ বলাই। জাগরণে শয়নে স্বপনে এই তো সেই ইষ্টমূর্ত্তি আরাধ্য আমার! (প্রকাশ্যে) ভক্তবৎসল! আজ আমার জীবন সার্থক হলো। এই মূর্ত্তি,এই রূপ ভুবনমোহন,এ জীবনে সার করেছি দেব! প্রেমমূর্ত্তি প্রেমের গঠন—প্রেম যেন উছলে পড়্‌ছে,দাও দাও দয়াময়! প্রেমে প্রাণ মাজিব, হৃদয়মাঝে বসায়ে রাখিব। দেখিব ও ব্রহ্মমূর্ত্তি জীবনে মরণে। চিনিয়াও চিনি নাই দেব! দেখিতে সেধেছি চিরদিন ভক্তির ভগবান্। না জানি কি অনন্ত দয়া-গুণে বাঁধিতে এসেছ! ভক্তি কৈ, ভক্তি দিতে পারিয়াছি কৈ? সংসারে মায়ামোহ সর্ব্বদা ফিরায়; কত কাঁদি, পাছে ভুলে যাই, ভুলে পাছে একেবারে হারাই,তাই রাখিয়াছি স্থির! এ মূর্ত্তিতে কে দেখিতে পায়? পাপী তাপী, অভাগা এ দীন দীননাথ! জানি না পূজন, জানি না ভজন। আজ্ঞা দিন, সাজাই ও বরবপু পুষ্প-আভরণে।

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিভরে পদাঘাত সহি রে ভক্তের! তোর হাতে পড়িয়াছি ধরা, যথা ইচ্ছা কর মালাকার!

সুদামা। মধুমতি! সত্বর মালা লয়ে এসো।

(মালা হস্তে মধুমতীর প্রবেশ)

মধুমতী। এই নাও, বিনা সূতে আপনা আপনি মালা হয়েছে গ্রথিত।

শ্রীকৃষ্ণ। সাজাও সাজাও সাধ্বি! পতিব্রতা! বড় ভালবাসি ফুলদামে সাজিতে দুভাই, বালক-রাখাল মোরা।

মধুমতী। বালকরাখালরূপে হৃদয়ের অমূল্য মাণিক! প্রাণ ভ'রে সাজাব দুজনে!

(ফুলের মালা প্রদান)

সুদামা। আহা মরি, আহা মরি, রে নয়ন! সার্থক হইলি। চেয়ে দেখ্ চক্ষু খুলে—হৃদয়ের লক্ষ আঁখি খুলে, চেয়ে দেখ্ সেই কি না? সেই সে মোহনমূর্ত্তি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শান্ত দ্বিভুজ মুরলীধারী, জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষ!

মধুমতা। আরে আরে হৃদয়ের প্রেম! আর কেন? উছলি পড়িবি কোন্ কালে? এই ত সময়, আর পাবিনে রে, এ মাহেন্দ্র-যোগ,ও মাধুরী আর ফিরিবে না! এইবার বক্ষ চিরে রেখে দে রে, লুকায়ে দেখ্‌বি, এস নাথ! আর কেন? এস না লুটায়ে পড়ি ও রাঙ্গাচরণে।

(উভয়ের ভূলুণ্ঠিত হইয়া পদধারণ)

শ্রীকৃষ্ণ। উঠ রে দম্পতি-ভক্ত! ভক্তিডোরে পড়িয়াছি বাঁধা,লহ বর যেবা বাঞ্ছা হয়।

সুদামা। বর আর কি লইব,দেব! ছাড়িব না চরণ জনমে! অপরূপ স্বরূপ প্রাণেশ,হৃদে দাও অঙ্কিত করিয়া প্রাণের পবিত্র পীঠে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু মুরতি তোমার স্থাপিব এ জীবনের সাধ—সেই সাধ পূর্ণ কর আজি। হৃদয়কমলে রূপ করিয়া স্থাপন, মুদিত করিয়া আঁখি করি দরশন,কর যেন রত থাকে তোমার সেবায়। মস্তক প্রণমে যেন সতত ও পায়। শ্রবণ থাকয়ে গুণ-কীর্ত্তনশ্রবণে! রসনা রসিত থাকে ও গুণ-বর্ণনে। অহেতুকী হরিভক্তি করহ অর্পণ। ইহা বিনা অন্য বরে নাহি প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল ভাল ভক্ত মালাকার! প্রেম-ভক্তি রবে দোঁহাকার। কিছুদিন কর কার্য্য সংসারে থাকিয়া। সংসারে পুণ্যের ছবি, পবিত্র দম্পতী, ধনে পুত্রে কর সুখভোগ! পরকালে পশিও গোলোকে। যতদিন থাকিতে বাসনা হয়, থাকিয়ে ধরায় হরিনাম করহ প্রচার!

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুদামা ও মধুমতীর গীত)

হরিনাম বিলাব মথুরায়।
কে কে নিবি ছুটে আয়।
আমার প্রাণের হরিনামের সুধা।
ওই স্রোতের মুখে বহে যায়।
(হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
বল রে মন আমার।)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ—কৃষ্ণ-বলরাম।

বলরাম। কে বা ঐ আসিতেছে ধীরে? কুব্জপৃষ্ঠ জনেক রমণী। চন্দনধারিণী বামা বক্রকায়া মত? ওরে কুঁজি! ও কুঁজি! আঃ, কালা না কি কুঁজি? কুঁজি! তিলক দিতে পারিস্?

(কুব্জার প্রবেশ)

কুব্জা। কে রে অনামুখো খোসো! আ মরি, কি রূপের ছাঁদুনি, হাঁদা মোটা হাঁদা পেটা ঠ্যাঁটার শিরোমণি! আমার রূপ নেই—নেই, তোর কাছে ত ধার চাই নি বাবু! থাক্‌লেও হাতে বা রাখ্‌তে হতো,ওই পোড়া কথা না বল্লে কি নয়? ওই তো আরও মানুষ আছে, কৈ, আমাকে ডাক্‌লে কি ঐ বোলে?

বলরাম। কুঁজে যদি লজ্জা এত, কুঁজটী কেন বাঁধিয়ে রাখ না?

কুব্জা। মর্ মর্—নাবড়িংরে ছোঁড়া! এত কেন, মুখ যে পুড়ে যাবে। রূপের গরব থাক্‌বে না, মেগের নাথি খাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। রহ ভাই! কলহেতে নাহি প্রয়ো-জন। সুরঙ্গিণী রূপসী ললনা, চন্দনে সাজায়ে দেহ তনু।

কুব্জা। মিষ্টভাষি! কে গো সুরসিক? আহা মরি মনোহর তনু! এস্যো মনোমত করি চন্দনে সাজায়ে দিই কান্তি সুগঠন,মদন-মোহন রূপে নবঘনশ্যাম।

শ্রীকৃষ্ণ। হে সুন্দরি! অগ্রে মম অগ্রজে সাজাও। (উভয়কে সাজাওন।)

(গীত)

মোহন সাজে কি সাজে রসিকবর।
হেরিয়ে অস্থির প্রাণে বাজে মনোজ-শর॥
দেখে যা পুরবালা, কি চারু চিকণ-কালা,
পিয়াসা মিট্‌বে আশা, আপনা হবে পর॥

শ্রীকৃষ্ণ। সার্থক শিখিয়াছিলে তিলকের কারু, জান নারী মোহিনী সন্ধান! যে সুখী করিলে তুমি, কি দিব তাহার প্রতিদান? লাবণ্যের হার করিব রমণী-মাঝে তোমা। হও নারী-সুন্দরী-প্রধানা।

(অঙ্গে হস্ত প্রদান ও কুব্জার সুন্দরী হওন)

কুব্জা। গুণমণি! সুন্দরী হলেম যদি তব করুণায়, এসো তবে দাসীর ভবনে। হৃদয়-আসনে বসাইয়ে, জাগাইব ঘুমান্ত প্রণয় প্রেমযাগে পূর্ণাহুতি দিব প্রিয়বর!

(গীত)

এসো এসো হৃদে এসে ব'স কালা ত্রিভঙ্গ।
তোমার রঙ্গভরা অঙ্গ,
হেরে হার মেনেছে অনঙ্গ॥
আমার যৌবন দিয়েছ ফিরে,
তাইক্তে ডাকি ফিরে' ফিরে,
প্রাণ নিলে প্রাণ দিব ধ'রে
দেখ্‌ব কর কি রঙ্গ॥

শ্রীকৃষ্ণ। যাও বরাঙ্গিনি এবে, প্রতিজ্ঞা রহিল মম, রাজদরশন করি, যাব তব ভবনে সুন্দরি! মনোরথ পূর্ণ হবে সেথা!

কুব্জা! দেখো, যেন ভুলো না দাসীরে!

[উভয়দিকে উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শয়নাগার।

(কংস ও অস্তি)

অস্তি। সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ, করি আমি চরণ-সেবন।

কংস। কি কহিব প্রাণেশ্বরি! নিশি যত হইতেছে শেষ, শিহরণ ততই বাড়িছে, ততই উঠিছে কেঁদে প্রাণ! তত যেন—প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড বক্ষেতে চাপিছে, পঞ্জর হইছে চূর্ণ-বিচূর্ণ সদাই! সন্ধ্যাবধি নিদ্রা পাষাণীরে, চক্ষু মুদে ডাকিতেছি বিনয়-বচনে, জ্বালা দিতে পেয়েছে সময়, ভুলেও না এলো একবার। লক্ষ লক্ষ প্রজা মোর দীন দুঃখী, দরিদ্র, ভিখারী ভূশয্যায় মগ্ন আছে গভীরনিদ্রায়! আমি তাহাদের রাজা, কনক-পালঙ্কে শুয়ে কোমল শয়নে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু, বিদ্ধ যেন হইতেছে কণ্টক, সুকোমল উপাধান অগ্নি হেন হইতেছে জ্ঞান। ওই—ওই আবার—আবার! (মূর্চ্ছা)

অস্তি। হায়! হায়! কি হলো, কি হলো! না জানি কি অমঙ্গল ঘটে—ছাই যজ্ঞ আয়োজনে।

(কংসের মূর্চ্ছাভঙ্গ)

অস্তি। হায় নাথ! কেন মিছে কল্পনায় হতেছ অস্থির?

কংস। কি বল প্রেয়সি! কৈ? কল্পনার কিছুমাত্র নাই! সত্য যেন দিবালোকে অদৃষ্ট-লিখন আমি করিতেছি পাঠ। ধ্বংস যেন হতেছে নিকট! যখনই ভেঙ্গেছে সেই মন্ত্রপূত ধনু, সেই সঙ্গে কংসেরও অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে; সে অবধি আমিও অস্থির, বিভীষিকা দেখিতেছি নানা! দেখ দেখ আকাশে চাহিয়া, রক্তবর্ণ শশাঙ্ক তারকা কোটি কোটি, জ্যোৎস্নায় আকাশ-পথে কত শত প্রকাণ্ড ছায়ার মূর্ত্তি রয়েছে দাঁড়ায়ে। আরও শোন! প্রতিবিম্ব হেরিতে দর্পণে—কি বিষম! উহু! শোন

—শিরোহীন দেহ মাত্র দেখা গেল যোর,
তাও দেহে ছিদ্র শত শত, লোমকূপমুখ
যেন বিস্তার বিপুল. উগরে শোণিত ঝর্-
ঝরে! প্রাণ শব্দ পাই না শুনিতে! কনক
প্রদীপ ঐ—কটা—কটা জ্বলিছে,মহিষি?

অস্তি। একমাত্র জ্বলিছে প্রদীপ , প্রাণেশ্বর!

কংস। তা নয়,তা নয়, দেখি তুই শিখা জ্বলে।
উহুঃ! এ কি! দেহ গেল জ্ব'লে। দেখ
দেখ চরণ হইতে দেহ ঢাকে লেলিহান
অনলের শিখা, দপ্ দপ্ জ্বলিয়া উঠিল,
পার যদি করহ নির্ব্বাণ! কোনরূপে বাঁচি
যদি আজ, দেখিও—দেখিও প্রাণেশ্বরি,
অগ্নিতে পোড়াব ব্রজধাম, আবালবনিতা-
বৃদ্ধে পশুবৎ দিব বলিদান,গোপলে যমুনা-
জলে দিব বিসর্জ্জন, নন্দ উপানন্দে দিব
শূলে, শিলায় করিব চূর্ণ কৃষ্ণ-বলরামে!
ক্রূরকর্ম্মা কে আছে আমার সম ত্রিজগৎ-
মাঝে! পোড়ায়ে সমগ্র ধরা অগ্নিস্তূপ
দেখিতে দেখিতে নাচিতে মাতিতে পারি
মহা-মহোৎসবে। জ্বলে প্রাণ—উহু!
প্রাণেশ্বরি! জ্বলে যায় যাক্, কি করিব!
পড়িয়াছি অনল-সাগরে! বহিছে কি
ঊষার সমীর! আঃ! তনু শীতল হইল,
পারি যদি ঘুমাই ক্ষণেক।

অস্তি। হে দেব পার্ব্বতীপতি! রক্ষা কর প্রাণ-
নাথে ও রাঙ্গাচরণে দেব! আমরা তো
নহি গো দোষিণী। নাথের জীবন-পদে
জীবন ভাসায়ে দিছি মোরা; অকূলে
বাঁচাও আশুতোষ,অচিরে অরাতি নাশি।
প্রাণনাথ-প্রাণমন কর গো সুস্থির। মণি-
মুক্তা দিব শ্রীচরণে, হীরকে সাজায়ে দিব
সুবর্ণ-দেউল।

কংস। (পালঙ্কে বসিয়া) আঃ! এ কি!
না না, ওরে এ কে কেন—ছি ছি! এ যে
নরকের প্রেত! আলিঙ্গন করিতে শিহরি।
নরকের নীল শিখা এখনও যে সর্ব্বাঙ্গে
জড়িত ওর দেখি? না না, আমি পারিব
না। অহো! বলে এ কি রে আবার—
আমি গর্দ্দভে আরোহী কেন? কোথা
যাব? কোথা লয়ে যাস্? অহো ক্ষুধা!
প্রাণ যায়! মেদ অস্থি ভক্ষ্য কি আমার
—মথুরা-নরপতি আমি? ও কে—ও কে
—কোথা যাস্? দাঁড়া, দাঁড়া, দাঁড়া রে
পামর! (উঠিয়া গৃহবহির্দ্দেশে গমন)
পলাবি কোথায়? কে ও? কে ও?
দেখেছ কি পলাতে পিশাচে? বল্—বল্
—নতুবা নাশিব একত্তরে।

অস্তি। হায় নাথ! কি কহিছ? কেন
এ প্রলাপ পুনর্ব্বার?

কংস। না, না—ছি ছি—ছুঁয়ো না আমায়।
অস্পর্শ হয়েছি আমি নরকের হ্রদে ডুবে-
ছিনু! ঐ যে—ঐ যে—ওরে দিগম্বর
প্রকাণ্ড পিশাচ রক্তজবামালা পরি,
তৈলাক্ত শরীরে কোথা যাবি—কোথায়
পলাবি? নিশ্চয় ধরিব তোরে। মুণ্ড
তোর কড়মড়ি দন্তে চিবাইব।

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(কালিকাদেবীর মন্দির—পূজারতা প্রাপ্তি)

প্রাপ্তি। (করযোড়ে) মা জগদম্বে! তুমি ত
মা জগৎজননী! পাপী—তাপী—দরিদ্র—
ধনেশ—পুণ্যবতী—মহাপাতকিনী,ব্রহ্মাণ্ড-
ভাণ্ডোদরে সবারি জনম, সবাই
কাতরকণ্ঠে ডাকে মা আনন্দময়ী ব'লে

সদানন্দ শিরোমণি তুমি! জানি মা,জঘন্য-চেতা পিশাচের অবতার পতি, জানি মা সবারি চক্ষুঃ-শূল ? কিন্তু গো করুণাময়ি, প্রেতপতি—দেবতা আমার—সুখের সুখিনী। আমি দুঃখের দুঃখিনী! কল্যাণ-কামনা তাঁর জীবনের ব্রত! তাই মা দুঃখিনী কল্যাণকামনা তরে পূজে শ্রীচরণ! সুক-ল্যাণী আদর্শ সীতার, নারীরূপে শিব-সীমন্তিনী মহাশক্তি—ভক্তি-সহায়িনী! নারী হয়ে নারীর সাধনা সাধ উমা! শান্তিরূপে বিরাজ অশান্ত পতিহৃদে। কু-আশার ঘোর তমনাশ তার গো তমো-নাশিনি! কটাক্ষে করহ লয় পাপবৃত্তি—পিশাচপতির! পুণ্য যদি থাকে কিছু মোর,পতি-প্রায়শ্চিত্ত হেতু কর মা গ্রহণ, তারো তাঁরে বিপদে তারিণি! ভিখারী-ঘরণী তুমি, ভিখারিণী আমি, ভিক্ষা দাও পতির জীবন! নহে কহ আশুতোষ-জায়া, আশু তুষ্ট করি তোমা বক্ষরক্তে ধুয়াইয়ে ও রাঙ্গা-চরণ—এ কি! এ কি! কেন মা করালি! (প্রতিমার কম্পন) কেন গো কম্পিত কলেবর ? আঁখি কেন জ্বলিয়া উঠিল ? (উঠিয়া) পাষাণপ্রতিমা ও মা সজীব'চৈতন্যময়ী তুমি! হায় হায়, কি হলো! কিহলো! (প্রতিমা বিদীর্ণ হওন) বিদীর্ণ হইল যে রে পাষাণ-প্রতিমা! ইষ্টদেবি! ত্যজিলে মা তুমি ? ওরে—ওরে, কে আছে কোথায় ? শ্মশান হইল পুরী, প্রমাদ ঘটিল মথুরায়।

(প্রাঙ্গণের এক দিক্ হইতে রাজলক্ষ্মীর দ্রুত প্রবেশ ও প্রস্থানের উপক্রম)

রাজলক্ষ্মী। পতিব্রতা পুণ্যবতী তুমি! পতি তব . পিশাচাবতার—অলক্ষ্মীর কৈল আরাধনা! আমি তবে কেমনে মা থাকি ? আসন টলিল মোর, চলিলাম মথুরা ত্যজিয়া।

[প্রস্থান।

প্রাপ্তি। ওরে—ওরে—লক্ষ্মীহীনা হলো পুরী, রাজলক্ষ্মী গেল পলাইয়া! বিষপাত্র পূর্ণ হ'ল এতদিন পরে।

[বেগে প্রস্থান।

ক্ষেপণ

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(রাজপথ—নাগরিকদ্বয়)

১ম। ঘুচিল ধরার ভার, কংস হ'ল নাশ; হবে এবে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সন্তান-নিধন-নিবারণ হ'ল মথুরার; রামকৃষ্ণ হ'লেন উদয়।

২য়। কহ ভাই! কে করিল কংসের নিধন ? দুরন্ত দুর্জ্জন, পরাক্রমে কম্পে ত্রিভুবন, কহ সত্য বিবরণ.কোন্ মহাজন নিষ্কণ্টক করিল অবনী ? প্রত্যয় না হয় দুরাশয় ত্যজিয়াছে প্রাণ!

১ম। কহি শুন প্রত্যক্ষ ঘটনা! নিমন্ত্রিয়া ব্রজ হ'তে রাম-দামোদরে,আনিল অধর্ম্মাচারী করিতে সংহার! দেখ লীলা বিধাতার! বালকের অবয়ব কমনীয়কায় দুই জন, কিন্তু দুষ্টজনে সাক্ষাৎ শমন! সভা ক'রে বসেছিল কংস দুরাশয়, কুবলয়

মত্ত হস্তী রাখিয়া দুয়ারে; যেন করী-পদ-ভরে, দুই সহোদরে প্রবেশের কালে বধে প্রাণ! শুন অদ্ভুত ঘটনা! দুই ভাই দুই দন্ত হস্তে প্রবেশিল রঙ্গালয়ে। চণুরমুষ্টিক দুই দুর্দ্দান্ত দানব, রামকৃষ্ণে বধিবারে উঠিল গর্জ্জিয়া; কি কব কৌতুক, গেণ্ডুয়া সমান গেল দূরে বালকের পদাঘাতে, মহাশব্দে ছাড়িল জীবন! পাপমতি কংস নরপতি খড়্গ-করে উঠিল হুঙ্কারি, বধিবারে শিশু দুইজনে। অতীব বিক্রম—কৃষ্ণকায় কৃষ্ণ যাঁর নাম, কেশে ধরি পাড়িল পাথরে, ভীমনাদে অসুর ছাড়িল দেহ। ক্ষণকাল রহ এই স্থানে, আসিবে দুজন, সফল হইবে আঁখি করি দরশন।

(রাখালগণের সহিত কৃষ্ণবলরামের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রবেশ)

জয় জয় জয় জগত-জননী
হাস মা সুষমা ধর মা।
জয় জয় জয় অসুরনাশিনী
মানস-তিমির হর মা।
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী
শ্যামল বসন পর মা।
জয় জয় জয় বীরপ্রসবিনী
তনয়ে আশীষ কর মা॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—বিশ্রামঘাট।

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—দেখ ভাই! উঠিতেছে জলবালা পূজিতে মোদের।

(জলবালাগণের পদ্ম হইতে উত্থান ও গীত)

বিশ্বভার-হরণ-করণ চরণকমল শোভা।
মত্ত মোহিত মধুপিয়াসী মধুপ-মানস-লোভা॥
পাপ তাপ তাপিততারণ,
চরণে শরণ জগজ্জনগণ,
জয় জয় জয় জগতজীবন বিতর বিমল বিভা॥

শ্রীকৃষ্ণ। চল ভাই, আসিয়াছে মথুরাবাসী করিতে আহ্বান।

(অগ্রসর হওন)

(পটপরিবর্ত্তন)

রাজপথ।

(মথুরাবাসিগণের প্রবেশ-সংকীর্ত্তন)

মিলে সকলে হৃদয় খুলে
বদন ভ'রে বল হরি হরি।
মোহন মুরলীধারী রজতভূধর
ওই বলাইচন্দ্র আহা মরি॥
কিবা বিনোদ ছাঁদে কালশশী,
বলার বরণ-প্রভায় ভাসে দিশি,
কানাই বলাই কি শোভা ধরে,
ভক্তের মনের তিমির হরে,
দোঁহার রূপ হেরে,
ভ্রমরা গুঞ্জরে, কোকিল কুহরে,
সুখে আনন্দে নৃত্য করে শুক সারী॥

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

(বসুদেব ও দেবকী)

বসুদেব। উচ্ছ্বসিত-হৃদয় দেবকি! প্রাণে কেন নূতন আবেশ? কি যেন কি আনন্দের

আলো, নিবিড় আঁধার হরি—অকস্মাৎ চক্ষের সুমুখে জ্বলে উঠে; কল্পনায় দেখি আঁখি মুদি,অসংখ্য অপ্সরা যেন উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে—উড়িতেছে গগন ছাইয়ে, দেখাইছে তর্জ্জনী হেলায়ে,থাকি থাকি—কি যেন কি বলিছে আমায়, মিষ্ট-ভাষে ভাষিছে পবনে। আমি তুমি দোঁহে—যেন মণিময় পালঙ্কে বসিয়া কত কথা কহিতেছি সুখে, কোলে তুলে দিতেছি তনয়ে। রূপে ধরা-আলো-করা তনয়ের মুখপানে চাহি, মমতার অশ্রুনীর গড়ায় কপোলে, চুমি মুখ শুনি আধবাণী অন্ধকূপে বসি—অকস্মাৎ কেন সুখের উচ্ছ্বাস ?

দেবকী। হায় নাথ! কি কহিব—আশার ছলনে আর না পারি ভুলিতে! প্রাণের যাতনা প্রাণে রহিয়াছে অঙ্কিত পাষাণে; ভাঙ্গিবে পাষাণ—তবে হইবে নির্ব্বাণ। জ্বলন্ত যে জ্বালা প্রাণে জ্বলে অনিবার; কাজ নাই কল্পনায় আর, কল্পনায় হবে সর্ব্বনাশ!

বসুদেব। হা দেবকি! প্রতিক্ষণ আনন্দ বাড়িছে এ হৃদয়ে, মরুভূমে হেরিতেছি স্বচ্ছ সরোবর। নৈরাশ্যের অন্ধকারে—কোথা হতে জ্বলিল আলোক? শুভ্রালোক—স্বর্গের অমৃতময়ী ছটা—আহা মরি! কি সুবাসে পূরিল এ কারা—মলয়-মারুত যেন বহিয়া বেড়ায়।

দেবকী। এ কি মূর্ত্তি,প্রাণেশ্বর! শূন্যপানে কি দেখিছ চেয়ে? পায় ধরি কথা কহ নাথ!

বসুদেব। ও দেবকি! শুনিলে না,—মোহন-মুরতিধারী কাণে কাণে ব'লে গেল মোর—"মুক্তির সময় উপস্থিত—পূর্ণব্রহ্ম তনয় তোমার কংসে নাশি, আসিছে হেথায়।"

(নেপথ্যে জয়ধ্বনি)

দেবকী। শুনিতেছি জয়োল্লাস দূরে, সত্য কি হৈল কংসপাত? সত্য কি পাইব কোলে কানাই বলাই?

(কৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। প্রণমি চরণে আজি জনক-জননি!
(প্রণাম)

বসুদেব। এ কি প্রভু—পরম ঈশ্বর! দাস-দাসী আমরা দুজন, কারায় বসিয়ে এত দিন সাধনায় স'পেছিনু মন—তাই আজ করুণ করিয়ে মুক্তি দিলে দুঃখী দম্পতীরে! হে অনন্ত অনাদি ঈশ্বর! কত রূপ ধর গো ধরার উপকারে। আদি-মৎস্যরূপে দেব প্রলয়-পয়োধিজলে করিলে ভ্রমণ; হয়-গ্রীব হইয়ে নাশিলে মধুকৈটভেরে পুরা-কালে, কূর্ম্মরূপে মন্দরে ধরিলে; বরাহ-রূপেতে প্রভু দন্তে তুলি ব্রহ্মাণ্ড রাখিলে; বামনে—ছলিলে বলি; ক্ষত্রিয়ান্তকারী-রূপে ভৃগুবংশে লভিলে জনম; রঘুকুল-ধুরন্ধর নব-ঘনশ্যাম রামরূপে নাশিলে রাক্ষস দশাননে! মূঢ় আমি লইনু শরণ, মতি যেন থাকে ও চরণে! আর কিছু নাহি চাহি দেব, প্রপন্নে করহ ত্রাণ, প্রাণ দিনু ধ'রে।

শ্রীকৃষ্ণ। বলদেব! দেখিছ কি, জনকজননী মোরে পুত্রভাবে না পান দেখিতে।

শ্রীকৃষ্ণ। মা—মা,জননী আমার? দেখ চেয়ে তনয়ে তোমার, কোলে নে মা, মার কোল জন্মাবধি পাইনি কখনও।

(দেবকীর গীত)

ওরে মা বলে কে ডাকিল আমায়।
আয় বাপ আয় কোলে আয়॥

অভাগীর কেহ নাই রে,
আঁখি তারা-হারা তাই রে,
দেখা দিয়ে কি বাঁচাতে এলি মায়।
ওরে কার নিধি মা বলিস্ কায়॥

শ্রীকৃষ্ণ। মাগো,আমি তনয় যে তোর! নন্দালয়ে ছিনু এত দিন, কংস নাশ করি আজি আসিয়াছি চরণ সেবিতে।

দেবকী। আঃ—প্রাণ হইল শীতল! দুটী ভাই বোসো রে দু'কোলে! ওরে আজ চক্ষু ফিরে এলো, প্রাণের অনল মোর নিবিল রে এত দিন পরে।

বসুদেব। আঃ! আজ কি সুখের দিন, প্রাণে সুখ উথ্‌লে উঠিছে, বাষ্পে কণ্ঠ পূর্ণপ্রায়, কথা আর নাহি বাহিরায়।

বলরাম। পিতৃদেব! মা জননি! এত দিন শুশ্রূষা যে পারি নি করিতে, সে জন্য মার্জ্জনা চাই মোরা।

(অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, চল শ্রীনিবাস, পিতৃ-মাতৃ উদ্ধারিলে—বহু ভক্ত আছে উদ্ধারিতে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নন্দের শিবির।

নন্দ। উপানন্দ! ভাই রে আমার! আমার কানাই বলাই কৈ? দুই ভায়ে অন্তঃপুরে গেছে, ভয় হয় পাছে আমার সোণারচাঁদ শিশু দুটীরে কেউ ভুলিয়ে নেয়। পাছে তারা নন্দ-যশোদায় ভুলে যায়। গোকুলের মায়া পাছে কাটায়! ভাই! তাই ভেবে প্রাণ আমার যে কেমন অস্থির হয়ে পড়েছে। চারিদিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি; প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে! যেন ভাই রে,আমার সাধের নিধি হারাই হারাই বোধ হচ্চে! ওরে! তোরা ত সব কাছে ছিলি, কেন তাদের ছেড়ে দিলি? ওরে সুদাম! ও সুবল! বল্ না রে, তোরা কেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইলি নি? পথপানে চেয়ে এখন ভেবে মরি—কেঁদে মরি—তবু তো দেখা পাইনে, কে জানে কি কপালে আছে!

উপানন্দ। দাদা গো! কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, রাজপথে যা শু'নে এলেম, রাজপুরীতে যা দে'খে এলেম, সে কথা ভাব্‌তে কইতে ভয় হয়—ভয় হয় পাছে বা সত্য সত্যই সে সর্ব্বনাশ-শেল আমাদের সইতে হয়! শুনে অবধি পাগল হ'য়েছি, কিছু জ্ঞান নাই, কোন দিকে চাই নাই, কারেও আর জিজ্ঞাসা করি নাই,আপন মনে ছায়ার মত স'রে স'রে এসেছি। তার উপর আবার তোমার এই ভাব দে'খে আর প্রাণে কিছু নাই, সর্ব্বনাশ বুঝি বা ঘটে!

নন্দ। ওরে ভাই! এ কি কথা? বুক পেতে তুই বজ্র ধ'রে আমার বুকে মারবি ব'লে এনেছিস্? হাঁ রে—সন্দেহ কি সত্য হয়? ওরে আমার দুধের গোপাল, তার কি কোন বিপদ্ শুনে এলি? সে কি আমার কোল ছেড়ে গিয়ে আর কারুর কোলে গিয়ে বসেছে? আর কারুকে বাপ বলেছে? হাঁরে—আর কি নন্দ মথুরায়

আছে? নন্দদুলাল আর কারু ত নয় ভাই, সে যে আমার বালক রাখাল, প্রাণের প্রাণ।

উপানন্দ। দাদা গো! যে কথা শুনে এসেছি, তা কি শুন্‌বে?

নন্দ। শুন্‌তে পারি—শু'নে কি ভাই বাঁচ্‌তে পারি?

উপানন্দ। শু'নে এলেম, কানাই বলাই আর ব্রজে যাবে না, আর নন্দ-যশোদারে চিন্‌বে না—জান্‌বে না—তাদের তরে একটীবারও ভাব্‌বে না, দেখা দিতে আসে কি না আসে, তাও ত ভাল বুঝি না। তারা কংসকারাগারে কারে মা বলেছে, বাপ ব'লেছে, তাদের কোলে ব'সে তাদের হাতে ননী খেয়েছে। সব ভুলেছে,—দাদা গো সব ভুলেছে!

নন্দ। তাই কি? তাই কি? তাই কি তারা আস্‌ছে না? উপানন্দ! কি বলিস্ ভাই? মিছে কথা ক'য়ে কেন কাঁদাস্ আমায়? আমার আর কে আছে ভাই! কার মুখ চেয়ে—ঘরে ফিরে যাব রে? ওরে শ্রীদাম! ওরে সুদাম, তোরা কি কিছু জানিস্ বাপ? ওরে জানিস্ ত বল্ না রে, ছলছল চোখে আমার পানে কেন চাস্? তোরা কি কিছু শুনেছিস্ বাপ? গোপাল কি তোদের কিছু ব'লে গেছে? সে কি আমার পর হয়েছে? সে কি আমায় ত্যাগ করেছে? ও রে, গোকুল ছেড়ে এসেসে কি আমায় অকূলে ডুবালে? ওরে! একবার তোরা ডাক্ না রে, ওরে! তোদের ডাকে সে কখনও থাকৃতো না ঘরে, তারে ডাক বাপ—ছুটে এসে দেখা দেবে, কোলের নিধি কোলে ধ'রে এ পাপ মথুরা থেকে ছুটে পালাবো।

(রাখালগণের গীত)

আয় রে আয় কানাই বলাই—
আয় না রে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের—
বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই॥
সবাকার প্রাণ হরণ ক'রে,
কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে,
এ ছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ভাই।
গোঠের খেলা কদমতলা,
কিছুই কি আর মনে নাই॥

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রবেশ)

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আর তো ব্রজে যাব না ভাই,
যেতে এ প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়॥
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি,
ছেলে-খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা ক'জন মা ব'লে ভাই
ভুলিয়ে রেখো (মা) যশোদায়।
ননী খেয়ো গোঠে যেয়ো,
প্রেম বিলায়ো গোপিকায়॥
এই চূড়া নে এই ধড়া নে,
জন্মের মত বিদায় দে;
আমার মত বাঁকা হয়ে,
দাঁড়িও রে কদমতলায়॥
বাজায়ো বাঁশী—বাঁশীর রবে,
ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥

নন্দ। ওরে ও বাপ গোপাল আমার—চল রে বাপ ব্রজে যাই। ওরে বাপ! তোরে হারা হ'য়ে আমার যশোমতী বেঁচে নাই,

ব্রজে সবাই প্রাণহীন ছায়ার মত হ'য়ে আছে, গোঠে ধেনু যায় না—পশু-পক্ষী খায় না—সারীশুক গায় না—সবাই যেন ম'রে আছে বাপ!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা গো! আগে তুমি শ্রীদাম-সুদামকে নিয়ে ব্রজে যাও; আমি পারি পরে যাব গো। এ রাজ্যের রাজায় নাশ ক'রে— কিছু ধার্য্য না করে ত যেতে পারি না। তিন দিন ব্রজছাড়া—যশোদা জননী, কেঁদে অন্ধপ্রায় পাগলিনী মত হয়ে আছেন—আপনি গিয়ে সবাইকে সান্ত্বনা করুন্ গে।

নন্দ। ওরে বাপ! কি কথা শুনালি? আমি একা ব্রজে যাবো তোরে ছেড়ে—হাঁ রে, ওরে প্রাণের গোপাল! এ কথা তো তোর নয় বাপ. কে তোরে শিখালে, এ দাগা আমার প্রাণে কে দিতে ব'লে দিলে? তোরে ছেড়ে যাব না রে—আর ছেড়ে দেব না রে—চল রে বাপ চল্ রে ব্রজে যাই। এই দেখ্—তোর সকল সখা ছল ছল চক্ষে তোর মুখখানি দেখ্ছে—আয় বাপ,ও কথা বলিস্ নে। ওরে বলাই,তুই চল, কানাইরে ল'য়ে চল —কাঁদাসনে বাপ, কাঁদাস্নে আমায়।

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজরাজ! তুমি ত অজ্ঞান নও—জ্ঞান-চক্ষে একবার ভাল করে আমায় দেখ—আমি কার,কে আমার—আর তুমি কার' কে তোমার? সকলই মায়ার খেলা। বিজ্ঞ বিবেচক হয়ে তুমি যদি নারীর মত কেঁদে আকুল হবে,তা হ'লে তোমার যশোমতীর আর গোপিকাগণের দশা কি হবে বল দেখি? কে তাদের সান্ত্বনা করবে? তোমার অধীর হওয়া ভাল দেখায় না।

নন্দ। ওরে বাপ! কথায় প্রাণ বোঝে না—সান্ত্বনা যে মানে না। তুই ত পরের ছেলে নস্ রে যাদু,তবে কেন যাবি না? ওরে, তোরে হারা হ'য়ে—আমার সোণার সংসার ভেঙ্গে যাবে, আমার রত্নধন রাজ্য সিংহাসন যমুনায় ভেসে যাবে—আমি দীনহীন কাঙ্গালের মত কি বাপ্ পথে পথে কেঁদে বেড়াব? হাঁ রে কৃষ্ণ! ভক্তির ভগবান্ না তুই? দেখ্ ব বাপ্ এইবার তোর ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম কোথায় থাকে? আয় বাপ! কোলে আয় রে, আমার গোকুলকে শশ্মান করিস্নি রে। যশোমতীর কোলে দিয়ে আমি দায় হ'তে এড়াব, তার পর তোর যা মনে আছে করিস্—যেথা ইচ্ছা যাস্—আমি আর মানা ক'র্ব না। ওরে শ্রীদাম! তোদের সখা, তোরা একবার ডাক্ রে বাপ—দেখি কৃষ্ণ মাকে মেরে বাপকে মেরে, তোদের যমুনার জলে ভাসিয়ে দিতে চায় কি না চায়।

(রাখালগণের গীত)

(ওরে) কারে নিয়ে আমরা ব্রজে যাব রে।
তুই না গেলে (ও ভাই কানাই)
তুই না গেলে (ও ভাই বলাই)
তুই না গেলে—ক্ষুধা পেলে—
কার পানে আর চাব রে॥
আর কারে ভাই বাস্বো ভাল,
আর কে গোকুল ক'রবে আলো,
প্রাণের নিধি প্রেমের সুধা
কার কাছে আর পাব রে।
কার গলে বনফুলের মালা,
প্রাণ ভরে দোলাব রে॥

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম, সুদাম, সুবল! ভাই! সখ্য-ভাবে তোমাদেরই শ্রেষ্ঠ ব'লে ভাবি। আমি

কার্য্যক্ষেত্রে নেবেছি ভাই, বাধা দিও না, আবার দেখা হবে—আবার গোষ্ঠে গিয়ে ধেনু চরাবো। পিতৃদেব! জন্মদাতা বসুদেব, জননী দৈবকী—সত্য বটে, কিন্তু প্রাণ নন্দ-যশোমতীর মায়ায় আচ্ছন্ন আছে—এ জন্মে তা ভুল্‌বো না। ব্রজে গেলে কার্য্য হবে না, আমি আপনাকে দিব্যচক্ষু দান কর্‌লেম—একবার দেখুন দেখি, আমি কে? কেন এ জগতে এসেছি?

নন্দ। (চক্ষু মুদিত করিয়া) আহা হা! ওরে সব তত্ত্ব বুঝ্‌লেম; ওরে কৃষ্ণ! তুই তো কোথাও ছাড়া নস্—কিন্তু বাপ—তত্ত্ব-পথে জ্ঞানকাণ্ডে আর যাব না—তোতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা দে রে বাপ, জীবন সার্থক করি।

"জন্ম জন্ম'তোমা পাই, ইহা বই নাহি চাই,
করিলাম চরণে বিদিত।
যাও বা না যাও হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
হৃদে সদা থেকো সমুদিত।"

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা গো! তবে আর বিলম্ব কি, যাও ব্রজে,মা যশোদারে সান্ত্বনা কর গে।

নন্দ। দেখ বাপ! দেখো যেন অভাগারে ভুলো না। ওরে প্রাণ রেখে কায়া নিয়ে যাই চল্,—ওরে সর্ব্বস্বধনে মথুরায় বিসর্জ্জন দিয়ে যাই চল্; ওরে বাপ্! চক্ষু-জলে পথ দেখ্‌তে পাই না রে—এক পা চল্‌তে পড়ে যাই—শরীরে আর বল নাই—ছায়া নিয়ে ব্রজে যাই।

(রাখালগণের গীত)

(ওগো) শূন্য ব্রজে যেতে আর চলে না চরণ।
হারাইনু মধুপুরে ব্রজের রতন।
প্রাণের প্রতিমাখানি দিনু বিসর্জ্জন॥
চক্ষে আর দেখিতে না পাই,
কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি তাই,
হেলায় হারাতে হলো সাধনার ধন—
নন্দ-নীলকান্তমণি যশোদা-জীবন।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দের অট্টালিকাপ্রাঙ্গণ—যশোদা ও রোহিণী।

(রোহিণীর গীত)

অভাগী তোর কপাল ভাল নয়,
তাইতে আমার বড়ই সন্দ হয়।
যাবার সময় সে তো কথা কইলে না—
ফিরে চাইলে না—
তোমার কান্না দেখে—মায়ার পুতুল
একবারও ত কাঁদ্‌লে না;
মা ব'লে তার মনে কি আছে,
তিন দিন তিন যুগ বয়ে গেছে,
কৈ এলো না—মনে হলো না,
তাইতে দিদি মনে বাসি ভয়॥

যশোদা। দিদি! গোপাল আমার গোকুল শূন্য করে গেছে! তার শোকে সবাই নীরব- সবাই শূন্যপ্রাণে—শূন্যমনে—শূন্যচক্ষে চেয়ে আছে—যেন কারুর প্রাণে আর প্রাণ নাই, দেহে আর তেজ নাই, সবাই নীরবে কাঁদে—মাঠ ঘাট কুঞ্জ তরু-তল শূন্য সব—নীরব নিথর—যেন শ্মশান সমান ব্রজধাম। পাখীটীও নড়ে না, বাতাসও বহে না, শুনি কেবল কানায়ের শোকে—গাভীগণ হাম্বা রবে ডাকে—

চায় চারিদিকে; মাঠে চায় না, পথে চলে না। কালিন্দীর কালো জলে আর ঢেউ উঠে না; বিষাদের বিষময় চিত্র যেন আঁকা চারিভিতে। আমার গোপালহারা গোকুল শূন্যময়, হারানিধি আ'র কি ফিরে পাব না রে দিদি? ওই না বাঁশী কে বাজায়? কৈ না রে,—সকলই যে ভ্রম। ভ্রমে প'ড়ে যশোমতীর প্রাণ কেন বেরোয় না, তা হ'লে ত আর কাঁদ্‌তে হবে না, চিতায় শুয়ে চিতের জ্বালা একেবারে নিবে যাবে রে।

(রাখালগণের প্রবেশ)

(যশোদার গীত)

কৈ রে কোথায় আমার কৃষ্ণধন,
যশোদার জীবনের জীবন।
আমার সর্ব্বস্বধন প্রাণ-গোপালে
দে রে কোলে রাখালগণ॥
আমি কোল পেতে রয়েছি ব'সে,
আঁখির তারা গেছে খ'সে;
আঁখি-তারায় দে রে ফিরে
কর্‌বো তারে দরশন।

(রাখালগণের গীত)

ও মা নন্দরাণি (তোর) নীলমণিরে,
হারিয়ে এনু মথুরায়।
কত ডাকনু কেঁদে এলো না মা,
ভাসিয়ে দিলে যমুনায়।
সে ত ফিরে চাইলে না,
কথা শুনেও তবু শুন্‌লে না;
বুকের ব্যথা রইল বুকে,
কাঁদিয়ে দিলে উভরায়॥

(যশোদার মূর্চ্ছা)

(নন্দ ও উপানন্দের প্রবেশ)

(মূর্চ্ছাভঙ্গে যশোদার গীত)

কৈ কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ আমার,
কৃষ্ণধনে এনে দাও।
আমি কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও॥
কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে,
কোথা কৃষ্ণে রেখে এলে,
কৃষ্ণ ব'লে সদাই ভাসি নয়নের জলে;
আমার প্রাণ গিয়েছে মথুরায়,
(প্রাণ) আর কি দেহে থাক্‌তে চায়,
কৃষ্ণ ব'লে কত ডাকি,কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও,
(নহে) যাব কৃষ্ণ আনিবারে
দুঃখিনীরে সঙ্গে নাও॥

(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

যমুনাতীর—রাধাকুঞ্জ।

রাধিকা। সই, শতবর্ষ কেটে যায়, তবু ত শ্যাম এলো না; আর আশা নাই ভাই —আর আশা নাই—আমার চিতা সাজায়ে দাও, প্রাণনাথের নাম ক'রে প্রাণবিসর্জ্জন দিই।

(গীত)

অভাগিনী যায় সই অভাগিনী যায়।
কাঁদায়ে কাটায়ে কাল কাঁদিয়ে পলায়॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও ;
করে ধরি, দেহ মোর ভাসিয়ে দিও যমুনায়,
ভেসে যাই যেন গো মথুরায়,
(রাধার) দেহ দেখেন যেন শ্যামরায়॥

(রাধিকার মোহপ্রাপ্তি)

(সখীগণের গীত)

হা বৃষভানুকুমারী,
হা হা কুসুম-সুকুমারী,
জাগ জাগ প্রাণ-কিশোরী,
আসিবে শ্যাম তোমারি।

বৃন্দা। ওরে সর্ব্বনাশ হয় যে! ললিতে! ও বিশাখা! তোরা একবার ভাল ক'রে দেখ, সাধের কমলিনী যেন অকালে না শুকিয়ে যায়! আমি মায়াবলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে এই দশম দশার কথা ব'লে শ্যাম-চাঁদ নিয়ে আসি গে। দেখিস্ ভাই, রাই যেন ফাঁকি দিয়ে পলায় না!

[বৃন্দার প্রস্থান।

ললিতা। রাজকুমারি! তুমি শ্যাম-সোহাগিনী, শ্যাম কি তোমার এ দশা শুনে আর নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌বেন? এখনি এসে তোমার মৃতপ্রায় দেহে প্রাণদান কর্‌বেন। একটু শান্ত হও।

(সখীগণের গীত)

বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ;
মিলিবে তোমার পাশ।
ত্বরিতে দেখিয়া, চকিতে উঠিয়া ;
বদনে ঝাঁপিও বাস॥

তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
মিটাতে প্রেমের ক্ষুধা।
করে কর ধরি, গদগদ করি,
ঢালিবে বচন-সুধা॥
সময় বুঝিয়া, থির মানিয়া ;
বসিবে রসিকরায়!
কতই আমোদ, উথলি উঠিবে ;
ঘুচিবে বিরহদায়।

রাধিকা। কৈ সই, কৈ সই? আশা মায়াবিনী কেন পায় পায় আসে? পাব কি,— পাব কি সই পাব শ্রীনিবাসে? মরিয়া বাঁচিতে সাধ হ'ল ; কৈ সই, কৈ কালা এলো?

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। কমলিনী—এই দেখ, শ্যামচাঁদ উদিল আবার।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এসো প্রিয়ে! পুন প্রাণ আসিয়াছি দিতে।

রাধা। বক্ষ পেতে আছি আমি বক্ষেতে ধরিতে। রেখেছি নয়নজল, ধোয়াতে চরণতল ; এলায়ে রেখেছি কেশ মুছাইয়ে দিতে।

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

তুমি মোর নিধি, রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত॥
হিয়া হইতে আর নাহি করিব বাহির।
রাখিব প্রহরী করি দুটী আঁখি থির॥

(গীত)

রাধিকা ;—

শুন হে পরাণ-বঁধু।
এতদিন পরে পাইনু তোমারে,
চাহিয়া রহিব শুধু॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে,
আর না যাইব ঘর।
শ্যাম-সোহাগিনী, সকলে জেনেছে,
আর কিছু নাহি ডর॥

(সখীগণের গীত)

মিলিল মাধবী মাধব সঙ্গ।
হের গোকুলবাসী প্রেম কি রঙ্গ॥
সৌদামিনী ধনি, রাধা বিনোদিনী,
উজলিল শ্যাম নব নবনীরদ-অঙ্গ।
রহসে কুসুমশর হানিল অনঙ্গ॥
আমরা যুগল বড় ভালবাসি ;
যুগল হাসি দেখ্‌লে হাসি,
যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমের তরঙ্গ।
আজ যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমেরি তরঙ্গ॥

যবনিকা-পতন।

নিত্যলীলা

(উদ্ধব-সংবাদ)

ধর্ম্মমূলক নাটক।

উপহার

বৈষ্ণবচূড়ামণি

শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ

মহাশয়েষু।

মহাত্মন্!

পরমসাধক বিবেচনায় আমার সাধনের ধন—এই ভগবান্‌চন্দ্রের লীলাকাহিনী আপনার হস্তে তুলিয়া দিলাম। ইতি

সন ১২৯৮ সাল, ১০ই আশ্বিন। অবনত

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।	স্ত্রীগণ।
জরাসন্ধ	অস্তি।
সহদেব	প্রাপ্তি।
বিল্বদেব	দেবকী।
লম্বোদর	রোহিণী।
ঐ পুত্র	যশোদা।
নন্দ	পৌর্ণমাসী।
উপানন্দ	রাধিকা।
উগ্রসেন	বৃন্দা।
বসুদেব	ললিতা।
শ্রীকৃষ্ণ	বিশাখা।
বলরাম	চিত্রা।
অক্রূর	কাত্যায়নী।
উদ্ধব	গোপিকাগণ।
শ্রীদাম	
সুদাম	
সুবল	

জরাসন্ধের বালক ভৃত্য, মগধসৈন্যগণ, ভেরীবাদক, একজন রাখাল।

নিত্যলীলা

(বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-মূলক নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মথুরা—গিরিব্রজ।

জরাসন্ধের অস্ত্রাগার।

(জরাসন্ধকে দুই তিনজন ভৃত্যের সজ্জাকরণ)

১ম ভৃত্য।—
দেখ দেব, দেখ দেখ দিন বুঝি যায়।

জরা।—
উহুঃ! দিন কোথা—যুগ চ'লে যায়, হায়
মুহূর্ত্ত না কাটে আর, রাজ্য কারাগার,
সিংহাসন শৃঙ্খল আমার, রুদ্ধ ক'রে
রেখেছে রে, ভেঙ্গে দে রে, ছুটে যাই আমি
বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে, অতি দূরে—
অতি দূরে রয়েছে পড়িয়া কত কার্য্য,
রয়েছে ও ধারে ওই কার্য্যক্ষেত্রপারে,
আজি কালি করিয়া কাটানু কত দিন!
অনাদি বিরাট কাল অনন্ত-প্রবাহে,
এক বিন্দু জলবিম্ব নহি ত রে আমি!
উঠিব,—ফুটিয়া, যাব অনন্তে মিশায়ে।
উত্তাল তরঙ্গ কাল ভৈরব গর্জ্জন,
আকাশ পাতাল আয়তন, ঘোর ঝঞ্ঝা-
সনে রণে দ্বৈরথ বিক্রম, নহি সুপ্ত
সদা সচেতন, বিশ্ব সিন্ধু বক্ষে করি
তাণ্ডব নর্ত্তন, স্থির নাহি মানে মন,
অস্থির চরণ, অস্থির এ হৃদয়ের
রুদ্ধ হুতাশন; ত্রিলোচন, ত্রিভুবন
করিব দাহন রুদ্রতেজে; তেজীয়ান্
বীরধর্ম্ম করিব পালন, নিবেদন!
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী দৈত্য-অংশ বীর
সাজিয়াছে ইঙ্গিতে আমার, আগুসার
কাতারে কাতার, সাথে থাকি সবাকার,
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি প্রলয়-ঝটিকা—
তুলিব গো কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে আমি।
দাপটে সহস্র শির কাঁপাবে বাসুকি,
বিদীর্ণ হইবে ধরা, ধরাধর ত্বরা—
ভগ্নমূল ধ্বংসশেষ উলটি পালটি
রসাতলে প্রবেশিবে চূর্ণ-রেণু হয়ে।
পাঞ্চাল কেকয় কুরু বিদর্ভ নিষধ—
বিদেহ কোশলাবন্তী মৎস্য বারাণসী—
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় মদ্র আদি—
ব্রহ্মাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য সমগ্র প্রদেশ
মুছে দিব ধরাবক্ষ হ'তে স্তূপে স্তূপে
সাক্ষ্য দেবে ধ্বংস-অবশেষ। বৃষ্ণি ভোজ
পুরু যদু দশার্হ অন্ধক চন্দ্র সূর্য্য—

মধু অর্ক কৌরব পাণ্ডব কোন বংশে
কেহ না রহিবে, আবাল-বনিতা-বৃদ্ধে
দিব বলিদান, খরস্রোত বহে যাবে
রুধিরের ধারা ; চূর্ণ ধরা-ধূলি-কণা
স্তূপাকার করি, সেই রুধিরে মিশায়ে,
নূতন গঠনে নব ব্রহ্মাণ্ড গঠিব।
দেবশক্তি করি লোপ, দম্ভ সিংহাসনে,
একেশ্বর দৈত্য-শক্তি-আধার হইব,
বীর্য্যবহ্নি দপ দপ জ্বালায়ে তুলিব,
উলঙ্গ কৃপাণমুখে সংসার শাসিব।

(রণবেশে অস্তির প্রবেশ)

অস্তি—

পিতৃদেব ! সাজিয়াছি সমর-সাজনে
বড় সাধ সমর-প্রাঙ্গণে, পতিহন্তা—
পাপ তুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব কৃপাণে ;
বিদীর্ণ এ নারী-বক্ষ বেঁধেছি পাষাণে !

জরা।—

কে রে, রণকল্যাণী আমার ! ওরে আয়,
তোরে আশীর্ব্বাদ করি ! নিদ্রিত পিতায়
জাগাইলি, মাতাইলি নবীন উৎসাহে।
মমতা-মাখান মুখ সদা হাস্যময়,
হেরিলাম বিষাদ-অঙ্কিত বিধবার
বেশে আসি, শোকতন্ত্রী বাজাইয়া দিলি,
বুঝিলাম ভেঙ্গে গেল দক্ষিণের বাহু,
ক্ষোভে রোষে উন্মাদ প্রমাদ পাড়িবারে,
বিশ্বগ্রাসী মহাশক্তি কৈনু আয়োজন।
আজন্ম পোষিত আশা জীবনের সাধ,
এইবার পূর্ণের সময়, পাইয়াছি
অবসর ; ওরে পুত্রি, পতিঘাতী তোর
প্রথম অঞ্জলি হবি পাবকের মুখে
বিশ্বজিৎ মহাযজ্ঞে এই, পরে পর
দৈত্যদ্বেষী সবাই পড়িবে, সব রাজা
ভস্ম হবে, পূর্ণাহুতি পাবে, অসুরের
বেশ সজ্জা, অসুরেরি আয়ত্তে আসিবে।

অস্তি—

শাস্তি হবে শান্তি পাবে পিতা। দাবদগ্ধ
কুরঙ্গিণী হৃদিশেল উপাড়িতে পারে ?
পিতঃ, পিতঃ ! কতক্ষণে এ জ্বালা মিটিবে?

জরা।—

নাহি বৎসে, নাহি আর দূর ; রক্ষশূর
লক্ষ লক্ষ রণমুখে ধায়, অযাদব
হবে শীঘ্র মেদিনীমণ্ডল। কৃষ্ণ, ছি, ছি,
ক্ষীণজন্মা, নীচাত্মজ, ঘৃণ্য শির তার
স্পর্শিবে না গুরুদত্ত কৃপাণ আমার !
গুপ্ত হত্যাকারী পাপ, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়
ঘাতক, ঘাতকাঘাতে যাবে যমালয়।

(প্রাপ্তি ও বিল্বদেবের প্রবেশ)

প্রাপ্তি। পিতঃ, আসিয়াছি চরণ-দর্শনে।
বিল্ব। প্রভু ! আশীর্ব্বাদ ধর এ বিপ্রের !
জরা। অবধান! এ কি প্রাপ্তি ?
এখনো কেন মা হেন বেশ ?
অনাথিনী ; পিতা আমি, ও মলিন ছবি
দেখিতে যে পারিনে মা আর, অশ্রুধার—
ফেল মুছে, বালিকা রে পর অলঙ্কার,
গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাক, গৃহেতে আমার,
পতিহত্যা-প্রতিশোধ পিতায় সাধিবে !
বীরপুত্রী, মর্ম্মাগুন নির্ব্বাণ হইবে।

প্রাপ্তি।—

প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ নাহি চাই পিতঃ,
ফ'লে গেছে অদৃষ্টলিখন। নাহি জানি
পূর্ব্বজন্মে কত পাপ ক'রেছি আমরা,
অকালবৈধব্য তাই পাইনু প্রতিফল ;
সাজিয়াছি ভাল সাজে পিতঃ ! পাপিনীর—
এই সাজই ভাল ; কি হইবে অলঙ্কারে ?
এয়োতী রাখিব আর কাহার কল্যাণে ?
যার তরে সে তো চলে গেছে, পলায়েছে
ফাঁকি দিয়ে। প্রাণ গেছে ভেঙ্গে, আরতাে

পাব না ত পিতঃ,কি হইবে প্রতিশোধে ?
অরিরক্তে অশ্রুজল নাহি ত শুকাবে,
কাঁদি—কাঁদি,প্রাণ ভরে কেঁদে ভাল থাকি;
কাঁদি—আর পূজি ভগবতী , কলুষিত—
পতি-আত্মা মঙ্গলের লাগি, ভোগতৃষা
ত্যজি পিতঃ, ব্রত-তপে কাটাই জীবন!
নারী আমি, থাকি আমি নারীর মতন!

অগ্নি।—
থাক বোন্.আমি যাই প্রতিশোধ দিতে ;
বীরবালা, শিখি নাই চুপে চুপে জ্বালা
সহিতে, মজিতে, আর কাঁদিয়া কাটিতে!
পতিহত্যা দেখেছি সম্মুখে, জ্ব'লে গেছে
পু'ড়ে গেছে প্রাণ ; মত্ত রণরঙ্গিণীর
মত, ইচ্ছা হয় রণরঙ্গভূমে, অসি-
করে হুহুঙ্কারে, ছিন্নশিরে রক্তধারে
ভয়ঙ্করী করি অরিনাশ রক্ত পিয়া,
থিয়া থিয়া, নৃত্য করি কিটাই পিয়াস!
শোণিতপাতের ব্রত করেছি অভ্যাস !
পতিহত্যা-প্রতিশোধ পত্নীর প্রয়াস।

জরা—
পতিব্রতা মা আমার, মিটাব তোমার
পতিহত্যা-প্রতিশোধ-আশ ; চল সাথে,
রণক্ষেত্র-যাত্রী, পিতা, পুত্রী তুমি মোর,
বক্ষ না হইতে ভস্ম রুদ্ধ হুতাশনে,
বিদ্যুদ্গতিতে চল পড়ি অরি-মাঝে।
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝণৎকার, উচ্চ হাহাকার,
কৃপাণে পড়িবে শির কাতারে কাতার,
পদাঘাতে চূর্ণ হবে মেরু মহীধর,
বীরদর্পে কাঁপিবে বসুধা, ত্রস্ত-শির
টলিবে বাসুকি! রক্তে নদী ব'হে যাবে
ভেসে যাবে রামকৃষ্ণ যাদব বৈভব,
শ্মশান মথুরা রবে সাক্ষ্য দিতে সেথা,
কালাগ্নি জ্বলিয়াছিল পরশি গগন,
ভারতের কালসর্পে করিতে দাহন!

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ। পিতৃদেব, প্রণমি চরণে!

জরা। কোথা ছিলে
এতক্ষণে? অত্যাচার কারে বলে—বুঝি
প্রজাদের দ্বারে গিয়ে বুঝাইতেছিলে?
বিদ্রোহের বীজ বুঝি ছড়াবার তরে,
প্রজার হৃদয়ক্ষেত্রে, ক্রম আন্দোলনে
উর্ব্বর করিতেছিলে? সাম্য, স্বাধীনতা,
প্রজাস্বত্ব, ভূস্বামিত্ব, তত্ত্বকথা যত
শিখাইতেছিলে বুঝি? রাজ্য-তরীখানি,
প্রজাতন্ত্র-ঘূর্ণজলে ডুবাবার তরে,
স'পে দিতেছিলে বুঝি? ছি ছি লজ্জা পাই,
হেন ক্ষুদ্র প্রাণী কেন ঔরসে আমার?
জন্মিল তো মরিল না কেন? অপুত্রক
ছিল ভাল এ জ্বালার চেয়ে! এ যে ক্ষোভ
বৃশ্চিকদংশন, চাহি মুখ ফাটে বুক,
সরলতা নহে ত মূর্খতামাখা মুখে,
শূন্যদৃষ্টি প্রায় মস্তিষ্ক-লক্ষণ,
আপনায় ভাবে ভুল, নহে কি হইত,
সিংহের শাবক হয়ে শৃগালস্বভাব?
পৌরুষবিহীন ভীরু কাঠিন্য-অভাব?

বিম্ব। মহারাজ, রাজ্যেশ্বর তুমি ; পুত্র
তব বীরবংশজাত, বীরাঙ্গনা—বীর-
বালা জননী উহার, হেন আচরণ
নাহি কর পুত্র সাথে! প্রজা তুষ্ট রুষ্ট
কি না,কোন্ রাজনীতি রাজা নাহি বলে
লইতে সন্ধান? বীরমন্ত্র স্বাধীনতা,
শ্রেষ্ঠ জীব মানবসংসারে, বীজমন্ত্র
কে দিতে কাতর তাহাদের? কোন্ রাজা,
কহ রাজা, রাজ্যেশ্বর তুমি, কহ
শুনি, কোন্ গুণবান্ রাজা অন্ধ হয়ে
অন্ধ করে অন্ধকারে করে রাজ্যপাট?
ছি ছি রাজা, তব যোগ্য নহে এ শাসন,

উচ্চ মাথা নাহি হবে হেঁট, এই পুত্র
একদিন দিগ্বিজয়ী পুত্ররত্ন হবে,
সসাগরা ধরায় আনিবে অধিকারে ;
বৃদ্ধের এ ভবিষ্য বচন, ফলিবেক,
দেখিবে জগৎ ; তাই বলি মহারাজ,
মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট কর শিষ্টসুতে!

জরা। হে ব্রাহ্মণ,
রাজকার্য্য নহে ব্রত পূজা।
ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য সরলতা রাজনীতি
নহে দ্বাপরের, প্রজাস্বত্ব হয়ে গেছে
লোপ, ধরা এবে ধরণী-পতির,
আত্মতেজে তেজীয়ান্—
সর্ব্বোপরি বলীয়ান্।
বল যেথা বলবান্, স্বাধীনতা সাম্য
সেথা নাহি পায় স্থান। অস্ত্রবলে শাসি
রাজ্য, শাস্ত্রবল ছিল পুরাকালে, নাহি
মানি সত্য কথা, দ্বাপরের আয়োজন
অন্যতর, তাই চাই, তাই করি, তাই
এই আচরণ শিষ্ট শাস্ত শিষ্য প্রতি
তব পুরোহিত বুঝি মনে পুত্র এর
করুক বিহিত, আদর পাইবে পুনঃ
অনাদরে নহে শুষ্ক হইবে নিশ্চিত।

সহ। সেই ভাল পিতৃদেব, অনাদর চাই,
অনাদরই আদর আমার, শান্তি ভাল
অশান্তির চেয়ে! সমকর্ম্ম সমধর্ম্ম
জীবের জীবন যন্ত্রণায় সঁপে দিয়ে,
নাহি চাহি রাজার প্রসাদ! বল্ যার
ধরাতল তার, হেন ছার কথা কভু
কর্ণে মম নাহি পায় স্থান ; হাহাকার-
রবে কাঁদিবে পীড়িত প্রজা, চক্ষে হেরি
হাসিতে নারিব! সে অশান্তি মর্ম্মজ্বালা,
কিছুতেই বক্ষে না সহিব! তার চেয়ে
আপনারে ভুলে যাই, মর্য্যাদা বালাই
পল্লীতে রাখিয়া ছুটি শান্তি যেথা পাই,
রাজধর্ম্ম প'ড়ে থাক্ নির্ম্মমের তরে।
উঠুক রোদনরোল প্রতি ঘরে ঘরে!

জরা। নির্ব্বোধ বালক, অসার, হৃদয়হীন,
তাই তোরে করিলাম ক্ষমা, মাতৃহীন,
তাই আজ পাইলি নিস্তার—ক্রোধে মোর,
ছিন্ন শির পড়িল না খ'সে, শুনেছিনু
সিংহাসনে বসাইয়ে, রাজ্য সঁপে দিয়ে,
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে ;
ভাগ্যবলে বাঁচিল মগধ ; যাও এবে,
কারাগারে কর বাস, নীচবুদ্ধি
ঘুচে যাবে, উচ্চ হাস করিতে শিখিবে,
নহে যা হবার হবে ভবিতব্য জানে!
মন্ত্রীকরে সঁপি রাজ্য, চলিলাম আমি
বীরধর্ম্ম করিতে পালন। এসো বৎসে,
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন, উচাটন
সৈন্যগণ, পদভরে কম্পিত ভুবন।

বিশ্ব। মহারাজ! তনয়ে না কর নির্যাতন।

জরা। হে ব্রাহ্মণ, রাজ্য আগে, পুত্র তার
পর, রাজার প্রধান ধর্ম্ম রাজ্যের রক্ষণ।

প্রাপ্তি। পিতৃদেব, পিতৃযোগ্য নহে এ বচন,
শুকায়ো না মমতার মুক্ত প্রস্রবণ।

জরা। নারী তুমি, কহ কথা নারীর মতন,
ব্রাহ্মণের সনে কর দেব-আরাধন।

সহ। কেন বোন্,মোর তরে কেন আবেদন?
সুখে রব অন্ধকারে মিশি ; রবি শশী
নক্ষত্র আকাশ দেখিব না, লুকাইয়া
রব ; সুখপূর্ণ বসুন্ধরা সুখশূন্য
কেমনে দেখিব? তার চেয়ে অন্ধ হওয়া
ভাল! পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি,ছেড়ে যাই
নির্দ্দয়ের ঠাঁই, ছুঁইব না নির্ম্মমের
ছায়ামাত্র কভু। কুটিলতা কুটনীতি
নষ্ট আচরণে দরিদ্র দুর্ব্বল শিষ্টে—
পীড়নে, পেষণে, শাস্তি প্রদানে এড়াব।
আত্মানন্দে জীবলীলা নির্জ্জনে কাটাব।

জরা। সেই ভাল, রক্ষিদল লয়ে যা কারায়,
সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যাক্ অন্ধ তমসায়।
উদ্ধতের পরিণাম বুঝিব পশ্চাৎ,
হস্ক পুষ্পবরিষণ, নহে বজ্রাঘাত।

[অস্তি ও জরাসন্ধের প্রস্থান।

প্রাপ্তি। ভাই—ভাই, এই ছিল তোমার কপালে?

সহ। কেন বোন্ কেন কাঁদ, তিত অশ্রুজলে,
প্রাণ কে বাঁধিতে পারে লোহার শৃঙ্খলে?
চল রক্ষি, চল, কোথা যাব? গুরুদেব!
কর আশীর্ব্বাদ।

বিম্ব। অহো!
কি কহিব আর,
অত্যাচারে পূর্ণ এ সংসার, রাজ্য-রাজা
রসাতলে যাবে এইবার। দিব্য চক্ষে
দেখিতেছি আমি, ভারতের অগ্রগণ্য
বীর, উচ্চ শির আকাশ পরশে যার,
পতনের আরম্ভ তাহার; একে একে
মুকুটের রত্ন ধ্বংসে যাবে, সিংহাসন
ছত্র দণ্ড চূর্ণ হয়ে ধূলিসাৎ হবে।
এক খণ্ড কালো মেঘ অতি ক্ষুদ্রকায়,
উঠিয়াছে আকাশের গায়, একধারে
আছে স্থিরবায়ু ভর করি, ক্রমে বায়ু
ঝঞ্ঝা উঠাইবে, গরজিবে পয়োনিধি,
ক্ষুদ্র মেঘ বিস্তারিবে বিরাট কায়ায়,
কেন্দ্র হ'তে কেন্দ্রান্তরে ঝকিবে বিজলী,
বজ্রপাত হবে চারিভিতে, চূর্ণ রেণু।
ভস্ম শেষ ধ্বংস হয়ে পড়িবে ধরণী;
রাজ্য রাজা যাবে রসাতলে, পাপপূর্ণ
নর-নারী আউদর-চুলে, দগ্ধ-দেহে
ছুটিবে চৌদিকে, প্রতি পদে প্রাণ দিবে,
প্রলয়ের বিষাণ বাজিবে, শূন্য স্তব্ধ
মহাশূন্যে শূন্য ধরা পন্থা-হারা হবে,
পরমাণু পঞ্চ ভূত মিলায়ে রহিবে!
অদৃশ্যে এ দৃশ্য বিশ্ব অদৃশ্য হইবে?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরা—রাজ-অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষ।

(রোহিণী ও দেবকীর প্রবেশ)

রোহিণী। ঐ দেখ দিদি! ঐ দেখ কেমন সাজাচ্ছে দেখ? আ মরি মরি! এমন সোণার চাঁদ ছেলে কি আর কারো দিদি?

(উভয়ে করতালি ও গীত)

আজু ভালি সাজে দুলাল
বালগোপাল সাজে দুলাল।
সাজে বলদেও সাথে সাজে কানায়লাল॥
ধটী ছটী পীঠ বাস বনমাল॥
শিরে শিখিপুচ্ছ-চূড়া বরজ-ভূপাল,
বাজে বাঁশরী শৃঙ্গা মৃদঙ্গ রসাল॥

(গান করিতে করিতে রাম-কৃষ্ণকে লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ)

(গীত)

পেখহুঁ দেওকী রাণী যুগল কিশোর তুহারি।
শ্বেত সাঙল রূপ, বিশ্বরূপ স্বরূপ আকারি॥
নীল নলিনী দো নয়ন বিকাশিত,
মৃদু মধুরাধরে হাস্য বিভাসিত,
কুণ্ডলমণ্ডিত, গণ্ডযুগ স্মিত,
অলকাবৃত বনোয়ারী!
ঝনরন ঝনরন, নূপুর বাদন,
নর্ত্তন জনমনোহারী॥

(গীত)

শ্রীকৃষ্ণ।—

আজ রাখালসাজে সেজেছি মা
মাখন ননী দে।
ও মা তেম্‌নি করে আদরভরে কোলে তুলে নে।
কাঁদিয়ে কত কেঁদেছি মা,
তুই তো তেমন কাঁদাবি না,
হাস্‌বো খেল্‌বো নাচ্‌বো সুখে ভুল্‌বো
মা তাঁকে।
ও মা তেম্‌নি করে আদরভরে কোলে
তুলে নে॥

(গীত)

দেবকী —

ওরে ধর্‌ রে দুখিনীর ধন নবনী মাখন।
চাঁদমুখে মা বলে কোলে আয় রে হারাধন,
ওরে ও নীলরতন॥

(ননী প্রদান ও শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদিতে দেখিয়া)
(ওরে কি হ'ল কি হ'ল বল।

কেন বাপ নয়নে জল,
আমার সুখ-শতদল সোণার কমল কি
দুঃখে মন।
ওরে ও নীলরতন॥

রোহিণী।— (ঐ গীত)

(আহা)রাখ রে বাছনি তোর জননী-জীবন,
দুটী হাত পেতে নবনী নিয়ে কাঁদ রে বাপধন,
কেন কাঁদ রে রতন॥

শ্রীকৃষ্ণ। (ননী হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে)

(গীত)

(ও মা কাঁদি আমি কে যেন কাঁদায়।
কি জানি কে আসি যেন অকূলে ভাসায়॥
ফিরে চাই সে না ফিরে চায়;
ভেসে যাই কি জানি কোথায়॥
কে বলে কি অনলে,
এ প্রাণ, কেন জ্বলে,
কে আঁখিজলে হৃদয় ভাসে হায়।
কেন জানে কে সে এসে কাঁদায়ে কেঁদে যায়।
যেন সে কেঁদে সেধে কি নিধি ফিরে পায়॥
কি মায়া মোহ ফেরে,
মমতা আসে ঘেরে,
ভাবিয়ে রাখি ধ'রে ধরা তো নাহি যায়।
ফিরাতে চাহি যদি ফিরে সে যেতে চায়,
বলে সে ফিরে ফিরে ওরে রে বাপ, ফিরে আয়॥

(শ্রীকৃষ্ণের মোহ)

দেবকী। সর্ব্বনাশ! এ কি হলো, এ কি হলো! বাপ আমার এমন হয়ে পড়্‌ল কেন? ও রোহিণী! ও বলাই! ওরে উদ্ধব! ওরে দেখ্‌ না রে, আমার সর্ব্বস্বধন হারারতন যে ধূলায় প'ড়ে গড়াগড়ি যায়।

রোহিণী। হায়! হায়! আজ কি এই সর্ব্বনাশ হবে বলেই আমি অভাগী এত দিনের পর ননী খাওয়াবার কথা তুলেছিলেম? বলাইচাঁদ! কি হবে বাবা? উদ্ধব রে, তোর প্রাণের সখার এ দশা কেন হলো বাবা?

উদ্ধব। মা গো! ব্রজবেশই আজ আমাদের এই বিপদে ফেল্লে! কেন মা দেবকি! এ সাধ আজ কেন কল্লে মা?

দেবকী। বাবা উদ্ধব! আমি হতভাগিনী যে চিরদিনই কাঁদ্‌বার জন্যে জন্মেছি বাবা! নইলে পরে, কোলের নিধি কোলে পেয়ে, তারে ধোরে রাখ্‌তে পাচ্ছি না, এ কি আমার কর্ম্ম যাতনা! বাপধন! উঠ রে!

ওরে, চাঁদমুখ যে আর মলিন দেখতে পারি না। পদ্মচক্ষু দুটী খোল বাপ, মা বোলে কোলে আয়! ওরে বড় আগুন জ্ব'লে উঠেছে, বুকে বড় জ্বালা রে বড় জ্বালা, মার প্রাণে আর সয় না! জেগে উ'ঠে এ জ্বলন্ত আগুন নিবিয়ে দে বাপ!

রোহিণী। হ্যাঁরে কৃষ্ণ! মায়ের উপর কি অভিমান হয়েছে? অভিমান হয়ে থাকে তো আমার কথা রেখে ওঠো; আমার কথা তো কখন ঠেলিনি বাবা! দেবকী দিদি! নীলমণি তোমার বড় অভিমানী গো, বড় অভিমানী,' একটুতে বাবা আমার যশোমতীকে পাগল করে দিতো, কথায় কথায় অবঝোরঝরে কাঁদাতো।

দেবকী। কেন বোন! আমি ত বাবাকে আমার কোন রূঢ় কথা বলি নি, যশোদার মতন ও কমলকর তো দড়ী দিয়ে বাঁধিনি, যে দিন থেকে হারা-নিধি পেয়েছি, একটী দিনের তরেও তো কোল থেকে নামাইনি। ওরে বাপ, তোরে যে আমি অনেক সাধনে ফিরে পেয়েছি; তুই যে বাবা আমার অন্ধের নয়ন, দরিদ্রের নিধি; তোকে যে বাপ এক দণ্ডের তরে চক্ষের আড় করতে পারি না। বলাইচাঁদ, তুই যে বাপ কোন কথা কচ্চিস্ নি? বল্ বাপ বল্, কেমন ক'রে প্রাণের বাছাকে আমার বাঁচিয়ে তুলি?

বল। মা! আপনারা উতলা হবেন না; কোন ভয় নাই, ভাই আমার মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র, আমি শুশ্রূষা কর্‌ছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে পূজাগৃহে যান; আমি সত্বরই কৃষ্ণচন্দ্রকে লয়ে আপনাদের চরণ দর্শন কর্‌বো। উদ্ধব ভাই! এসো, দুজনে কানায়ের মূর্চ্ছাভঙ্গে যত্ন করি।

রোহিণী। দিদি! চল, আমরা ঠাকুর-ঘরে যাই বলাইচাঁদের কথা মিথ্যা হবার নয়, এখনি তুমি তোমার হারানিধি ফিরে পাবে এখন।

[দেবকী ও রোহিণীর প্রস্থান।

উদ্ধব। কি ভাবে ভাবিত ভাই, প্রেমপূর্ণ আঁখি?
কি প্রেমে ঝরিছে ঝর ঝর? কেন মোহ?
সচেতন কি অচেতন? কি মায়ায়,
মোহিত মোহন-কায় এ ধরা-শয্যায়?
মলিন, মলিন হাস্য চির-হাস্যময়,
কি দুঃখে? রহস্য ভেদ কর মহাশয়!

বল। বুদ্ধে বৃহস্পতি সখা, বিজ্ঞতায় অজ্ঞ
হয় সবে, এ রহস্য নারিলে বুঝিতে?
ছিন্ন প্রণয়ের জ্বালা, ভগ্ন স্নেহ-ঋণ,
অতৃপ্ত প্রেমের স্মৃতি, বেজেছে কঠিন,
তাই ভাই মোহেতে মলিন; নির্ব্বাপিত
ব্রজভাব উঠেছে জ্বলিয়া; নিদ্রাগত
কৈশোরের লীলারঙ্গ-স্মৃতি, বিস্মৃতির
রাজ্য হতে এসেছে জাগিয়া; সেই স্নেহ,
সেই মায়া, অপার করুণা, মূর্ত্তিমতী
প্রীতি মাতা যশোমতী সতী, পিতা নন্দ
সদানন্দময়, শ্রীদাম সুদাম দাম—
বাল্যমিতা, মমতা-নিলয়; অঙ্গ-আধা
রাধা প্রিয়া গোপিনী-নিচয়; যমুনার
তট বট মঞ্জু কুঞ্জ মৃগ-শিখী শাখী—
গাভী বৎস কোকিল কোকিলা অলি-কুল
ফুল্ল-ফুল কি বলিব সমগ্র গোকুল
স্মৃতিমূলে করিছে আঘাত দিবারাত;
কাঁদিছে গগনভেদী উচ্চতার রবে,
আসে দূর আকাশ বহিয়া। কে নির্দ্দয়
বক্ষ পাতি নাহি লয় এ জ্বলন্ত শেল?
কার হিয়া নাহি টলে মমতার দায়?
কে হেন নির্দ্দয় নাহি কাঁদিবারে চায়?

শ্রীকৃষ্ণ। (মোহান্তে উঠিয়া) কৈ মা, কৈ মা!

আমি নির্দ্দয় ব'লে তুইও যে মা নিদয়া হলি ? কোলেও তো নিলি না মা ? ওরে ওরে ! আমার দুঃখিনী মা কেমনে গেল ? ওরে কাঁদিয়েছি বোলে যে মা যশোদা হেলায় ফেলে কাঁদিয়ে চ'লে যায় ; মা, মা, আমি যে তোর বালক রাখাল, প্রাণের গোপাল ; আর কাঁদাব না, মা, আর কাঁদাব না ; আর ব্রজ ছেড়ে যাব না, দেখা দে, মা দেখা দে, তোর বড় আদ-রের—বড় যত্নের নিধি যে আজ পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তা কি তুই একটীবারের তরেও চেয়ে দেখ্‌বি না ? ওগো, মা বৈ যে আর আমার কেউ নাই। (ক্রন্দন)

বল। ছি ছি ভাই, এ কি মোহ ? জ্ঞানময় তুমি।
অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা, বিশ্বযন্ত্রযন্ত্রী,
মন্ত্রী নিয়ন্ত্রী জীবেরই ইচ্ছাময়, সদা
সচেতন ; কার্য্যস্রোতে কালের নিয়ম,
মূলে তুমি, স্থূল সূক্ষ্মে মিলাও মিশাও
দুঃখে সুখে রেখে জীবে হাসাও কাঁদাও,
নিজে কেন কাঁদিবার সাধ ? কাঁদিয়া কি
কার্য্যস্রোত ফিরাইতে চাহ অবতার ?
শোধ ধার মমতার ফেলি অশ্রুধার।
বুঝেছি বুঝেছি ভাই ব্রজছাড়া নও,
এ রহস্যে কেন তবে ভাবাইতে চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ।—

তাই, ভাই ! কে শুধিবে যশোদার ধার
এত মায়া কোন্ মার আছে ? বাঁচে কি না
বাঁচে মা আমার পাগলিনী, অভাগিনী
বল কোথা আছে ? যেতে দাও দেখে
আসি, পায়ে ধরে কেঁদে আমি শুধু একবার,
মার জ্বালা মাই বোঝে, পুত্র কোন্ ছার !
যেতে দাও ; যেতে দাও, খুঁজিব সংসার।
মায়া ভিক্ষা মেগে লব সে মহামায়ার।

বল।—

কোথা যাবে ? কেন এ বিকার ? ব্রজভাব
স্বভাবের, অভাবের নয় ; ভাবি চিতে
উচিত যা করহ বিধান। পরবাসে
প্রিয়জন পরিজন সুদূর আবাসে,
সুসংবাদে নিত্য জ্বালা নাশে ; ভাবি তাই
পাঠাইয়া দূতে, ব্রজ হ'তে সবাকার
আনাও বারতা ! মাতা পিতা রাখালিয়া
গোপ গোপী গাভী বৎস যে যথায় আছে,
প্রাণ পাবে তারা, সারা হবে না কাঁদিয়ে
চিন্তামণি !
তোমারও নিশ্চিন্ত রবে হিয়ে !

শ্রীকৃষ্ণ।—

কে যাইবে ? কে করিবে হেন উপকার ?

উদ্ধব।—

সে কি সখা !
কে না কার্য্য সাধিবে তোমার ?
হেন ভাগ্য কার, সখ্য দাস্য সনাতন,
লইবে যাহার ? বড় সাধ অভাগার,
চক্ষে হেরে আসি সেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
বুঝি মনে ব্রজধাম ব্রহ্মাণ্ডের সার,
মর্ত্ত্যের গোলোক যথা সাকার বিহার।

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের হস্তধারণ করিয়া গীত)

তবে যাও সখা দেখিয়ে এসো,
আমার সোণার ব্রজ অন্ধকার !
চখের জলে বইছে নদী,
সেথা উঠেছে শুধু হাহাকার ॥
কেঁদে ক্লান্ত গোপ-গোপিকার,
জীর্ণ-জরা দেহভার,
অনাহারে শীর্ণ তনু প'ড়ে আছে মা আমার !
মা বোলে ভাই ডেকে তাঁরে দিয়ো এ নয়নাসার,
পদে দিও এ নয়নাসার ॥

দেখো কেঁদে যেন কাঁদায়ো না ;
শোকানলে জ্বালায়ো না ;
শাখী পাখী ধেনু বৎস রাখালিয়া রে আমার,
আমার আসার আশে আশ্বাসিয়ে
তুষো হিয়ে সবাকার।
ও ভাই তুষো হিয়ে সবাকার ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০ঃ০—

মথুরা—রাজসভা।

উগ্রসেন, বসুদেব ও সভাসদ্‌গণ আসীন।

(অক্রূরের প্রবেশ)

অক্রূর। কি কহিব মহারাজ রামকৃষ্ণকথা
অদ্ভুত বারতা, বিস্ময়ে ভাসিবে মন !
গুরুগৃহে গমন অবধি প্রতিপদে
দেখায়েছে অমানুষী লীলা পূর্ণভাবে,
আদর্শ পুরুষকার প্রকৃতি পুরুষ।
ভক্তি শ্রদ্ধা সুবিনয়ে দেবতার মত
গুরুসেবা আরম্ভিয়া দোঁহে, শিখিলেন
দিনে দিনে, কল্প ছন্দ শিক্ষা ব্যাকরণ
নিরুক্ত জ্যোতিষ-উপনিষদের সহ
অখিল বেদান্ত বেদ, দেবতা মন্ত্রের
জ্ঞান সহ ধনুর্ব্বেদ, নীতিমার্গ, ধর্ম্ম
নানাবিধ, ষড়্‌বিধ রাজনীতি আদি ;
আন্বীক্ষিকী শিখি সযতনে চতুঃষষ্টি
অহোরাত্রে শিখিলেন চতুঃষষ্টি কলা।
মহামুনি সন্দীপনি মানিলা বিস্ময়
অবন্তীর বাল বৃদ্ধ দিলা জয় জয়।

উগ্রসেন।—
অদ্ভুত লীলা ! হেন শিক্ষা কভু
শুনি নাই, চক্ষে দেখি নাই, ভাবনায়ও
আসে না, কল্পনা-চিত্রে চিত্রে না কেহই।
ধন্য অমানুষী শিক্ষা, ধন্য দৈববল !
নতুবা কি রাজসভা-মাঝে, পারিত সে
একাসনে হারাইতে নব্য বৃদ্ধ বুধ
যে যথায় ছিল ? সমগ্র মথুরা কালি
জয়মাল্য দিয়াছে শ্রীরাম দামোদরে,
সর্ব্ববিদ্যা-সুপণ্ডিত কিশোর-প্রবীণ।
ধন্য বৎস বসুদেব, ধন্য পিতা তুমি।
পুত্ররত্নে তুমি ভাগ্যবান্। শক্তিমান্
সর্ব্বগুণধাম পূর্ণজ্ঞান জ্ঞানাতীত
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী মূর্ত্তিমান্ মহাযশা
যুগান্তের মুক্তকারী যুগ্ম অবতার।

বসু।—
করুন্ আশীষ দেব, চিরজীবী হোক্
রামকৃষ্ণ দুলাল আমার। কত কষ্টে
কত বক্ষরক্ত শুকাইয়ে, অশ্রু দিয়ে,
কত দেব আরাধনে দরিদ্রের নিধি
ফিরায়ে পেয়েছি কোলে ! দিন দেছে
দীননাথ ; এ সুদিন রহে যেন দেব,
এই আশীর্ব্বাদ যাচি গুরুজনপদে।

অক্রূর।—
হে সুধীর মহাতপা ! পুত্রবর তব
অজেয় অমর, পৃথ্বী-পবিত্রকরণে
আবির্ভূত এ মহীমণ্ডলে, আজ্ঞামত
চলে কাল ব্রহ্মাণ্ড বাহিয়া, ভাঙ্গে গড়ে
ইঙ্গিতে প্রভুর ; জন্ম-জরাহীন নিজে
অক্ষয় রহেন চক্ষু চাহি, ক্ষয় ভয়
নাহি তনয়ের, সর্ব্ববলে বলীয়ান্
গুরুদক্ষিণার ছলে সেধেছেন কার্য্য
গুরুতর ; সন্দীপনি-মুনিপুত্র শিশু,
প্রভাতে সাগরে ডুবি ত্যজিল পরাণী,
দক্ষিণার ছলে ঋষি মাগিল সে সুতে,
পশিল অতলজলে কেশব তোমার ;
ত্রাসে সিন্ধু কাঁপিল সঘনে, যুড়ি কর
দাঁড়াইল ; মুনি-পুত্রে চাহিলেন হরি ;

কহিলা বারীশ, পাঞ্চজন্য শঙ্খাসুর
গ্রাসিয়াছে ব্রাহ্মণকুমারে ; ক্রুদ্ধ শুনি
হৃষীকেশ নাশিলেন মুষ্ট্যাঘাতে তারে ;
আছে শিশু সংযমনীপুরে, কহি দৈত্য
ত্যজিলা জীবন , শঙ্খ হরি মুরহর
করিলেন ভৈরব নিনাদ ; ত্রস্তে উঠি
মহিষবাহন আজ্ঞামত আনি দিল
মগ্ন শিশুটীরে ; প্রাণদানি প্রেমময়
দিলা তুলি মা বাপের কোলে ; দক্ষিণায়
তৃপ্ত নিজ, দম্পতী-আলয় স্নেহানন্দে
পূর্ণিত এখন ; মমতা-মাখান অশ্রু-
বারিধারা দিয়ে, সন্দীপনি মুনিপত্নী
পারে নি বিদায় দিতে, কেঁদেছে কেবল,
গেয়েছে দুবাহু তুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল !
স্তম্ভিত শুনিয়া কার্য্য দেবগণ যত,
অদ্ভুত অদ্ভুত যেন স্বপ্নকথামত ?

উগ্রসেন। নহে নর,দেবতা-যুগল। বুঝিয়াছি,
জগতের মঙ্গলের তরে, জন্মিয়াছে
নররূপে নিত্য নারায়ণ.নহে হেন
সাধ্য কোথা নরে? অসম্ভবে পরাভবি,
সম্ভবের সুসাধ্যের আরও ভিতরে
আনি, করে বিশ্ব সচকিত ! ধন্যবাদ
শত মুখে দাও সবে রাম-দামোদরে !

সকলে। ধন্য যদুকুলরবি রাম-দামোদর।

অক্রুর। ধন্য ধরাভারহারা মধুমুরহর !

বসুদেব। ঐ যে আসিছে বৎস ব্রজবেশ ধরি!
আহা মরি, দেখ রে মাধুরী, মন্দ-পদে
আসে দুটী সভা আলো করি ; কি মধুর
বাজিছে নূপুর ধীরি ধীরি ! আয় বাপ,
আয় রে ও শির চুম্বি আশীর্ব্বাদ করি !

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

উগ্রসেন। আয় ভাই,আয় দোঁহে দুবাহু পসারি
প্রাণ খুলে আলিঙ্গন করি,জীর্ণতরী
দেহ ধরি- তরঙ্গের ডরে যে শিহরি,
পার করে দিস্ রে মুরারি, ব্যথাহারি !
ব্যথাহারি কোল দিস্ অকূল পাথারে।
শান্তি পাই শ্যামকান্তি নয়নে নেহারি।

অক্রুর। ভক্তাধীন ভক্তাধীন,দেখে লব পরে,
শিখে লব কার কার্য্য কে কেমনে করে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে ধীমান্,চেয়ে দেখ দ্বারে মগধের
রণদূত ; কি কার্য্যের তরে আসিয়াছে,
আদেশ মাগিছে প্রবেশিতে সভামাঝে,
প্রভুবার্ত্তা প্রদানিতে মথুরা-অধিপে !

বসুদেব। মগধের রাজদূত ?

উগ্রসেন। পাপ বার্ত্তাবহ !

অক্রুর। পিশাচের অগ্রদূত. এসেছে নিশ্চয়
পৈশাচিক কার্য্যাব্যপদেশে ; উগারিবে
হলাহল, মথুরায় করিবে চঞ্চল,
ঘ'টে যাবে বীরত্বের প্রতিঘাত।

বসুদেব। ভাবি ভয়,পাছে হয় অশনিসম্পাত !
পাছে ক্রুদ্ধ জরাপুত্র বাধায় বিবাদ !

শ্রীকৃষ্ণ। কিবা ডর!
শত্রু সে তো আগে আছে জানা ;
আছয়ে বাসনা, দেখিব পরীক্ষা করি
কত বলে বলীয়ান্ অসুর-প্রধান।
আজ্ঞা দেহ দূতে হেথা হোক আগুয়ান !

(মগধ-দূত বা লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ)

মগধদূত। এ সভায় কে প্রধান ?
কে লবে বারতা ?
আসমুদ্র ধরাপতি চক্রবর্ত্তী রাজা,
মহারাজ রাজ্যেশ্বর জরাসন্ধ শূর,
প্রতিনিধি আমি তাঁর মুখ্য রণদূত,
আসিয়াছি রণবার্ত্তা লয়ে, কারে কহি ?
কে দিবে উত্তর ? কে নায়ক মথুরার ?
কে বা দণ্ডধর, কর্ত্তা সন্ধি-বিগ্রহের ?

অক্রুর। আরে রে বাচাল বার্ত্তাবহ,ভারবাহি-
পশুবুদ্ধি কেন ? অথবা মূর্খতা নয়—

দাম্ভিকতা বুদ্ধি উদ্ধতের অনুচর,
পাপে ক্ষীণ দৃষ্টিহীন, ঠেকে না নয়নে
মথুরার সিংহাসনে মথুরা-অধিপে!
মগধদূত। ইনি? হ্যাঁগো,ইনি এবে মথুরাপতি?
ভাল সাজে সাজিয়াছ প্রবীণ ভূপতি,
শুভ্রকেশে মুছাইয়া পুত্রহাচরণ,
কেমনে লইলে বৃদ্ধ পুত্রসিংহাসন?
কোন্ লাজে দেখাইছ মুখ? বুঝ না কি
স্বার্থপর. বালকের ক্রীড়নকমত
ছিন্ন-পরিচ্ছদে দেহ আবরি তোমার
সাজাইয়ে রেখেছে, খেলিবে ইচ্ছামত,
এক দিন দুই দিন, চরণ-প্রহারে
ভাঙ্গিবে পুতলি, কোথা রবে এ সাজন?
ছি ছি, ধিক্ রাজ্য তব, রাজসিংহাসন!
প্রেতভূমি করেছ মথুরা? পুত্রে নাশি
ঘাতকের সহযোগে, তারি সেই উষ্ণ
শোণিতাক্ত করে রাজদণ্ড দণ্ডধর
কি সাধে ধরিছ? কত দিন আর
জীর্ণতনু বহিবে জগতে? কালফণী
তুলিছে মস্তকোপরি, নাহি বুঝি জ্ঞান?
শ্মশান-সমুদ্র-তীরে আসিয়া পড়েছ,
তবু ভোগলালসা কমে নি? ধিক্ থাক,
ভগ্নতরী কি সুখে বহিছ? ছি ছি, ছি ছি
ঘৃণা হয় চাহিতে ও মুখপানে তব!
হলাহল নয়নে ঠিক রে, দন্তহীন
আস্যের গহ্বর যেন নরক-দুয়ার,
কুটিলতা-পূর্ণ প্রাণ কুৎসিত আচার!
বল। সাবধান, অসুরসেবক! নটভূমি
নহে রাজসভা, যথেচ্ছ আচার নাহি
চলিবে হেথায়, রেখো মনে, রাজদণ্ড
শত্রু মিত্র বাছিতে না জানে অপরাধে
অপরাধী, শাস্তি পায় উপযুক্তমত!
দূত তুমি দৌত্যকার্য্য তব অধিকার,
তাই সাধি করহ প্রস্থান,নহে কেন
বৃথা কথা পাড়ি বীর পাড়িছ প্রমাদ?
রাজরক্ষী অসিস্পর্শে কেন এত সাধ?
মগধদূত। হে হিতাশী,ভাবে বুঝি বাঁচাইলে প্রাণ
জানি হেথা নহি নিরাপদ, কহিয়াছি
আবেগে প্রাণের,ভাল আর পাপাচার
কাজ নাই করিয়া বর্ণন, অকার্য্যের
অপবাদ শুনিতে কঠোর! কহি বার্ত্তা
শুনহ সবাই; সমগ্র মথুরাবাসী,
সহ রামকৃষ্ণ ক্রুর বসু উগ্রসেন,
গললগ্নীকৃত-বাসে, করযোড় করি
যাচুক মার্জ্জনা রাজপদে, নহে থাক
প্রস্তুত হইয়া। সজ্জিত সমরসাজে
আসিয়াছেন মগধাধিপতি, লইবারে
জামাতৃহনন-প্রতিশোধ! অবরোধ
করিয়ে এ পুরী উগ্রতাপে তপ্তকায়
ক্রুদ্ধ বলীয়ান্, হানা দিবে চারিধারে
ঘিরি, মন্ত্রবলে শত শত শতঘ্নী
প্রবল আঘাতে, প্রাকার হইবে চূর্ণ,
করিবে পরিখা পূর্ণ; ঘন ধূলা-ধূমে
শূন্য আঁধার হইবে; চমকি অস্ত্র-
শস্ত্র বিজলী খেলিবে; ঘোর সিংহনাদ
বজ্রগম্ভীরে হাঁকিবে,রুধির-প্রবাহে
বহি ধ্বজদণ্ড, পতাকা, আয়ুধ, চর্ম্ম,
অশ্ব, হস্তী, রথ, রথী,মৃতদেহস্তূপ,
যমবারিধি-আবর্ত্তে পতিত হইবে!
মথুরার চিহ্নমাত্র ধরা না ধরিবে!
এই রাজ-আজ্ঞা মম কৈনু বিজ্ঞাপন,
কি ইচ্ছা প্রকাশ কহ মথুরা-রাজন্,
সন্ধি কি বিগ্রহ, উভ যেবা লয় মন!!!
শ্রীকৃষ্ণ। বার্ত্তাবহ কহ গিয়ে প্রভু প্রেতে তব
দৈত্যকুল করিব নির্ম্মূল; ধরাভার
না রাখিব আর; সংহার-মূরতি ধরি,
যে যথায় আছে করিব সংহার।
মগধদূত। ভাল সাধ পূরিবে সবার অবিলম্বে

আশুসার হবে সৈন্য কাতারে কাতার!
বাজিবে বিজয়ভেরী প্রলয়-বিষাণ,
মুহূর্ত্তে হেরিবে সবে সংসার শ্মশান!
আসি তবে, দেখা হবে রণরঙ্গভূমে,
কালিকে প্রভাত-ভানু না যেতে পশ্চিমে!

[মগধদূতের প্রস্থান।

অক্রূর। সমর তো বাধিল রাজন্!
উগ্রসেন। জানে রণ
রামনারায়ণ, আছে সৈন্য মথুরায়
প্রকাণ্ড বাহিনী, স্থাবর আমিও বটি,
কিন্তু এ দুর্ব্বল ভুজে আছে হেন বল,
জন্মভূমি সিংহাসন কবিতে রক্ষণ,
করাল-কৃপাণে পারে করিতে ধারণ।
এই ক্ষীণ দেহযষ্টি-মাঝে উগ্র ভোজ-
রক্তস্রোত এখনও বহিছে; কিবা ডর?
সমর তো ক্রীড়ারঙ্গ ক্ষত্রিয় শূরের?
শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ! রাজ্যভার আপনার করে,
জান প্রজার রঞ্জন; সমর সে মম
প্রয়োজন আরো মুহূর্ত্তে করিব;
ধরণী মরিছে ভারে, কাঁদিছে কাতরে,
অনাহত মর্ম্মভেদী সে রোদন-রোল,
এ জীব-কল্লোল ছাপাইয়া, উঠিতেছে
দিবারাতি; করিছে আঘাত দেবতার
দুয়ারে দুয়ারে; স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক,
গোলোক অবধি হইয়াছে বিচলিত;
বিচলিত ব্রহ্মাণ্ডের অশান্তি নাশিতে,
উপলক্ষ্যমাত্র তাই হইয়াছি মোরা
এ যুগান্তকালে শান্তি পাবে বসুন্ধরা।
বসু। ইচ্ছাময়!
ইচ্ছা তব হউক পূরণ।
ক্ষত্রিয়ের আচরণে পুত্র তুমি, তোমা,
ক্ষত্র আমি না করি বারণ; মায়া-মোহ
আশঙ্কায় দিনু বিসর্জ্জন; শত্রুনাশ
করি, কর স্বধর্ম্মপালন, অনুক্ষণ
যদুকুল-রবি জয় গাক্ ত্রিভুবন।
অক্রূর। হে রাজন্, প্রয়োজন মন্ত্রণা-কারণ,
সভা ভাঙ্গি মন্ত্রগৃহে চলুন এখন,
করা চাই যথাযোগ্য যুদ্ধ-আয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ। অগ্রসর হোন সবে পশ্চাতে মিলিব,
যুক্তিমত যথাকার্য্য সত্বরে সাধিব।

[সভাভঙ্গ ও রামকৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। কার্য্যক্ষেত্র বিপুল বিস্তার; বলদেব
দেখিছ কি আর, অনলে পতঙ্গ সম
আসিছে পড়িতে দুষ্ট জরার কুমার,
সাথে সৈন্য-পারাবার, ডুবাতে বাসনা
চিতে মথুরা আমার, বুঝি দেখ ভাই,
ধরার সঞ্চিত ভার করিতে সংহার
অবতার, কার্য্যভার আমা দোঁহাকার।
বলরাম। রব ভাই পশ্চাতে তোমার, সাধুরক্ষা।
অসাধু সংহারি, অধর্ম্ম উচ্ছেদ, ধর্ম্ম
স্থাপিতে আবার, দেহী দোঁহে নরাকার;
দাহনে নির্ম্মল করি সুবর্ণ-সংসার,
পরমার্থ প্রেমলীলা করিব প্রচার।
শ্রীকৃষ্ণ। হের আর্য্য শূন্য হতে লয়ে আসে রথ,
অস্ত্রশস্ত্র, পরিচ্ছদ, বীর-অলঙ্কার
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আমার; রণসাজে
সাজি চল শত্রুকুল করি গে সংহার।
দেবদত্ত রথ এ কার্য্য দেবতার।

(শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় রথের অবতরণ)

বলরাম। দেবদত্ত হে বিমান করি প্রদক্ষিণ।
বক্ষঃ বীরাসনে তব হইব আসীন।
তোমার প্রসাদে রণে রক্ষে করি নাশ,
প্রদীপ প্রসন্নময় পূরাও গো আশ।

—— ——

চতুর্থ দৃশ্য।

রণক্ষেত্রের এক পার্শ্ব।

(পতাকাবাহক লম্বোদর ও তৎপুত্র মগধদূতের প্রবেশ)

পতাকাবাহক। আমি তো বাবা এইখানে নিশেন গেড়ে বস্‌লুম,আর একটী পাও এগুচ্চি না।

পিতা-পুত্র। সে কি বাবা,চল্ল না, যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে মহারাজ দু তিনবার তোমার তল্লাস নিয়েছেন।

পতাবাহ। তা নেবেন না, ভালবাসেন কত। আগে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে দৌড়্‌বেন ; মুণ্ডটী যাক্‌ আমার, আর তিনি নাম নিয়ে দেশে ফিরুন,তিনি বড় চালাক,আর আমি বড় বোকা ! ওরে বাবা,এই পেটটী দেখ্‌ছো, আমার পাকা বুদ্ধির জালা,আমি দূর থেকে যা নড়ায়ের আদ্‌রা দেখ্‌তে পেয়েছি, তাতেই বস্ আছে,এতদূর এয়েছি কেবল বাবা তোমার কথায়,পাছে বল, বাবা বেটা ভীতু মানুষ, আর আমি একটী পাও এগুচ্ছি না,এই-খানে নিশেন পুঁতে জমাট হয়ে উঠিত পাড় ছুটে গিয়ে,নিশে কাঁধে,প্রথম দলের কাঁদে চোড়ে মথুরায় সেঁদুবো,আর বুঝেছ বাবা,যদি হার হয়,তা হলে ঐ পথ, বুঝেছ বাবা, যৎপলায়স্তি স জীবতি "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন আর বোঁ বোঁ শব্দে পলায়ন।"

পতা-পুত্র। তবেই দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ কর্‌লেন, এখনি হয় তো মহারাজ মহা রেগে আস্‌বেন !

পতা-বাহ। আরে দূর খ্যাপা, আস্‌বার কি আর অবসরটী আছে, না ওরা যোটী রেখেছে ? লড়াইটীর বহর দেখ্‌ছো ত ? বাপ রে,দুটো ছোঁড়ার বিক্রম বা কত ! যে দিকে ছুট্‌ছে, সে দিক্‌টে যেন কলা-বাগান শুইয়ে যাচ্ছে,রক্তে সব নদী-নালা পূরে গেছে , বাহবা মার দুধ খেয়েছিল যা হোক্।

পতা-পুত্র। কেন বাবা. আমরা কি মার দুধ খাই নি ? আমি এতক্ষণ লড়াই করি নি ?

পতা-বাহ। করেছ, বেশ করেছ, গরীবের বাছা আর কেন বাবা, যতক্ষণ আল্‌তো চল্‌ছিল, ততক্ষণ এটা সেটা কোরে বেড়াচ্ছিলে, রাজাকে কুমৎ দেখাচ্ছিলে, এখন শন্‌শন্ রন্‌রন্ কোরে বাণ চলেছে কোঁ কট্ কট্ রথ ঘুর্‌ছে. সাঁ সাঁ তলোয়ার চলেছে,যে যাকে পাচ্চে মাচ্চে, চেঁচাচ্চে, কাঁদ্‌চে, পেছু ফিরে রড় দিচ্ছে, হাতীর পায়ে ঘোড়ার চাটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নোড়েভোলা হয়ে যাচ্ছে,মারামারি, ছেঁড়াছিঁড়ি, জল বেড়াবেড়ি কর্ত্তে কর্ত্তে ওখানে একটা বিকট ব্যাপার চল্‌ছে। ও সঙ্কটে পা বাড়াতে মানুষে যায় ? ও যাওয়া টাওয়ার কথা আর কোস্‌নে বাবা, এই-খানে বাপ বেটায় বোসে রাজা উজীরী মারি আয়, আর নিজের তোয়াজে নিজে নিজে ভোম হয়ে থাকি আয়।

পতা-পুত্র। সে কতক্ষণের জন্য বাবা ? এ দিকে পেছুতেই কতক্ষণ ?

পতা-বাহ্। পেছুতে পেছুতে আমরাও পেছুবো। ওরা আস্‌বে একহাত,আমি একশো হাত পেছুবো, তার পর ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে। বুঝ্‌লে বাবা,আড়ালে আব ডালে এমন গা-ঢাকা দিয়ে পোড়্‌বো যে, শিবের বাবা

খুঁজে পাবে না। কিছুতে না হয়, শেষ একটা এঁদো খেঁদো পানাপুকুরে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে মাথায় কেলে একটা হাঁড়ি দিয়ে ঘাপটী মেরে থাক্‌বো। বাবা! যুদ্ধের বদ্দি আমরা, ধাত বুঝে বুঝে বুড়িয়ে গেলুম, চচ্চড়ে নাড়ী দেখ্‌বো আর পপ্পড়িয়ে পালাব। বুঝ্‌লে?

পতা-পুত্র। হেঃ! তা আর কর্ত্তে হবে না! আমাদের এমন রাজা না, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার।

পতা-বাহ। হাঁ বাবা, আমিও তো তাই ব'ল্‌ছি, হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার; হয় ফৌজগুলিকে যমরাজার হাতে সঁপে দিয়ে একায়েক প্রাণ নিয়ে পলাবেন, নয় সর্ব্বসমেত আড় হয়ে পোড়ে ঘাড়ভাঙ্গা খোড়েলের সামিল হয়ে এ যাত্রার মত পটল তুল্‌বেন, তুমি বাবা কেন এত জেদাজিদি করে, ধোরে নে গিয়ে এ বুড়ো বাপ বেটাকে বলিদান দেবার ফন্দী কচ্চো? না হয় পাঁচজনে বীরপুরুষ নাই বল্লে, না হয় দুটো মিছে কথাই বল্‌তে হ'লো?

পতা-পুত্র। তুমি এখান থেকে না যাও তো রাজার কোপ থেকে এড়াবে কিসে?

পতা-বাহ। বাক্যিতে, বাক্যির জোরে এই ঐরেবৎ দেহখানা নিয়ে নিশেনদারী কাজ পেয়েছি, তোকে এই বাচ্ছাবেলা থেকে পাশের রক্ষী করে দিয়ে, ক্রমে ক্রমে দূতের পদ পর্য্যন্ত পায়ে দিয়েছি। আর এই তুচ্ছ মিথ্যেটা সাজিয়ে দিয়ে, উল্টে রাজার কাছে বাহবা নিতে পার্‌বো না? ও কে ছুটে আসে? দক্ষিণ দিক্‌ থেকে আস্‌ছে দেখছি, ব্যাপারটা কি?

(দ্রুতপদে ভগ্নদূতের প্রবেশ)

পতা-বাহ। ওহে বাপু ভগ্নপাইক! রক্তমুখী হয়ে ছুটে চলেছ কোথায় বাবা?

ভগ্নদূত। সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে শূর, ছত্রভঙ্গ, দক্ষিণবাহিনী, হতাহতে পূর্ণপ্রায় রণরঙ্গভূমি; বৃদ্ধ বীর উগ্রসেন ক্ষুরপ্রে নিধন করি বীর বিদূরথে, মহামারী আরম্ভিলা ছত্র নাশ করি, মস্তকবিহীন বীরবাহিনী মোদের ভীত-নেত্রে নিরখি সে কালান্তক জনে, স্থিরপদে দাঁড়ায়ে পড়িল, অটলসে বাহিনী টলিল পাছু হটি অতি ত্রস্তে পলাতে লাগিল, মথুরা-কটক দ্রুত পিছে ছুটি অর্দ্ধেকে নাশিল, অর্দ্ধভাগ শৃঙ্খল পরিয়ে পদে বন্দী হয়ে গেল; একা প্রাণ বাঁচাইনু দৈবের সহায়ে, যাইতেছি রাজ-পদে জানাতে সংবাদ।

পতা-বাহ (উঠিয়া) তাই তো! তাই তো! ও বাবা, এ দিক্‌ থেকে আবার ও কারা ছুটে আসে?

পতা-পুত্র। তাই তো, কেউ খোঁড়াচ্চে, কারুর মাথা বাঁধা, কারুর পায়ে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে, ব্যাপারটা কি?

পতা-বাহ। ব্যাপার ভাল, এদিকেও ফর্‌সা বোধ হয়।

(তিনজন আহত সৈনিকের প্রবেশ)

পতা-বাহ। কি খবর ভাই? তোরা তো দেখ্‌ছি কেউ আধমরা কেউ সিকি-মরা, কেউ পোনমরা!

১ম সৈন্য। আর বাবা, এতক্ষণ বুঝি বা সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

২য় সৈন্য। বুঝি কি রে? আমি দেখেছি,

মহারাজ আহত হয়ে পড়েছেন, রাজ-কন্যা ঘোড়া ছুট কোরে উর্দ্ধশ্বাসে সোরে পড়েছেন।

৩য় সৈন্য। শুধু তাই? সারে সারে সব সৈন্য পালাচ্ছে, কেই ধরা পড়েছে, কেউ বা রামকৃষ্ণের আগুনবাণে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কেউ বা বায়ুবাণে ঝোড়ো কাকের মত ধড়পড়াচ্ছে, কেউ বা বরুণ-বাণে হাবুডুবু খেতে খেতে তলিয়ে যাচ্ছে, মহারাজ সংজ্ঞাহীন, কেবা চালায় আর কার মুখ দেখেই বা ফৌজ সব লড়াই করে? ও বাবা! তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গেল। কেউ একটু জল দিয়ে আমাদের বাঁচাও!

পত্তা-বাহ। হ্যাঁ বাবা, এতদুর তাড়া ক'রে আস্‌বে কি?

(চারিজন সৈনিক কর্ত্তৃক আহত হইয়া জরাসন্ধের প্রবেশ)

জরা।—

পানীয়। তৃষায় মরি, কে দেয় পানীয়?
ওরে অর্দ্ধ রাজ্য দিব তারে আমি! দে রে দে রে, পিপাসায় ওষ্ঠাগত প্রাণ, বিন্দু-দানে বাঁচা রে আমায়—ওহো প্রাণ যায়!

পত্তা-বাহ।—

মহারাজ, দাস আছে শুশ্রূষার তরে।
শীতল পানীয় পিয়ি জুড়ান জীবন।

জরা।—

দাও নীর, করি পান, কে ওই সৈনিক
আহত পতিত ভূমে, বারিপাত্র পানে
একদৃষ্টে চাহি আছে তৃষায়? নাহি চাই
পানীয়, উহারে দাও, ওই প্রাণটুকু
রহি দেহে, একদিন রক্ষিবে এ প্রাণ।

নেপথ্যে। এই ধারে, এই ধারে, এই দিকে নিয়ে আস্‌তে দেখেছি!

জরা। কে আসে—কে আসে ওই, শত্রুচর বুঝি? ওহো—ওহো! এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

পত্তা-বাহ। কৈ! কৈ? তাই তো! ওহে সব্বাই এগিয়ে সার গেঁথে মহারাজকে ঢেকে দাঁড়াই এসো, নইলে সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ ঘটে যাবে, মহারাজের প্রাণরক্ষা করতে প্রাণ দিতে হয়, দেওয়া যাবে।

(একদল মথুরা-সৈন্যের প্রবেশ)

পত্তা-বাহ। কে তোমরা, কি চাও?

১ম সৈন্য। চাই মগধরাজ জরাসন্ধ জীবিত বা মৃত?

পত্তা-বাহ। এই কথা? আমরা যদি তাঁকে ধরিয়ে দিই, তা হ'লে আমাদের তো কিছু ব'ল্‌বে না? আমরা খেটে খাই, চাই টাঁইয়ের ধার ধারি না; বল কিছু ব'ল্‌বে না?

১ম সৈন্য। কিছু না।

পত্তা-বাহ। শপথ কর, নইলে বাবা বিশ্বাস কি?

১ম সৈন্য। ভাল ভাল স্বীকার, কৈ,—কোথা?

পত্তা-বাহ। (নিজ পুত্রকে দেখাইয়া) এই ইনি, (জনান্তিকে) বাবা পালিয়ে আস্‌তে দেখ্‌ব?

পত্তা-পুত্র। (জনান্তিকে) ঠিক আস্‌বো, তোমরা মহারাজকে নিয়ে সোরে পড়। (প্রকাশ্যে) সৈন্যগণ, বন্দী কর, লয়ে চল, অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক্, বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম নিষ্ঠুর নিজ সৈন্যদের

অপেক্ষা শত্রুর নিকটে যথেষ্ট সুখে থাকব চল।

[মথুরা-সৈন্যগণ পতাকাবাহক-পুত্রকে বন্দী করিয়া প্রস্থান।

জরা।—
বাল্যসাথী কি করিলে? শার্দ্দুল-আবাসে
হাসিতে হাসিতে নিজ সন্তানে পাঠালে?
পরাজিত, প্রহারিত, পাষণ্ডের তরে
কেন হেন শত্রুতা সাধিলে? ছার প্রাণ
রক্ষা তরে বীর-প্রাণে কেন বলি দিলে?
এ লজ্জা আমার সখা যাবে না তো মলে!
সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সন্তান আমার
ধরে দিয়ে কালের কবলে, নিজ প্রাণ
রাখিনু কৌশলে! হা রে ধিক্, ধিক্ থাক
জীবন-ধারণে, কালামুখ দেখাইব
কারে, অশ্রুধারে ভাসিব আঁধারে! ওরে
ধ্বংস বংশমান কংস-ঘাতকের করে।

পতা-বাহ। মহারাজ, কাতর হবেন না; আমার কার্য্য আমি করেছি। আপনি গেলে আমি তো আর দ্বিতীয়টী খুঁজে পেতুম না। সে গেছে, সরে আস্‌তে পারে ভালই, নইলে তার মতন আর একটী গোড়ে পিটে নেবো, গৃহিণী তো এখনও মরেন নি, ছেলে মেয়ে বিয়োতেও কাতর হন নি; এখন আপনাকে বাঁচিয়ে দেশে ফির্‌তে পারি, তবেই মঙ্গল। নইলে এই ভুঁড়ি যে পাবে, সেই ধোস্‌কে দেবে; ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল। ফিরে বছরে ঘুরে এসে—তখন যা মনে আছে, তাই কর্‌বেন।

জরা।—
প্রতিশোধ! প্রতিশোধ চাই; ভাই চল
সবে গিরিব্রজে, বাছি নব সৈন্যবল
মিটাব প্রাণের জ্বালা নিভাব অনল;
হর হর বোম বোম ভরসা কেবল।

[জরাসন্ধকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অদূরে যমুনা-হ্রদ—গোষ্ঠ, অস্তোন্মুখ সূর্য্য।
(গাভী-বৎস শয়ান, শ্রীদাম, সুবল, সুদাম ইত্যাদি রাখালগণ কদম্বমূলে অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় গীত)

(সুবলের গীত)

(ওই) নলিনী মলিনা
ওর দিনমণি চ'লে যায়
কাঁদিয়ে কাটিবে নিশি
(পুনঃ) হাসিবে প্রভাত-বায়॥
অভাগা আমরা হায়,
কত দিবা-নিশি যায়,
কাঁদিয়ে কাতরে ডাকি
ফিরে তো সে নাহি চায়।
দীন ব'লে দীননাথ বুঝি রে ঠেলেছে পায়॥

(উদ্ধবের প্রবেশ)

উদ্ধব— (গীত)

ওরে কে রে তোরা—
কার তরে—ঝুরিছে নয়ন।
কি নিধি সে—কে নিয়েছে—
কে হেন পাষাণ॥

শ্রীদাম।— (গীত)

ওগো জীবনের সাথী, শৈশব স্যাঙাতি,
বড় ভালবাসা ভাই।
হাসিয়ে হাসাত, নাচিয়ে নাচাত,
কাঁদিয়ে কাঁদাত নাই॥

সুদাম।— (গীত)

আঁখিতে আঁখিতে, রাখিত থাকিত,
পিয়াতো পীযুষবোল!
তিলেকের তরে, ইতি উতি গেলে,
তুলিত রোদন-রোল॥

সুবল।— (গীত)

হেন ভালবাসা, চরণে দলিয়ে,
ছেড়ে গেছে নিরদয়।
কাঁদিলে কাঁদে না, সাধিলে আসে না,
ডাকিলে না কথা কয়॥

উদ্ধব।— (গীত)

বিরহী শুন শুন বচন হামারি।
সখা তুয়া সুন্দর, সর্ব্ব-গুণাকর,
ধরম-করম সদাচারী॥
তুঁহু লাগি বিকল, সদত চঞ্চল,
নয়নে গলয়ে জলধারা।
হাহা রব করি, কিবা দিবা-শর্ব্বরী,
ঘুমত ফিরত চিতহারা॥

নব-দূর্ব্বাদল, শ্যামমোহন তনু,
অতি ভেলো বিষাদে।
সেথায় নাহি ক্ষণে, কম্পনে শিহরণে,
রোয়ত রহত অবসাদে॥

সুবল। ভাই, কে তুমি? কে তুমি ভাই কানায়ের বেশে আমাদের দগ্ধপ্রাণ অমৃতধারায় ধুয়ে দিতে এলে? আমাদের এ জ্বলন্ত আগুন কে তুমি নির্ব্বাণ কত্তে এলে? আহা! সেই সুমধুর কণ্ঠ, সেই সুধাভাষ, সেই আদরমাখামাখি ভাব, এ সব কোথা পেলে ভাই? তুমি কি আমাদের সেই সুদূরস্মৃতি সুখের শৈশব-লীলার সঙ্গী হয়ে সেই সুখস্বপ্ন দেখাতে এসেছ?

সুদাম। তাই তো ভাই! এ নিরানন্দের দিনে এমন আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন তো আমাদের ভাগ্যে আছে ব'লে জ্ঞান হয় না। অভাগা আমরা, আমরা যে তাই সর্ব্বস্ব হারিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছি, আমাদের আদর করবার তো আর কেউ নাই। আমাদের সুখ গেছে, শান্তি গেছে, খেলা-ধূলা এ জন্মের মত হারিয়ে বসেছি; সব ফুরিয়েছে, সুধু এই জীর্ণ কঙ্কালকখানা অবশিষ্ট আছে; শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই, ব্রজ-গোকুলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত শুধু হাহাকার, সবাই কাঁদে, পশু-পক্ষী, নর-নারী, বালক-বালিকা, তরু-লতা, নদ-নদী, সবাই কাঁদে, কেউ সান্ত্বনা করে না। ভাই, ভাই বল কে তুমি? এত দিনের পর কে তুমি সদয় হয়ে অভাগাদের মিষ্টকথায় সান্ত্বনা কত্তে এসেছ?

উদ্ধব। ভাই! আমি সেই ভক্তসখা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাসানুদাস, নাম

উদ্ধব। তোমরা তাঁর প্রিয়-বয়স্য, প্রাণ-সম প্রিয়তম, তাই তোমাদের পবিত্র-মূর্ত্তি দর্শনে আর অপূর্ব্ব সখ্যভাব শিক্ষার আশায় ছুটে এসেছি। ধন্য ভাই, ধন্য তোমরা! আজ আমি ধন্য হলেম! এত মমতা,এত সরলতা জগতে আর কোথাও কি আছে?

সুবল। ভাই, সত্য করে বল, ভাই কানাই কি তোমায় পাঠিয়েছেন?

শ্রীদাম। বল ভাই বল, তিনি কি ভ্রমেও আমাদের মনে করেন?

সুদাম। একবার বল ভাই, আর কি আমরা তাঁর সেই চাঁদমুখখানি দেখতে পাব?

উদ্ধব। ভাই! তোমাদের ত্যাগ ক'রে গিয়ে কি সেই অনন্ত করুণাময় নিশ্চিন্ত আছেন? তাঁর প্রতি কথায় তোমরা; প্রতিদিন তোমাদের কথা তাঁর জপ-মালা, তোমাদের জন্য চক্ষের জল না ফেলে তিনি কোন কাজ করেন না, তোমরা তাঁর, তিনি তোমাদের; অধম নারকী আমি, তোমাদের মায়া-মমতা তোমাদের আত্ম-সমর্পণের স্বর্গীয় ভাব আমি কি ছার যে, আমি বুঝ্‌তে পারব?

সুবল। ভাই! তবে কি এই অভাগাদের ভাই কানায়ের মনে আছে? তবে কি আমরা একেবারে তাঁর পর হয়ে যাই নি? এই দরিদ্র গোপবালকদের তবে দেখ্‌ছি তিনি চরণে রেখেছেন? তিনি দিনান্তে একবারও মনে করেন; আহা হা! চক্ষের জল ফেলেন? সে মলিন নেত্র তো ভাই কাঁদ্‌বার জন্য হয় নি, আমরা কাঁদি, কিন্তু তাঁর কান্না তো কখন চক্ষে দেখ্‌তে পারি না, সে জ্বালা তো ভাই এ বক্ষে কখন—সয়নি! মরি মরি! কেউ কি তাঁর সেথা চক্ষের জল মুছিয়ে সান্ত্বনা কত্তে নাই? ভাই রে, কোথা তুই? একবার হেথা আয়, আমরা তোর চক্ষের জল মুছিয়ে দেব। কিছুতেই আর কাঁদ্‌তে দেব না। হেথা তোর পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে, গোপ-গোপী গাভী-বৎস সবাই কাঁদে, একবার আয় ভাই, একবার এসে দেখে যা, আর আমরা কাঁদ্‌ব না,তোকেও আর কাঁদ্‌তে দেব না, আয় ভাই আয় রে, শূন্য প্রাণ সবার পূর্ণ ক'রে দিবি আয়, তোকে কোলে নিয়ে মৃতপ্রায় ব্রজগোকুল নব-জীবন পেয়ে বেঁচে উঠুক।

উদ্ধব। ওহো! এত চক্ষের জল, এত দীর্ঘ-নিশ্বাস, এত হাহাকার, এত মমতা, এত মর্ম্ম-যাতনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কেমন করে উপেক্ষা করে গেলেন?

সুবল। না ভাই, না ভাই, তাঁর কোন দোষ নাই, তিনি তো আমাদের নিষ্ঠুর ভাই নন তিনি তো আমাদের নিদয় হয়ে ফেলে পলান নি, তাঁকে যে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে আমাদের পর ক'রে দিয়েছে। সে যে ভাই নির্ম্মহৃদয়ের দেশ! তারা যে আমাদের কোল থেকে কৃষ্ণচন্দ্রকে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে! নিয়ে গেল, একেবারে নিয়ে গেল, দেখ্‌তে দিলে না, কে জানে, কি মন্ত্র যে তার কাণে দিলে, সে আমাদের দিকে আর ফিরে চাইলে না। আমরা কোন্ ছার, সেই মহামায়ার অবতার একটীবারও তার মা-বাপকে মনে কত্তে পায় না,মনে কত্তে চাইলে না কি ভুলিয়ে দেয়।

তাই কানাইকে ভুলিয়ে রেখেই তো আমাদের এই সর্ব্বনাশ করেছে।

উদ্ধব। আহা! সরল প্রাণ তোমাদের! তোমাদের এই যাতনা! মরি, মরি, চক্ষে যে আর জল রাখ্‌তে পারি নি! ভাই, বলি শোন, কানাই তোমাদের আবার আস্‌বেন, আবার সেই চাঁদমুখ তোমরা দেখ্‌তে পাবে, এবার এলে আর ছেড়ে দিও না, তোমাদের ধন দিবারাত্রি তোমাদের কাছেই রেখো।

সুদাম। ও ভাই, দিবারাত্রি কি? বুক চিরে রেখে দেব, ব্রজে হ'তে একটী পাও আর নড়্‌তে দেব না, এবার ফিরে এলে কি সে নিধি আমরা আর কাউকে দেখ্‌তে দেব?

(নেপথ্যে "বৃন্দাবনধন"।)

উদ্ধব। ও কি?

সুবল। কান্নার শব্দ! গোকুলময় এখন কেবল ঐ শব্দই শুন্‌তে পাবে, সবাই এখন খেতে শুতে উঠ্‌তে বোস্‌তে কেবল সেই সুধামাখা নাম গান ক'রে প্রাণের দুঃখ মেটায়! ওই বুঝি গোপিনীরা সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে যমুনার ঘাটে চলেছে।

(গান করিতে করিতে প্রদীপ-হস্তে
(গোপিনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বৃন্দাবন-ধন, গোপিনী-জীবন—
কাঁহা গেও মোহনমুরারি।
হরি হরি কাঁহা বিপিনবিহারী।
কাঁদে কোকিলকুল—
মৃগকুল আকুল,
কালিন্দীর তট-বট সুরভি কুঞ্জারি।
হরি হরি কাঁহা গেও বিপিনবিহারী।

উদ্ধব। আহা! শোকের চিত্র সুচতুর চিত্রকরের হাতে বড়ই ফ'লেছে। হা নিষ্ঠুর চিত্রকর! চিত্রে চক্ষুর জলটুকু পর্য্যন্ত এঁকে গেছো! শোকের সঙ্গীত শুনে গাভীবৎসগণও উচ্চমুখে আহার ত্যাগ ক'রে অশ্রুপাত কর্‌ছে; চল ভাই রাখাল চল, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, দেখি, এ শোকের সীমা কোথায়?

সুবল। চল ভাই, চল, তোমায় পল্লী দিয়ে নিয়ে যাই, দেখ্‌বে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে; গাছ-পালা সব শুষ্ক, ফুলের গাছে ফুল ফোটে না, মধুকর আর গুন্ গুন্ করে না, পশু-পক্ষী ডাকে না, পথে জনতা নাই, দেবীমন্দির উৎসবহীন, প্রতিমা মলিন, সন্ধ্যায় পুরবধূ আর শঙ্খ-ধ্বনি করে না, নয়নজলে সন্ধ্যা-সতীকে আহ্বান ক'রে তার কোলে মুখ লুকিয়ে বাঁচে, পোড়া মুখ কেউ কাউকে দেখাতে চায় না! ভাই, বল দেখি ভাই! যাদের কৃষ্ণ হেন ধন পালিয়ে গেছে, তারা আর কোন্ মুখে মুখ দেখাবে? কৃষ্ণহারা হয়ে আমরা কিশোর থেকে অকস্মাৎ যুবা হয়েছি, যুবায় প্রবীণ, প্রবীণে বৃদ্ধ, আর বৃদ্ধ গোপ একের পর অন্যটী একে একে জন্মের শোধ জ্বালা ভুলে চ'লে যাচ্ছে। চল ভাই দেখ্‌বে চল। পিতা নন্দ, মাতা যশোমতী কি দশায় আছেন? কৃষ্ণ-শোকানলে তাঁদের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়েছে, কেবলমাত্র ভস্ম হ'তে বাকী। চল ভাই, যদি তুমি আশা-মৃত দিয়ে ফেরাতে পার। কাল-পথযাত্রী তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

উদ্ধব। চল ভাই রাখাল, চল!

(গীত)

পাষাণে বাঁধিনু প্রাণ, শুনিব শোকের তান,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে গাঁথিয়া লইব।
অশ্রুজলে মিলাইয়া লহরী তুলিব॥
দেখিব পাষাণে তাঁর,
ঝরে কি না অশ্রুধার,
নহে অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক করিব।
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু আর না কহিব॥

রাখালগণ— (গীত)

ওরে উদ্ধব! দেখ সব আসি গোকুলে।
বেঁচে কি কেউ আছে প্রাণে
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অনলে।
শুকাল নব-পল্লব,
বিহনে রাধাবল্লভ,
যমুনা হ'ল অর্ণব গোপীর নয়ন-সলিলে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দরাজের অট্টালিকা-সংলগ্ন ঠাকুরবাটী,
প্রাঙ্গণমন্দিরে ভবানী-প্রতিমা।

(অন্ধ নন্দের হস্তধারণে উপানন্দের প্রবেশ)

উপা। কহ আর্য্য, সর্ব্বনাশ কেমনে নিবারি?
কারে ধরি, কারে করি নিবারণ? কেবা
শোনে কার কথা; সবাই অস্থির, যথা
ঘোর ঘূর্ণিত ঝটিকা-তাড়নে ডোবে তরী,
সহযাত্রী যে যথায় আপনা বাঁচাতে
অস্থির, অকূলে কূল পাইতে সাঁতারে!
ব্রজবাসী বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী
কেহ না থাকিতে চায়, কহে জনে জনে
অভিশপ্ত হয়েছে এ ভূমি রামকৃষ্ণ
বিহনে শ্মশান, যে অবধি গেছে চ'লে,
রোদনের রোল ঘরে ঘরে, প্রতি ঘরে
কাঁদে উচ্চে বালক-বালিকা; যুবা-যুবতী
আকুল-কুন্তলে; প্রবীণ-প্রবীণাগণ
শোক-শেল না পারি সহিতে—জর্জ্জরিত
দেহ ঢালি চিতার অনলে, একে একে
করে পলায়ন; অবিরত চিতাধূমে
আচ্ছন্ন গগন, হরিধ্বনি ঘরে ঘরে;
প্রান্তরে চত্বরে. বিপদের পারাবারে
প্রতি পল্লী রয়েছে ডুবিয়া! কে গৃহস্থ
হেন ভূমে রহিবারে চায়? নিরুপায়
ব্রজ ত্যজি সবাই পলায়; মথুরায়
করি বাস, প্রাণকৃষ্ণে নিরখিবে সদা,
সেই আশে উল্লাসে আবাস করি ত্যাগ,
পরবাসে ছুটিতেছে, না শুনে সান্ত্বনা;
বলে শান্তি কোথা এ শ্মশানে? ব্রজধাম,
একের বিহনে আজ হয়েছে শ্মশান!
কহ আর্য্য এ সঙ্কটে কি করি বিধান?

নন্দ। ওরে ভাই, ব্রজে তবে কেহ কি রবে না?
বজ্রদগ্ধ বিটপীর মত, একা আমি
রহিব কি ধ্বংসশেষ চূর্ণপুরীমাঝে?
একা একেশ্বর হয়ে রহিতে কি হবে
ভবে শাসিতে এ শূন্যধাম? চিতাভস্ম
মাখি দেহ প্রেতকুলে লয়ে নাচিব কি
চির-উন্মাদের মত এ মহা-শ্মশানে?
বল ভাই, অন্তিমে অভাগা-ভাগে এই
কি রেছিল? সবাই তেয়াগি যাবে? হেন
সর্ব্বনাশকালে, এ বৃদ্ধের মুখপানে
কেহ না চাহিবে? অন্ধ অসহায়ে ফেলি
পুত্রশোক-নরক-অনলে, পাগলিনী
সাধ্বী যশোদায়, সঁপি দিয়ে নৈরাশ্যের

অন্ধ তমসায়, আত্মপরিজন, জ্ঞাতি-
কুটুম্ব এ ব্রজপুরজন, পলাইবে?
একবারও ফিরে না চাহিবে? ভগবতি,
এই কি করিলে! বাল্যাবধি কত জ্বালা
কত মর্ম্মদাহে দহিলে, কত শোক
সহাইলে, সহিনু তো বজ্রে বাঁধি বুক!
বিমুখ বিধাতা, মা গো তুইও কি বিমুখ?
উপানন্দ। আর্য্য, আর্য্য, কেন কর দুঃখ?
কৃষ্ণ হেন তনয়ের শোক বক্ষ বাঁধি সয়েছে
যে, সে তো দেব হয়েছে পাষাণ! আশা তৃষ্ণা,
দুঃখ, সুখ, শয়ন, ভোজন, জ্ঞান, কর্ম্ম,
সংসার-পালন মানসিক বৃত্তিচয়
সকলি তো হয়েছে নির্ব্বাণ। শূন্যমনে
শূন্যপ্রাণে, নিশ্চেষ্ট অবশ জড়মত
যে কদিন রহে প্রাণ বহিতে হইবে,
কি হইবে রাজ্যে আর? ছার রাজ্যভার
কদিনের তরে আর বহিয়া বেড়াবে?
কার তরে করিবে সংসার? সংসারের
সারধন হারায়ে বসেছো, ছেড়ে দেছ
ব্রজের জীবন, প্রাণশূন্য কায়া আর
কদিন রহিবে? আজ নয় কালি, নহে
দুদিন পরে গোপরাজ্য হবে বন।
শ্বাপদ-সঙ্কুল ধ্বংস অট্টালিকাচয়!
কালে বিশ্ব-বক্ষে লুপ্ত হইবে নিশ্চয়!
তাই বলি, নাহি কর খেদ, যে যথায়
যেতে চায়, যাক্ ক্ষতি নাই! তুই ভাই
চল আর্য্যা যশোমতী সাথে ব্রজ ত্যজি
বনবাসে যাই! নিরাহারে হরিনাম
লইতে লইতে, পরমার্থ-প্রেমামাপে
ভুঞ্জিয়ে গো থাকি, এ প্রপঞ্চ-মায়ার
প্রাণে প্রাণকৃষ্ণধনে পাইব আবার!
সাধনের ধন সে সাকারে নিরাকার।
নন্দ। কি বলিস্ ভাই? শেষ নাহি ত আশার!
আশা আছে প্রাণকৃষ্ণে আবার পাইব,
আবার সে ব্রজে এসে সুধা বরষিয়ে
নির্জ্জীব নিদ্রিত জীবে জাগাবে জীয়াবে,
আবার গোকুল মম আনন্দে ভাসিবে,
ভবরাণী বল গো ভবানি! এ আশা তো
দুরাশা না হবে বল গো করুণাময়ি!
ভিখারীর নিধি মোর ফিরে তো আসিবে?
উপা। পুত্রভিক্ষা কার কাছে করিছ গো দেব?
পাষাণ-নন্দিনী উনি, আপনি পাষাণী,
পাষাণে করুণা ওঁর জানে জগজন!
ভক্ত দীন অকিঞ্চন, সহস্র বৎসর,
একাসনে করি তপ, বক্ষ-রক্তধারে
ধোয়াইয়ে ও চরণ নাহি পায় মন,
নাহি পায় কণামাত্র করুণাকিরণ,
অন্ধ তমসায় শুধু কাটায় জীবন।
নহে গৃহদেব উনি, কুলরক্ষা-কালী,
কৈ রক্ষা করিলেন বিপদের কালে?
সর্ব্বনাশ ঘ'টে গেল সম্মুখে উঁহার।
ভক্তে যদি থাকিবেক মায়া, কই তবে
মহামায়া শান্তিদানে বাঁচালেন ব্রজে?
কাঁদিয়া জনম যদি যাবে, কবে তবে
হৃদাবেশে উচ্ছ্বাসে হাসিবে, মনোরথ
কবে সিদ্ধ হবে? অভাগা ভক্তের ভাগ্য
ভাবি তাই চিরদিনই অপ্রসন্ন রবে!
নন্দ। দোষ ভাই, দোষ ভাগ্যদেবে!
মা আমার
উৎস করুণার! সেই দিন—যেই দিন
পাপ মথুরায়, কে নির্ম্মম, নাহি জানি
ভুলায়ে লইল কাড়ি কোল হ'তে মোর
রামকৃষ্ণ দুলালে আমার, বজ্র পাতি
লইলাম বুকে, হাহাকার-রবে সবে
কাঁদিতে কাঁদিতে, ফিরিলাম গোকুলের
পথে; শূন্য রথ হেরি সবে শূন্যময়
হেরিল জগৎ; আজানিতে অশ্রুধারা
উথলিল, দরদর ঝরিতে লাগিল,

সবেগে শোকের ঝড় বহিয়া চলিল!
কৈ কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কোথা রেখে এলে
এনে দাও একবার নেহারি সকলে,
বলিতে বলিতে যেন উন্মাদের মত,
চারিধারে, করে ধ'রে, সমগ্র গোকুল
যাচিল শ্রীরামকৃষ্ণে হইল আকুল;
হেরিলাম গোপ-গোপী হারাল সংবিৎ।
সেই দিন—সে বিষম দিনে ভাই ঐ
মা করুণাময়ী, আশামৃত-দানে, প্রাণে
বাঁচালেন সবে, শব সম ব্রজবাসী
বুক বাঁধি পথপানে রহিল চাহিয়া!
ভাই, ভাই নিঠুর, তো নহে সে আমার!
বড় মায়া আসিবে আবার! দয়াময়ি!
দিন দে মা, এনে দে গো তনয়ে আমার,
অতি দীন তনয় মা তোর, চিরদিন
ও রাঙ্গাচরণ ধরি আছে তো পড়িয়া,
দে মা জ্বলন্ত জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়া।
[প্রণাম।

(রাখালগণের সহিত উদ্ধবের প্রবেশ)

উপানন্দ। ও শ্রীদাম, এ কি হেরি?
ওরে কৃষ্ণধনে কোথায় পাইলি?
নন্দ। কৈ? কৈ? ওরে! ওরে!
কোলে দে রে কৈ রে, কোথা রে আয়
বাপ, বাঁচা রে সবারে!
উদ্ধব। কৃষ্ণধন নহি তব,
পিতঃ দাস তাঁর, বৃষ্ণিবংশে জন্ম, নাম
আশ্রিত উদ্ধব, প্রেরেছেন হেথা মোরে
পিতৃ-মাতৃ-পরিজন-কুশল-সংবাদ
লইতে, জানাতে তাঁর প্রণাম সকলে!
নন্দ। ওরে বাপ, কি দেখিতে আইলি গোকুলে?
কৃষ্ণধনে হারা হয়ে কে রহে কুশলে?
অকুশল হের চারিধারে, পিতা আমি
অন্ধ কেঁদে কেঁদে, মাতা হোথা পাগলিনী-
পারা, গোপ-গোপী আত্ম-পরিজন, প্রাণ-
হীন ছায়া কায়া বহিয়া বেড়ায়; স্থির
নীর যমুনায়; পশুপক্ষী নাহি চরে,
কেঁদে ফেরে শ্যামলা ধবলী; ওরে, বাপ,
কি আর কহিব, সর্ব্বস্ব হারায়ে এবে
হইয়াছি পথের ভিখারী, একা কৃষ্ণ
সব নিয়ে গেছে, বল রে উদ্ধব, বাপ,
সে তো ভাল আছে? মায়ার পুতলি মোর,
পিতায় মাতায় তার মনে কি রেখেছে?
কোন কথা বোলে কি দিয়েছে?
বোলেছিল
বিদায়ের কালে, রাজকার্য্য সারি পুনঃ
আসিবে এ কোলে; সত্য করি বল বাপ,
সে কার্য্য কি এখনো রয়েছে? এখনো কি
বৎস মোর, বিপদের বারিধি বেলায়,
প্রবল ঝটিকা-ঝঞ্ঝা একেলা সহিছে?
আহা, সে যে বালক আমার! সোহাগের
শিশু সে কিশোর সুকুমার! চোখে চোখে
রাখিতাম তারে! সামান্য শ্রমের ভরে
কাঁদিলে কাতরে, কোলে তুলে যশোমতী
ক্ষীর সর খাওয়াইত সাদরে। হায়, হায়,
মমতায় কে রতনে সে যতন করে?
কে বা এবে শ্রমজল মুছায় আদরে?
কার কোলে লুকায় সে অভিমানভরে?
আহা, রে উদ্ধব, সে যে আছে পরঘরে,
পরঘরে আমাদের কভু মনে করে?
উদ্ধব। কি কহিব গোপপতি! হেন অনুরাগ,
হেন ভক্তি পিতায় মাতায় দেখি নাই
বুঝি এ জনমে! মমতায় ভেসে যায়
দিবারাতি দেখি দুনয়ন! কত মতে
কাঁদেন যে স্মরি ব্রজধাম; কত কথা
কহেন আমায়, কত স্নেহ, কত মায়া,
মায়াময়ী যশোমতী মায়, এক মুখে
নারেন কহিতে; কহিতে কহিতে কভু

উন্মাদের মত, বলায়ের গলা ধরি
সকাতরে করেন রোদন . গোকুলের
আবাল বনিতা বৃদ্ধ প॰ পক্ষী আদি,
সবাকার নাম লয়ে আছেন সতত ;
ব্রজের ধূলিতে প্রেম, পূর্ণ প্রেমময় !
না জানি সে মহাপ্রাণ কতই উন্নত,
বাধা দিতে নারেন সামান্য কীটাণুরে।
সামান্য দাসানুদাস দাসে সখা বলি ;
বাড়ায়ে গৌরব, পাঠালেন শান্তি দিতে
অশান্ত এ ব্রজভূমে, কহিলেন প্রভু—
যাও ভাই, অনলে বরষি, এস বারি ;
ব'লে এসো মাতায় পিতায়, সখা সখী
পৌরজনগণে, সত্বর মিলিব সবা সনে,
অবিলম্বে কার্য্য শেষ হবে,—
ভবে বৃন্দাবন আমার আনন্দ-নিকেতন,
আমাতে সবার সত্তা আমি সর্ব্বজন !

উপানন্দ। আহা মরি,ব্রজের সে অমূল্যরতন !
তারি মুখে সাজে রে এ অতুল বচন।
নির্জ্জীব সজীব আজ হবে, রোদনের
উচ্চ রোল সহসা থামিবে, উদ্ধব রে,
কি কহিব প্রাণ দিলি সবে, মা ভবানি,
বড় কৃপা দেখালি ! পাষাণী নাম তোর
আজি হ'তে ভুলিতে চলিনু ! চল আর্য্য !
লয়ে চল কৃষ্ণসখা পরম বৈষ্ণবে,
অমৃতধারায় যশোদায় জীয়াইবে,
পাগলিনী কৃষ্ণ-আসা আশায় ভাসিবে।

উদ্ধব। চল দেব, বড় সাধ দেখিতে তাঁহায়,
প্রণমিতে আদর্শ সে জননীর পায়,
দেখিব কি পবিত্র মূরতি মমতার,
কিসে বাঁধা, কি পুণ্যে সে পূর্ণ অবতার।

নন্দ। ওরে বৎস,আয় তোরে তুলে লই কোলে,
ডাকিবি চ যশোদায় মা জননী ব'লে।
কৃষ্ণ-আসা আশা দিয়ে যে তম নাশিলি,
যে শুভ্র আলোকে আজি ব্রজ উজলিলি,
কি দিব তাহার প্রতিদান ? চিরজীবী
হয়ে থাক করি রে কল্যাণ ! সুমঙ্গল
সাধুন সতত তোর মঙ্গলা আমার,
সুমঙ্গলা মা আমার মঙ্গলনিদান,
ধরায় দেবতাযোগ্য হউক সম্মান।

উদ্ধব। বল আর্য্য, মতি যেন থাকে নারায়ণে,
অন্তিমে মিশিতে যেন পাই সে চরণে।

উপানন্দ। ধন্য সাধু কিশোর পণ্ডিত ! সুরচিত
দেব নরে করিবে সম্প্রাত, সাধি হিত
জগতের, কীর্ত্তি চিত্রে রহিবে অঙ্কিত।

নন্দ। চল বৎস, এসো ভাই যশোমতী-পাশ,
সুসংবাদে মনের তিমির হবে নাশ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নন্দরাজের অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।

(যশোদা ও পৌর্ণমাসী তপস্বিনীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। নন্দরাণি ! তুমি যে পাগল হ'লে মা ? মুখখানি মলিন ক'রে নীরব হয়ে এমন ক'রে শূন্যদৃষ্টিতে থাক কেন ? থেকে থেকে অমন পাঁজরাভাঙ্গা দীর্ঘ-নিশ্বাসই বা ফেল কেন ? ওতে যে মা ঝলকে ঝলকে বুকের রক্ত শুকিয়ে যায়। ওর চেয়ে কেন ডাক ছেড়ে কাঁদ না ? হ্যাঁ মা ! তুমি কি আমার কথা শুনচো না ?

যশোদা। কেন মা, কেন তুমি আমায় আদর কচ্চো ? কেন তুমি আমায় ভাল-বাসছ, তোমার ঘরে বুঝি গোপাল আছে ? গোপাল বুঝি এসেছে ? তোর

আঁচলটী ধ'রে নেচেছে, ননী খেয়েছে? তুমি তাকে শুইয়ে মুছিয়ে, মাই দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বুঝি চ'লে এসেছ? মা! আমার গোপাল কৈ? আমার বুকজুড়ানো সোণার নিধি নীলমণি কৈ? আমার বাছা তো কৈ এল না? কৈ মা কৈ? আমার কোলে তো কেউ তাকে দিলে না? হ্যাঁ মা, কে বুঝি তাকে ভুলিয়ে নে গেছে? এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ! এই যে বাপ আমার কোল জোড়া হয়ে হেথা ছিল, মা! কৈ মা, জাদু আমার কোথায় পালাল? বাবা! কোথায় গেলি? তোর দুখিনী মাকে একলা ফে'লে কোথায় লুকুলি? একবার এসে মা ব'লে যাও! মা, একবারখানি তারে এনে আমায় দেখিয়ে নিয়ে যাও, আমি তো বাছাকে আমার আর মথুরায় যেতে বারণ করব না। উঃ! গোপাল যে আমার গেছে, গোপাল একেবারে চলে গেছে, আর ফিরে আস্‌বে না, আর এ অভাগিনীকে মা বলে ডাক্‌বে না! না গো না! সে যে আমায় ব'লে গেছে, "না" উঃ! বুক বুঝি ফেটে গেল। (দীর্ঘনিশ্বাস)

পৌর্ণমাসী। না জানি মা, তুমি কি সর্ব্বনাশই কর্ত্তে বসেছ? দিনে খাওয়া নেই, রেতে ঘুম নেই, হতাশ-হুতাশনে শুকিয়ে পাত হয়ে যাচ্ছ! একে ত এদিকে গোপাল-হারা ব্রজে দিবারাত্তির হাহাকার শব্দ উঠেছে, গোয়ালের গরু গোয়ালেই বাঁধা রয়েছে, মাঠের ধান মাঠে প'ড়ে মাটী হচ্ছে, ননী-মাখন ঘরে প'ড়ে প'ড়ে শুকুচ্ছে, বাড়ীর ঘরদোর সব কাঁটায় লতায়, ঘাসে জঙ্গালে একাকার হয়ে পড়েছে, সোণার সংসার সব ছারখার হয়ে যাচ্ছে, পোয়াতি আর ছেলেকে মাই দেয় না, সোয়ামী আর মাগ ছেলেকে আদর করে না, বাপ ভাই সব কেউ কারু পানে চেয়ে দেখে না, সবাই বুক চাপ্‌ড়াচ্ছে, মাথা খুঁড়ছে, আর গোপাল গোপাল ব'লে কেঁদে সারা হচ্ছে। এখানে শ্রীনন্দের মুখপানে ত আর চাবার যো নাই, আহা, বাছার তেমন তপ্তকাঞ্চন মূর্ত্তিতে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে, কেঁদে কেঁদে দুটী চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে, তার ওপর তুমি মা, যদি ছেলের শোকে পাগল হয়ে না খেয়ে, না দেয়ে মারা পড়, তা হ'লে রাজ-সংসারটা ত মাটী হয়ে যাবেই, তা ছাড়া এমন সোণার রাজ্য, লক্ষ্মীছাড়া হয়ে এক-বারে যমুনার গর্ভেতে গিয়ে সেঁদুবে, একটী প্রাণীও বেঁচে থাক্‌বে না। এমন সর্ব্বনাশটা কেন কর্‌বে মা? তোমার সোণারচাঁদ ত আবার ফিরে আস্‌বে, আবার এসে তোমায় মা ব'লে ডেকে তোমার প্রাণের জ্বালা শান্তিজল দিয়ে নিবুবে। সে ত তোমায় মা আস্‌বো বলে গেছে। গোপাল ত তোমার মিছে কথা বল্‌বার ছেলে নয়

যশোদা। আস্‌বে? আস্‌বে? কবে আস্‌বে? মা! তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আমায় চুপি চুপি বলে দাও মা, গোপাল আমার কবে আস্‌বে? আমি সোণার বাছাকে—

যশোদা— (গীত)

ওগো আলুথালু কেশে বেশে, নয়নসলিলে ভেসে,
আগু হয়ে আনিতে ছুটিব।
শ্রমবারি নিবারিয়ে, চাঁদমুখ মুছাইয়ে,
কোলে তুলে লুকায়ে ফেলিব॥
একেলা হেরিব বসে, দেখিতে দিব না দশে,
ভুলাইয়ে লইতে নাহি দিব।
আমার আমারি রবে, গোপাল যে মা বলিবে,
স্নেহরসে বিভোরা রহিব॥

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ)

নন্দ। উদ্ধব রে! ঐ দেখ, ঐ পাগলিনী!
ঐ আলুথালুবেশা, বিগলিতকেশা,
বিবশা ব্যাকুলা যশোমতী সুতহারা,
জ্ঞানহারা, ফিরিছে যেন রে নষ্ট সুত
অন্বেষণে, সুতের সে যত প্রিয় স্থানে
গোষ্ঠে দিবা অপরাহ্নে সন্ধ্যায় এখানে!

উপানন্দ। মা বলিয়া ডাক রে উদ্ধব! মা
কথাটী বহুদিন শোনেনি অভাগী;
আহা, সেই মধুমাখা নব পিকবর কুহুরবে!
সখা তুমি তার, সেই স্বর, সেই রূপ,
সেই সে মোহন ভঙ্গী মা বলে ডাক রে।

উদ্ধব।— (গীত)

মা কৈ, মা কোথা, ও মা যশোমতী মাই।
মায়াময়ীমুখ চাহি আইনু ধাওয়া ধাই॥

যশোদা।— (গীত)

ওরে মা বলা যে ঘুচেছে আমার।
কার বাছা মা বলিলি আয়॥
আমি হারানিধি পেয়ে যে হারানু,—
চাঁদমুখ ভাল করে দেখিতে না পেনু,
দেখি দেখি ক'রে নিধি হরে নিল হায়,—
তাই কাঁদি রে কাঁদি রে মমতায়।
ওরে মা বলিলি কে রে করুণায়॥

উদ্ধব। মা, মা, আমি তোমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দাস। তাঁর বড় ভক্ত বলে দয়া করে আমায় তিনি আপনার চরণ দর্শন করতে পাঠিয়েছেন।

যশোদা। ওরে! কে রে? কে বাপ, কে তুই এলি? আমার কৃষ্ণচন্দ্র? বাবা, আবার বল, সে আমায় কৃষ্ণচন্দ্র আমার সোণার নিধি। কোথায় বাবা? তুই কেন বাবা আমায় ছলনা করতে এসেছিস? ওরে আমি যে বড় অভাগিনী, আমায় যে তেমন ক'রে কেউ মা বলে না! বাবা, তুমি এসে এই আমার কোলের ভিতর লুকিয়ে থাক। এ যে বাবা দেশ! তুমি আমায় তেমন ক'রে মা ব'লে ডেকেছ জান্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? সকলে আমায় ফাঁকি দিয়ে আবার তোমায় বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পালাবে। ওঃ! বাপ্‌ রে! একবার এলিনি? একবার তোর দুঃখিনী মাকে এক দণ্ডের তরেও দেখা দিতে এলিনি?

পৌর্ণমাসী। মা! তুমি কি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ না? তোমার নীলমণি যে তোমার কাছে এই ছেলেটীকে পাঠিয়েছেন, তা কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না? ওকে সব জিজ্ঞাসা কচ্চ না, কোন কথা বল্‌চো না, একবার আহ্লাদও কল্লে না? মা, অমন করে চেয়ে থেকো না, একবার ভাল ক'রে এর মুখখানি পানে চেয়ে দেখ দেখি, তোমার গোপালের চেহারা যেন গায়ে মেখে এসেছে! আহা! সেই মুখ, সেই চোক, সেই নাক!

যশোদা। কৈ ভগবতি, কৈ? কৈ মা কৈ? কৈ দেখি বাবা! তোর মুখখানি একবার ভাল ক'রে দেখি। (নিরীক্ষণ করিয়া) ওরে বাবা, একবার মা বোলে ডাক্‌, গোপাল আমার, একবার মা বোলে ডাক্‌!

উদ্ধব। মা, তুমি কেন এত কাতর হচ্চো? তোমার গোপাল ফিরে আস্‌বেন, তিনি তো মা নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নন; তিনি মমতার ধন, স্নেহের পাগল, ভক্তির ভগবান্‌, আমরা কোন্‌ কীটাণুকীট অধম

জীব ; আমরা তাঁকে ডেকে পেয়েছি, আর তুমি হেন মায়াময়ী, মমতারূপিণী, মা জননী, তোমায় কি তিনি ভুলে থাক্‌তে পারেন ছেলে প্রবাসে যায়, আবার আসে, মা প্রাণের দায়ে কাঁদে, আবার হাসে, কিন্তু তোমার মত এমন কোরে আত্মহারা পাগলিনী হয়ে দিবারাত্তির মর্ম্মপীড়ায় তো পোড়ে না।

নন্দ। অভাগিনী আশায় বাঁধহ পুনঃ বুক,
নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগন হয়ে
কেন প্রাণ হারাবে হেলায় ? নিরুপায়ে
উপায় হয়েছে, মধুপুরে মাধবের
মনে আছে মাতায়, পিতায়, পাঠায়েছে
প্রেম-অশ্রুনীরধারা উপহার সহ,
প্রাণের ভকতি তার আমা দোঁহা কাছে।
আহা রাণি, বৎস না কি বড়ই কেঁদেছে,
সে নবনীরদে প্রাণদুলাল মোদের,
সেই প্রাণে এখন রয়েছে ; আদরের
জন্মভূমি স্মৃতি-কক্ষে জাগরিত আছে ;
আসিবে দুদিন পরে মা-বাপের কাছে।

যশোদা। আস্‌বে ? আস্‌বে ? আস্‌বে ? হ্যাঁ বাবা, আমার বুকজুড়ানো ধন আস্‌বে বলেছে ? তার দুঃখিনী মাকে দেখা দিতে এ ব্রজে কি আস্‌বে বলেছে ?

উদ্ধব। হ্যাঁ মা, তিনি শীগ্‌গির আস্‌বেন। তাঁর এমন আদরের স্থান ছেড়ে তিনি কি থাক্‌তে পারেন ? তাঁর আস্‌বার কথা বল্‌তেই ত আমায় পাঠায়েছেন।

যশোদা। তোমায় বাবা পাঠিয়েছেন ? এই হতভাগিনী মাকে মনে পড়েছে ? বাবা গোপাল আমার ভাল আছে ? মাখনলাল আমার তেমনিটী আছে ? তেম্নি করে এসে আমায় তেম্নি করে মা বলে ডাক্‌বে বলেছে ?

(গীত)

(ওরে) বল রে বল অভাগী মায়ে
গোপাল কি বলেছে বল।
মুদিত হয়ে রয়েছে বাপ ছিন্ন হৃদি-শতদল॥
সে যে দেহের ছিল রে বল,
দুঃখিনীর সম্বলে কে বল ভুলায়েছে রে করে ছল,

উদ্ধব।— (গীত)

ও মা চল মা তোর কোলে শুয়ে
সকল কথা বলি চল।
প্রাণের জ্বালা ঘুচিয়ে দে
তোর মুছিয়ে দিব নয়নজল॥
মহামায়া মায়ের মায়া,
সেই মায়ে গঠিত কায়া,
যা ছায়া ভাই কানাইয়া মায়ায় কাঁদে অবিরল,
তোর মায়ায় কাঁদে অবিরল॥

[যশোদার করধারণে উদ্ধবের গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

নন্দালয়সম্মুখে স্বর্ণরথ।

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রা ও গোপিনীগণের প্রবেশ)

ললিতা। ও মা, এ আবার কার রথ ? কে এ রথে করে এলো ? একবার মথুরা থেকে রথে করে—কে জানে—কে জানে কে ? অক্রুর না ক্রূর কে জানে একজন কে

রাক্ষসের রাজদূত আমাদের মাথা খেয়ে গেছেন, আবার কোন্ মহাপুরুষ সেই কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে এলেন? হ্যাঁলো! তোরা কিছু জানিস্?

বিশাখা। কি জানি বোন্, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তা যেই কেন আসুন্ না, আর আমাদের কি আছে যে, নিয়ে পালাবেন? এক। কৃষ্ণ বিনা আমরা তো সমস্ত ধন, জীবন, যৌবন স্নেহ, ভালবাসা হারিয়ে ব'সে আছি; কেবল ছায়ার মত কায়াখানা পড়ে আছে বই তো নয়; এতে আর কার কি উপকার হবে বল, যমের কোলে শুয়ে, চিতার বুকে আসন পেতে আর কার ভয় আমরা রাখি বোন্?

চিত্রা। ওলো! দেখ, দেখ, ওই যে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র উদয় হয়েছেন, এ কি অদৃষ্ট! এ কি সুপ্রভাত!

গোপিনীগণ।— (গীত)

মরি মনোমোহন রসময় অঙ্গ।
পীত-বসন অনু তরুণ অনঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার হিয়ে বিজুরি তরঙ্গ॥
অনল অমিয় মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী মধুর ধ্বনি মদন-তরঙ্গ।
রমণী-ভ্রমণ চূড়ে গুঞ্জয়ে ভৃঙ্গ।
চল সখি চল কহি রাধিকা সঙ্গ!
আওল গোকুলে পুনঃ ছিরি তিরি ভঙ্গ॥

(নন্দ, উপানন্দ ও উদ্ধবের প্রবেশ)

নন্দ। উদ্ধব রে! দেখিলি ত বৃন্দাবন,
গোষ্ঠ বংশীবট, তট তাপনীর;
লতা-কুঞ্জবন, কদম্ব-কানন, শ্যামকুণ্ড
ভাণ্ডীর তমাল তাল দেবপ্রিয়
গিরি গোবর্দ্ধন, মুকুন্দের মমতার
প্রিয়-নিকেতন, একে একে সকলি তো
কারিলি দর্শন; দেখালি তো বাপ্ ধন
নয়নসলিলে সিক্ত গোপ-গোপিনীর
প্রতি স্থান, প্রত্যেক কানন! কৃষ্ণধন
বিহনে সকলি শূন্যময়, লোকালয়
ক্রমে ক্রমে হতেছে শ্মশান, ব্রজধাম
ডুবিয়াছে বিচ্ছেদের অন্ধ-তমসায়,
আমি যশোমতী জ্বলি প্রাণের জ্বালায়;
তরুলতা জীবকুল করে হায় হায়,
রোদনের প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া বেড়ায়।

উদ্ধব। হে মানদ! ইহলোকে কে তব সমান,
কে বা মাতা যশোমতী-সমা? হেন মতি
নারায়ণে কার এ জগতে? রামকৃষ্ণ
প্রকৃতি-পুরুষ, বিশ্ববীজ, উৎপত্তির
স্থান প্রবেশিয়ে ভূত-দেহে ভেদজ্ঞান
নিয়ন্ত্রিত করেন অনাদি। অন্তিমেতে
জীব যাঁরে, ভুলি কর্ম্মবাসনা, মুহূর্ত্তের
তরে, ভাবি স্বরূপ সাক্ষাতে, শুদ্ধ সত্ত্ব-
মূর্ত্তি ধরি, মোক্ষপদ লভে অনায়াসে।
হেন ভক্তি হবে কি নিষ্ফল? সাত্বতের
অধিপতি ভগবান্ আসিয়ে সত্বর
প্রিয়কার্য্য সাধিবেন পিতার মাতার।
মহাভাগ, নিমীলিত মানস-নয়ন
উন্মীলি নিকটে হের কৃষ্ণধন,
দেহি-হৃদে বিরাজেন সদা, অভিমান
নাই তাঁর, সবারে সমান, অতি প্রিয়
অপ্রিয় বা উত্তম অধম কেহ নাই,
নাহি পিতা, নাহি মাতা, নাহি পত্নী পুত্র
আত্মপর, নাহি দেহ জন্মকর্ম্মহীন
কার্য্যকালে নিগুর্ণে সগুণ, দেহ ধরি
[illegible] ধরায় ধর্ম্মস্থাপনে, রক্ষণে

সাধুগণে। হে ভূপাল. সর্ব্বজীবে তিনি ;
পরমাত্ম-ভূত শ্রুত, দৃষ্ট, বর্ত্তমান,
স্থাবর-জঙ্গম তাঁর সবাই সমান।
পুত্র-আত্মা পিতা মাতা, ঈশ্বরাবতার,
একার নহেন কৃষ্ণ, যে ডাকে তাহার।

উপানন্দ। জ্ঞানবৃদ্ধ, বুঝাইলে সার. মহামায়া-
মোহ-ঘোরে,সবে করে আমার আমার।

নন্দ। আহা ভাই! কত পুত্র ফিরে কত কার,
যার নিধি সেই জানে কত সে মায়ার!

উদ্ধব। চল আর্য্য, বুঝাইব, বুঝিব বিস্তর,
অবিনাশী আত্মারাম কবে হন কার!

নন্দ। ভাল,দেখি ভক্তিমার্গে কি কর বিচার!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিপতশ্রী নিকুঞ্জমধ্যে পদ্মপত্রশয়নে রাধিকা,
বৃন্দার পদ্মপত্রে বীজন।

রাধিকা।— (গীত)

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি সে চাঁদবদন॥

বৃন্দা।—আহা কি যাতনা রে!

রাধিকা।— (গীত)

কাঁহা মোর প্রাণবঁধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর জিনি কোটি কাম॥

বৃন্দা।—আহা মরি,কি মর্ম্মভেদী যাতনা রে!

রাধিকা।— (গীত)

কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু শীতল!
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥

বৃন্দা। আহা, আহা, শোকের বীণা নীরব হলো যে! এত তাপ. এত দাহ কি অবলার প্রাণে সহ্য হয়? হায় হায়! সোণার কমলিনী বুঝি অকালে শুষ্ক হয়ে যায়! অভাগিনীর অন্তরের তাপ দেহ আবরণ ক'রে চারিদিক্ অগ্নিময় ক'রে তুলেছে। পদ্মপাতার শয্যা বিশীর্ণ,পদ্মপাতার বাতাসেও বুঝি অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে,নৈলে এত যন্ত্রণা, এত মোহ কেন? এ শয্যাকণ্টকীর এত যাতনা যে আর দেখা যায় না। কিশোরি! একটু শান্ত হও, একবার চক্ষু চাও, সজলনয়নে একবার আমার পানে ফিরে চাও, একবার আমার গলা ধ'রে কাঁদ।

রাধিকা। (উঠিয়া বৃন্দার গলা ধরিয়া) বৃন্দাবলী দিদি আমার, আমার কেন এ যন্ত্রণা? আমি আর সইতে পাচ্চিনি! আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি হয়ে উঠ্ছে, যেন দিদি বাঁচ্‌তে পাচ্ছিনি, প্রাণ ধ'রে মর্‌তেও পাচ্ছিনি, দিদি! বল না,আমার প্রাণের দেবতা কৈ? কোথায় চলে গেল, আর এলো না যে! উঃ! মা গো! মরণ কেন হয় না?

বৃন্দা। নিষ্ঠুর! একবারও ফিরে চেয়ে দেখ্‌লে না? এ হতভাগিনী যে চরণের দাসী, সে চরণখানি কি পাপে লুকালে ঠাকুর? এ তো প্রেম নয় মুরারি,এতে যে শুধু কাঁদালে ভাই, কাঁদ্‌লে না তো? কমলিনি! তোমায়ও বলি বোন্ অতি বড় প্রেমেরই অতি বড় বিচ্ছেদ,যে প্রেম পায়ে ঠেলে চলে যাওয়া যায়, সে তো নটের প্রেম,ফটিকের বাসন,অল্পে ভাঙ্গে, সহজে জোড়ে না; তার আবার বিরহই বা কি, কান্নাই বা কেন,জ্বলে পুড়ে মর্‌বারই বা দরকার কি? লম্পটচূড়ামণি কালাচাঁদ

তোমায় কাঞ্চন ব'লে কাচ দিয়ে ঠকিয়ে গেছেন, অমৃত-সরোবরে না নাইয়ে, গরলের নরকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন, তবুও তোমার চৈতন্য হচ্চে না ?

রাধিকা। আহা দিদি! ও কথা ব'লো না, পোড়ামুখে ও কথা ব'লো না, পোড়াবুকে ও কথাটী আমার সয় না! আমি তো দিদি সব ভুলে,সবাইকে ত্যাগ ক'রে লম্পটের কাছে প্রেম যাচ্‌ঞা করি নি ? আমি তো আমার প্রাণের নিধি, ইহকালের সাথী ঠিক বেছে নিয়েছি। আমি আদর্শ প্রেমিকের পায়ে প্রাণ দিয়ে যে পবিত্র হয়েছিলেম, তাঁর তো কোন দোষ নাই; দিদি! তিনি তো এ দাসীকে প্রাণ দিতে কখনও কাতর হন নি, আমি অভাগী হয় ত তাঁর অনন্ত প্রেমের পরিমাণ না বুঝে, উপযুক্ত যত্ন কত্তে না পেরে হেলায় সে ধন হারিয়ে বোসেছি।

(গীত)

আহা তার সকল ভাল আমিই ভাল নই।
কেউ দোষী নয় কপাল-দোষে
আপনি দোষী সই॥
বুকে ফাটে, মুখে ফুটে বলি না,
(খুলে) নির্জ্জনে প্রাণ ভোরে
কাঁদি, দেখাইয়ে কাঁদি না;
মর্ম্মব্যথায় মনে মনে আপনি মরে রই।
ফিরে পাই যদি তাঁয়, প্রাণ দিয়ে পায়,
প্রাণের কথাই কই॥

(ললিতা, বিশাখা, চিত্রার গান করিতে করিতে প্রবেশ)

(গীত)

গাও তরুলতা গাও রে
শাখী-শিরে শুকশারী গাও রে॥

বৃন্দা। ওরে তোদের এত গাওয়া-গাওয়ি কেন ?

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

কুঞ্জ কূজিত পিক গাও রে।
মৃগশিখা খুলি আঁখি গাও রে॥

বৃন্দা। তাই ত, তোদের এত আমোদ কিসে হলো রে ?

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

আপনি তট বট গাও রে।
কেলি কমলকলি গাও রে॥

রাধিকা। ও ললিতা, ও বিশাখা! ওরে, এ দুখের দিনে এত আনন্দ কেন করিস্ ?

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

বৃন্দাবনধন গাও রে।
শ্যাম-সোহাগিনি সবে গাও রে॥

বৃন্দা। আহা, রকম কি? কি হয়েছে? এত আমোদ কেন? বল্ না ভাই, শুধু তোরা একা হাস্‌বি ?

ললিতা। হাস্‌বো না তো কি? শুধু হাস্‌ব? গালভরা হাসি হাস্‌ব—হাস্‌ব—নাচ্‌ব নাচ্‌ব, জয় রাধা কৃষ্ণের জয়—জয় যুগল কিশোরের জয় ব'লে, আমোদ আহ্লাদে অজ্ঞান হ'য়ে যাব!

বিশাখা। শুধু অজ্ঞান হয়ে যাব কি লো? বলব, কইব, কালাচাঁদের কাণে পাক দিয়ে নাকে খৎ দিয়ে তবে ছাড়্‌ব!

বৃন্দা। ইস্, তাই ত, ভারি আস্পা যে! কালাচাঁদ কি না অমনি পথে ঘাটে প'ড়ে রয়েছে, তাই ধ'রে এনে শাসন করবি? তাঁকে কোথায় পাবি? স্বপ্নে বুঝি?

ললিতা। ওগো পাব গো পাব।

বিশাখা। পাবো কি লো? বল্, পেয়েছি লো পেয়েছি! এখন ধত্তে পাল্লেই ধরা দেয়। ও কিশোরি! শিকলীকাটা প্রাণের পাখীটা তোমার এত দিনের পর ফিরে এসেছে. পায়ের শেকল পায়েই আছে, কেউ ধত্তে পারে নি!

রাধিকা। সে কি! সে কি! সত্যি না কি? সই. কৈ, কোথা সত্যি এসেছেন, না মিছে কথায় আমায় সান্ত্বনা কচ্ছিস্ ভাই?

ললিতা। এয়েছে গো—এয়েছে, নইলে কি এ সব পোড়ার মুখে এতদিনের পর শুধু শুধু হাসি বেরুলো? সোণার রথে তোমার সোণার নিধিকে পথে দেখে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে ছুটে আস্‌ছি।

রাধিকা। সত্যি?—না না স্বপ্ন বুঝি। বৃন্দে! এরা কি বলে দিদি! আমার যে মাথা ঘুরে উঠ্‌লো, আমি যে কিছু ভাবতে পাচ্ছি না।

বৃন্দা। হ্যাঁলো. সত্যি দে'খে এলি?

ললিতা। সত্যি না তো মিথ্যা? তুমি না হয় একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এসো না। দিব্বি রথখানি ভাই, সূর্য্যের আলোয় কাঁচা সোণা ঝক্‌মক্ ক'চ্চে, আমাদের যেন চোক ঠিক্‌রে গেল।

রাধিকা। তবে বুঝি সত্য এয়েছেন। দিদি, চল চল, আমিও যাই।

বৃন্দা। না বোন্, তুমি বড় দুর্ব্বল, তুমি থাক, আমি যাই. দেখা পাই ত বেঁধে এনে হাজির করবো।

আমি তোমার যেমন তেমন অম্‌নি দূতী নই।
জলের মাছে পোষ মানিয়ে ডাঙ্গায় ব'সে রৈ॥

[প্রস্থান।

ললিতা। কিন্তু কিশোরি! আমরা আগে তোমায় কথা কইতে দেব না; গড়িয়ে পড়্‌লে তবে এবার তোমায় গড়াতে দেবো; এ নাকালের শোধ না নিয়ে তো কিছুতেই ছাড়্‌বো না; তুমি সাজা দেবে, আর তিনি মাথা হেঁট ক'রে সইবেন, তবে কুঞ্জে সেঁদুতে দেবো।

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

কহি কিশোরি ধরি কর, শঠ কপট নটবর,
আসিলে পর মানেতে ভর করিও।
হেরে ফিরায়ো মুখচাঁদ,
সাধে সোহাগে সেধো বাদ,
ধরায়ে পায়, কাঁদায়ে তায় কাঁদিও॥

(বৃন্দার সহিত উদ্ধবের প্রবেশ)।

ললিতা ইত্যাদি।—(গীত)

এ কি কেন হে এত সাধ,
ছিছি তোমারে কালাচাঁদ,
চাহে না রাই. এ ঠাঁয়ে আই রয়ো না।
মিছে কেন হে ফিরে চাও.
মানে মানে শ্যাম—ফিরে যাও
রবে না মান, অপমান আর হয়ো না॥

বৃন্দা। আরে দূর ছুঁড়ীরা! কাকে কি বলিস্ তার ঠিক রাখিস্‌নে বুঝি? রাজকুমারি! এই নাও, তোমার প্রাণের নিধি, তাঁর পায়ে ঠেলা প্রাণ কেমন আছে, দেখ্‌তে নিজের মতন কালমাণিক এই দূতটীকে পাঠিয়েছেন, এর নাম উদ্ধব।

ললিতা। ও মা, তাই ত।

বিশাখা। তাই ত বোন্, অভেদ চেহারা, যেন যমক ভাই।

রাধিকা। সখি! এতদিন পরে দূত! তা বেশ। আঃ—এ কি, এ পোড়ারমুখো মধুকরও কি দূত হয়ে এলো না কি?

উদ্ধব। শ্রীকৃষ্ণভাবিনি! মধুকর আমার

সঙ্গের সাথী বটে। আমার রথে মধুকর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বরাবর মথুরা থেকে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা কি জানি লক্ষ্মী? কি বুঝি বল? তেমন ভক্তি-প্রেম কোথা পাব বল?

রাধিকা। (মধুকরকে পদস্পর্শ করিতে দেখিয়া) আঃ—এ আবার কি? পায়ে ছুঁয়ে মধুকরটা যে মুখের কাছে বড় জ্বালাতে লাগ্‌লো?

(বৃন্দার গীত)

অলি হে না পরশ চরণ রাধারি।
কানু অনুরূপ বরণ, গুণ ঐছন;
ঐছন সবহুঁ তোঁহারি।
পুর-রঙ্গিণী কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত,
কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাঁকে সুবাসে, পরাণ তুঁহুঁ মাতল,
পরশে বরণ ভেল লাল॥

রাধিকা। ওহে সুপুরুষ! ওহে সুকণ্ঠ দূতবর; ব্রজের জীবনধন, গোপগোপীর আত্মময়, নন্দ-যশোদার দরিদ্রের নিধি, আর এই অভাগীর যথাসর্ব্বস্ব প্রভু তোমার ভাল আছেন তো? এই সব দেখে যাও, শুনছি ভক্ত তুমি তাঁর; এই ধর ভাই, এই সব চক্ষের জল' উপহার লয়ে গিয়ে তাঁর চরণে দিয়ে বলো, জন্মের মতন তাঁর আপদ্ বিদেয় হলো; একটীবার তাঁর দেখার আশে, এ জন্মের মত একটীবার তাঁর চাঁদমুখ দে'খে মর্‌বার বড় সাধ ছিল, তা আর হলো না; তোমায় তিনি পাঠিয়েছেন, তোমার কাছে তাঁর সেই মুখের কথা আছে, তাই শুন্‌তে শুন্‌তে আর তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ যাত্রা লীলাখেলা শেষ করি। সখি, সব রইল, আমার আর এ জগতে স্থান নাই ভাই, মরতে বসেছি, ম'রে এ দারুণ বিরহ-ব্রতের উদ্‌যাপন করি। উদ্ধব! তাঁরে বলো, জন্মে জন্মে আমি যেন তাঁরই চরণ-সেবা কর্ত্তে পাই।

(গীত)

"কহিও কানুরে ভাই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরুশাখায় রাখিনু সারী শুকে।
এই দশা প্রিয়া যেন শোনে এদের মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত তাঁর সখা।
ইহা সবার সনে তাঁর পুনঃ হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তাঁর মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে কোথা নাহিক শকতি॥
তাঁরে আসি পিয়া যেন দেন দরশন।
কহিও বঁধুরে এই সব নিবেদন॥

উদ্ধব।— (গীত)

কাহে অধীর বৃষভানু কুঙারী।
আওব ব্রজে ব্রজবন-বিহারী॥
সম্পদ হরিপদ প্রেম তুঁহারি।
রোয়ে কানায়ালাল হা হা কিশোরী॥
অদ্ভুত প্রেম তব সুপুরুখ সঙ্গ।
পৃথু নেহারে রাধা মাধব সঙ্গ।
প্রেম বিরহ পুনঃ মিলনক লাগি।
কুঞ্জ-দুয়ারে হাম অলপ ভাগী॥
শ্যাম-সোহাগী পুনঃ বাঁধ পরাণী।
বাঁধিয়ে তটে তরী অপরূপ দানী॥

রাধিকা। ভক্ত সখা! তবে কি তিনি সত্য সত্যই আস্‌বেন ব'লেছেন? তবে যে

ভাই মরতে মন সচ্চে না, মোলে তো আর এ জনমে তাঁকে দেখ্তে পাব না।

বৃন্দা। না বোন্, মোরো না, মরণ তো হাতের ভেতর, দুঃখের জ্বালায় পাগল হয়ে, যখনি খুসী, তখনি তো মরা যায়, তা মলেই তো সব ফুরিয়ে গেল ভাই, এতো কান্না, এতো জ্বালা, এতো বিরহ সব বৃথা হবে; বেঁচে থেকে প্রাণের জোরে, প্রেমের আকর্ষণে,না হয় নিদেন পায়ে ধোরে, মনচোরকে কাছে এনে আবার হাসির লহর তুল্‌লে তবে ত ভাল দেখায়।

রাধিকা। সই রে সে বলই যদি থাক্‌বে, তা হোলে কি যাকে আঁখির আড়াল কোত্তে প্রাণে ব্যথা পেতেম, তিনি একবারে এই অকূল পাথারে ভাসিয়ে দে যেতে পাত্তেন? আজ আমি যাঁর জন্য গুরুত্যাগিনী, কুলকলঙ্কিনী,পতির নিকট বিশ্বাসঘাতিনী, তিনি কি আমায় একেলা ফেলে, সেই মধুপুরীতে শতসহস্র কুল-কামিনীদের কাছে বাস কত্তে পাত্তেন? হাঁ! উদ্ধব! নগরবাসিনী বিলাসিনীগণের মাঝে থেকে প্রাণকান্ত কি এ গ্রামের বন-চারিণীদের কথা মনে করেন? আর কি ভাই, তাঁর কিছু মনে আছে?

উদ্ধব। আহা সখি! তোমরাই ধন্য। সেই উত্তমশ্লোকের জন্য তোমরা পতি, পুত্র, স্বজন ও ভবন পরিত্যাগ ক'রে তাঁর চরণে এমন মুনিজনদুর্ল্লভ নিষ্কাম ভক্তি-বারি প্রদানে কৃতকৃতার্থ হয়েছে। আমার জন্ম সফল; আমারি ভাগ্যে তোমাদের এই বিষম বিরহ উপস্থিত হয়েছিল; নতুবা এ নবদুর্ল্লভ দৃশ্যে কোথায় পবিত্র হতেম? আহা কিশোরি! এত স্বচ্ছ সরল প্রেমের আধার না হ'লে কি বিরহে সেই মহাপুরুষ আত্মহারা উন্মাদের মত হয়ে, চক্ষের জলে দুকূল ভাসাতেন? এমন আদর্শ প্রেমিক-প্রেমিকার চরণে আমার শত সহস্র প্রণাম। কমলিনি! তিনি তোমাদের যন্ত্রনা দিবার জন্য মথুরায় যান নি কার্য্য-জগৎ তাঁর উপাসনা ক'রে নিয়ে গেছে; তিনি যেমন দূরে আছেন, তেমনি তোমরা তাকে শয়নে স্বপনে ধ্যান ক'রে মনের নিকটস্থ কচ্ছো। তিনি বলেন যে প্রিয়তম দূরে থাক্‌লে স্ত্রীগণের চিত্ত তাঁতে যেমন অহরহ আবিষ্ট হয়ে থাকে, নিকটে বা চক্ষের গোচরে থাক্‌লে সেরূপ হয় না। তোমরা যে একমনে সেই চরণ চিন্তাই জীবনের সারব্রত ক'রে রয়েছ,ভক্তির ভগবান তিনি, তাঁর সাধ্য কি যে তোমাদের দেখা না দিয়ে থাক্‌বেন; তাঁর আর অধিক বিলম্ব নাই, সত্বরেই শ্রীবৃন্দাবনধামে সেই পূর্ণপুরুষের পদচিহ্ন আবার পড়্‌বে।

রাধিকা। সাধু উদ্ধব, সাধু! তুমি চিরজীবী হও!

উদ্ধব। বলুন সেই রাঙ্গা চরণে যেন চির-দিন বিক্রীত হয়ে থাক্‌তে পারি। এক্ষণের মতন আমায় বিদায় দিন, আবার সাক্ষাৎ করে একত্রে তাঁর গুণগানে মন দেব।

ধন্য গোপ গোপিনী সুখদ বৃন্দাবন।
বদ্ধপ্রেমে সৎস্বরূপ পূর্ণ সনাতন॥
ধন্য ধূলি মাথে তুলি ধন্য জগজ্জন।
নিষ্কাম সাধনা ধন্য ধন্য প্রাণপণ।

বৃন্দা। চল কিশোরি ঘরে চল; আবার আশা হলো, আবার দিন গুণি গে চল।

সকলে।—
প্রাণে প্রাণ পড়্‌বে ধরা,অধরসুধা পিয়ো লো!
বিরহ-বিধুর প্রাণে আবার প্রাণ নিয়ো লো॥
সোহাগী যার সোহাগে,
সে যদি সোহাগ মাগে,
হয়ে সই আপন-হারা
আপনি সেধে দিও লো॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

জরাসন্ধের শিবিরসম্মুখ—দূরে শিবিরশ্রেণী।
(লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বো। আর কদ্দূর বাবা? নাগাল যে পাই না! একটা ঝোপঝাপও চোকে ঠেকে না যে সেঁদিয়ে প'ড়ে পায়ের উপর পা দে, ভুঁড়িনা উঁচু ক'রে গট্ হয়ে ব'সে আইত্তি করি! ওই না? হ্যাঁ,ওই ত বটে! আঃ, বাঁচলুম, আমাদের তাঁবুর চূড়াই বটে! আর মদ্দারামকে পায় কে? বাবা! যুদ্ধ ত নয়, যেন চারিদিকে চরকী ঘূরতে লাগ্‌লো! চারিদিক্ থেকে পঙ্গপালের মতন এসে,ক্রিমিক রাজার আমার পুরুস্থুরু দলটাকে পাতলা ক'রে দিতে লাগ্‌ল; আমি আঁচলুম, ফাঁড়াটা বুঝি এইবারই কোলে যায়; আঁচা আর্ খপ্ করে অম্নি মড়ার কাঁড়িতে হুম্‌ড়ে পড়া! তার পর আড়ে আড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে হেঁটে "যৎপলায়স্তি স জীবতি"মন্তোরের সাধনা আরম্ভ ক'রে দেওয়া গেল! ভাগ্যে ভুঁড়ো গড়ালি তাই ত যমে ভাঁড়ালি! এখন একটা তাঁবুতে সেঁদুই কি ঐ গাছের গোড়ায় ভর করি? উঁহুঁ; নোকটা নেই জোন্‌টা নেই, তাঁবুগুলো যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে,ওর ভেতর বড় আচ্ছা বোঝাচ্চে না; সন্ধ ম'রে সব সেপাই বেটারা ত ভূত হয়ে রয়েছে, হক্ না হক্ ঘাড়টা ভেঙ্গে দলে ভিড়িয়ে নেবে. এখন সহজে ত আর নোড়্‌ছি না, তা এদিকে দ-ই পোড়ে যাক,রাজাই মরুক, আর রাজত্বই ধিনি কৃষ্ণ বেটা কেড়ে কুড়ে নিক্, আমার দেখেও দরকার নেই,শোন্‌বারও আশা রাখি না, আর যুদ্ধুর এই ছাইভস্ম ন্যাকড়াখানা ঘাড়ে করারও কোন আবশ্যক দেখি না। যা বেটা নিশেনের পো, তোর নিশেনের বাপ নির্ব্বংশ হোক। উঁহু,না বাবা, তা না বলে এখানের মায়া একেবারে ত্যাগ ক'রে ফেল্লে চল্‌বে না, এ আমার সজীব ডাণ্ডা.যত বেটা তরোয়াল চন্দরের কাছে আমার যা কিছু ভরম ভারম,উঁচু পায়া,লম্বাচাল,তা এই ডাণ্ডাগাছটার জোরেই; অথচ কেষ্টর সঙ্গে এই সতের সতেরবার লড়ায়ে, ভোঁতা তরোয়ালখানা কদিচ কখন এক আদবার শ্যালটা ফ্যালটাকে তাড়া দেবার জন্য খুল্‌তে হয়েছে, নইলে এই কোমরপাটায় আঁটাই আছে। ছেলে বেটা আমার ধাত পেলে না; এবার বেটা হয় ত গর্দ্দান দিয়ে বসে আছে। যাগ, যাগ, বেটা অধঃপাতে গিয়েছে,কথা তো শুন্‌লে না, বিদ্যে ত নিলে না! লড়ায়ের আঁচটী পৌঁছুতে পোঁছুতে পয়ে আকার দেবার পন্থা। বেটা একটাও আমা হেন বাপের ঠেঁয়ে আদায় কোরে নিতে পাল্লে না,এখন এই কাটা মাথা নিয়ে কোন্ লজ্জায় ঘরে

ফিরবি বল্ দেখি? পলাবার কারে পোড়ে, একে মনিব তায় রাজা,সুতরাং তার জন্য ধরিয়ে দিলুম ; তারা মাছি মেরে হাত কালো না কোরে ভালোয় ভালোয় দুটো ঢ্যাকা মেরে ছেড়ে দিলে কি না, আর ব্যাটাকে পায় কে ? ধরা পড়াতে অম্‌নি বুক বোলে গেল, ধড়াধড় ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লো ! তাই সতের সতেরবার ধরা পড়েছে, আর গলায় কাপড় দে কুড়োল বেঁধে তাদের পায়ের তলা চেটে ছাড়ান পেয়ে এসে যেন ধিঙ্গিপদ পেয়ে বসেছে ! ব্যাটা বলে, ধরা প'ড়ে সরে পড়্‌তে পাল্লে তরোয়াল চন্দোরদের কাছে ভারি মান হয়। দূঃ তোর মানের মাথায় আমার এই জোড়া পায়ের হাতিচ্যাপ্‌টা লাথি ! ব্যাটা আমার মান নিয়ে ধুয়ে থাবেন ! ঐ না আস্‌চে ? তবু ভাল, এখনো ব্যাটার ভোগ ফুরোয়নি।

(লম্বোদরপুত্রের প্রবেশ)

ল-পুত্র। (প্রবেশ করিতে করিতে) কে হেথায় ?

লম্বো। তোমার মামার বোনাই হয়।

ল-পুত্র। কে বাবা না কি ?

লম্বোদর। দেখ নাকি প্রকার বিবেচনা হয় ? বুদ্ধিমান্ ছেলে, বাপ কি মেসো, চিনে নিতে তো জান ?

ল-পুত্র। ওগো, এ দিকে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত ; রাজা একা, এতক্ষণ বোধ হয়,সব শেষ হয়ে গেল, আমি মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে একা অস্ত্র-করে মথুরার সৈন্যসাগর ভেদ ক'রে রাজকন্যাকে নিরাপদ স্থানে রেখে এলেম। না জানি, এদিকে এতক্ষণে কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেছে !

লম্বো। তা বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে ! তা তোমার বাপু আর হাঁপাইঝোড়া কেন ? এতটা যখন স'রে এসে পড়েছে, তখন আর এ কথায় কাজ কি বাবা ? হাতের ওই লম্বা গাছটা নাবিয়ে, গলার জোলটা খুলে ফেলে, সেই আমার পৈতৃক নীতি "যৎ পলায়ন্তি স জীবতি" বুঝ্‌লি ? ও-দিকে যখন সব অক্কা প্রাপ্তেষু চিৎপটাং, তখন আর মিছে ছট্‌পটাং কেন ? বুঝ্‌লি? সাদা কথায় বাপ বেটায় চট্‌-পট্ সরে পড়ি আয়।

ল-পুত্র। সোরে যাবে কোথা ? চাদ্দিক বেড়ে তারা লড়্‌তে লড়্‌তে আস্‌ছে, যে যেখানে আমাদের ছিল,সব নিকেশ হয়ে গেছে, কেবল এক রাজা হাজার রথীর মত চাদ্দিকে ছুটে ছুটে তাদের চারিদিকের সঙ্গে লোড়্‌ছেন, তারা কিন্তু ক্রমে ক্রমে এগুচ্ছে।

লম্বো। ও বাবা ! তবে দেখ্‌ছি বেটারা টানা জাল ফেলে চুনোপুঁটী রুই কাৎলা আগাগোড়া টান ধরাচ্ছে।

ল-পুত্র। ঐ যে, রাজা মশাই ছুটে আস্‌ছেন।

লম্বো। ঐ তো বটে, আমা বেচারিদের জড়িয়ে মার্‌বার যোগাড়ে আস্‌ছেন, আর কি ! একলা ডুব্‌লে মজা হবে কেন ? বড় ভালবাসেন কি না ? কাজেই সহমরণে নে যাবার পন্থা দেখ্‌ছেন। আমি ত বাবা ও ফ্যাঁসাদে থাকৃছি না। এ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে খপ্ করে কাঁচা-মাথাটা কচ্ ক'রে উপ্‌ড়ে যাবে, তা তো সইতে পার্‌ব না, হ্যাঁ বাবা, মাথাটা দিলে ; আর কারো মাথা বাঁচে, তবে বোঝা যায় ;

নইলে মজুরী পোষায় না। তার চেয়ে
পেটে ব্যথা ব'লে আড়্ হয়ে প'ড়ে,
ভূমিতে আসটী নাড়ি আর মাঝে মাঝে
দামড়া লাফ ছাড়ি, তাল বুঝে তখন
মার্‌বো টেনে পাড়ি। (শয়ন)

(বেগে রক্তাক্তশরীরে জরাসন্ধের প্রবেশ)

জরা।—

কে আছে শিবিরে? একা তুমি? কেহ নাই
আর? কে রবে? আহবে সবে প্রাণ দেছে
স্বচক্ষে দেখেছি, শেষ রক্তবিন্দু ঢালি
অক্ষৌহিণী সকলি পড়েছে, শিবিরের
প্রহরীরা, সারি সারি দুধারি ত্যজেছে
প্রাণ বীরের মতন! অহো কি দুর্দ্দৈব!
সব গেছে, কারে লয়ে করিব সমর?
পৃষ্ঠ দিনু রামকৃষ্ণে সপ্তদশবার!
কি হইল?—উচ্চ শির হৈল অবনত!
ছার তনু আর না রাখিব; চক্রাকারে
বেড়ি চারিধার, আসিছে অরাতি-সৈন্য
ঘেরি মোরে করিতে সংহার; একা আছি,
একাই করিব রণ, সংহারমূরতি
ধরি, বজ্রনাদে দিগন্ত বিদারি, রক্ত-
সিক্ত পদে যাব কেশরার দাপে, কেঁপে
যাবে বক্ষঃ বসুধার; চক্রাকার করে
ধরি ঘূরাইব তীক্ষ্ণ তরবারি, ছিন্ন
গ্রীবা ভেদি কত চক্রাকারে ঘূরে রবে
রুধিরের ধার; দৃঢ়মুষ্টি বাহুবলে
শূলী শম্ভু সম বেগে নিক্ষেপিব শূল,
মহামন্ত্র পঠিত গঠিত গরলের
ফলাকা ফলকে ঝকি দামিনী ঝলক;
মুহূর্ত্তে পোড়াবে দুই দুর্দ্দান্ত বালক।
সর্ব্বনাশী শক্তিশেলে বিদারি মথুরা
সপ্ততলে পাঠাইব সমগ্র যাদব।
বংশে বার্ত্তা দিতে না রাখিব; নহে প্রাণ

বীরের মতন, বীরের শয্যায় শুয়ে
দিব অকাতরে। রাজ্য, ধন, প্রাণপণ
সুপ্তযশ জাগাইব, অক্ষত সম্ভ্রম
অক্ষত করিয়া লব, নহে দিব প্রাণ,
মান রবে ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে;
শূন্য সাথী, একা মাতি এ ঘোর-সমরে।

লম্বো পুত্র।—

মহাপ্রভু, পার্শ্বে যদি রাখেন দাসেরে
যথাসাধ্য সাধিব যতনে; ক'রে যাব
প্রভুকার্য্য, দিতে হয় যুদ্ধে প্রাণ দিব,
অকাতরে বক্ষে দেব, বজ্র পাতি লব।

জরা।—

রে সাহসী! ধন্য হেরি প্রভুভক্তি তব!
বাঁচি যদি এ ভক্তির প্রতিদান দিব।
রহ যোধ, নাহি চাহি পৃষ্ঠবল আর;
যা ছিল আমার, সবারে করেছি গ্রাস।
এই সপ্তদশবারে, সমর-সাগরে
নবত্রিংশ অক্ষৌহিণী দিছি বিসর্জ্জন,
ডালি দিছি রণচণ্ডিকায়; পুত্রাধিক
সবে যে রে, নরমাঝে সার রত্ন তারা,
বলীয়ান্ ভালবাসা মম; বলে রাজ্য
আনি করতলে, শাসি বলে, শ্রেষ্ঠ বল
রাজনীতি মম, সমগ্র এ ভূভারতে
লোকবলে কে ছিল আমার চেয়ে বলী?
বাহুবলে একচ্ছত্রী, সম্রাট্ ভুবনে,
একেশ্বর বিরাজিতেছিনু, উচ্চশির
ছিল শুধু যোধ-বলে, মোর পুত্র তারা,
পালিতাম সাদরে সতত; অত্যাচারে—
বলাৎকারে—যথেচ্ছ আচারে—তাহাদের,
ভারু নর-নারীকুলে কাঁদিতে হেরিলে
হাসিতাম। বিনা দোষে হাসিতে হাসিতে
পারিতাম সহস্র প্রজার শির কাটি,
গ্রামে গ্রামে জ্বালাইয়া দিতে, কিন্তু কভু
এ জনমে মোর দোষী বা নির্দ্দোষী যে গে

অস্ত্রধারী, পশ্বাচারী প্রেতাচারী কিবা,
পায় নাই শাস্তি মম ঠাঁই ; শাস্তি কোথা ?
জ্ঞানে কভু কহি নাই কর্কশ-বচন ;
শক্তিবাণে শত দোষ করিয়ে মার্জ্জনা
বীরব্রতে ব্রতী চিরদিন। হায়, হায় !
কি করিব, কিসে বাঁধি প্রাণ ? এত দম্ভ
এত দর্প যাহাদের লয়ে. আজি তারা
শ্মশানশয়নে, শৃগালকুক্কুরভক্ষ্য,
লক্ষ্য-হারা অলক্ষ্যে করেছে পলায়ন !
ঝঞ্ঝা-বিতাড়িত ছিন্ন-ভিন্ন বনমাঝে
বজ্রাহত মহীরুহমত, একা আছি
রণভঙ্গভূমে। একাই করিব রণ,
নাহি চাহি বলি দিতে একক রে তোরে :
এর পরে এই তুই সহস্রের সনে*
একা এক সহস্রের পৌরুষ দেখাবি !

লম্বো-পুত্র —
হায় প্রভু ! জন্মাবধি আছি পাছে পাছে,
শিখায়েছ অস্ত্রখেলা, রণরঙ্গলীলা,
কবে লবে পরীক্ষা দাসের ? পাইয়াছি
অবসর, প্রভুকার্য্য করিবারে মানা
করো না গো, আজ্ঞা দেহ রহিতে
পশ্চাতে।

লম্বো। (শুইয়া শুইয়া স্বগত) আঃ ! বেটা কি গাড়োল ! যম বোলেছে নোব না. ওর জেদাজেদি নিতেই হবে। আঃ ! বেটা একবার না বোল্লে দেখ্‌ছি শোধ-রাচ্ছে না !

জরাসন্ধ।—
প্রভুকার্য্য করিবারে যদি থাকে সাধ,
যা রে বৎস, যা রে দ্রুতপদে, গিরিব্রজে
কহ গিয়ে এ লজ্জার কথা ; মন্ত্রী যেন
পুনঃ করে সৈন্যের সাজন। অবশিষ্ট
যত যোধ যে যথায় আছে, যত দুর্গে,
যত প্রহ[illegible] ; প্রজাগৃহ হতে যুবা
যত আছে ; সকলে লইয়ে একত্রিতে
কহিবে ; কহিবে রাজ্য পালে কারাবদ্ধ
কুমার আমার, কারামুক্ত করি ত্বরা
নূতন বাহিনী-ভার দিবে তার করে।
বলো সবে. পৃষ্ঠ আমি না দিনু সমরে।
চূর্ণ রথ, শূন্য অস্ত্র, সক্ষত শরীরে
বক্ষ পাতি লইতে চলিনু শক্রশূল।
প্রদীপ্ত রাখিতে রণবহ্নি বিভীষণ
দ্বৈরথ সমরে মত্ত রহিতে চলিনু,
দ্রুতপদে আসে যেন সবে, রবে
প্রাণ নব-বলপ্রাপ্তির আশায়। যাও,
যাও বৎস দে'খে যাই আমি, পিতা তোর
প্রতিবারে এই ঘোর রণসন্ধিস্থলে,
সাধিত এ দৌত্যকার্য্য মোর ;
কোথা গেল ?
আহা ! বৃদ্ধ, হয়তো সমরে দেছে প্রাণ,
রক্ষিতে সে শিবনামাঙ্কিত পতাকায়।

লম্বো। (উঠিয়া) উঁহু, উঁহু, মহারাজ এখনও জ'কড়ে! খানিকক্ষণ আছি ব'লে তো বোঝাচ্চে. যম চন্দোর এখন নি নি ক'রে ফেরৎ নেন নি, বোধ করি, ভুঁড়ি দেখেই বেটা মোষবাহন পেছিয়ে গেছে, পাছে আবার তার সিং দরজাটা কেটে বাড়াতে হয়, বুঝ্‌লেন, তাই মরি নি ! আর আজকাল আগেকার মতন মর্‌বার বড় একটা আয়েস নেই বলেই তো শুন্‌চি, তাই তাড়াতাড়ি না ভেবে না চিন্তে কাউকে না ব'লে কোয়ে, পাড়া পড়সীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না ক'রে শলা-পরামর্শ না এঁটে ফস্‌ ক'রে মত্তে এগুলুম না, তা ছাড়া আমার এই সজীব নিশেনের নিরেট নিটোল ডাণ্ডা-গাছটীর গায়েও আঁচটী পর্য্যন্ত লাগ্‌তে দিলুম না। যখন দেখ্‌লুম, সাধের নাদাটী আর বাঁচে না, চাদ্দিকে

ছোরাছুরী চল্‌তে আরম্ভ হলো, তখন পাছে কোন বেটা আমার লক্ষ টাকার ভুঁড়িটী ফাঁসিয়ে দিয়ে বস্তাপচা ক'রে ছাড়ে,তাই তাড়াতাড়ি না নিশেন গুড়িয়ে ধড়াম ক'রে পড়ে, গড়িয়ে গড়িয়ে হাড়গোড়া-ভাঙ্গা দ'টী হয়ে, নিজের কোটে এসে আড় হয়ে পড়েছিলুম।

লম্বো-পুত্র। ওদিকে যেন মেঘের মতন ধূলো উড়িয়ে কারা আস্‌চে, যেন হাজার হাজার ঘোড়ার পায়ের শব্দ কাণে ঠেক্‌ছে মহারাজ!

জরাসন্ধ।—

তাই তো! কারা এ? তীর তারা উল্কাবেগে
আসে কোন বিরাটবাহিনী? অশ্বসাদী
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, ঝকে অস্ত্র রবিকরে?
ছটায় ঠিকরে যেন বিদ্যুৎ-অনল,
কি জানি, দেখিতে হলো শত্রু বা স্বদল।

[জরাসন্ধ ও লম্বোদরপুত্রের প্রস্থান।

লম্বোদর। ও বাবা,তাই তো! ওরা দেখ্‌ছি, সেই মথুরার ন্যাংলা খেপার দল, স্বদল হ'লে ত তাঁবু পানে ঝুক্‌বে কেন? ওরে বাবা! বাচ্ছা সেপাই ওরা বেড়া আগুন জানে, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়, ওদিকে কেষ্টর রথ চক্‌মক্ কচ্চে, ওই ওদিকে ন্যাংলা বলার রাম-শিঙ্গা ঝক্‌মক্ ক'চ্চে! ওই যে, যেন রাক্কুসে নাঙ্গলখানা আকাশপানে পা ক'রে হাঁ ক'রে গিল্‌তে আস্‌চে। ও রাজা মশাই! আর কেন? আমার বেঁড়ে রাজ-নীতিটারই না হয় একদিন মান রাখ্‌-লেন? "যৎ পলায়স্তি" কথাটা বড় যে সে লোকেরকথা নয়,ইন্দিরের ব্যাটা চন্দোর, তার ব্যাটা নখিন্দর আর তার ব্যাটা গবেন্দর, আমার জন্মদাতা পিতে, সে বড় কম মন্দ নয়, একটা হাতী একলা খেতো,একখান ক্ষেতে একলা শুতো,এক ঘুমে একযুগ ফেরাতো, এক তাড়ায় এক কোশ পেছুতো। ওরে ব্যাটা নকল রাজ-পুত্তুর, লেঙ্গুড় বাহাদুর, তুই না হয় পালিয়ে আয়! উনি বড়লোকে; ওঁর বড় কথা, বড় মাথা, উনি না এলেও এক তোপে ওঁর অত বড় মাথাটা টক্ ক'রে কেটে ফেল্‌তে পার্‌বে না; তোর আমার দুটো জোরে দাব্‌ড়ি দিলেই মাথা ছেড়ে, কোমর পর্য্যন্ত খোসে পোড়্‌বে! পালিয়ে আয়,পালিয়ে আয়! ওরে ব্যাটা ক্যাংলা পিতের ন্যাংলা পুতো, এসে পোড়্‌লো যে রে! এখন আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কি করি? গাছের আড়ালে কোঁ কোঁ—কোঁ উঁহুঁ হুঁ হুঁ! তাঁবুর ভেতর সড়াক্ সোঁ!

[লম্বোদরের শিবিরমধ্যে গমন।

(জরাসন্ধ, বিল্বদেব ও লম্বোদর-পুত্রের প্রবেশ)

জরাসন্ধ।—

মিত্রপক্ষ! এ কি গো দেবতা? পূজাগৃহ
ছাড়ি আপনি যে রণরঙ্গভূমে? কারা
এরা পশ্চাতে ব্রাহ্মণ! কি কার্য্যের তরে
এত সৈন্য সহ হেথা, কার সৈন্যবল?
কে দুর্ব্বলে বল দিতে হৈল আগুয়ান?

বিল্বদেব।—

বলীয়ান্! বীর্য্যবান্ তনয় তোমার,
সাথে সপ্ত অযুত সুধীর সুকুমার,
উলঙ্গ কৃপাণ-করে রণে আগুসার।

জরাসন্ধ।"

তনয় আমার? তনয় কোথা পেলে?
সহদেব আছে ত কারায়? এ কি দায়!

বিদূষক। না কহি প্রলাপবচন। হের উচ্চে
উড়িতেছে মগধের বিজয়-কেতন।
বাজিরাজি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, কৃপাণ, সায়ক,
শেল, শূল সকলি তোমার ভাণ্ডারের।
বংশধর তব বীর সহদেব শূর
পৃষ্ঠ-বল-হইতে এসেছে——

জরাসন্ধ। কে দিয়েছে?
হে ব্রাহ্মণ কে দিয়েছে, কার আজ্ঞামতে
কারাগার-দুয়ার খুলিয়ে? কহ শীঘ্র
কে নিজ মস্তক দিল শার্দ্দূলকবলে?
কোন্ মুর্খ ঝাঁপাইল জ্বলন্ত অনলে?

বিদূষক।—
কেন প্রভু, ক্রুদ্ধ কি কারণ? কে এমন
আছয়ে স্বজন, বিপদ্‌বারতা শুনি
স্বজনের, নাহি করে মুক্তি-আয়োজন?
কেবা হেন আছে দাস, প্রভুর বিপদে
নিশ্চিন্ত হইয়া রহে? রণাঙ্গনে তব
অশুভ সংবাদ শুনি বার্ত্তাবহমুখে,
মন্ত্রী সহ মন্ত্রণায়, সবাই আমরা
দিনু সায়, মুক্ত করি তনয়ে তোমার
পাঠাইতে সৈন্যসহ রণরঙ্গভূমে,
উদ্ধারিতে, পৃষ্ঠবল হইতে তোমার।
তাই আসিয়াছে সুত। কারে কর রোষ?
অনিবার্য্য রাজকার্য্য, কারো নাহি দোষ।

জরাসন্ধ।—
হা ধিক্! হা ধিক্ রাজকার্য্য! কি বিপদ্!
কে কহিল? কে মম মন্ত্রীর দলে এত
মায়া, এত যত্ন, এত প্রভুভক্তি স্রোত
বহাইয়া দিল? কার সাধ্য আজ্ঞা মম
করিল হেলন? কেবা ছার মন্ত্রণার
ভানে, কারাবদ্ধ সুতে মম উদ্ধারিল
মমতা প্রকাশি! কে হিতৈষী সর্ব্বনাশী
বিজ্ঞতা বিকাশি জগৎ-সমক্ষে মোর
দর্প চূর্ণ করিয়া বসিল? জানাইল,
নিজ রাজ্যে নাহি রাজা আর, আজ্ঞা সেথা
না চলে আমার; ওহো ছার মন্ত্রী, ছার
মন্ত্র তার, ক্রোধে মম নাহিক নিস্তার;
রাজ-আজ্ঞাবাহী দাস কুক্কুর আমার,
ইচ্ছা, আজ্ঞা, বিচারের ভার, সে আমার
তোমাদের নহে তা ব্রাহ্মণ! নাহি চাহি
সাহায্য পুত্রের, ফিরে যাক্ কারাগারে,
নাহি চাহি হেরিতে সে মুখ, নহে পুত্র,
শত্রু ব'লে মানি, পুত্র হ'লে বীরব্রতে
ব্রতী, বীর-হৃদয় থাকিলে, পিতৃ-আজ্ঞা
বিনা কভু কারাগার ত্যজি, কাপুরুষ
ক্রীতদাস কথা না শুনিত; আত্মতেজে
তেজীয়ান্, নিস্তেজের সহ না আসিত?
যাও দ্বিজ চ'লে যাও, লয়ে যাও সাথে,
পদাঘাত করি তার সাহায্যের মাথে।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। প্রণাম ঠাকুর!

জরাসন্ধ। প্রণাম না লব তব
কুলাঙ্গার বংশনাশকারী! কুলমান
চরণে দলিলি! অবহেলি পিতৃ-আজ্ঞা
কলঙ্কের পতাকা উড়ালি, ভাল কালী
শুভ্র যশে দিলি! ঘৃণ্য তুই, ঘৃণা মুখ
তোর হেরিতে না চাহি আর; নরাকার
পাশব আচার, স'রে যা সম্মুখ হ'তে!
যথা ইচ্ছা চ'লে যা নারকী, বুঝিয়াছি
বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের ভানে, প্রাণে
বধিতে আমায় বিদ্রোহী বাহিনী সাথে
এনেছিস্ এ সুযোগে; ভেবেছিস্
পিতৃরক্তে হৃদি-জ্বালা করিয়ে নির্ব্বাণ,
সোণার মগধে মোর করিবি শ্মশান,
সিংহ-সিংহাসনে বসাইবি শিবাশ্বান।

সহদেব।—
পিতৃদেব! অবিশ্বাস কেন কর সুতে?

জ্ঞানে কভু অপরাধী নহি ও চরণে,
যে বিশাল বিটপী ছায়ায়, শান্তি পায়
শ্রমতপ্ত কায়, কে হেন নির্ব্বোধ যে সে
করে তা ছেদন ? আজীবন এ অধম
আশ্রিত ও পায় ! বাঞ্ছা মনে, রণে বনে
সিংহাসনে রহিব সহায়, জানাইব
ত্রিজগতে, উপযুক্ত পিতার তনয় ;
সে সাধে সেধো না পিতঃ বাদ ! আজ্ঞা কর,
পিতৃ-অরি-শির-সারি লুটাই ভূতলে
প্রমত্ত মাতঙ্গ যথা দলে পদ্মদলে।

জরাসন্ধ।—

আরে রে পাপিষ্ঠ ! এত ভক্তি ম'য়া
কে শিখালে. এত ছলা কে বলিয়া দিলে ?
বিপদে পতিত পিতা—তাই বুঝি আহা.
পিতৃগত প্রাণপুত্র এসেছ ধাইয়া ?
ছি ছি ধিক. ধিক্ মোরে, ধিক্ তোরে ওরে
ধিক্ তোর সাহাযোর ভানে ! কি বিপত্তি.
বিপত্তি না আসে ত্রাসে আমা-সন্নিকটে।
জন্মে কভু চাহি নাই সাহায্য কোথাও ;
বিশেষতঃ এ সংগ্রামে প্রাণ যদি যায়,
তথাপিও নাহি লব সাহায্য সুতের।
বিন্দুমাত্র সহায়তা, কভু বন্দী যে, সে
চক্ষুঃশূল মোর, কারাগার যোগ্য তার,
সাধ্য কি সে দেয় রণসমুদ্রে সাঁতার ?
ফিরে যা রে, ফিরে যা রে যথা ইচ্ছা তোর।
দেখা যাবে দুষ্ট মন্ত্রী. নষ্টামাতা আর
দুর্গ-রক্ষাকারীর রক্ষিবে কেবা শির ?
সবংশে নাশিব সবে, তবে হব স্থির।

সহদেব।—

পিতৃদেব ! কারো নাহি দোষ অসন্তোষ,
বিষবাণে বিদারিয়া ফেল বক্ষ মোর,
অনেক সহিছি সব, না কব বচন,
মৌনে রব চিরদিন তরে, কভু আর
এ জনমে চাহিব না কোন ভিক্ষা, দেব,
এক ভিক্ষা দেহ মাত্র অভাগা তনয়ে.
পদে ধরি, কর না বঞ্চিত ; কর আজ্ঞা,
(পদধারণ) এ বিপত্তিকালে সজ্জিত স্বদল-
বলে পিতৃ-অরি নাশি, রাখি পিতার সম্ভ্রম,
বংশমান রক্ষিতে করেছি প্রাণপণ।

জরাসন্ধ।—

ধিক্ পণে, ধিক্ প্রাণে, ধিক্ রে সন্তানে !
ধিক্ থাক সাহাযোর ভানে ! যে জ্বালায়
জ্বলিছে অন্তর মোর, অরি-অপমানে,
এ অপেক্ষা শত গুণে দীপ্ত হুতাশনে
দহিলি, দহিলি ওরে আজ্ঞা-অপালনে !
নাহি চাহি পৃষ্ঠবল : বিদ্রোহীর দল,
যথা ইচ্ছা চলে যা, হেরিতে ঘৃণা হয়.
বাহুবলে, বাহুবলে জিনিব নিশ্চয়।

সহদেব।—

ভাল দেব. ভালে যা আছে তা হোক্।
পিতৃ-আজ্ঞা পাতি শির করিয়ে ধারণ.
এখনি যেতেছি কারাগারে আবার সে
লৌহের নিগড় পরিবারে কিন্তু প্রভু !
এ মিনতি, এ রণসাগরে লহ সাথে,
সৈন্যদল মোর সাথে সাথে রবে, সবে
মাতিবে আহবে. অনায়াসে সবে
দিবে অকাতরে প্রাণ, আবার চরণে ধরি,
অভাগা তনয়ে দেব দেহ ভিক্ষা দান !
ছাড়িব না শ্রীচরণ, নহে লহ প্রাণ।

(চরণধারণ)

জরাসন্ধ।—অবিশ্বাসী তনয়ের সহচর সবে
সাথে রাখি, নাহি চাহি মাতিতে আহবে,
শীঘ্র ছাড়ি পদ, দূরে কর পলায়ন,
নহে পদাঘাতে যাবি শমনভবন।

(পদাঘাত)

সহদেব।—

পদাঘাত অস্ত্রাঘাত নাহি করি ডর,
জন্মাবধি হে জনক সহেছি বিস্তর,

চূর্ণ করি ফেল মোরে তবু না ছাড়িব,
বিপদে বেষ্টিত পিতা হেরিতে নারিব,
রাখিতেই হবে সাথে সৈন্যদল মোর,
ছাড়িব না করিব সমর, পরাজিত
পিতা করাব পার এ রণসাগর,
পিতৃকার্য্য কর পিতা, পুত্রকার্য্য মোর!

জরাসন্ধ। ওরে ওরে বিশ্বাসঘাতক, এক্ষণে
বুঝিনু সকল। বন্দী বুঝি করিবারে
সাধ? ওহো! বজ্র যেন বিনা মেঘে হাঁকে
ঘন ঘন, কে জানে কি পড়িব বিপাকে?
শত্রু চারিদিকে অসি, শেল, শূল
দে রে ওরে কে আছিস্? বিশ্বে বুঝি আজি
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর স্থাবর জঙ্গম
চক্রান্ত করেছে দর্প দমিতে আমার?
দে রে অস্ত্র—পরাভবি প্রথম আঘাতে,
বৃষ্ণি, ভোজ, যদুবংশ-কলঙ্ক কেশবে
সহ মুর্খ বলদেবে, বিজয়পতাকা
উড্ডীন করি উচ্চে, ঊর্দ্ধ শির তুলি,
হর হর বোমনাদে গগন বিদারি,
ধরাবক্ষে ঘটাইয়া প্রলয়; দৈত্যশক্তি
জাগাই রে, জগতে ঠেলিয়া ফেলে দিই
মহাশূন্যে অনন্ত সাগরে; রবি শশী
গ্রহে দেবতায় ফুৎকারে নির্ব্বাণ করি,
সূচিভেদ্য অন্ধকারে একা একেশ্বর
নির্ম্মাইব রাক্ষসী মেদিনী; প্রেত ভূত
দৈত্য-দানা প্রজাকুলে লয়ে বিশ্বে পুন
করিব বিহার; বিকট লীলার রঙ্গে
অট্টহাসি হাসিব করিব মহামার,
মুছে দিব স্মৃতিপটে এ ছার সংসার;
ত্রিলোচন ত্রিভুবন হইবে সংহার;
যাই, যাই, দিতে রণসমুদ্রে সাঁতার।

[বেগে জরাসন্ধ ও লম্বোদরপুত্রের প্রস্থান।

সহদেব।—ওহো সর্ব্বনাশ! শূন্য অস্ত্র রথ রথী
উন্মাদের মত, পশিলেন পিতৃদেব
অসংখ্য বাহিনীমাঝে একা অসহায়,
পুত্র হয়ে, স্থিরভাবে কেমনে নেহারি?
নাহি পারি, হোক্ পিতা পাষাণ আমার,
যেতে হল পৃষ্ঠবল হইতে পিতার।

(প্রস্থানোদ্যত)

বিল্বদেব।—
কোথা যাবে? পিতা তব দম্ভ-অবতার,
মহাদর্পী, তৃণজ্ঞান করে এ সংসার,
নাহি লবে সাহায্য তোমার, ফিরে চল,
ভবিতব্যে যা আছে তা হবে।

সহদেব।—ওহো! ভবে
বৃথা জন্ম, বৃথা কর্ম্ম, বৃথা এ জীবন;
বৃথা বীর পুত্র নাম; কি কাজে রহিনু,
কি করিনু এ জগতে আসি? নাহি হলো
পূর্ণ মোর আকাঙ্ক্ষা প্রাণের। অনাদরে
অবিচারে শুষ্কপ্রায় আশার সাগর।
কাননে ফুটিনু কাননে ঝরিনু,
চক্ষে কেহ দেখিল না দেব, লইল না
করে তুলি, বাস গিয়া মিলায় আকাশে!
নৈরাশ্যে ভাসিতে সদা নয়ন-আসারে,
চল, গুরু, চল যাই লুকাই আঁধারে।

[বিল্বদেব ও সহদেবের প্রস্থান।

(সন্তর্পণে শিবির হইতে লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বোদর।—বাস্ বাবা! দুটো দুঠাঁই হ'ল, আমিও বাঁচলুম। পাশ ঘেঁষে এখন পালাবার পন্থা দেখ্‌তে পারব। ওই যে ছোঁড়া ঘোড়ায় উঠে দলবল সমেত লম্বা দিলে, আর এ দিকে, ও বাবা! কোস্তাকুস্তি ধস্তা-ধস্তি যেন দুটো ধর্ম্মের ষাঁড়ে লড়াই বেধেছে, বিষেখানেক ভূঁই যেন দুটোতে চোষে ফেল্লে, বেঁধে ফেল্লে যে?

তবেই তো,কি হবে ? আমি এখন ভুঁড়ি সাম্‌লাই কি নিশেন আগ্‌লাই ? ওই যা ! ধল্লে বুঝি ! ক ব্যাটাতে এদিকে আঙ্গুল দিয়ে আবার কি দেখাচ্ছে ! তাই তো ! চার পাঁচ ব্যাটা ছুটে আসে যে,তবে বুঝি ধল্লে,ছুটে তো ব্যাটাদের সঙ্গে পার্‌ব না, কি করি ? নিশেন বুকে ক'রে তে মড়ার মতন প'ড়ে থাকি, তার পর যা আছে বরাতে। (লম্বোদরের শয়ন)

(চারিজন মথুরা-সৈন্যের প্রবেশ)

প্রথম সৈন্য। কৈ রে, কোথা গেল

দ্বি-সৈন্য। ঐ বুঝি রে, ঐ বুঝি।

তৃ-সৈন্য। আরে না, ওটা সেই ভুঁড়ো শালা, নেড়ে চেড়ে দেখ্‌ দিকি ?

১ম সৈন্য। (লম্বোদরকে ঠেলিয়া) এই ওঠ্‌, আরে ! সেই তো, মট্‌কা মেরে পোড়ে আছে দেখ্‌ছি !

লম্বোদর। উঁহু, মোরে ভূত হয়ে আছি বাবা !

৪র্থ সৈন্য। ভূত বটে, দে তো ঠ্যালা।

২য় সৈন্য। টেনে তোল তো ব্যাটাকে।

লম্বোদর। মিছে কেন গোল কর বাবা ? আমি নড়নচড়নহীন হয়ে শেকড় গেড়ে পোড়ে আছি, হাজার খোঁচাখুঁচি কর, উঠ্‌ছি না।

৩য় সৈন্য। ও ব্যাটা ত্যাঁদড় ! তোমার ভিরখুটী বার কচ্চি দাঁড়াও, নে তো ব্যাটার নিশেনটা কেড়ে।

লম্বোদর। ঐ তো বাবা ! বেরসিকের মতন আল্‌গা কথাটা কয়ে ফেল্লে। ও বাজে কথাটী বলো না বাবা ! নিয়ে যেতে হয়, সবশুদ্ধ নিয়ে চল,নৈলে এই মরণ-কামড় কাম্‌ড়ে রইলুম, কৈ টেনে নাও দিকি ?

১ম সৈন্য। তোকে সুদ্দুই তো নিয়ে যাব, উঠে আমাদের সঙ্গে আয়,তোর রাজার সামিল ক'রে দিই গে।

লম্বোদর। ও বাবা ! আমি বেতো মানুষ, বাত চেগেছে, হাঁট্‌তে কি, উঠতেই পোড়ে যাব।

২য় সৈন্য। তাই তো,তবে কি তোকে পাল্কী ক'রে নিয়ে যেতে হবে নাকি ? ব্যাটার আস্বা দেখ। যাবেন জেলে, তার কেঁড়েলী কতো !

লম্বোদর। না বাবা! পাল্কীও চাই না, গাড়ীও চাই না, আমি বরঞ্চ এই ডাণ্ডা-গাছটা ধ'রে ঝুলি, তোমরা অনুগ্রহ ক'রে কাঁধে ক'রে—কি বল ?

৩য় সৈন্য। তাই তো, এ ব্যাটা যে বড় জ্বালালে, কি করা যায় ?

৪র্থ শৈন্য।—কি আর হবে, কত আর দেরী কর্‌ব ? চ, ব্যাটা যে হিসাবে যেতে চায়, তাই করা যাক্‌; ধর ব্যাটা ভাল ক'রে ধর, দেখিস্‌ যেন হাতপা ছেড়ে কুমড়ো গড়ান গড়াস্‌নি।

[লম্বোদরকে ডাণ্ডায় ঝুলাইয়া চারিজন সৈনিকের প্রস্থান।

(ভেরীবাদক ও রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ।—কৈ, কোথা ? কর অন্বেষণ।

ভেরীবাদক।—হের প্রভু !
ঐ দূরে বন্দীভাবে বলদেব পাশে।

শ্রীকৃষ্ণ।—ভেরীরবে, কর আবাহন, শৃঙ্খলিত
কেশরীরে প্রাণ ভিক্ষা করাব এবার,
যাচাইব দাম্ভিকেরে, দর্প অবতার
অবনতমাথে লবে আদেশ আমার।

(ভেরীবাদক কর্ত্তৃক ভেরীরব ও শৃঙ্খলিত জরাসন্ধকে লইয়া বলদেব ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বলদেব।—লহ ভাই, বন্দী তব মগধরাজন্।

শ্রীকৃষ্ণ। নর-প্রেতে কি হবে লইয়ে বলদেব!
একা নহে, আছে দৈত্য-অংশজাত বীর
বহুতর ভারত ব্যাপিয়া, একে একে
সবারে যে চাই; শৃঙ্খল খুলিয়া দাও,
যেতে দাও পিশাচে পাইতে নব বল,
এই সপ্তদশ বারে, সমর-সাগরে,
ধরার অর্দ্ধেক ভার দিছি বিসর্জ্জন।
এখনও সঞ্চিত অর্দ্ধ আর; যেতে দাও,
পুনঃ গিয়ে অবশিষ্টে আনি দিক্ ডালি,
ঘুচাই মা ধরিত্রীর কলঙ্কের কালি।

বলদেব।—(জরাসন্ধের শৃঙ্খল খুলিয়া)
যুদ্ধ-আশ মিটিল তো,যাও যথা ইচ্ছা যাও,
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ হয়ে বিবরে লুকাও।

[জরাসন্ধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জরাসন্ধ।—
ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল! এ যে
জ্বালা তক্ষকদংশন! দীপ্ত হুতাশন,
প্রাণ, মন, হৃদি, কায়,বেড়িল চৌদিক;
পুড়ে গেল, পুড়ে গেল সব! আশৈশব
ঊর্দ্ধশিরে অভিমানভরে, ভারতের
অগ্রগণ্য ছিনু! কি গন্ধর্ব্ব, দেব, নর
হেরিত সভীত-নেত্রে আমা পানে সদা!
আজ হায় কি হইল? দর্প অভিমান
জন্মশোধ গেল বুঝি চ'লে! সবে এবে
নেহারিবে ভ্রূকুটি করিয়া, দেখাইবে
ইঙ্গিতে আমায়; কাপুরুষ কবে, রবে
এ চিরকলঙ্ক কথা গ্রথিত গাথায়!
হায়, হায়, অবশেষে এই ছিল ভালে?
বালকে হরিল যশ? হইল অবশ
বিশাল এ যুগ্মবাহু মত্ত করী-বল,
অটল এ দেহ-শৈল নারিল বারিতে
প্রবল সে বলে, ছলে জিনিল সকল।
শূন্যপ্রাণে কোথা যাব? কারে দেখাইব
কলঙ্কিত কালামুখ আর? ত্রিসংসারে
টিটকারি দেবে, ভবে নাহি বুঝি ঠাঁই?
আত্মহত্যা—আত্মীয়ে কোথা দেখা পাই?
সব গেছে, নিভে গেল কলঙ্কের আলো,
ওহো, ওহো, এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।

[জরাসন্ধের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মথুরার রাজ-অট্টালিকা—তোরণ।
(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত)

শ্রীকৃষ্ণ।—দিন যায় দিননাথ কিরণ গুটায়,
পশ্চিম আকাশে শোভে রক্তিম ছটায়
ধীরি ধীরি বহে বায়, আঁধার মাথায়,
জাগ্রত জগতে জীব জীবন জুড়ায়,
কিছু পরে মগ্ন হবে গভীর নিদ্রায়,
শ্রমশ্রান্ত কলেবর হবে শান্তিময়!
কিন্তু হায়, এ কি দায়, বর্ণক্লান্ত কায়,
কেন না জুড়ায়? যেন জ্বলি কি জ্বালায়!
কত কথা আসে মনে, দূরস্মৃতি সনে
ভাসে যেন যমুনা-জীবনে; যেন কোথা
কে কাঁদে বিজনে, বহে ধারা দু-নয়নে।
উন্মাদিনী-পারা, আহা ওরা সকাতরা
কারা রে আমার; করুণার তন্ত্রীখানি
বাজাইয়ে দিল, নয়নসলিলে ভাসি
শান্তি হ'রে নিল?—শূন্য প্রাণে কাঁদি তাই
হেরিতে না পাই, পাষাণে গঠিত চিত,

এ কি রে বালাই, ভাবনায় মগ্ন হয়ে
যাই ! কাঁদি কাঁদি প্রাণভয়ে কেঁদে তো না
পাই ! ভাই,ভাই,কবে তুই ফিরিবি রে ?
জ্বলন্ত আগুনে জল কবে ঢালিবি রে ?
যশোমতি ! আর কি মা ফিরে পাব তোমা ?
ও মা,ও মা,অশ্রুজল কবে মুছাবি মা ?

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আমার শূন্য এ সংসার।
আমি শূন্য করে এসেছি
প্রাণ সে মহামায়ার—
ব্রজে শূন্য-প্রাণে আছে সবে শবেরি আকার॥
যত রতন কহিয়ে মোরে যতন করেছে,
তত কপট মায়ারি মোহে মোহিত রেখেছি,
যত লালনে পালনে প্রাণে মমতা ঢেলেছে,
তত কঠিন হইয়ে বুক পাষাণে বেঁধেছি,
শেষে রাখিয়ে এসেছি হাহাকার !
কেঁদে কাতরে ডেকেছে
ফিরে চাহিনি কো আর॥

(গান করিতে করিতে উদ্ধবের প্রবেশ)

আমি কাঁদিতে,কাঁদিতে ফিরে এসেছি কেশব।
সাথে এনেছি সে গোকুলের হাহাকার রব॥
কেহ দিয়েছে দীর্ঘশ্বাস,
কেহ দেছে হা হুতাশ,
কারো বা পেয়েছি শুধু রোদন নীরব।
কারো ক্ষীণ কণ্ঠরব নিদয় মাধব॥
কেহ পাঠায়েছে আঁখিনীর,
মমতা-মথিত ক্ষীর,
বিষাদ-ব্যথিত চিত হৃদয়-রুধির—
কিবা পিতা মাতা সখা সখী,
সম দুখে সবে দুখী,
উথলে উঠেছে ব্রজে বিরহ-অর্ণব।
তবাশায় নিরাশায় ভেসে যায় সব॥

(শ্রীকৃষ্ণের গীত)

আজি এ পাষাণ ভাঙ্গিল রে ভাই।
নাহি ঠাঁই জ্বলন জুড়াই,
ভাবে বুঝি-বুঝি আমার মা যশোদা বেঁচে নাই।
ওরে কাতরে কাঁদিলে পরে,
কাঁদিত রে বুকে ধ'রে,
ক্ষণে হারা ফিরিত মা পাগলিনী পারা !—
আজি এত কাঁদি মা মা ব'লে,
মা কৈ করে না কোলে,
করে ধরি দে রে বলে (কোথায় আমার)
দুঃখিনীর মার দেখা পাই॥

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাধাকুঞ্জ—কাত্যায়নীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা।
(রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। কাত্যায়নি ! কর মা করুণা,
মা গো তোর—
অনাথিনী অভাগিনী দুঃখিনী সুতার
সহে না যে জ্বালা আর ছারখার প্রাণ !
শোকে ক্ষীণ দীন জীর্ণতরীখানি
আর যে মা বহিতে পারি না ! প্রতি অশ্রু
প্রত্যেক নিশ্বাসে,হা হুতাশে হতাশের
বিষাক্ত শোষণে, বক্ষের শোণিত মাগো
শুকায়েছে ঝলকে ঝলকে। কাঁদিবার
আর শক্তি নাই,ইচ্ছা নাই,আশা নাই,
বাসনার ফাঁসি খুলে গেছে। দয়াময়ি—

দিন দে মা, কোল দে মা অকূল পাথারে!
কৃষ্ণ হেন পতি বাম, কাজ কি মা প্রাণে?
প্রাণ রেখে কারে দিতে রব? স্বামী প্রভু
ইষ্টদেব—পরকাল-সাথী, সকলি যে
শ্রীকান্ত আমার। ভিখারিণী করে গেছে,
মা গো জন্মশোধ কাঁদায়ে গেছে চলে,
অনেক কেঁদেছি আর কাঁদিতে পারি না—
বড় কষ্টে ডেকেছি মা তোমায়—কোল
দে মা—
মার কোলে লুকায়ে থাকিব—সাথে রব
সর্ব্বাণী গো দাসী হয়ে শ্রীকৈলাসে তোর,
মর্ত্ত্যের এ জ্বালা হতে কর মা নিস্তার,
আনন্দময়ের রাজ্যে করি গে বিহার!
ভুলে যাই প্রাণেশের প্রেয়সীপীড়ন,
ভুলে যাই শোক তাপ জ্বালা! কৃষ্ণপতি
দিয়েছিলি বৃন্দাবনে ব্রজবালিকায়,
কৃষ্ণপতি পরলোকে দিস্ মা ঈশানি!
কৃষ্ণপদাশ্রিতা মৃতা শুষ্ক-লতিকায়!
বল্ মা বল্ মা তারা, নহে মা এখনি
বক্ষরক্ত যতটুকু আছে, বিদারিয়ে
দিব মা চরণে তোর এ জন্মের শোধ।
কথা ক মা কাত্যায়নি! দে গো মা আশ্রয়
আসন করিয়া মহা মৃত্যুযোগে বসি,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাক্ কায়া-কারাগার
ধরায় ফেলিয়ে তোর কোলে মা মিলাই।
আত্মহা পাপের শাস্তি পাইব প্রবোধ—
পাষাণী পূজিতে শ্বাস করিয়াছি রোধ!

(যোগাসনের উপক্রম)

(সজীব প্রতিমার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হস্তধারণে
(অগ্রসর হওন)

কাত্যায়নী। সংবর মা শক্তিরূপিণি! মহামায়া
কেন হেন মায়ায় মোহিত? ধর তব
পুরুষ প্রকৃতি! নিভাও বিরহানল—
প্রেমানল জ্বালহ শ্রীঅঙ্গে পুনঃ মিশি
গোলোক আলোক থাক ভূলোক বিকাশি।

(রাধিকা অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের
করধারণ করিয়া গীত)

এস এস বঁধু মধুমাখা মুখে,
চোখে চোখে তোমা রাখি।
অনেক দিনের না দেখার শোধ,
নিতে চায় দুটী আঁখি॥

শ্রীকৃষ্ণ।—আর ত হব না দুজনে দুঠাই,
অঙ্গে অঙ্গ হব মেলা।
ক্ষণেকে হারাব, ক্ষণেকে ফিরে পাব,
খেলিব প্রেমেরি খেলা॥

রাধিকা।—বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কালো কেশরাশি নিগড় করিয়া,
বাঁধিব পদারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নিউক আসিয়া,
পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥

(বৃন্দা ও গোপিকাগণের প্রবেশ)

বৃন্দা। (নেপথ্য হইতে কহিতে কহিতে) ও
রাজকুমারি! বুক বাঁধ, তোমার শ্যামসুন্দরকে
এই আমরা মা যশোমতীর কোলে দেখে—
ও মা, এ কি? এই যে হেথাও হাজির!
গোপিকাগণ।—তাই ত! ও মা, এ কি গো?

(নেপথ্য হইতে একজন রাখাল দৌড়িয়া
বলিতে বলিতে প্রবেশ ও গমন)

রাখাল। ভাই কানাই আমাদের গোষ্ঠে এয়েচেন, আমি সবাইকে বলি গো।
বৃন্দা। ও সুমঙ্গল! এই যে তোদের ভাই
কানাই হেথা।

রাখাল। (ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া)

অ্যাঁ! তাই ত! ভাই! তুই এখুনি আবার
হেথায় কেমন করে এলি? তা হোক্,
আমি বলি গে গো!

(হঠাৎ পটপরিবর্ত্তন, সজ্জীভূত নিত্যলীলা-
সনের দৃশ্য প্রকাশ)

(কাত্যায়নী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিত্যলীলাসনে
দণ্ডায়মান করাইয়া)

রহ দোঁহে মিলাইয়ে আত্মকায়-মনে।
রহ নৃত্য করিতে এ নিত্যলীলাসনে।
আহা মরি,ওরে, আর কে বলিতে পারে,
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়া, কে কহিবে
শ্রীহীন গোকুল? হের চির অভ্যুদয়
বৃন্দাবন-ছাড়া কভু নয়, যে ডাকিবে,
সে পাইবে, সাধনের লীলাক্ষেত্র হেথা;
অসংখ্য সাধক-হৃদে এক আত্মময়
অসংখ্য হইয়া রবে অসংখ্য আত্মায়—
অসংখ্য তরঙ্গ-হৃদে একা দিবাকর,
অসংখ্য হইয়া যেন প্রদীপ্ত রহিবে।
ভক্তিময় হবে, ভবে ভক্ত কোলে পাবে,
প্রেমের ভক্তির স্রোত অনাহত রবে,
ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী অঞ্জলি পূরিয়া
যুগল-মিলনে নিত্য অমৃত পিয়িবে।
নিত্যলীলা মাধবের নিত্যই চলিবে।

(গোপিকাগণের নৃত্যগীত)

দাঁড়াল দাঁড়াল বঙ্কিম ঠামে
বামে শ্যাম-সোহাগিনী।
ঝলমল চূড়া ঢলিয়া পড়িছে
দোলে ফণিনী বেণী॥
চূড়া চরণ ছুঁইতে হেলিছে বামে,
বেণী হেলিছে দুলিছে বাঁধিতে শ্যামে,
শ্যাম নীলকান্তমণি (আমাদের) কাঁচা
সোণা কমলিনী॥
ভাল মিলেছে মিশেছে সেজেছে ভাল,
ওলো কালোতে ভালোতে জ্বলেছে আলো,
শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ ঢালি (আমাদের)
নিত্যলীলা-বিলাসিনী॥

যবনিকা-পতন।

প্রণয়-কানন বা প্রভাস।

প্রস্তাবনা।

—•—

প্রেমিক ও প্রেমিকাগণ।

(গীত)

মিলে মিশে খেল্‌বো খেলা।
প্রেমের খেলা-ঘর।
মাখামাখি কর্‌বি যদি,
আয় নারী আয় নর॥
প্রেম শিখাবে প্রাণের কিশোরী,
কুঞ্জে কালার বাজ্‌বে বাঁশরী,
শুন্‌বি শুনে মর্‌বি যদি
আয় নারী আয় নর॥
বাস্‌বি ভাল বরণ কালিয়া,
জ্বাল্‌বি হৃদে অনল জ্বালিয়া,
ঘোর বিরহে কাঁদ্‌বি যদি,
আয় নারী আয় নর॥
হুতাশ প্রাণে মর্‌বি মরমে,
আঁধার ঘরে ভাস্‌বি সরমে,
শেষ মিলনে হাস্‌বি যদি
আয় নারী আয় নর॥

———

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক

—•—

দ্বারকা—রাজভবন।

(শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত)

শ্রীকৃষ্ণ।—(স্বগত) পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি
করিব পালন,
যজ্ঞব্রতে করাইব ব্রতী,
পবিত্র প্রভাস তীর্থ
দেবতার বিচরণস্থান
তথা স্থান করিব নির্ম্মাণ।
তীর্থভূমে হইবে মিলিত,
মহোৎসবে মাতিব তথায়।
রচিব মণ্ডপ বেদী
যজ্ঞকুণ্ড কাটি বৃহৎ—
অফুরন্ত ভাণ্ডার বসাব সারি সারি
যে যা চাবে পাবে তাই
আশা পূর্ণ করিব সবার।

(গীত)

বিরসে না রবে রসে রাসিব সবায়
প্রভাসে তুষিব ঢালি মন,প্রাণ কায়॥
যে যা চাবে পাবে তাই,
না রহিবে নাই নাই.
কল্পতরুরূপে সবে দেখিবে পিতায়।
বাসনা পূরিবে রবে মাতিবে আশায়

বলরাম।—কি ভাবনা ভাবিছ কেশব,
কেন ভাই কেন হেরি ভাবের অভাব,
স্থির তুমি হিমাচল মত,
কেন এত অস্থির এখন ?
কেন হেরি কুঞ্চিত কপাল—
কপোল কেন বা শুষ্ক, চক্ষে কেন জল
কি বেদনা করেছে চঞ্চল ?

শ্রীকৃষ্ণ।—অচঞ্চল অটল অচল,
চিরস্থির আমি তো অগ্রজ !
কৈ কিসে হেরিলে অস্থির ?

বলরাম।—
গোলোক আলোক ভাই কি লুকাও মোরে ?
লুকাচুরি আমি জানি ভাল
ক্ষীরোদসাগরে যবে বুকে ধরে ছিনু—
দেবতার অনুরোধে অসুরদমনে,
বসুধার-ভার বিমোচনে—
এসেছিলে আছে ত স্মরণে
রেখেছিলে লুকাচুরি খেলা।
সে খেলার রহস্য ভেদিয়ে,
এসেছিনু সাথে সাথে,
চিনেছিনু চিন্তামণি তোমা।
এবে তবে কি লুকাও মোরে ?

(গীত)

ভেবেছিলে যে ভাবনা ভবে আসিতে।
সেই সে ভাবনা এবে পাই দেখিতে।
এসেছে এসেছে ঘোর
না জানি কি ভাবে ভোর,
প্রাণ মম কায়া ছায়া হেরি আঁখিতে।

শ্রীকৃষ্ণ।—সে ভাবনা নহে গো অগ্রজ !
এ ভাবনা ভাবিতেছি জনকের তরে,
আদেশ তাঁহার—
পালিতে না পারি যদি কি ছার জনম
কি ছার এ ভব-ভূমে জীবনধারণ ?
পিতৃমান পিতার সম্ভ্রম
বাড়াইব বাসনা হৃদয়ে
ঔরসে জনম লভি
সন্তানের যথাকার্য্য সাধিব সত্বর।

(নেপথ্য হইতে বীণাযন্ত্রে গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

"ভজহুঁ" রে মন, নন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধুরে ॥
শীত আতপ, বাত বরিখন,
এ দিন যামিনী জাগিয়ে ॥
বিফলে সেবহ, কৃপণ দুর্জ্জন,
চপল সুখ লাভ লাগিয়ে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি পরতীত রে,
কমলদল-জল, জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদসেবন দাস্য রে ॥"
পূজন সভজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ।—হে দেবর্ষি দয়াময়,
বিধাতার মানস তনয়,
মহামন্ত্রী যন্ত্রী ভকতের
ভাগ্য মানি—ও পদস্পর্শনে।

নারদ।—মহা আপ্যায়িত আজি হইনু কেশব,
কহ এবে কেন দাসে করিলে স্মরণ ?

শ্রীকৃষ্ণ।—যজ্ঞ আয়োজন
মহাত্মন্—
করিয়াছি তুষিতে পিতায়
প্রভাসের তীরে হবে মহান্ উৎসব।

তব প্রতি মহাভাগ
ভার দিনু নিমন্ত্রিতে সব
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যে যথায় রয়,
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
দেব নর নাগ আদি করি,
সবে যেন আসয়ে প্রভাসে।
মাত্র সুধু যেও না শ্রীবৃন্দাবনধামে।

নারদ।—যথা আজ্ঞা হে কেশব পালিব সত্বরে।

শ্রীকৃষ্ণ।—এস তবে এস ঋষীশ্বর !!

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

বলরাম।—বুঝিলে ত দেবঋষি
যেতে মানা বৃন্দাবনধাম।

নারদ।—মানিব না মনে বুঝহ শ্রীরাম।

(গীত)

আমি যুগল ভাঙ্গা দেখ্‌বো নাকো আর।
আমার যুগল চরণ সার॥
আমি প্রাণ দে পূজি যাঁয়,
যাঁর নাম বাজে বীণায়,
তাঁরে আন্‌বো মানা মান্‌বো না এবার॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

শ্রীবৃন্দাবনধাম—নন্দালয়।

(নন্দ, উপানন্দ, যশোদা উপস্থিত)

(রাখালগণের প্রবেশ ও গীত)

ও মা রাখালরাজে
দাও সাজায়ে প্রভাত হয়েছে।
ধেনু বৎস সনে সবে হেথায় এসেছে॥
চাঁদমুখে ননী দিয়ে
মুখখানি দাও মুছাইয়ে,
মোদের সাথে যাবে মধুর নাচ নেচে নেচে।
বেণুর রবে ফিরবে ধেনু তার পিছে পিছে॥

যশোদা।—গোপেশ্বর হের াক বিপদ্।
প্রতিদিন প্রাতে আসি
গোপাল গোপাল বলি
ডাকে সবে দুয়ারে আমার
প্রতিদিন প্রাতে উঠি
ভুলে যায়—পলায়েছে সে নিঠুর হয়ে!
নাহি সে কহিলে কাঁদে সারা হয় এরা—
হায় হায় কি দারুণ দুঃখের পসরা।
ভাবি মরি মরে যত সোণার বাছারা!

(গীত)

ও বাপ্—
গোপাল কোথা পাব তোদের গোপাল
পাব কোথা।
গোপাল আমার পর হয়েছে
বুকে দিয়ে ব্যথা।
তোদের গোপাল পাব কোথা॥
যেথায় গেছে সেথায় না কি সে,
বাপ্ পেয়েছে মা পেয়েছে সঙ্গী পেয়েছে,
তাদের হয়ে তাদের নিয়ে সুখে আছে সেথা,
মোদের গোপাল পাব কোথা॥

সুবল।—
কি বলিলে মা যশোদা! রাখালরাজা ভাই
নাই হেথা চোলে গেছে ওহো চোলে
গেছে চোলে গেছে ভুলেছিনু মোরা
হায় হায়!
এ ভুল যে বড় ভাল ছিল
কেন ভুল ভেঙ্গে গেল—
কেন পুনঃ জানালি জননি?
মনে হলো ভেঙ্গে গেল বুক,

"চূর্ণ আশা চকিতে মিশাল।"
সে-হেন সোণার ভাই কোথা পাব আর,
কে আর বিপদাপদে করিবে নিস্তার ?

(গীত)

মোদের—
সকলি ছিল গো, সকলি গিয়াছে,
ডুবে আছি দুঃখসলিলে।
একার বিহনে, সকলি আঁধার,
বাঁচি বুঝি প্রাণে মরিলে ॥
স্বপনের মত এসেছিল শ্যাম,
দিয়েছিল প্রাণে পূর্ণ প্রাণারাম,
না জানি কি দোষে, হয়ে শেষে বাম,
হেন শেল বুকে হানিলে ॥
নাচিয়ে নাচাত, হাসিয়ে হাসাত,
ভালবেসে ভালবাসা সে শিখাত,
কোল দিয়ে কোলে, তুলিত উঠিত,
সে সব কেমনে ভুলিলে ॥

নন্দ। ওরে বাপ রাখালিয়া,
নিদয় সে, নহে আমাদের !
এসেছিল মজাইতে মজাইয়ে গেছে
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সবাই ঝুরিছে
দিশাহারা লক্ষ্যহীন ;
বক্ষের শোণিত ঢালি অশ্রুনীর-ধারে
এ দেশায় বাতনা উহারে,
কেহ কারে চিনিতে না পারে—
চিন্তামণি ডুবে গেছে অচিন্ত্য সাগরে।

উপা। ফিরিবে ত বোলে গেছে আসিবে ত ফিরে—
পিতা মাতার কোলে বসিবে সাদরে !

নন্দ। আহা ভাই, কি বিশ্বাস তারে ?
হাসিতে হাসিতে যবে মথুরা হইতে
কাঁদাইয়া ফিরাইল তোমারে আমারে—
কি কথা কহিয়াছিল,
কি প্রতিজ্ঞা করেছিল,
সব তব আছে ত স্মরণে।

উপা। কহেছিল রাজকার্য্য সাধিয়ে সত্বরে
শূন্যব্রজে আসিবেক ফিরে।

নন্দ। কৈ এল কৈ ভাই,
সত্বর সে কতকাল পরে ?
বর্ষশত কেটে গেল আজও তো এল না,
ভক্তি ভালবাসা তার সকলি ছলনা।

(গীত)

ওরে ছল্‌তে এসে ছ'লে সবায়
চলে গেছে সে।
ঘোর অনলে জ্বল্‌তে
সুধু রেখে গেছে রে !
হা-হুতাশে ফাটাও পোড়া বুক,
আঁধার কোলে লুকাও কালামুখ,
(সদা) বুকভাসানো কান্না কাঁদ যত পার যে ॥

যশোদা। গোপেশ্বর কত কাঁদি আর
জন্মেছে যে কান্নার পাথার,
জীর্ণ-শীর্ণ কলেবরে শক্তি কোথা আর ?

(গান করিতে করিতে নারদের প্রবেশ)

(গীত)

ধন্য শূন্য ব্রজধাম পূর্ণ-শ্যাম নামে রে।
ধন্য নরনারী ধন্য ধন্য পূর্ণ কামেরে ॥
ধন্য এ যমুনাজল,
ধন্য কদম্বেরি তল,
ধন্য দেখা নিত্য সত্য নৃত্য বঙ্ক ঠামে রে ॥

নন্দ। হে দেবর্ষি, এ কি হেরি
দীনে এত দয়া কেন প্রভু ?
দীননাথ ছেড়ে গেছে সবে.
কেন তবে এ শুভাগমন ?

নারদ। মহাত্মন্, মহা আয়োজন
প্রভাসের তীরে এবে।
যজ্ঞব্রতে ব্রতী নারায়ণ
প্রেরেছেন অধীনেরে
করিবারে সবে নিমন্ত্রণ।
ব্রজের যে যে আছে,
গোপ গোপী রাখালিয়া ধেনু বৎসগণ
সবে যেন করয়ে গমন
সবার তাপেতে সেথা তপ্ত নারায়ণ।

নন্দ। হে সাধুসত্তম! মোরা
নির্জ্জীব-শরীরে পুনঃ পাইনু জীবন।
হে রাখালগণ!
লয়ে যাও ঋষিবরে
যে যেথায় করিছে রোদন।

(রাখালগণের গীত)

দেখিবে চল গো দেব এ ব্রজ শ্মশান।
হরি বিনে সবাকার কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কেহ আর বিনায়ে কাঁদে না,
কাঁদে না কি কাঁদিতে পারে না,
ধীরে ধীরে বহে শ্বাস ভেদিয়ে পাষাণ।
অন্তিম সময়ে গায় হৃদিভেদী গান ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

বৃন্দাবন—রাধাকুঞ্জ।

(রাধিকা ও সখীগণ উপস্থিত)

(রাধিকার গীত)

দিন ব'য়ে গেল সই,
দুখ কারে কই,
আশা জলাঞ্জলি দিয়ে সব সই চিতা-সই।
সকলি হয়েছে শেষ,
প্রাণমাত্র অবশেষ,
উদ্দেশে প্রাণেশপদে যাই গিয়ে মিলে রই।
দিন বয়ে গেল সই ॥

বৃন্দা। এ কি সখি এ কি কথা কও,
শতবর্ষ কাটাইলে কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে,
দশম দশায় পড় ঢোলে ?
জীর্ণ-শীর্ণ তনুখানি শুষ্কলতামত,
আছে এক পাশে প'ড়ে,
থাকো না পড়িয়ে রাধে যে কদিন বাঁচো ;
যাবে তো প্রকৃতি খানি,
পুরুষের আশু বাড়াইয়ে
থাক তবু যে কদিন দেখে বাঁচি মোরা।

(গীত)

বিরহিণী ফিরে পাবি দিন।
প্রাণ রাখ লো দুদিন ॥
এত সইলি যদি আশা কেন ছাড়্‌বি,
তিন পো পথে দেহ কেন পাড়্‌বি,
এগিয়ে চলো এগিয়ে চ বহিন্।
পথের শেষে যেম্‌নি পাবি অম্‌নি হবি লীন ॥

রাধিকা। বৃন্দে তুই কি বলিস্
কি প্রবোধ দিস্ এতো শেষে !
জীর্ণ এই পঞ্জর-ভিতরে,
হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে,
অন্তরবাসিনী বায় অন্তরে অন্তরে ;
বুঝিয়াছি এতদিন পরে,
এ জনমে পাব না তাঁহারে।
তাই বলি কাজ কি এই জীর্ণ কায়াখান,
মায়া-মোহে রাখি ফেলে আর ;
ছেড়ে যাই পড়ে থাক্,
ভেসে যাক্ বক্ষে যমুনার

ভাল প্রেম করেছিনু,
ভাল বিষ খেয়েছিনু,
ভাল অগ্নি জ্বেলেছিনু কাজ নাই আর,
মাথায় থুইয়া প্রেমে করি নমস্কার,
ধেয়ে যাই সেথা যেথাকার।

(গীত)

কি সুখে রব,
ভবে রব না, যাব চোলে যাব লো যাব।
ভালবাসা ভুলিব না কিন্তু পলাব॥
প্রাণে প্রাণে প্রাণনাথ,
আসিয়া দিবে সাক্ষাৎ,
এ জন্মে হলো না ফিরে জন্মে বর চাব,
পারি যদি পরজন্মে ভুবন ভরাব।
প্রেমে ভুবন ভরাব॥

বৃন্দা। যাবে যদি একান্তই রাধে,
আমরা কি লয়ে রব আর?
আমাদেরও কৃষ্ণধন গেছে।
বড় ভাগ্যবতী মোরা,
আছি তাই প্রকৃতি লইয়া!
প্রকৃতি চলহ যদি লহ সাথে করি,
চিরসহচরী,
মরিতে না জানি তা নয়,
এস প্রাণ দিব যমুনার জলে

সকলের গীত)

এ জনমে এল না যদি,
ফিরে এল না যদি,
নিরবধি কেন তবে কাঁদায়ে কাঁদি।
বাঁধা বুক খুলে গেল শেষ,
মূলে আশা রহিল না শেষ,
নিরাশায় তাই আজ শমনে সাধি।
ছো এসে শমন আর নই প্রতিবাদী॥

(যমুনায় পতনোদ্যোগ)

(রাখালগণের সহিত নারদের প্রবেশ)

(নারদের গীত)

জয় রাধে জয় রাসেশ্বরী রাই,
বীণার তারে আর না তোরে পাই।
তুই পূর্ণ প্রেমের প্রতিমাখানি,
তুই ভালবাসার রাজার রাজরাণী,
তোর প্রেম-বিরহের একটুখানি পাই।
ডুব দিয়ে আর ঠাণ্ডা হয়ে যাই।

সুবল। কি দেখ ঠাকুর,
সামান্য এ বিরহিণী নয়,
প্রাণ দিতে বসেছে নিশ্চয়,
প্রেমোন্মদা বাহজ্ঞান হয়েছে বিলয়।
নারদ। ঠাকুরাণী শুনেছ কি কথা,
এনেছি বারতা,
ঠাকুরের প্রেরিত এ দাস।
বৃন্দা। কৃষ্ণনাম কহ শুনি,
আর তুমি কি দিবে বারতা।
বারতায় আর বোলো তাঁরে,
রাধারাণী রাখোন পরাণ।
নারদ। কৃষ্ণনাম শোনা সুধু নহে বার্ত্তা মোর,
শ্রীরাধা দেখিবে কৃষ্ণ,
শ্রীকৃষ্ণ রাধায়,
সেই হেতু এসেছি হেথায়।
বৃন্দা। এনেছ কি যন্ত্র কিছু,
দূরবস্তু যাহে দেখা যায়?
স্বর্গে আছে কালাচাঁদ মর্ত্ত্যভূমে রাই।
নারদ। আনি নাই যন্ত্র কিছু,
আনিয়াছি মাত্র নিমন্ত্রণ।
যজ্ঞে ব্রতী শ্যামরায় প্রভাসের তটে,
ব্রজের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা-নিচয়ে
সবিনয় নিমন্ত্রণ তাঁর।

বিশেষতঃ পিতা-মাতার আর শ্রীমতী রাধার
বাল্যসখী রাখালিয়া রাখাল রাজার।

রাধা। যাব সই প্রাণ রেখে যাব একবার
সাজ সবে প্রভাসযাত্রায়,
হে দেবর্ষি হোন্ অগ্রসর.
বলিবেন—
চরণের দাসী তাঁর আসিছে সত্বর।

[নারদের প্রস্থান।

(সকলের গীত)

নিদয় দয়িত কভু নয়।
দয়াময় তাঁরে সবে কয়॥
নিত্য নিজ ধনে ব্যথা দেন,
ফিরে কোলে তুলে ন্যান,
বিরহ মিলনে হয় লয়.
যার ধন তারি হয়ে রয়॥

———

চতুর্থ অঙ্ক

প্রভাস—যজ্ঞভূমির তোরণ।

দ্বারবান্ উপস্থিত।

(যশোদা, নন্দ, উপানন্দ, রাখালগণ
ইত্যাদির প্রবেশ)

দ্বার। ওগো মায়ী প্রবেশ নিষেধ।
রাজপুরী আজ্ঞা বিনা যাইবারে মানা।

(যশোদার গীত)

এত পথ এনু বেয়ে
কোথায় রে বাপ নীলমণি,
তোর দ্বারের দ্বারী করে মানা
শুকায় করে ক্ষীর ননী॥
অন্ধ আঁখি কেঁদে কেঁদে,
এনেছি রে প্রাণ বেঁধে,
দেখিতে না পাব তবু পরশিব দেহখানি,
বুকে রেখে জুড়াব,
আমার নব নীলকান্তমণি॥

দ্বার। ভিখারিণি, ভিক্ষা লয়ে যাও,
কাঁদ কেন—
কাঙ্গালিনী কাঁদিয়ে কি ফল?

(যশোদার গীত)

ধনের কাঙ্গাল নই রে দ্বারি,
আমি কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী;
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌ব তারে—
খাওয়াব এই ক্ষীর ননী।
সামান্য ধন ভিক্ষার তরে,
আসি নাই রে তোদের দ্বারে,
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌তে তারে
রেখেছি এ পাঁজরখানি।

দ্বার। এ কি কথা কহ পাগলিনি?
শ্রীকৃষ্ণ মোদের রাজা,
পিতা তাঁর বসুদেব জননী দেবকী,
কার ছেলে কে তুমি মা হইতেছ,
ছি ছি এ কথা বলো নাকো আর,
অপরে শুনিলে কথা রবে না নিস্তার!

(যশোদার গীত)

ওরে তোদের রাজন শ্রীকৃষ্ণধন,
আমার কি কেউ নয় রে।
বাপ দুঃখিনী প্রাণে এতই কি সয় রে॥
এই দেখ বাপধন,
বিনা কৃষ্ণ প্রাণধন,

কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে গেছে দুটী নয়ন ;
ও বাপ এই দেখ ক্ষীণ দেহ আর নাহি রয় রে ॥
স্বার। আর কথা শুনিতে চাহি না,
কাঙ্গালিনী কর পলায়ন,
নহে কেন অপমান হবি !

(রাখালগণের গীত)

ওরে আয় রে আয় প্রাণের গোপাল,
দ্বারে কাঁদে নন্দরাণী।
ভূপাল হয়ে গেলি ভুলে,
কল্লি মোদের নানাস্থানী ॥
আশার আশে আশ্বাসিয়ে,
এসেছিলি নিদয় হয়ে,
এখন সদয় হয়ে দেখা দে ভাই
দেখি সে চাঁদবদনখানি ॥

নন্দ। কৈ কোথা এল না তো,
তবে আর কেঁদে কিবা ফল।
অভাগিনী চল্ ফিরে চল্।
যশোদা। ফিরে যাব কোথা যাব আর ?
প্রাণ দিই এই দ্বারে তার।
সে আমার না হোক্ আমি রব তার।

(গীত)

আজি প্রাণ দিই দে'খে যা গোপাল।
ওরে যশোদা দুলাল।
কৃষ্ণ নাম কহি মুখে বয়ে যাক কাল ॥
একবার দেখে যা গোপাল।

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ)

(গীত)

ও মা এলি মা আয় মা ধর মা।
আহা কেঁদেছ যত,
আঁখিনীর ধারা এবে মা,
তুল দে এ মুখে ননী সর মা ॥

(যশোদার কোলে উত্থান)

যশোদা। আঃ ! প্রাণ হইল শীতল!
কত রাগ ছিল মনে,
মুখ দে'খে ভুলিনু সকল।
শ্রীকৃষ্ণ। যজ্ঞশালে যাও মা জননি !
যাও পিতঃ সখাগণে লয়ে,
যাইতেছি পশ্চাতে এখনি।

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ব্যতীত সকলের দ্বারমধ্যে প্রবেশ)
(সখীগণ সহ রাধিকার গান করিতে
করিতে প্রবেশ)

আমরা মোরে মোরে এসেছি হে শ্যাম।
শুধু চোখের দেখা দেখ্‌তে গুণধাম ॥
তুমি নিঠুর হলে হলে হলে,
আমরা প্রেমে আছি গোলে,
বুকে বুকে আছে লেখা তোমার মধুর নাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ। রাসেশ্বরী রাধিকা সুন্দরী,
জান না কি এ জনমে হবে না মিলন।
যাও আশুবাড়ি তুমি,
সঙ্গে লয়ে অষ্ট গোপগোপী,
গোলোক পড়িয়া আছে আলোকবিহীন,
যাও আমি যেতেছি পশ্চাতে।
রাধিকা। যাই হে পুরুষ,
জন্মশোধ দেখি ভাল কোরে,
প্রকৃতিরে থেকোনাক ভুলে।

[রাধিকা ও সখীগণের শূন্যে প্রস্থান।

বল। অপ্রকাশ হও স্বপ্রকাশ
এ রহস্য কর হে প্রকাশ।
অন্ধকারে কেন রাখ আর।
অবতার,
খুলে দাও ভবিষ্যৎ-দ্বার,

দেখি, বুঝি, করি হরি
করাইতে চাহ যে প্রকার!

শ্রীকৃষ্ণ। কি আর করিবে ভবে
লীলা-খেলা সাঙ্গ আমাদের!
যে জন্য আসিয়াছিনু,
সাধি তাহা চল বলদেব—
দুষ্টের দমন হলো শিষ্টের পালন,
যুগান্তে হইল ভাই ধর্ম্মের রক্ষণ,
চল এবে করি পলায়ন।
এসেছি প্রভাস, ঘরে ফিরিব না আর,
এইখানে ধ্বংস করি বংশ যাদবের
আত্মগণে লয়ে চল যাই।
ফুরালো ভবের খেলা গোলোকে পলাই।

(উভয়ের গীত)

আর কি হবে ভবে রবে কে।
সাধ মিটেছে বিষাদ ঘুচেছে॥
নর নারী নবীন জীবন জন্ম পেয়েছে।
প্রেমোপবনে ধর্ম্মনিশান ধরায় উড়িছে

পটক্ষেপণ।

ক্রোড়াঙ্ক

—:*:—

গোলোক—রাসমণ্ডল।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীগণ)

(গীত)

গোপীগণ—
জয় জয় জয় জগত-জননী
প্রধানা প্রকৃতি সতী গো।

গোপগণ—
জয় জয় জয় প্রথম পুরুষ
প্রধানা প্রকৃতি-পতি গো।

সকলে—
জয় জয় জয় যুগল মিলন
তাপিত পাতকীগতি গো।
জয় জয় জয় যুগল চরণে
সতত রহুক মতি গো॥

যবনিকা-পতন।

বক্কেশ্বর

বা

সামাজিক নক্সা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অজ্ঞানচন্দ্র কাস্তগীর ... বিলাত ফেরত—Free Love প্রবর্ত্তক।
চালাকদাস গড়গড়ি ... ঐ বন্ধু ও সংবাদপত্র-সম্পাদক।
বক্কেশ্বর হাঁস ... মাষ্টার।
রামকিঙ্কর পলসাঁই ... রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
চৌখসরাম ... মেথর জমাদার।

চারিজোড়া স্ত্রী-পুরুষ ও মেথরগণ।

স্ত্রীগণ

রসময়ী কাস্তগীর ... অজ্ঞানচন্দ্রের পত্নী।
অবলা কাস্তগীর ... ঐ কন্যা।
চতুরা হ্যাঁস ... বক্কেশ্বরের পত্নী।
গৌরবী ... ঝি।
চিকণবিবি ... চৌখসরামের মাতা।

মেথরাণীগণ।

বক্কেশ্বর

বা

সামাজিক নক্সা।

প্রথম দৃশ্য।

বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ।

অজ্ঞানচন্দ্র উপস্থিত।

অজ্ঞান। এবার? পূরো চার্‌পো হ'লে তবে ছাড়ান্! স্ত্রী-স্বাধীনতা কথাটা বড় সহজ কি না? আহা! সোণার বিলেতে যা দে'খে এসেছি, তা কি আর ভুল্‌বো? সেথায় hypocrisy নেই! স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেবে, পূর্ণ মাত্রায় দাও! বিবাহ তো একটা civil contract মাত্র; তবে এত বাঁধাবাঁধি কেন? বিলাতী বিবিরা এখানকার বাঁধাবাঁধি ideaই form কোর্ত্তে পারে না। তাই সেথায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান উন্নতি—তাই western civilization এর এত মান। এখানেও আমি তাই কোর্ত্তে চাই। স্ত্রী-পুরুষে কোন একটা বন্ধনীর ভেতর বাঁধা না থাকে, এইটী দে'খে মোর্ত্তে পাল্লে জান্‌লেম যে, দুশো বচ্ছরের কাজ আমরা বিশ বছরের ভেতর সেরে যাচ্ছি। next generationকে আর বড় বেগ পেতে হবে না। আমাদের এই নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফল তারা ভোগ কর্‌বে—আর বুঝ্‌বে যে, আমরা জগতের কত উপকার ক'রে গেলেম। গুরু Europe ও America, তোমাদের নমস্কার! তোমাদের সমস্ত রকম সকম একে একে হেথায় আমরা Indent কর্‌বো! এ চালাকী না কোল্লে কি আমরা ঠাঁই পেতেম? আমরা ধর্ম্মে হিন্দু, কর্ম্মে christian বল আর যাই বল, তোমাদের ডউল তোমাদের সব—কেবল, আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্মই বল আর হরিই বল, নামটামাত্র রেখে গোঁড়াদের চ'খে ধূলো দিয়ে কাজ হাঁসিল ক'রে নেওয়া। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী pioneer কজন তাই ক'রে গেছেন, আমরাও কচ্ছি, আমাদের ছেলেপুলেরাও কর্‌বে।

(চালাকদাসের প্রবেশ)

অজ্ঞান। কি হে! আমার এই নূতন অথচ আবশ্যকীয় Eree love এর গভীর ভাবটা বাবুদের বোঝাতে পাল্লে?

চালাক। বাঙ্গাল portion ঠিক take up করেছে। আমাদের এদেশী এঁরা নানান বায়না তুলেছেন,—বলেন, দলপতি মশাই যখন কিছু বোল্‌ছেন না, তখন ওঁর কথা কে শোনে? এমন কি, কেউ কেউ আপ-

নার মাথা খারাপ হয়েছে ব'লে সন্দেহ কোচ্ছে।

অজ্ঞান। বলি এ opposite দলের ভেতর আমাদের monied man কেউ আছে, না—ক্ষুদ্দুর নবাবের দল এই বাধা তুলেছে?

চালাক। আপনি ঠিক ঠাউরেছেন—সাধে কি আপনাকে Inspired prophet বলি। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, তাদেরই clamouring বেশী।

অজ্ঞান। Dam'n'd Brutes! আমি তো সে বেটাদের কুকুরের চেয়ে ছোট নজরে দেখি! ঐ বেটারা আমাদের দল খারাপ কর্‌বার মূল। দলপতি মশাই এ কথা রোজ বলেন শোননি? যাই হোক্‌ ভাই! আমার ধারণাকে ভিত্তিহীন ক'রে ঠেলে ফে'লে দেওয়া বড় যে সে লোকের কাজ নয়, Female emancipation এর চূড়ান্ত আমি চাই, This is my order—this is my fiat! সকলকে অবনত-মস্তকে বহন কোত্তে হবে! পয়সাওয়ালা দল যখন আমার পিছনে—আর কর্ত্তাও যখন এতে নিম্‌রাজি হয়েছেন—তখন আমি কোন তোয়াক্কা রাখি না! চালাকদাস! তুমি তাদের বোঝাতে পাল্লে না যে, আমি কে? আমার মূলভিত্তি কত সুদৃঢ়? আমার প্রত্যেক কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হওয়া উচিত কি না? হা নির্ব্বোধদল! আমি যা করি, তোদের উপকারের জন্যই করি; আমার এতে স্বার্থ কি?—কিছু না। আমি যখন এতদিনে এত কায়দা করেও পঞ্চাশ হাজার জমাতে পাল্লেম না—তখন আমি ত কেবল চিনির বলদমাত্র।

চালাক। অবশ্য! This is true to the letter এই দেখুন না—আমি? আমি বেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হ্যান্‌ ত্যান সাত সতেরো লিখে লিখে brain খারাপ কোর্ত্তে বসেছি, কিছুতেই নাম নেই—উল্‌টে বলে, অমন এক এক কাঁড়ি টাকা মাসে মাসে পেলে অমন খবরের কাগজ আমরাও দশখানা চালাতে পারি। হায় রে মূর্খ! এটা বুঝিস্‌ না যে, আমার মতন লেখার ধার কোন্‌ বেটা journalist এর আছে? বিলেত হ'লে আমার লেখা সোণার ওজনে বিক্রী হতো!

অজ্ঞান। হতোই তো! তা ও বেটারা কি বুঝ্‌বে? যত বেটারা উদ্‌ খেতে খুদ নেই বাতাসে নড়ে হাঁড়ি—আশ্রয় দিতেছি, তাই বেঁচে গেছে—জেতের খবর কোন বেটার তো পাবার যো নেই। এ আক্‌ড়া না থাক্‌লে বেটাদের বোষ্টম হয়ে ভিক্ষে করে খেতে হতো। সব দূর কোরে দাও,দূর কোরে দাও,বেটারা—গেলে বাঁচি। কর্ত্তা বোল্‌ছিলেন, পয়সা দিয়ে ধর্ম্ম চালান আর চল্‌ছে না—যাও, গিয়ে বল গে,হুকুমমত কাজ করা চাই—যার ভাল লাগে থাকো, না লাগে গিয়ে লাঙ্গল ধর গে! I autharize you to utilize a sincere party of Soccio radicals to the back bone!

চালাক। আমি তাদের এক রকম চুপ করিয়ে এসেছি—তবে বেটারা মনে মনে গর্‌জাবে, এর তার কাছে নিন্দে করে বেড়াবে, বাগে পেলে কর্ত্তার কাছেও লাগাবে।

অজ্ঞান। বাগে পেলে তো? তুচ্ছ কথা! করুক গে! আমি কাজ চাই—কথা চাই না। আমার লিষ্টমত আজকের দল ঠিক আছে তো?

চালাক। সবঠিক, আপনি জোড়া জোড়া করে call করুন।

অজ্ঞান। All right! (চোতা ধরিয়া নাম ডাক) mrs বিলাসবতী বটব্যাল come সন্ন্যাসী চরণ সাধু খাঁ! (উভয়ের আগমন) —come my dear pair! Glory to the first and fairest specimen of free-love in india. হে ভ্রাতঃ! তুমি পরের স্ত্রী ভাবিয়া এমন সন্তর্পণে রহিয়াছ কেন? এখনি ওই স্ত্রার স্বামী আবার তোমার স্ত্রীকে লইয়া জোড় বাঁধিয়া আসিয়া love এর চূড়ান্ত দেখা-ইবে। সুতরাং হয় কোমর বেড়িয়া নাগাইয়া ধরিয়া, না হয় হাতের ভিতর হাত লইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে, চারি চক্ষে চাহিতে চাহিতে জগংব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া প্রেমম্বরে স্বত্ব-বান হইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমসুখে ভোগ-দখল করিতে রহ। Next—Mrs কুন্দ-নন্দিনী সাধুখাঁ and খাঁদারাম বটব্যাল! (উভয়ের আগমন) Next—Mrs আহরিণী পাকড়াশি and Dr, ভজহরি ভড়! (উভয়ের আগমন) and then Mrs উল্কামুখী ভড় and প্রেতেন্দ্র পাকড়াশি! (উভয়ের আগ-মন) No more! অদ্য এই চার জোড়াতে পরক করা হোক্। হে ভ্রাতা ও ভগিনীচতুষ্টয়, আর্য্যজগতে তোমরা অষ্টজন এক নূতন সৃষ্টির pioneer হইতে চলিলে! Free-love এর প্রচলন করিতে তোমরাই বদ্ধপরিকর হয়ে—তোমাদের লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ! ইংলণ্ড ও আমেরিকা নামক অপূর্ব্ব উদ্যান হইতে যে Free-love নামক অমৃতময় ফল আহরণ করিয়াছি, তোমরা আজি সেই অমৃতফল ভক্ষণ করিয়া Asiatic Soil এ বীচি পুতিলে, তোমাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনীগণ এই বৃক্ষের ফল এর পর কোঁচড় ভরিয়া পাড়িয়া খাইবে ও বিলাইবে। হায়! সেদিন কবে আসিবে? বাঙ্গালায় সে সুবর্ণ-যুগ কবে প্রবর্ত্তিবে? কবে হায়! না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে—ঘৃণিত বিবাহ-প্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে? কবে—যে পুরুষের যে রমণী ও যে রমণীর যে পুরুষ বাঞ্ছা হইবে —সে তাহাকে নির্ব্বিবাদে পাইবে ও প্রেম-লীলার চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইবে?

চালাক। Beg your pardon for this interuption অভিনয় কথাটা ব্যবহার করিবেন না। ও কথাটা অশ্লীলভাবাচক— immorality ও obscenity পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ তথায় অশ্লীল ভ্রাতা ও ভগিনীগণ গাত্রাঘাত করিয়া থাকেন।

অজ্ঞান। অবশ্য! আমি তা মান্য করি—এই কাণ মলিলাম—গালে চড় মারি-লাম—আর ও কথা উচ্চারণ করিব না।

চালাক। আহা! Free-love রূপ যে সুখ-সূর্য্য আজ এই এক কাঠা-পরিমিত ভূম্যাকাশে উদিত হইল, ইহার ছটায় সমস্ত জীবজগৎ আলোকিত হইবে, ও এ সুখ-সূর্য্য আর অস্তমিত হইবে না। এই প্রথাপ্রচলনে কাহারও আর সংসারের টান থাকিবে না, সুতরাং সকলেরই হৃদয়বল দ্বিগুণ হইবে। এমন কি, ঈশ, মুসা, শাক্য-সিংহ, মহম্মদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য ইত্যাদি ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠিবে—ঈশ্বরকে হয় ত নামিয়া আসিয়া প্রত্যক্ষ দেখা দিতে হইবে—আর তাহা হইলেই আমরা ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে জিতিয়া যাইব!

অজ্ঞান। হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! এখন আর একটীমাত্র শিক্ষা দিয়া তোমাদের ছাড়িয়া দিব। তোমরা কে কার্য্য করিতে

বসিয়াছ, ইহাতে অনেক বাধা আসিয়া পৌঁছিবে। কিরূপে সেই বাধা অতিক্রম করিবে—তাহাই শিখাইব। প্রথমতঃ দলস্থ হুতভাগাদল তোমাদের পাছে লাগিবে—হাসিবে, হাততালি দিবে—তখন কি করিবে? তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া জোড়া জোড়া গলায় চীৎকার করিয়া love song গাইবে—সেই চীৎকারে তাহাদের টীট কারীর শব্দ ঢাকিয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ—হিন্দুদল নানান্ বদনাম রটাইবে—তখন কি করিবে? নিজেদের খবরের কাগজে লিখিয়া জানাইবে যে, "আমাদের ছাগল লেজের দিকে কাটিব—তো আমাদের কি?" বস্ এই পর্য্যন্ত! তৃতীয়তঃ—বড় শক্ত কথা হইতেছে—আপনা আপনি একটু গোল বাধিবে। নিজের পরমা সুন্দরী স্ত্রী অপরের সঙ্গে love করিবে, এই হিংসায় প্রাণ ফাটিয়া উঠিবে—তখন কি করিবে? অপর কারো খুব সুন্দর স্ত্রীকে লইয়া খুব প্রগাঢ় love এ মত্ত হইবে—বস্—সব জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। এই হলো তোমাদের Elementary lessons; ইহার পর যেমন যেমন পড়া পড়িবে, তেমনি তেমনি শক্ত শিক্ষা দিব। এক্ষণে আইস, সকলে এই শুভ কার্য্যের সংঘটন জন্য আমাদের মাথার উপরিভাগস্থিত—মনুমেন্টের চেয়েও উচ্চ, সেই অ-হাত, অ-পা, অ-মুখ, অ-বুক, অ-নাক, অ-চোখ, অ-পুং, অ-স্ত্রীং ইত্যাদি বিশেষণবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁকে একবার মিশ্রকণ্ঠে ধন্যবাদ দিই!

(সকলের গীত)

আমরা সবাই তোমার বেটা!
তোমার মেয়ে বেটা, ও বেটা,
কেউ ঠেঁটী কেউ ঠ্যাটা।
তুমি চৌদ্দ পুরুষ বাপ পিতামো জ্যাঠা।
এবার মদ্দা মাগী এক হয়েছি জুটে,
ভাই ভগিনী সবাই মিলে
বল্‌বো গো মুখ ফুটে;—
যারে দেখ্‌বো ভাল, বাস্‌বো ভাল
মেরে বিয়ের মুখে ঝাঁটা।

অজ্ঞান। All right! ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—এইবার তোমরা যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিতে পার।

(জোড়াতুষ্টয়ের গীত)

হাঁটি হাঁটি পা পা, পায়ের উপর দিয়ে পা।
গুটী গুটী চল যাই, জোড়া পোঁপে বাড়া যাই।

[প্রস্থান।

অজ্ঞান। বাঃ বাঃ—কি মনোহর দৃশ্য! আঃ! এই দৃশ্যের পূর্ণতা দেখ্‌তে আর যেন দুবৎসরও বেঁচে থাকি।

চালাক। এ তো হলো, এখন ওদিক্‌কার কি? ওদিকে যে তোমার উচ্চমাথা হৈল হেঁট।

অজ্ঞান। তাই ত চালাকদাস—আমার যে মুখ দেখানো ভার হবে! আমার ছাই ধর্ম্ম কর্ম্ম! তাই ত—কি হবে?

চালাক। হবে আর কি? এমন সব ঘরেই তো মেয়ে ডাগর হয়ে থাকে। শীগ্‌গির বে-টা দিয়ে ফেলুন!

অজ্ঞান। তা হ'লে ভাই আমার Free love এর advocacy কোথায় থাকে?

চালাক। আরে মশাই—মুখে যা বলা যায়—সব কি কাজে হয়? এতে আর লজ্জা কি? আপনার কাজ আপনার হিসাবে করা চাই! আর সব সময় কি নিয়ম রক্ষা কত্তে গেলে চলে—নিয়মভঙ্গের উপমা দেবার অনেক বিশেষ ঘটনা তো রয়েছে।

অজ্ঞান। তাই তো! এ বড় বিষম বিভ্রাট্ হলো! আচ্ছা ভাই, তোমার পরামর্শ ই নেওয়া যাক্। কি করা যায় বল দেখি? অত বড় মেয়েকে বে করবে কে?

চালাক। এখনো টের পাওয়া যায় না। এই সময় আমি একটা মৎলব বলি কি—একটা লোক—বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমাদের দলে আস্‌তে চাচ্ছে—তার সঙ্গে বে দিলে সে বোত্তে যাবে।

অজ্ঞান। কে?—কে ভাই?

চালাক। জাতে বড় ছোট—মেথর—কিন্তু বেটার টাকা অঢেল—এক বুড়ো মা—আর কেউ নেই—ওই যে আমাদের বক্রেশ্বর মাষ্টারের পাশের বাড়ীটে কিনেচে—মস্ত লোক—অথচ ছোক্‌রা বয়েস, কি বল?

অজ্ঞান। তাই ত—মেথর?

চালাক! হলোই বা মেথর! আমাদের তো জাতিভেদপ্রথা নাই।

অজ্ঞান। আচ্ছা, চল, একবার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, তার পর এ বিষয়ের পরামর্শ করা যাবে। এখনই সেই হতভাগা ছুঁড়ীকে আর তার মাকে রীতিমত দমন কত্তে চাই। মেয়েমানুষকে যত বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে—তত বেশ থাক্‌বে।

চালাক। শুধু তাই? মাঝে মাঝে প্রহারটা আস্‌টা না দিলে কিছুতেই পেরে ওঠা যায় না।

অজ্ঞান। মাঝে মাঝে কি হে?—উঠ্‌তে বস্‌তে জুতো মারা চাই। আর ঘর থেকে চৌকাঠে পা দিলে পা ভেঙ্গে দিতে হয়।

চালাক। তা হ'লে যে আবার আমাদের সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে একটু আলগা দিতে হয়। আমরা হলেম দলপতির প্রধান, পৃষ্ঠপোষকের দল, তাঁর যাতে কোন বদনাম না হয়—সেটা লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি বলি—প্রকাশ্যে পূরো সাহেবী সভ্যতা দেখিয়ে—ভেতরে ভেতরে শালীদের অন্তঃপুরী ঝেড়ে দুরন্ত রাখ্‌লেই হবে'।

অজ্ঞান। সেই ভাল, তাই করা যাবে। এখন থেকে ওই সূক্ষ্ম প্রণালীই ধরা যাবে।'

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(রসময়ী ও পুঁটুলী বাঁধিয়া রামকিঙ্করের প্রবেশ)

রসময়ী। বেরো বেটা বেরো!—তোর বাপের মাথায় এই আমার মেয়ে clipperরের বাড়ী মারি—হতভাগা—লম্পট বেটা! আমার বদনাম করা? দুধ দিয়ে বেটাকে কালসাপ পুষেছিলেম—আমার খেয়ে আমারি নামে কর্ত্তার কাছে চুকলি খাওয়া? বেরো ব্যাটা!—তোর কাপড়-চোপড় টাকা-কড়ি নিয়ে বেরো—আমি আর তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

রাম। মা ঠাকরুণ! তুমি দু ঘা মাল্লেও তো আমি কথা কব না। তোমার দৌলতে আমি বেটা রাজার হালে বাস কচ্ছিলেম, দুবছর জামাই আদরে কাল কাটিয়েছি, এখন যাই, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভালোয় ভালোয় চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, বামুনের ছেলে এক কাজ করেছি—বাবা ঠাকুর ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে কেন এ গরীবের সঙ্গে

বে-টাই দিয়ে ফেলুন না—আমারও দাবী-দাওয়া যায়—আপনারও মেয়ে জামাই নিয়ে ঘর-ঘরকন্না কোর্ত্তে পারেন।

রস। আ মর্ বেটা—কাঙাল হয়ে উঁচু সাধ দেখ—যা কচ্চেন, এতেও মন উঠ্‌ছে না, আবার জামাই হবার সাধ! শুন্‌ছিস্, কর্ত্তা যে রকম রেগেছে—তোকে দেখ্‌তে পেলেই চোর ব'লে পুলিসে দেবে।

রাম। তা দিন না—তাতে ডরাই না—আমিও কাছা দিয়ে কাপড় পরি—তাঁর মত তিনটেকে সাত ঘাটের জল খাওয়াতে পারি,—তিনি যাবেন কোথা? রামকিঙ্কর আর মা ঠাক্‌রুণ বামুন ঠাকুর নয়—এখন থেকে পাড়ায় রোটবে, রামকিঙ্কর জামাই বাবু! একবার চোর বোলে দেখুন না, বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেবো না!

রস। এই রে হতভাগা বেটা রুকেছে—আর বেটা কারুর নয়—দেখ্ বেটা—তোর মরণবাড় বেড়েছে—আমি কোথায় ভাব্‌ছি আঁটকুড়ীর ছেলেকে মাথসানেকের জন্যে কর্ত্তার সাম্‌নে থেকে সরিয়ে দি—তার পর গোলমাল চুক্‌লে টুক্‌লে কর্ত্তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার বেটারে ঘরে আনি—হুড়্‌কো বেটা তা বুঝ্‌বে না—কেবল রেগেই মর্‌বে। ওরে হতভাগা! তোর ভালোর জন্যেই বল্‌ছি—এখন তুই বাড়ী থেকে বেরো—বেরো—বেরো!—

রাম। বটে? বটে? ও মা ঠাক্‌রুণ—তবে আমি বাপের সুপুত্তর হয়ে বেরুচ্ছি! যাবার সময় কর্ত্তাকে তোমার বাবু দু-কথা খুব কোরে জোর্ শুনিয়ে যাব বলে কোমর টোমর কসে বেঁধে নিয়েছিলুম—তা তুমি যখন আমার সহায় আছ—তখন আর সে মুখো হচ্চি না। তিনি দামড়া লাফ ছাড়ুন—আমিও খিড়কি দিয়ে লম্বা দিই। মা ঠাক্‌রুণ—একবার তোমার মেয়েকে যদি বাবু ডাকিয়ে—

(অজ্ঞানচন্দ্রের বেগে প্রবেশ)

অজ্ঞান। দুর কোরে দাও—দুর কোরে দাও! ও বেটাকে জুতো মার্ত্তে মার্ত্তে তাড়িয়ে দাও!

রাম। কেন বল দেখি ঠাকুর? আপনার ঘর শাসন কোর্ত্তে পার না? আমি তোমার বাড়ী ৭৩ সালের বানে ভেসে এয়েছি না কি—দুর করে দাও—দুর করা সহজ কি না?

অজ্ঞান। হাঁ—বেটা রাঁধুনি বামুন! যত বড় মুখ, তত বড় কথা?

রস। আঃ কি কর? মারামারি কেন? (ধারণ)

রাম। হোক্ না মা ঠাক্‌রুণ হোক্ না—ধরেন কেন? দেখি না, বাবাঠাকুর বিলাতী এঁড়ে গরু খেয়ে কেমন জোয়ান হয়ে এসেছেন।

রস। চোপ্‌রাও—হারামজাদা! আমি বল্‌ছি—নেকাল যাও!

রাম। তা যাচ্ছি। কিন্তু বাবা ও গয়নার গাই আমায় দিতেই হবে। আমি এ দাবী সহজে ছাড়্‌ছি না!

[প্রস্থান।

অজ্ঞান। বেটা পালাস্ কেন? তুই তো একটা গুণ্ডা ruffian আমার spirit আর moral courage সহ্য করা তোর পক্ষে অসম্ভব! দরোয়ান—পাক্‌ড়ো শালাকো!

(নেপথ্যে) তোমার ঘিয়ে ভাজা দরোয়ানকে ট্যাঁকে গুঁজে নে যাবো।

অজ্ঞান। হুঁ ব্যাটা—দরোয়ান,দরোয়ান!

রস। কি কর? মোড়লের কাণে উঠ্‌বে, পাড়ার সবাই শুন্‌তে পাবে—বারিকে পর্য্যন্ত খবর যাবে—একেবারে মাটী হবে! বেটা যে তেজীয়ান্, সহজে বেরিয়ে যাচ্ছে যাক্—আর ওকে ঘেঁটিয়ে কাজ কি?

অজ্ঞান। কেন বল দেখি? তোমার যে ও বেটার উপর আন্তরিক টান দেখ্‌ছি। ও বেটাকে ছাড়্‌বো? ওকে জেলে ঠেলে—কুটনীর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে পদ্মাপারে রেখে আস্‌বো, তবে ছাড়্‌বো।

রস। দেখ, সাবধান! তুমি আমায় ঠেস্ দিয়ে কথা বলো না। আমি ত এ কাজ করিনি। আর যদিই কোরে থাকি—কি মন্দ কাজ করেছি? তুমি যে অবস্থায় আমাদের ফেলে গেছিলে, তাতে যে হোক্ না, একটা না একটা ভুল কাজ কোরে ফেল্‌তে পারে। আর এমনই বা ভুল কি? আইবুড়ো মেয়ে আপনার খবর যদি আপনি না রাখে তো কে আপনার কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে আগ্‌লে নিয়ে বেড়ায়? সভায় সভায় ঘুরে বেড়াবো, ঘোম্‌টা খুলে খ্যামটার নাচ দেখাবো না ওই কুলকাঠের আংরা কাপড় ঢাকা দিয়ে রাখ্‌বো?

অজ্ঞান। তোমার সভায় যাওয়া ঘোচাচ্চি। বড় বেড়েছো! কোণের বউ থেকে বাজারের স্বর্ণবাই হয়ে উঠেছো! একটা মেয়ের এ খবর তুমি রাখ্‌তে পারো না? এমন নচ্ছার মেয়েমানুষ তো কখন দেখি নি! তোমায় ঘরে পূরে ধানে ভাতে খাওয়াচ্ছি দাঁড়াও!

রস। তা আর ঠাকুর পাত্তে হয় না তা হ'লে আর সমাজে তোমায় মান্‌বে কে? আমায় না রেরুতে হয় তো বাঁচি, ঘরের বউ ঘরেই থাকি। তোমার এই পোড়ার মুখ যাতে দশজনে না পুড়িয়ে দেয়, তাই তো আমি সবার কাছে তোমার গুণ গাইতে ঘুরে বেড়াই। যে সব নূতন নূতন মৎলব বাৎলাও,তোমায় লোকে পাগল বলে,তা জানো?

অজ্ঞান। পাগল বলে বেশ করে, তোর বাবার কি?

রস। এই রে, রোগে ধরেছে—গোবর গুঁজে দেবো যে!

(নেপথ্যে) এদিকে একবার আসুন—আমি সেথা থেকে ফিরে এসেছি।

অজ্ঞান। হ্যাঁ, যাই ভাই! আস্‌ছি, চালাকদাস এয়েছে,একটা কথা কয়ে আসি। যদি মনের মতন খবর না পাই, তোদের মাকে ঝিকে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুতে ফেল্‌বো, আর ঘরে দোরে আগুন দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে।

রস। চল না,আমিও যাই। কি কথা হয়, শুন্‌লুমই বা?

অজ্ঞান। না না—তোমার গিয়ে কাজ নাই। তোমার সাক্ষাতে সব কথা কইতে শুন্‌তে আমি বাধ্য নই।

রস। বাধ্য নও বই কি? কৈ যাও দেখি,কেমন একলা গিয়ে কাগুচে পোড়ারমুখোর সঙ্গে পরামর্শ আঁট্‌তে পার? এই হাত চেপে ধল্লুম—কৈ যাও দেখি,—(হস্তধারণ)

অজ্ঞান। উহুহু—ছেড়ে দাও! আচ্ছা আচ্ছা. যাবে চল! হাত ছেড়ে দিয়ে চল না! (হস্ত ছাড়িয়া দেওন)

রস। তাই বল—সহজের কেউ নও—

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্য দ্বার হইতে মিস্ অবলা ও বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

মিস্ অবলা। না ভাই মাষ্টার, তুমি ঠিক আমার প্রাণে সেঁদিয়ে আমার মতন হয়ে কথা কইছো না। তুমি বুঝ্ছো না যে, আমি তোমার আয়েষার ভালবাসা, কুন্দনন্দিনীর ভালবাসা, কমলিনীর ভালবাসা, আরও অন্যান্য নাটক নভেলের heroine এর ভালবাসার চেয়েও বেশী—মাষ্টার হে! ঢের বেশী ভালবাসি। কিন্তু ভাই, জীবনসর্ব্বস্ব বন্ধু, আমার—কিন্তু ভাই, ওই বিষম অন্তরায় থাক্‌তে আমার দেহমন সমস্ত সমানভাবে পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব! ওই অন্তরায়টীকে পরিত্যাগ কল্লে ত আমার প্রেমের ঢেউ গায়ে লাগ্‌তে পাবে; নতুবা (হস্ত ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া) নতুবা নদী বোয়ে চল্লে ত আমায় কারুর মুখ চেয়ে আর ফির্‌বার—আর এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়—মাগ্‌টীকেও ভাসাও, আমায় নিয়ে ঘর কর! নইলে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর এসো না—এলে পাড়ার লোক ডেকে জড় কর্‌ব্বো।

বক্কে। ওঃ, কি তৃপ্তিকর তেজস্বিনী মূর্ত্তি! darling dear তোমার স্থির সঙ্কল্পের কাছে আমায় হার মান্‌তে হ'লো! কিন্তু কথা হচ্ছে, ওকে ফেলি কোথা?

মিস্ অবলা। কেন, ফেল্‌বার ভাব্‌না কি? ওতো তোমার খুব রোজকারী মাগ্। যাকে দেবে, সেই লুফে নেবে! পুরুষের বাজারে—অমন চালাক-চতুর মেয়েমানুষ যে পড়্‌তে পায়—এ তো আমাদের সমাজ দেখে বুঝ্‌তে পারি না ভাই!

বক্কে। চালাক হলে কি হয়—এদিকে যে তিরিশের কোটা পেরুলেন বোলে—আহা, রূপ তো তোমার অবিদিত নাই? আমি তাড়ালে ভিক্ষে কোরে, না হয় গোলা ঝেড়ে খেতে হবে।

মিস্ অবলা। হাঁঃ—অমনি আর কি—লেখাপড়া জানে—রসিকতা জানে—নাচতে গাইতে বাজাতে সহচরী-সভার একজন প্রধান মেম্বর। কিছু না হয়, বারাণ্ডায় চিক্ ঝোলালেও তো বাবু ভায়ের নজরে পোড়্‌তে পারে!

বক্কে। আমার তো বিশ্বাস হয় না—তা নাই হোক্, আমি তো তাড়িয়ে দিয়ে তোমায় বিয়ে করি, তারপর ও মরুক্ আর বাঁচুক্, আমার অবিচ্ছিন্ন সুখের তো কণ্টক হতে পার্‌বে না! আমার এমন গজমতির মালা তো গলা থেকে খুলে নিতে পার্‌বে না! অবলা সুন্দরি! তাই স্বীকার—তোমার মুখের অনুরোধে—শুধু মুখের কেন—তোমাকে সর্ব্বাঙ্গের অনুরোধে আমি আজ তাকে বনবাস দিয়ে তোমার আনন্দবর্দ্ধন করবো। কিন্তু প্রাণময়ি! তুমি শেষ রেখো, হাতে হাত দিয়ে, প্রাণে প্রাণ দিয়ে আমায় সপ্তস্বর্গে তুলে দিও! তোমায় পুণ্যবতী ব'লে পূজা করবো!

(অবনতজানু হইয়া হস্ত-চুম্বন)

মিস্ অবলা। ভাল, স্বীকার কল্লেম। এখন রাত হয়ে গেছে, এই ক্ষুদ্র প্রাণটী নিজের প্রাণের সঙ্গে বিনি সুতোয় গেঁথে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাও তো ভাই। আমার আজ আর ঘুম হবে না—জেগে রাত কাটাব। কাল তোমার মুখে ঐ কথাটী

শু'নে তবে ঘুমুবো - ঘুমুবো আর মিলনের সুখস্বপ্ন দেখ্‌বো।

বক্কে। আঃ! আশ্বাসে তৃপ্তি কল্লে ভাই। এখন এই চক্ষের জল চক্ষে মেরে—মন-প্রাণ সব এইখানে থোরে, গুটী গুটী যাই ঘরে।

[প্রস্থান।

(অন্য দিক্ হইতে অজ্ঞানচন্দ্রের প্রবেশ)

অজ্ঞান। এই যে কালামুখী বেটী! ওবেটা কে ধাঁ ক'রে ঐ দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল? ও আবার তোর কোন্ বাবা রে বেটি!

মিস্ অবলা। সোরে যাও! সোরে যাও! ও গো, মা গো, বাবার কি হয়েছে দেখে যাও, পাগলের মতন আচালপাচাল পাড়্‌ছেন, আমার উপর কু-নজরে চাইছেন, সোরে যাও, বেরিয়ে যাও! অনধিকার-প্রবেশ Tresspass!

অজ্ঞান। চুপ কর্ বেটি! আবার মুখ নেড়ে কথা কোচ্ছিস্? বল্ ও বেটা কে গেল?

মিস্ অবলা। তাই ভাল করে জিজ্ঞাসা কর না! ওতো মাষ্টার বাবু!

অজ্ঞান। কে? আমাদের বক্কেশ্বর?

মিস্ অবলা। তা না তো আর কে?

অজ্ঞান। তা হোক্ না বক্কেশ্বর? বক্কেশ্বর কি পীর না কি? রাত্তিরে ও বেটা তোর কাছে কি দরকারে এসেছিল রে বেটী?

মিস্ অবলা। ওঃ—পিতঃ! তুমি ভুল বুঝেছ, আমার কাছে একখানা বই ছিল, তাই নিতে এসেছিলেন। উনি তেমন নন। ওঁর চরিত্র খুব ভাল।

অজ্ঞান। ভাল কি মন্দ, তা আর তোকে বুঝাতে হবে না। আমি সব শালাকেই চিনি। ওর সঙ্গে ফের যদি কথা কইতে কি শালাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখি, তা হ'লে দুজনকেই গলা ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবো।

মিস্ অবলা। কেন, এখনি দাও না! আমায় তো আর ভালবাস না। বিলেত থেকে এসে অবধি আমায় কু-নজরে দেখেছ। আমি যদি এতই চক্ষুঃশূল হয়ে থাকি—তো আর-কেন, আমায় পরের ঘরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হোন না?

অজ্ঞান। এইবার তাই দিচ্ছি। তুই পাপিষ্ঠা, তোর মুখ দর্শন কত্তে ঘৃণা হয়—তোর সব নষ্টামী ধরা পড়েছে।

মিস্ অবলা। কেন?-কেন? কেউ বুঝি কিছু লাগিয়েছে? মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর না কেন?

অজ্ঞান। তোর মা-ই তো তোর যম রে! কালামুখী! তোকে বিসর্জ্জন না দিয়ে আর সোয়াস্তি পাচ্ছি না। তুই তোয়ের থাক্, হয় তোর গলায় দড়ী কলসী বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেবো, আর না হয় তোর শীগ্‌গির বিয়ে দেবো।

মিস্ অবলা। বাবা! আমিও তা হলে বাঁচি। তোমার মত নির্দ্দয় বাপের ঔরসে যার জন্ম, তার সকল বৃথা! মেয়ে জন্ম জন্মে অবধি জ্বলছি! এত বয়েস হলো, মা বলেন, বে দিলে চার ছেলের মা হতুম—এত বয়েস হলো, তোমাদের একটা উল্‌টো শাস্ত্রের হ্যাঁপায় পড়ে প্রাণ যাচ্চে—আর সয় না বাবা! যোড়হাত করি, বিদায় দাও। বাবা, বে দাও। তোমারও জঞ্জাল সাফ হোক্, আমারও হাড় জুড়োক্!

অজ্ঞান। মর বেটী—আমায় lecture

দিতে এসেছে—এঁচড়ে পেকেছে—হত-ভাগী বেটীকে জবাই কোল্লে তাপ যায়!

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ব্যাগত্তা করি—মেয়েটা একে আপনা আপনি মোরে আছে, তার উপর আর ঐ দুর্ম্মুখের মত কড়াকথাগুলো বোলো না—এস ঘরে এস।

অজ্ঞান। না বোল্‌বে না? তোমার মেয়েকে ক্ষীরতক্তি খাওয়াতে হবে!

[উভয়ের প্রস্থান।

মিস্ অবলা। (করতালি দিয়া) বাবা বেটাকে কথায় খুব ঠকিয়েছি।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

বক্কেশ্বর মাষ্টারের বাটী।

মিসেস্ চতুরা হ্যাঁস হারমোনিয়া বাজাইয়া—গান গাহিতেছে, পার্শ্বে চৌখসরাম বাবু সোফায় উপবিষ্ট।

(গীত)

তোমার ভাগ তোমারি থাক্
আমায় তো তার ভাগ দেবে না।
যে আগুনে জ্বল্‌ছি যাদু
তুমি তো তার ভাগ নেবে না॥
ইসারাতে বল্‌ছি যত,
বুঝেও তুমি বুঝ্‌ছো না তো,
কাঁদ্‌ছি যত হাস্‌ছো তত,
ভাবছো কেন বাক্ সরে না।
জান না কি ডবকা ছুঁড়ীর,
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না॥

চৌখস। বাঃ বাঃ বিবি! তুমি বহুতাচ্ছা গান শোনালে—তোমার গানের সাথে সাথে হামার লাচ কর্‌তে দিল চাচ্ছে, বাঃ বাঃ! এমন মিঠে গান তো আমার বাপের জনমেও শুনিনি, যেন কোয়েলের ডাক মালুম হলো।

চতুরা। হ্যাঁগো বাবু হ্যাঁ—খোসামুদীর কথাগুলি তো খুব শিখেছ দেখ্‌ছি—কাজের কথার বেলা তো মুখ দে এমন খোইও ফোটে না—কোকিলের ডাকও শুনতে পাও না? জানি গো জানি—যারা টাকার কাঁড়ির উপর বসে থাকে, তাদের প্রাণে মায়া-দয়া কিছুই থাকে না, মেয়েমানুষ কেঁদে মলেও তারা ফিরে চায় না।

চৌখস। এ বিবি! এমন কথাটী বলিও না—হামার প্রাণে দরদ নেই; হামি বেটা কি তবে—বেয়াকুব সন্দ কর্‌ছো? জানি—তোমার জন্য হামি বেটা জান দেনে মোস্তায়েদ—তা কি সমজ কোর্ত্তে পারো না?

(গীত)

আরে—তেরে আঁখিয়া মেরে জান।
নজরামে গিরি জায় হাজারো পাহালোয়ান॥

চতুরা। ঐ বুঝি বাবু আস্‌চেন—(পদশব্দ)

চৌখস। এঃ! শালা আস্‌ছে? হামি তবে সর্‌চি দিদি!

চতুরা। সর্‌বে কেন? তুমি এই screen এর পাশে খানিক দাঁড়াও—আমি একটা ছুতো ক'রে ওকে তাড়াচ্ছি—কত খোসামুদীর পর আজ যখন তোমায় ঘরে পেয়েছি, তখন কি আর সহজে ছেড়ে দেবো?

চৌখস। বাঃ বাঃ!—বড় মিষ্টি কথা তোর

দিদি-লো ভাই, পরদাটা একটু টানিয়ে দে-শালার নজরে না প'ড়ে যাই !

(পরদার আড়ালে গমন)

(বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

বক্কেশ্বর। এ কি ? তুমি এখনও এত রাত পর্য্যন্ত জেগে রয়েছ ? ঘুমোওনি কেন ?

চতুরা। এ কেনর মানে কিছুই নেই !

বক্কে। অবশ্য আছে-অবশ্য তুমি কোন হতভাগা লম্পটের বিষয় ভাব্‌ছিলে বা তাকে love-letter লিখ্‌ছিলে-আমায় দে'খে লুকিয়ে রাখ্‌লে ! জানো, তোমার মুখ দেখে আমি তোমার কৃষ্ণবর্ণ অন্তঃ-করণের সব কথা ব'লে দিতে পারি ?

চতুরা। তা পায় বৈ কি ! তা না হ'লে রাড়-মহলে গণককার বোলে সুখ্যাতি পাও ? এখন ভাব্‌ছি, আমার এত গুণের তুমি—তোমার লেজ বেরুবে কবে ?

বক্কে। এ কি ? ঠাট্টা কোর্ত্তে সাহস কোচ্ছ ?

চতুরা। বাপ্‌ রে, তা কি পারি ? মাইরি বোল্‌ছি, সত্তি সত্তি তোমার লেজ দেখ্‌তে আমার বড় সাধ ! আর সুধু আমার কেন ? তোমার আলাপী কি পুরুষ কি মেয়েমানুষ—সকলেই—

বক্কে। damned আলাপী, I kick them & you too cadavorous imp of Satan তোর মুখ দেখ্‌লে আমার ঘৃণা হয় !

চতুরা। তা তো নয়—ঘেন্না তো তোমার শরীরে নেই। তুমি যখন গু-মুত taste কোর্ত্তে পেরেছ—তখন তো ঘেন্নার মাথা খেয়ে বোসেছ। আসত কথা তা নয়—একটা কিছু মতলব এঁটে এয়েছ—তাই বল।

বক্কে। হ্যাঁ মৎলব ! অবশ্য মৎলব ! নিশ্চয়ই মৎলব ! এবং মৎলব তোমার মতন দুর্ম্মুখা, দুর্ভাগা, দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ঘরে রেখে আমার সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে। আমি বিশেষ-রূপে বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি থাক্‌তে আমার কপালে সুখ নেই।

চতুরা। Now to the point এই এত-ক্ষণে পেটের কথা বেরিয়েছে ! তাই তো বলি, আমার শাশুড়ীর সাতঠাকুরের দোর ধরা নোড়ে ভোলা ছেলেটীর আজ এত হুঙ্কার কেন ? হ্যাঁ গা ! আজ বুঝি ইস্কুলের কোন ষণ্ডা ছেলে—রাস্তার মোড়ে গলায় কাপড় দিয়ে আচ্ছা কোরে পুঙ্গিয়ে দিয়েছে, তাই মদ্‌টদ্ খেয়ে গায়ের ব্যথা ভেঙ্গে—গরীব মেগের উপর ঝাল ঝাড়্‌তে এয়েছ ? আহা ! এমন সোণার চাঁদ ভাতার কি আর কারো কপালে জোটে ?

বক্কে। জুটুক্ আর না জুটুক, আমি সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসিনি।

চতুরা। তবে কি ঘরের মাগকে মেছো-বাজারে ঘরভাড়া ক'রে দিয়ে আস্‌বার পরা-মশ কোত্তে এয়েছ না কি ?

বক্কে। আমি অত শত বুঝি না I tell you plainly তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আর বড় বোন্‌চে না। I wish to see you off in a day or two.—

চতুরা। তা তাই কেন ভেঙ্গে বলো না ; আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো ! তা Day or twoএ কাজ কি ? এখন থেকেই ফারখত হোক্ না।

বক্কে। বটে ? তবে তুমি দেখ্‌ছি ready আছ ?

চতুরা। আছি বৈ কি ? I can clear the house in a minute, কারণ, আমায়

একদিনের মধ্যে আর একটা তোমার মত পাড়ল দেখে শুনে পছন্দ কোরে নিতে হবে তো। তা কি বল? ফারফত হবে কি?

বক্কে। ইস্, তাই ত! আর যে তর্ সয় না, রাতটা কাটাতে দাও।

চতুরা। তা হবে না—আর এক মিনিট দেরীর কথা কইলে shoot কর্‌ব,তা জানো?

বক্কে। সে কি? ও কি কথা? বন্দুক বার কোচ্ছ না কি?

চতুরা। বন্দুক নয়—এই দেখ কি।

(চৌখসরামকে নিয়া বাহিরকরণ)

বক্কে। By jove! এ কি? এ যে গেঁটে কামান!

চতুরা। কেমন হে চৌখসরাম বাবু! তুমি তো পরদার আড়াল থেকে সবই শুন্‌লে—আমার পোড়ার বাঁদরটী আমায় Divorce কোল্লেন—এখন এই publicly তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমায় ভাত কাপড় দে পুষ্‌তে পার্‌বে তো উত্তর দাও ভাই, আমি তোমায় Sincerely জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

চৌখস। আরে দিদি! তুমি তো আমায় বড়ই লজ্জা দিলে—তোমার বাবু বুঝ্‌ছেন হামি বুঝি তোমায় কাড়িয়ে লিচ্ছি, না বক্কেশ্বর বাবু! হামি কেবল গান শুন্‌তে এসেছিলেম।

বক্কে। যা কত্তেই এসে থাকুন—আমি আপনাকে তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না—এখন আপনি আমার বাটী হতে চলে যান—নতুবা একটা বিরোধ হবে।

চৌখস্। বিরোধ বাবু! কি? আপনি কি হামার সাত দাঙ্গা কত্তে চান্?

চতুরা। আরে না না, বড় ত মর্দ্দ—তা আবার দাঙ্গা কর্‌বে! এখন বল না—আমায় পুষ্‌তে পার্‌বে তো?

চৌখস। আরে দিদি! কি বলিস্? পুষ্‌তে পার্‌বে ত! হামার বাড়ী দশটা গরু, পঁচিশটে বক্‌রী, ৭।৮ টা নওকর চাক্‌রাণ, সবাইকে খোরাক দিচ্ছি, আর তোর মত একটা খোপ্‌সুরত আওরাতকে হামি যেটা দুক্কু দিবো? এই কি কথা হলো দিদি! তোর ভাতারের মুখে লাথি মেরে হামার সঙ্গে চল, তোর জন্যে দশটা নকর, দাসী, দরোয়ান রাখিয়ে দিব।

চতুরা। ও গো বাবু—ভাত দেবার ভাতার নও কিল মার্‌বার গোঁসাই! এই তোমার মুখে কলা ঠেকিয়ে বাগ্‌নাপাড়ায় চল্লুম। আঃ! হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো! চল, চল! হ্যাঁ শোন—আমার টাকাকড়ি, কাপড় চোপড় সব নিজে মাথায় কোরে ওই সুমুখের বাড়ীতে পৌঁছে দেবে—আর আমার work table টা গোরবীকে দিয়ে পাঠাবে, নইলে পরশু নালিস হবে—ঠিক জেনো।

বক্কে। very good এখন যে বেরুলে বাঁচি।

চতুরা। চল গো নূতন ভাতার! চল—তোমার ঘরে একেবারেই ঘর কর্ত্তে যাই।

চৌখস। হাঃ হাঃ! চল্‌বি ত চল্ দিদি—তোরে মাথে কোরে লে যাই। বাবু সাহেব! বন্দিগী! হামরা চল্‌ছি—চোরের উপর গোঁসা কোরে যেন জমিতে খাইও না।

[প্রস্থান।

বক্কে। আঃ! মহাজঞ্জাল clear হলো, বাঁচ্‌লুম, সুখের পথের কাঁটা সোরে গেল। Nonsence গজগিরি পুকুর বোলে ডুব দিলুম, পাঁকে পা ভেরে গেল, আট বছরে আমার আট হাল করেছে—মায়াবিনী ডাকিনী বেটী কেমন সভ্যাবভ্যা—সরলা?

সুবিজ্ঞার মতন হয়ে আমার চোকে ধাঁধা লাগিয়েছিল, তার পর ঘরে এনে নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লি, বিকটমূর্ত্তি। পুত্‌নোর ব্যবহার— সহজে যে ছেড়ে গেল, এই ঢের; তিনটে ডাক্তারের মাথা খেয়ে আমায় এসে গিলে-ছিলেন। উঃ! মেথর বেটা খুব ঠকেছে,খুব ঠকিয়েছি বেটাকে, বেটা জ্বালার চোটে সহর না ছাড়্‌লে বাঁচি। আঃ! বাঁচ্‌লুম, হাড়ে বাতাস লাগ্‌লো, অলক্ষ্মী বিদায় হলো, এখন ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এলে তবে বুঝ্‌তে পারি। হাঁ, এই এরে বলে যথার্থ সরলা সুবিজ্ঞা বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী সচ্চরিত্রা, আর যা বল, তাই শোভা পায়—আহা! রূপ—রূপ তো নয়, যেন সরস্বতী—Dam'n সরস্বতীরূপে Cleopatra. এমন না হলে কি আমাদের মন উঠে? যা বেটী আমার পেৎনী ছেড়ে গেল, আজ হিঁদুর ঘর হ'লে গোবর জল দিয়ে বাড়ী পবিত্র কোরে নিতুম।

(নেপথ্যে)—মাষ্টার বাবু! আমি এসেছি, ঘরে যেতে পারি কি?

বক্কে। ওরে বাপ্‌রে তুমি? তুমি আস্‌বে না? এ তো তোমারি ঘর—(মিস miss অবলার প্রবেশ) oh! my deer-darling! কি ঐশ্বরিক coincidence দেখ। এইমাত্র সেই সয়তানীকে দুর ক'রে দিয়েছি, আর অমনি তোমার উদয় হ'ল—আমার অলক্ষ্মী গিয়ে লক্ষ্মী এলো। কি করি, কোথায় রাখি? কোথায় বসাই? আমি যে কিছুই যোগাড় কত্তে পাচ্ছি না? কেমন ক'রে তোমায় আদর করবো? ঐ চেয়ারে না হয় সোফায় বসো— হারমোনিয়াম বাজাবে কি?—

মিস্ অবলা। মাষ্টার! এত ব্যস্ত কেন? এত রাত্রে আমি কেন হেথায় Intrude কোরেছি, তার একটা কারণ জান্‌তে কি তোমার ব্যগ্রতা হচ্ছে না?

বক্কে। কেন কেন darling? তোমার জন্যে কি ভয়ের কারণ কিছু আছে?

মিস্ অবলা। ভয়ের কারণ? না না,এক বিন্দুও নয়, তুমি আমি এ জগতে যে মাষ্টার একটী বোঁটায় দুটী ফুল হয়ে ঝোল্‌বার জন্য জন্মেছি ভাই! শোন, বাবা ত কোট করে বসেছেন, কাল যেমন ক'রেই হোক্ আমার বিবাহ দেবেন। চালাক কাকা বর খুঁজ্‌ছেন, বাবাও ঠাউরে দেখ্‌ছেন, মাও দুটো চারটে নাম কচ্ছেন, কিন্তু ভাই প্রাণের মাষ্টার—আমার চক্ষু যে আর কাউকে দেখ্‌তে চায় না, আমি যে তোমার জন্য মোরিয়া হয়ে রয়েছি। কি হবে? এখন এস উপায় কর, নইলে কাল ভোরের বেলা কুন্দনন্দিনীর মতন পুকুরের সিঁড়ির এক এক ধাপ নাব্বো আর এক একটী 'না' বোল্‌বো—তখন গেলে আমায় পাবে না, তখন মিথ্যা 'না'—সত্য হবে, টুপ ক'রে ডুব্বো, আর উঠ্‌বো না। মাষ্টার আর উঠ্‌বো না।

বক্কে। তা ভালই হয়েছে তো,কাল সকাল বেলা আমি গিয়ে আমার স্ত্রীকে divorce করেছি বলে—তোমায় বিবাহ করবার propose করি গে; আমার moral character সম্বন্ধে তাঁর খুব high opinion আছে, আর তার ওপর তুমি যদি openly আমায় recommend কর, তোমার মাতা যদি এই ছমাস ধোরে courtship এর কথা প্রকাশ কোরে বলেন—তা হোলে হাজার climant থাকলেও আমারই জিত হবে।

মিস্ অবলা। অহো! কাল সকাল পর্য্যন্ত

দেরী হলে মাষ্টার সব ফোস্কে যাবে—চালাক না কি কাকে যোগাড় করেছে—তুমি এই রাত্রে—এখুনি গিয়ে এর একটা বিলি-ব্যবস্থা কোরে এস, নইলে আমার উদ্বেগ যাবে না, আর আমি বাড়ীতেও ফির্‌বো না. উদাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব! ঠিক জেনো মাষ্টার, বেরিয়ে যাবো।

বক্কে। আচ্ছা, আজই—এখনি যাচ্চি—কিন্তু সব কাজের Dark sideটে অর্থাৎ কালদিক্‌টা আগে ভাবা উচিত, যদি না হয়।

মিস্ অবলা। সহজে না হয়, তুমি পুরুষ মানুষ. যথার্থ ভালবেসে থাকো ত আমায় নিয়ে আজ রাত্তিরেই বোম্বাই চোলে যাবে, তুমি সেথায় মাষ্টারী কর্‌বে, না হয় বিনা মূল্যে ঘরের মাগটীকে পর্য্যন্ত ভ্যালুপেএবল্লে পাঠাবার বিজ্ঞাপন দিয়ে একখানা পচাপাঁচ্‌কো খবরের কাগজ বার করবে—সময়ে সময়ে চাবুকও খাবে,—হজমও কর্‌বে। আর আমি রেজেষ্টারী করা ধাত্রী হয়ে সাইনবোর্ট ঝোলাব:

বক্কে। এই সাহসের কথার দরুণ—আর তোমার অকৃত্রিম ভালবাসার এই চূড়ান্ত নিদর্শনের দরুণ তোমায় শত শত ধন্যবাদ, সহস্র সহস্র আলিঙ্গন ও লক্ষ লক্ষ চুম্বন! তুমি তবে কি এইখানে আমার জন্য wait কর্‌বে?

মিস্ অবলা। না ভাই—আমি লুকিয়ে এসেছি—যদি খোঁজ পড়ে তো বাবা বড় কড়া কথা বোল্‌বেন—তিনি আজকাল তোমাদের দলপতির চেয়েও strict হয়ে এসেচেন—আমিও চল তোমার সঙ্গে যাই, পাশ থেকে দাঁড়িয়ে শুন্‌বো এখন. ভাল হয় ভালো—নইলে অম্‌নি খিড়্‌কী দিয়ে তোমার গাড়ীতে।

বক্কে! all right সেই ভাল, তবে চল।

(নেপথ্য হইতে চীৎকার করিতে করিতে গৌরবী ও তৎপশ্চাতে রুল-হস্তে রামকিঙ্করের প্রবেশ)

গৌরবী। ওরে বাবা রে—রাক্ষুসে বেটা খুন কল্লে রে—মেরে ফেল্লে রে—ওগো বাবু! রক্ষা কর, রক্ষা কর!

বক্কে। ও কি হে! কর কি?

রাম। বেশ কচ্ছি, ক্ষমতা থাকে, ছাড়িয়ে নাও না! এই যে ইনি হেথা? তবে আর কি, যা বেটী, তোকে ছেড়ে দিলুম, এখন এসো ত যাদু, দেশে নিয়ে গে ধান সিদ্ধ করাই গে!

মিস্ অবলা। মাষ্টার, দেখ্‌ছ কি, গোঁয়ারের হাতে পড়ি যে, ও আমাকে লক্ষ্য কোরেই বোল্‌ছে।

বক্কে। দেখ্ বামুন, মুখ সাম্‌লে কথা কোস্; তুই কাকে কি বল্‌চিস্? আমার বাড়ীতে আমার letrothed প্রণয়িনীকে তুই অপমানের কথা বলিস্?

রাম। তোর প্রণয়িনী, না আমার প্রণয়িনী রে বাবু? ও সব বাজে কথা শুনি না। আজ ওর জন্যে আর এই বেটীর জন্যে আমার রাজার মত চাকরী হারিয়েছি, যখন বাগে পেয়েছি, তখন ওর নড়া ধরে নে গিয়ে উলুবেড়ের জাহাজে চড়াব, তা চোকই রাঙ্গাও আর মুখই ভ্যাঙ্গাও, রামকিঙ্কর মরদ বাচ্ছা, এক লাথিতে এ ঘর সুদ্ধ চাপা দিতে পারি।

মিস্ অবলা। মাষ্টার, ও বড় গোঁয়ার।

বক্কে। চোপরাও you শুয়ারকি বাচ্ছা! তুই Honorable Damselকে অকথা

বোলে তার modesty outrage করিস্?

রাম। চোপ্‌রাও ইউ ড্যাম শালা ইষ্টুফুট, তোর ইংরাজী গালাগালের বাপ্‌ নির্ব্বংশ করি, নচ্ছার শালা, সনিয়র বিচ!

বক্কে। এ কি, বেটা পাগল না কি?

মিস্ অবলা। হাঁা, একটু একটু বায়ের ছিট আছে বৈ কি!

রাম। এখন বোল্‌বে বৈ কি হে! গলার বাঁচি উল্‌টে গেছে কি না, কাজেই বায়ের ছিট হলো, তা হোক্, আমি কিন্তু বাবা তোমায় ছাড়্‌চি না, ভাল চাও তো এসো!

বক্কে। এমন কোরে বল্‌বার তোর কি ক্ষমতা আছে?

রাম। নইলে কি সাহেব, অম্‌নি সুধু সুধুই এত জোর কচ্ছি? আমার দখলি জমি বেদখল কোত্তে চাও না কি?

বক্কে। অবশ্য বেদখল করবো, তোর মতন বণ্ডামার্ক ছোটলোকের জন্য এ সোণার কমল তোয়ের হয় নি।

রাম। আহা, বেটা আমার কি ভদ্দর লোক গা! দেখ্‌ ব্যাটা ফোতো সাহেব, সোণার কমলই হোক্,আর ঘেঁটুফুলই হোক্, ও এখন আমার দখলে,—

বক্কে। Nonsense তোর dem. andএ আমি পদাঘাত করি!

রাম। আমিও তোর মুখে বাহে কোরে দিই।

বক্কে। দেখ মিস্,আমি আর সহ্য কোর্ত্তে পারি না, ও বেটার যদিই তোমার ওপর কিছু demand থাকে, তা হ'লেও বর্ব্বর জানুক যে, এক দ্রব্যের দুজন claimant থাকতে পারে না, অতএব আমি ওর সঙ্গে duel কোর্ত্তে প্রস্তুত আছি, ওকে বুঝিয়ে দাও, আমার দুজন second গিয়ে সব arrange কোরে আস্‌বে! much second এর লড়ায়ে যে জিত্‌বে, সেই তোমায় লাভ কোর্ব্বে। আর জোর জবরদস্তী করে তো এখনি এক চিঠিতে জেলে পাঠাব।

গৌরবী। ওরে বেটা হারামজাদা, শুন্‌লি, এখনি এক চিঠি লিখে তোকে জেলে পূর্‌বে, বুঝ্‌লি? পারিস্ত এই সময় পালা, কেন বেটা বেখোরে প্রাণ হারাবি?

রাম। পালাব কি? ও শালার শ্রাদ্ধ কোরে যাব না? আয় শালা, তোর একটা ঠ্যাং ভেঙ্গে দে যাই, তার পর আমায় জেলে পাঠাস্।

বক্কে। আরে, আরে, মাল্লে রে মাল্লে রে! উহুঃ, উহুঃ! (রামকিঙ্কর কর্ত্তৃক পায়ে রুল মারণ ও বক্কেশ্বরের পতন)

রাম। আয় অবলা! তোকে কাঁধে ক'রে নে পালাই।

গৌরবী। নে যা দিকি, কৈ, কেমন ক'রে নে যাবি? এখনি পাহারাওয়ালা ডেকে দোব না? পাহারাওয়ালা! পাহারাওয়ালা! খুন কোল্লে—খুন্ কোল্লে, খুন কোল্লে! (দৌড়িয়া গমন)

রাম। যা ছুঁড়ি! আজ ছাড়ান পেলি!

[প্রস্থান।

মিস্ অবলা। আহাহা! সত্তি সত্তি পা ভেঙ্গে গেল না কি? ও গৌরবী, কি হলো রে? মাষ্টার যে নড়ে চড়ে না, চ—চ গৌরবী চ—চ নর্দ্দমার কাছে নে গিয়ে জল ঢালি গে চ—চ।

বক্কে। (উঠিয়া) বেটা গেছে কি ? উঃ! পাটা খোসে গেল বুঝি, চল চল, আমায় ধোরে নিয়ে চল। উঃ—আঃ—ওঃ!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বাটীর দালান।

অজ্ঞানচন্দ্র উপস্থিত।

অজ্ঞান। আঃ! কাজটা হয়ে গেলে যে বাঁচি। একটা টাকাওলা লোক হাতে এসে মেয়েটারও গতি হয়, খোদ দলপতির কাছেও নাম নিতে পারি। বড় আবশ্যকের সময়ই বেটা জুটে গেছে। বোকা বেটাকে জামাই কোরে ক্রমে ক্রমে মাথায় হাত বুলিয়ে সমস্ত বিষয়টা আত্মসাৎ কোত্তে পাল্লেই আমার এত পরিশ্রম সার্থক হয়। টাকার আশায় আর মোড়লের দৃষ্টান্তে পইতে পুড়িয়েছি; বাপের ত্যজ্য পুত্র হয়েছি, ক্রমে ক্রমে দশের টাকায় ভুঁড়িটীও বাড়াচ্ছি! মিছামিছি এক একটা বাজে হজুগ তুলে চালাকদাস ভায়া আমার, মাঝে মাঝে দুহাজার চারহাজার চাঁদায় আদায় ক'রে দিচ্চে, অথচ কেমন ভদ্রলোকের মতন আমায় সিকি ভাগ দিয়ে, সিকি আপনি নিয়ে অর্দ্ধেকটা দলপতির তপিলে অর্থাৎ আড্ডাFundএ জমা রাখ্‌ছে। যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগারই আমাদের মূলমন্ত্র! তা Eemale imancipation বল,Ereelove বল আর Social-reformationই বল,সকলের মূলে সেই অর্থ। Nineteenth cenchuryর সমস্ত কাজই অর্থকরী বিদ্যার আয়ত্তাধীন, সুতরাং ধর্ম্মে বল, কর্ম্মে বল, অর্থং সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

(রসময়ীর প্রবেশ)

রস। ওগো—সর্ব্বনাশ হয়েছে, মেয়ে কোথায় পালিয়েছে!

অজ্ঞান। সে কি, সে কি? আমি যে পাঁচ হাজার টাকা হজম ক'রে বসে আছি। সে ভালমানষের ছেলেকে কি বোলে জবাব দেবো? কাল রাত্রে পুঁটিমাছের মত টাকা গুণে দিয়েছে, আজ যদি না মেয়ে পায়, তা হ'লে যে মহা গোলমাল বাধাবে দেখ্‌ছি। আবার যেমন তেমন লোকের নয়, আন্‌কোরা মেথরের কড়ি, না পেলে বেটা হয় ত জাতভ্রাদারদের ডেকে এনে দলকে দল বাঁকপেটা কর্‌বে—না হয় জোচ্চোর বোলে পুলিসে দেবে।

রস। তাই তো! তবে কি হবে? এখন উপায় কি?

অজ্ঞান। উপায় তুমি। ভাল কোরে খুঁজে দেখা যাক্. না পাওয়া যায়, পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা তো আর প্রাণ ধ'রে উগ্‌রে দিতে পারি না, দিন কতকের জন্যে তুমিই কোনে-বৌ হয়ে তার ঘর গে। শেষে একটা মিছে অছিলে তুলে তাকে divorce কোরে যার ধন তার কাছে এসো।

রস। ও মা গো! মেথরকে ছোঁবো কেমন ক'রে? তা বাবু, তা পার্‌বো না।

অজ্ঞান। সে কি? তুমি আমার স্ত্রী হয়ে অমন কথা মুখে এনো না. হলোই বা মেথর? জাতিভেদ যখন আমরা তুলে দিয়েছি, তখন কে জানে মুচি, কে জানে মেথর, সর্ব্বজীবে সমান দৃষ্টি চাই।

রস। বলি, তোমার রঙ্গিণী বিধবা বোন্‌কে কেন সাজিয়ে পাঠাও না ?

অজ্ঞান। না না, আর কাউকে পাঠাতে হবে না, ওই যে হতভাগী মাষ্টারের হাত ধোরে আস্‌ছে !

(বক্কেশ্বরের হাত ধরিয়া অবলার প্রবেশ)

অজ্ঞান। কি রে—ব্যাপার কি ? এই না কাল তোকে বারণ কল্লেম, মাষ্টারের সঙ্গে কথা কস্‌নি, আবার তার হাত ধোরে এসে হাজির হলি ?

বক্কে। আজ্ঞে, আমায় বোল্‌তে দিন, অবলা, হাত ছেড়ে দাও।

মিঃ অবলা। আর যদি তুমি পড়ে যাও, বাঁ পায়ে তো আদতে জোর নেই, ফুলেছে, টাটিয়েছে।

বক্কে। না—এই লাঠি ধোরে ঠিক থাক্‌বো। মহাশয়! আপনি আমার উপর কোন সন্দেহ না কোরে আমার আবেদন শুনুন—আজ প্রায় ছ মাস ধোরে আমি অবলার সঙ্গে courtship কোরে আস্‌ছি, আপনার শ্রদ্ধেয় পত্নী তার সাক্ষী, অবলাও আমায় পছন্দ করেছে, অতএব আপনি আমার সহিত উহার বিবাহ দিন।

অজ্ঞান। আ মরি—বিবাহটা অমনি কথার কথা কি না, দিলেই হলো! আর তাই বা তোমার সঙ্গে কি ক'রে সিদ্ধ হ'তে পারে ? তোমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান। তাই তো—মাষ্টার, তোমার আয়েস যে আর ধরে না—অমোর ও অমনি একটা হেঁজি পেঁজি মেয়ে কি না—বে হোচ্ছে না, তাই তোমায় ধ'রে দেবো—একজন ৫০০০ হাজার টাকা দিয়ে—কত খোসামুদী কোরে—তবে আজ ওকে বে করবে, তা জানো ? যাও—স'রে পড়।

বক্কে। সে কি মহাশয়! আমি ওর কথায় আমার স্ত্রীকে বিনা দোষে divorce করেছি।

অজ্ঞান। বেশ ক'রেছ—সে বেটী বেঁচে গেছে, এখন যাও ভাই, অপর কোথাও চেষ্টা দেখ গে।

বক্কে। অবলা! আমায় ধর ভাই—আমার মাথা ঘুরে উঠ্‌লো, সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে, বুঝি প'ড়ে যাই।

অজ্ঞান। না না—আর ধরে না—যা ছুঁড়ী সোরে যা, পড়্‌তে হয় পড়ুক, মোত্তে হয় মরুক্—অমন ঢের Love sick বক্কেশ্বর দেখা আছে—এই য়ে ভায়া আমার বর সঙ্গে ক'রে হাজির।

(চৌখসরামকে সঙ্গে করিয়া চালাকদাসের প্রবেশ)

বক্কে। এই বর ? হা হতোস্মি! (মূর্চ্ছার ভান)

চালাক। ও কি! ও কি মাষ্টার, অমন হয়ে পড়্‌লে কেন ?

চৌখস। আরে, তাই ত, দেখি ? এ যে হামাদের বক্কেশ্বর বাবু! বেচারার কি বেমো টেমো হয়েছে না কি ?

অজ্ঞান। আরে না না, ও বেটার ঐ এক ঢং, থাক্ পোড়ে। আমাদের শুভকার্য্যে আর বিলম্বের দরকার কি ?

চৌখস। কুচ্ছু না বাবু, আপনার মেইয়া কোন্‌টী দেখি ? এইটী, না ওইটী ?

অজ্ঞান। এই যে, এইটী আমার কন্যা। অবলা! এদিকে এসে তোমার বিবাহার্থীর সহিত সদালাপ কর।

চৌখস। আরে আসো না গো বিবি! হামি তো আর বাঘ-ভালুক নই যে কামড়িয়ে লিব। আসো আসো, হামার সাম্নে আঁসো, পসন্দ করি, দুচারটে বাৎ জিজ্ঞাসা করি।

(অবলার সরিয়া আসন)

চৌখস। বাঃ বাঃ বাবু! খুব খোপ-সুরৎ লেড়কী তোঁহার। বাঃ! বাঃ! যেন বিজলী জ্বোল্‌ছে, হামার আঁখ ঝলসাচ্ছে বাবু! ও বিবি! দুটা মিঠা বাৎ শুনাও।

বক্কে। (উঠিয়া) অবলা! এই তোমার ধর্ম্ম? তুমি স্বচ্ছন্দে বিনা আপত্তিতে আমার ঘৃণিত Rivalএর কাছে সোরে দাঁড়ালে? আমার মুখ দেখে তোমার দয়া হলো না?

অজ্ঞান। মাষ্টার! থামো বল্‌ছি। তোমার যে সব জোরের কথা দেখছি, অবলার তুমি কোড়ে আঙ্গুলের জুগ্‌গি নও, তা জানো?

চালাক। কি হে, বক্কেশ্বর মাষ্টার অবলাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না কি?

অজ্ঞান। হাঁ, হাঁ, উনি মাগ তাড়িয়ে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে এসেছেন।

চৌখস। ও বক্কেশ্বর বাবু, হাঃ হাঃ হাঃ! সাঁদি কোর্ব্বে না কি? বিয়ে? ফের বিয়ে কোর্ব্বে?

বক্কেশ্বর। চৌখস্‌রাম বাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, তুমি ভদ্রলোক, কাল তুমি আমার মাগটীকে নিয়েছ, আজ আবার আমার betrothed bride কে বিবাহ কোর্ত্তে এসে উপস্থিত হয়েছ। এই কি তোমার উচিত? আমার এ পথে আবার কেন ভাই কাঁটা দিতে এসেছ? তোমার পায়ে ধরি ভাই, আমায় ভিক্ষাটি দাও।

চৌখস। আরে ছিঃ ছিঃ! কি কর বক্কেশ্বর বাবু? পাঁ ধরিও না! হামি তো ভাই তোঁহার আওরাতকে কাড়িয়া লিই নি, সে শালী আপনি আপনি হামার কাছে এসেছে, হামি বেটা তো পুরুষ মানুষ, তাই তাকে ঘরে লিইচি, তা ভাই সে তো হামার সাদি করা মাগ নয়, হামার যেমন আয়, এই একে বিয়ে কর্‌বার লেগে হামি ৫০০০ হাজার টাকা এঁয়ার বাপকে নজর দিয়েছি। কেমন বাবু?

অজ্ঞান। অবশ্য দিয়েছেন। অবশ্য আমি স্বীকার করি।

বক্কে। আচ্ছা ভাই, আমি যদি যোগাড় ক'রে তোমায় ঐ পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দি, তা হলে ত কোন Claim রাখ্‌বে না? বল ভাই, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর, আমি বড় বিপন্ন, এই দেখ, আমার প্রাণ ঠোঁট বরাবর এসে হাজির হয়েছে, আমায় আর মেরো না, আমি তোমায় তিন দিনের ভেতর খুব সুন্দর দেখে মেয়ে দেবো।

চৌখস। আচ্ছা দাদা, তারেই কেন তুই লিস্ না?

বক্কে। না ভাই, তা হোলে আমি মোরে যাব, এই ভিক্ষাটী আমায় দাও, চল বাড়ী গিয়ে এখনি তোমায় টাকা দিচ্ছি, আজ বারো বছর ধরে চাকরী কোরে চারিটী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ করেছি, আর জিনিসপত্র বাঁধা দিয়ে ১০০০ হাজার টাকা কোরে চল তোমায় দিই গে অবলার পানে আর চেয়ো না, অবলা আমার সাত রাজার ধন।

চৌখস। আচ্ছা দাদা, তোর মাগ লিইচি, তার ওপর তুই কাঁদাকাটী কর্‌ছিস্, ভাল, টাকা দে, তোর অবলাকে আমি ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

বক্কে। তবে আর কি? আপনারা এক্ষণে সম্মতি দান করুন।

অবলা। ওঁরা নাই দিলেন, ওঁরা তো আমায় ৫০০০ হাজার টাকায় বেচেছেন, তুমি খদ্দেরের ঠেঙ্গে কিনে নিলে ওঁরা যেমন তেমনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে থাকুন, তুমি শীগ্‌গির টাকা নিয়ে এসে আমায় ড্যাং-ডেঙ্গিয়ে নিয়ে যাও।

বক্কে। কেমন, এই কথাই তো ঠিক?

অজ্ঞান। যা ইচ্ছে কর্ গে যা, আমার মেয়ে পার হলেই হলো। সেই টাকা না ফেরত দিতে হোলেই হলো, দু একশো এর ওপর পেলে আরও ভাল।

বক্কে। আর কোন বাধা ত নাই, কারো কোন বাধাবিঘ্ন বা এতে প্রতিবন্ধক ত হবে না?

(নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে রামকিঙ্করের প্রবেশ)

রাম। খোঁড়া ন্যাং,ন্যাং,ন্যাং,কার হাঁড়ীতে ভাত খেয়েছ কে ভেঙ্গেছে ঠ্যাং? শালা বাধা নেই কি রে? আমি থাকৃতে অবলাকে কার বাপের সাদ্দি বে করে? লাঠির চোটে মাথা দুফাঁক কোরে ফেল্‌বো না! কই? আমার সুমুখ থেকে কোন্ শালা নিয়ে যায় দেখি দিকি? এই ছোরা বুকে বসিয়ে দেব জানিস্?

অবলা। ও বাবা রে, সত্তি সত্তি ছোরা যে?

অজ্ঞান। তাই তো! এ রাক্কুসে বেটা আবার কোথা থেকে এলো?

চৌখস। আরে, এ বামুন শালা কি খুনে কি?

চালাক। এ যে ভীমে মূর্ত্তি দেখ্‌ছি!

রাম। দেখ্‌ছো তো, এখনি বিষমকাণ্ড বাধিয়ে দেবো বাবা, ঠাকুরকে বল, মেয়ে-টাকে ছেড়ে দিন, আমি নিয়ে ঘর-ঘরকন্না করি গে। মাঠাকরুণ! তুমি ত সকলি জানঁ, আমার হয়ে দুকথা বল না!

বক্কে। কি বল্‌বে রে বেটা? এখনি পুলিস ডেকে দেব জানিস্?

রাম। ফের বেটা কথা কচ্ছিস্? কাল বাঁ পা ভেঙ্গে দিয়েছি, এখনি ডান পাটীর দফা রফা কোর্ব্বো, সরে যা সুমুখ থেকে, সরে যা বল্‌ছি, অবলা, সহজে আস্‌বি ত আয়, নইলে চুলের ঝুঁটি ধ'রে হড় হড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব।

অবলা। তা বড় মিছে নয়, সত্তি সত্তি ধ'রে নে যাবে যে?

বক্কে। বেটাকে গুলী কর্‌বো!

রাম। থাম্ বেটা দুর্ব্বল সিং (লাথি মারণ ও বক্কেশ্বরের পতন) আয় অবলা—আয় বল্‌ছি—তবু আস্‌বি না? তবে দেখি তোকে কে রক্ষা করে?

[অবলাকে লইয়া প্রস্থান।

অবলা। ওগো বাবা গো—কি হলো গো—

বক্কে। ওগো—ধর না গো—বেটা নে গেল যে?

(গৌরবীর সহিত চিকণবিবির প্রবেশ)

গৌরবী। এই যে সব।

চিকণ। আরে বেটা—সর্ব্বনাশটী কোরে বসেছিস্—হামার ৫০০০হাজার টাকা ঠকিয়ে লিয়ে—একটা বুড়ো মেয়ের সাথে তোর সাদি দিচ্ছে, জুয়াচোর বেটারা হামার সর্ব্ব-নাশ কোল্লে—

চৌখস। আরে—না না—তুই থাম বেটী—হামী বেটী তোর কি বোকা ছেলিয়া মাগ্নি—হামি সাদি কর্‌ছি না—সাদি উল্‌টিয়ে গিয়েছে—লেকেন বড় মুস্কিল হয়েছে—

চিকণ। সাদি করিস্‌ না—এ বেটারা সব জুয়াচ্চোর—হামি সব শুনেছি—এ সব জুয়াচোরের দল আছে, এই গৌরব আমায় সব বোলেছে। আর তোর রাম বাবু এসেছিল, সে বলিয়ে গেল—তোর টাকা লেবে, জাত লেবে—আর একটা কসবি ধোরে তোর বিয়ে দিবে—হামার সর্ব্বনাশটী কোর্ব্বে, সাদি কাজ নাই—তুই এমন লক্ষ্মী মেয়ে রেখ্‌ছি রেখেছিস্‌—বেশ কোরেছিস্‌—হামার মনের মত হইয়েছে—আর সাদি করিস্‌ না—টাকা আদায় কোরে চল ঘরে লিয়ে যাই।

চৌখস। কৈ, বক্কেশ্বর বাবু! আসো, হামার টাকা দিবে আসো।

বক্কে। ও বাপ রে! আমি শুধু শুধু কেন টাকা দেবো? বে কর্ত্তে পেতুম তো টাকা গুণে দিতুম—হায় হায়! আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল। আমার মুখের গ্রাস শালা জোর কোরে কেড়ে নে গেল—কেউ সহায় হলো না।

চতুরা। কি হে? এখন কাঁদ্‌ছ যে?

বক্কে। চতুরা! পায়ে ধরি,চ ভাই,আমার ঘরে চ, আমার সব গেল, পা গেল, প্রাণ যায় যায় হয়েছে, চ, ভাই চ!

চতুরা। তাই তো! গেলুম এতক্ষণ, এমন ধন-দৌলত ফেলে কে তোর ঘরে যোর্ত্তে যাবে? বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে!

চিকণ। আর টাকা কে দিবে? হামি ত কিছু সমজ কোর্ত্তে পাচ্ছি না—তোর টাকা লিয়েছে কে?

চৌখস। এই যে এনার হাত দিয়ে ইনি লিয়েছেন। এ বাবু, আমার টাকাটী চুকিয়ে দাও, হামি বেটা চল্‌ দি—তোমরা ঝগড়া লড়াই কর।

অজ্ঞান। টাকা? টাকা কিসের? তোমায় মেয়ে দিলুম, আবার টাকা চাচ্ছ?

চৌখস। এ বাবু, সব জুয়াচুরী কথা কইচ্ছো! তোমার মেয়ে লিয়ে গেলো যে শালা আগে চুপি চুপি সাদি করিয়েছে, আর হামি বেটার টাকা পয়মাল হোবে?

চিকণ। এ বাবু! তুমি ত দেখ্‌ছি ভদ্রলোক আছে; টাকা পাঁচ হাজার আমার ফেরত দিয়ে দাও, নইলে সহজে আমি ছাড়্‌বো না।

অজ্ঞান। সে টাকা কি আর আছে? খরচ হয়ে গেছে।

চৌখস। হামার টাকা কোন্‌ শালা খরচ কোল্লে? মাগ্নি, এ সহজে হোবে না, তোর বাপ দাদাকে খবর দে, দেখি শালাদের জুয়াচুরী ছোড়াতে পারি কি না?

গৌরবী। ও বাবাঠাকুর, কেন ওদের টাকা নিয়ে গোল কচ্ছো? বাপের সুপুত্তুর হয়ে টাকাগুলি ফিরিয়ে দাও, ওরা চলে যাক।

অজ্ঞান। যা বেটা! তোর আর মধ্যস্থ কোর্ত্তে হবে না।

গৌরবী। বটে! বুড়ী মাই, তোর বাপ দাদাকে তবে বাইরে থেকে ডেকে আনি?

চিকন। হাঁ বেটী, ডাকিয়ে লে আয়।

[গৌরবীর প্রস্থান।

অজ্ঞান। চালাকদাস! Wht's to be done?

চালাক। The money must not be refunded.

(গৌরার সহিত বাপ্ ও দাদার প্রবেশ)

বাপ্। কোন্ শালা রে বেটা!

চিকণ। এই বাপ্,এই শালা জুয়াচোর!

দাদা। বাবু! টাকা দিয়ে দাও, নইলে হাম্‌রা সহজে ছোড়্‌ছি না। বাইরে হামাদের শওয়া আদ্‌মি মজুত।

চতুরা। (চৌখসের কাণে কাণে) যে টাকা হজম করেছে, সে টাকা বড় সহজে দিচ্ছে না, ও ভুবেটাকে জব্দ কর, তোমার তো ১০০০ হাজার টাকা বড় গায়ে লাগ্‌বে না, বেটাদের ময়লার ভার বইয়ে নে চল।

চৌখস। (জনান্তিকে) হাঁ দিদি, রাম-বাবু হামারে বি ওই কথা বলিয়েছিল, পেঁচ কোরে শালাদের জাহান্নোবে ঠেস্‌তে পাল্লে রাম বাবু বড় খোস হবে। এ শালাদের সব ঝুটা হয়ে যাবে, কৈ মান্‌বে না। (প্রকাশ্যে) এ দাদা, শালারা টাকা দিতে পারবে না, গরিব বেচারা টাকা হজম করিয়ে লিয়েছে। হামি বলি, খাটিয়ে লিয়ে ছাড়িয়ে দে!

চিকণ। আচ্ছা, তবে নওকরি করুক!

চৌখস। এ বাবু, তোমরা তো টাকা দিতে পার্‌ছো না দেখ্‌ছি?

অজ্ঞান। কৈ আর বাপু পাচ্ছি!

চৌখস। ভাল, হামরাও টাকা ফেরত লিচ্চি না, লেকেন হামাদের থোড়া কাম কোর্ত্তে হবে, তবে ছাড়ান দিব।

অজ্ঞান। ও চালাক! কি? কি? কি কাজ?

চৌখস্। দুটা ময়লার ভাঁড় কাঁধে লিয়ে ডঁপোয় ফেলিয়ে আস্‌বে—ছাড়ান!

অজ্ঞান। (চালাকের প্রতি) কি বল?

চালাক। হোক না—ক্ষতি কি?

অজ্ঞান। আচ্ছা, চৌখস বাবু, আমরা রাজী আছি

চালাক। কিন্তু—মুখ খুলে তো আমরা রাস্তায় বেরুতে পার্‌বো না।

চৌখস। ভাল—দুটা বান্দরের মুখস পরিয়ে দিচ্ছি। দাদা! দুটা বাঁক লে আস্‌তে বলিয়ে দে, হামি শালাদের মুখস লাগিয়ে দি।

(চৌখসরাম কর্ত্তৃক মুখস আঁটন,ভার লইয়া মেথরগণের প্রবেশ)

রসময়ী। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ! গন্ধে মলুম! মর পোড়ারমুখো মিন্‌ষে—এত টাকার লোভ, অমন হতভাগার মুখে ঝাঁটা মেরে চোলে যাই না?

[প্রস্থান।

বঙ্কে। বাঃ বাঃ! এঁরা ত দেখ্‌ছি খুব চমৎকার Free-love প্রবর্ত্তক। আমি ত খুব টন্‌কো লোকদের লেজ ধরেছিলুম? কে জানে বাবা, হয় ত এও এঁদের এক লীলা, এও এক নূতন ধরণ!

গৌরবী। ও বাবু, এখন এই শেষ দশায় কি কর্‌বে ঠাওরাচ্ছ?

বঙ্কে। আর ছাই কর্‌বো। আমার হওয়া মাগ গেছে—হবু মাগ গেল—এখন জাত হারিয়ে ভেক্ নিয়ে বষ্টম হই গে বলি,ও গরব! তুইও কেন আয় না, ১।০ সিকি খরচ কোরে কন্ঠীবদল করা যাক্ গে! তোর তো এখনো বয়েস আছে। কি বলিস্?

গৌরবী। হাঁ, তা মানাবে ভাল! আমার কি জানো বাবু—সেদো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি। তা চল—ছেলেপুলে নেই—তোমায় নিয়েই ভুলে থাকি গে।

বঙ্কে। আচ্ছা—তবে দাঁড়া, এই hypocrite outcast দুজনকে দুকথা বোলে যাই।

ওহে ভায়া—তোমাদের দেখ্‌চি—ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি ফাঁকি মূলেতে রোজগার। টাকার লোভে—হচ্চ খাড়া

বইতে গুয়ের ভার॥

পরের ঘরের স্বাধীন পীরিত কোর্ত্তে চালাচলি।

নিজের ঘরে উথ্‌লুলো প্রেম—

পোড়্‌লো কুলে কালী।

স্ত্রীস্বাধীনতায় কেলেঙ্কারি ঘটেছে বারম্বার,

লজ্জা সরম নেই—তবুও কচ্চো কদাচার।

ছি ছি তোদের সকল ফক্কিকার!!

ও পোড়ার মুখ দেখিও নাকো আর!!

[উভয়ের প্রস্থান।

চৌখস। বাঁক—কাঁধে লিয়ে লাও বাবু!

অজ্ঞান। ও চালাক! (কাঁধে লইয়া) উঃ! বড্ড ভারী যে?

চতুরা। পাঁচ হাজার টাকাও বড় হাল্কী নয় তো!

(সকলের ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্যগীত)

রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল।

আরে আরে দুনিয়া ভরমে রূপেয়া সেরা মাল।

রূপেয়াওয়ালা সব্‌সে বাড়িঁয়া সবসে উঁচা চাল।

রূপেয়া সাফ্‌ করে জঞ্জাল॥

রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিল দরিয়া চাল,

ঝুঁটো আদমি সাঁচ্চা হো যায়

রূপেয়াকো এ হাল।

রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥

ধর্ম্মী কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়াকো কাঙ্গাল।

রূপেয়া লেকে বুড্‌ঢা লেড়কা—

জোয়ানি হোয় ছাওয়াল।

রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥

হামার হামার সবকোই বোলে

সবকোই হোয়ে লাল্‌।

বাহবা রূপেয়া কোইকো

নেহি ইয়ে মেরে সওয়াল।

রূপেয়া সাফ করে জঞ্জাল॥

[গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান ও চালাককে লইয়া সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

আমোদ-প্রমোদ

গীতিনাট্য।

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আমোদলাল ও প্রমোদলাল	কাশ্মীররাজের যমজ পুত্রদ্বয়।
আদর	লীলার শিশুভ্রাতা।

কামদেব, বসন্ত, মলয়া ও যমদূতগণ।

স্ত্রীগণ।

লীলা ...	গন্ধর্ব্বকন্যা।
ললিতা ...	আমোদলালের স্ত্রী।
অপ্সরীগণ ...	লীলার সহচরী।

প্রস্তাবনা

নন্দন-কানন।

(কামদেব, বসন্ত ও মলয়া উপস্থিত)

(গীত)

কামদেব।—
'কাম নাম মম, ধাম ধরণীপর—
নরনারী-হৃদয়-নলিনে।
ফুটন্ত যেথা কলি, জাগন্ত যেথা অলি,
সেথা ভালবাসাতে হাসাতে আসি,
কাঁদাইতে আসিনে॥
ফুলে অলি ঢালে প্রাণ,
ফুটে উঠে ফুলকলি দেয় প্রতিদান,
চায় ফুলবাণ বুকে পায়—
কভু না চাহিলে হানিনে॥

বসন্ত।—আমি'বসন্ত ভালবাসি তাই,
আবেগে উল্লাসে আশে আবেশে জাগাই।

মলয়া।—আমি মলয়া বহাই,
কুহরিত পিকমুখে পীরিতি বিলাই।

সকলে।—
সদা জীবন্ত অনুরাগে, ঘুমন্ত প্রেম জাগে,
প্রাণে প্রাণে মিলাতে কামনা করি,—
দাগা দিতে জানিনে॥

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য—হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকা।

[গন্ধর্ব্বরাজের বিরাম-বাটিকার উদ্যান।]

(গবাক্ষে লীলা দণ্ডায়মান।)

(পাখীহস্তে লীলার গীত)

সোণামুখী পাখীটী আমার।
সুখে দুখে সাথীটী আশার নিরাশার॥
পাখা দুটী বিছাইয়ে,
ওড়ো ত উধাও হয়ে,
বোলো তাঁরে আমি যাঁরে জানি আপনার।
নীরব যে বীণা বিনা এ বীণার তার॥

(হস্ত হইতে পাখীর উড়িয়া যাওন)

লীলা। (স্বগত) পাখী আমার যাবে—তাঁর হাতে গিয়ে বোস্‌বে—মুখের পানে চেয়ে নীরবে যেন কত কথাই কবে। তার পর তিনি বুঝ্‌বেন, আমার প্রাণে যে তাঁর দারুণ অভাব হয়ে পোড়েছে, তা বুঝ্‌তে পেরে তবে দেখা দিতে আস্‌বেন। অন্য দিন আস্‌তে এতো দেরী হলে—মন একটু একটু উচাটন হয়! আজ যেন এলে বাঁচি—প্রাণের বোঝা নামিয়ে বাঁচি। এ আবার কি জ্বালা হলো? আমাদের এ সরল ভালবাসায় অপরে কেন বাদ সাধ্‌তে চায়? আমার ভালবাসা—আমার আদর পাবার জন্য আমি যাকে চাই না—সে কেন চায়?

(অপ্সরীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

ও কে ভালবাসে যদি তবে বলে না কেন—
মুখ ফুটে বলে না কেন?

ভাসা ভাসা ভালবাসা স'য়ো না যেন,
আহা সই! স'য়ো না যেন ॥
দেখাও দেখ সে প্রাণ, লও কর প্রেম দান,
চেনা দিয়ে চিনে লও চতুরে হেন।
চিত-চোর চতুরে হেন ॥

লীলা। ও সই! কার কথা বল্‌ছিস্? কে চতুর মুখ ফুটে বলে না? আমার তিনি তো চতুর নন! আমার তিনি যে প্রেমিকের শিরোমণি, পুরুষের মধ্যে পরেশরতন!

১মা অপ্সরী। আহা! তিনি কেন সই? তিনি কেন সই? যিনি তোমার এই নূতন ফাঁদে পা দিয়েছেন। তিনি নন, কিন্তু তাঁর যমজ ভাই তো বটে!

লীলা। তাই বটে সই! কিন্তু আমার ইনি এখনও ছাই-চাপা আগুন, আর ওঁর আগুন নিবো নিবো প্রায়। না হ'লে একেবারে অমন দপ্ কোরে জ্ব'লে উঠ্‌বে কেন? ও জ্বালা যে নিবন্ত আগুনের জ্বালা! নিবন্ত আগুনের কাছে গিয়ে, আমি কি আমার এ জ্বলন্ত ভালবাসার দীপটী নিবিয়ে ফেল্‌বো? সই! ও কথা আমি যত না শুনি, ততই ভাল, আমায় আর কোন পুরুষ ভালবাসে শুন্‌লে গা যেন জ্বালা করে।

২য়া অপ্সরী। ও কথা তা নয় সই! ভালবাসার আঁচ যে আমরা পেয়েছি। আমাদের হাত দিয়ে তোমার নবীন নাগরের ফুলের তোড়া পাঠানোর কথা যে আমরা শুনেছি।

লীলা। ও সই! শুনেছ? আর বুঝেছ বুঝি যে, আমি কাউকে বলা না কওয়া না—সেই নবীন নাগরের বাঁয়ে গিয়ে বোসে পড়েছি?

৩য়া অপ্সরী। তাই তো বুঝেছি! তোমার নাগরেতে আর ওঁতে যমজ ভাই তো বটে, অবিশ্যি তোমার মনটা এখন দুনৌকায় পা দিয়েছে। একবার ভাব্‌ছো, আমার প্রমোদলালটী বেশ শিষ্ট শান্ত ভালমানুষটীর মত, মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়—ভালবাস্‌তে গেলে গা এলিয়ে বসে। আবার ভাব্‌ছো—এ আমোদলালটী তো কম সুশ্রী নয়! কম ভালবাস্‌তে জানে না! তবে কি না বীর-পুরুষ! মিষ্টি কথার ধার ধারে না, গা এলিয়ে ভালবাস্‌তে জানে না! তাই বোল্‌ছি সই! তোমার হয়েছে এখন উভয় সঙ্কট।

লীলা। আমার ভালবাসা সঙ্কটের ধার দিয়েও যায় না। আমার প্রাণ আমার—অপরের নয়। আমি যাকে চাই—সে আমার—অপরের নয়। আমার আমি, আর কোন দিকে যায় না—আর কোন দিকে চায় না। আমি যাঁর, তাঁরও চক্ষু আর কারও পানে চায় না। উঠ্‌তে বোস্‌তে আমাদের প্রাণে প্রাণে চাওয়া-চাউই চলে—সে চাউনির সাম্‌নে থেকে আমি আর কারো পানে চাইবো সই?

১মা অপ্সরী। তুমি কি আর সহজে চাইবে
সই? তার চাইবার ক্ষমতা থাকে তো
সে তোমায় চাইয়ে নেবে। বলে—
চাইতে পারি চাউনি ভারি আড়নয়নে চাই।
ডাগর ডাগর চোকদুটী নে চাইতে আসি তাই ॥

লীলা। ও চাউনিতে মন ভেজে না সই! আমার পানে চাইতে হ'লে চাউনি শিখ্‌তে হবে। আমি যাঁকে ভালবেসেছি, তাঁকে ভালবাসার চাউনি চাইতে শিখিয়েছি, তবে ছেড়েছি।

৩য়া অপ্সরী। বটে বটে সই! তা বেশ

(অপ্সরীগণের গীত)

আহা মরি মরি! বেশ তো ভালবেসেছো।
বেশ বেশ বেশ কোরেছ,
বাস্‌তে ভাল শিখিয়েছো॥
দুটী দুটীর পানে চাও,
মুখভরা হাস বুকভরা প্রেম
নিতুই নূতন পাও;
বেশ বেশ বেশ মিশেছো,
প্রেমপিয়াসা মিটিয়েছো॥

[অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান।

লীলা। (স্বগত) আস্‌ছেন না কেন? অন্য দিন আস্‌তে তো দেরী হয় না। পাখী বাঝি যায় নি? না, পাখী তো আমার তেমন নয়। পাখীও যে তাঁকে ভালবেসেছে, পাখীও যে তাঁর কাছে যেতে পাল্লে যে বাঁচে। সে গেছে,হাতে বোসেছে,মুখপানে চেয়ে আছে। তিনি হয় তো আস্‌তে চাচ্চেন না। না,তাও তো নয়! পাখী গেলে তিনি যে সহস্র কর্ম্ম ত্যাগ কোরে ছুটে আসেন। তবে বুঝি পথে কোথাও আটক'পোড়েছেন। না, তাও তো নয়,প্রেমিকের পথ তো কেউ আট্‌কায় না। সরল প্রেমের যে সাধনা করে, তার জন্য পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে পথ দেয়, নদী শুষ্ক হয়ে পথ দেয়। ভালবাসার অবতারকে এ ভাল-বাসার জগতে কেউ তো আট্‌কায় না।

(নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে পাখী-হস্তে প্রমোদলালের প্রবেশ)

প্রাণ চিনিতে শিখেছি প্রেম পাঠ।
ভালবাসাবাসি নহে নটুয়ার নাট॥
সরল পিরীতি মেলা,
প্রাণ ধরাধরি খেলা,
ক্ষণে ধরা বাঁধাবাধি খুলিবে না ঝাট।
জীবনে মরণে দুহুঁ চলে এক বাট॥

(গবাক্ষ হইতে লীলার নিম্নে আগমন)

লীলা। তুমি এয়েছো! শীগ্‌গিরি শীগ্‌-গিরি এয়েছো, বেশ করেছো। আর একটুখানিক না এলে কত রাগ কোত্তেম, কেন রাগ কোত্তেম জানো?

প্রমোদ। না, কেন লীলা? কেন রাগ কোত্তে?

লীলা। রাগ কোত্তেম কেন, বল্‌বো, শুন্‌বে?

প্রমোদ। হাঁ, শুন্‌বো! বল না লীলা?

লীলা। শুন্‌বে? সর্ব্বনাশ হয়েছে!

প্রমোদ। সে কি? সর্ব্বনাশ কি? তোমার পিতার তো কোন বিপদ্ হয় নি?

লীলা। না, না, সে কথা কেন? সর্ব্ব-নাশ হয়েছে, কি বল্‌বো? তোমার সেই ভাইটী আমায় ভালবেসে ফেলেছেন।

প্রমোদ। কি রকম?

লীলা। সেই যে, যিনি যুদ্ধ থেকে সবে ফিরে এয়েছেন, তোমাদের বাড়ী একদিন যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে, সেই যে তোমার যমজ ভাই।

প্রমোদ। তা বুঝেছি; কিন্তু ভাল-বাসাটা কিসে বুঝ্‌লে?

লীলা। ও মা! তা জান না বুঝি? কাল যখন আমরা তোমাদের বাড়ী থেকে আসি, তখন তিনি আমার ভাই আদরের হাতে একটা মস্ত ফুলের তোড়া দিয়ে আমায় দিতে বোলে দিয়েছিলেন। তাতেই তো বুঝ্‌তে পাল্লেম।

প্রমোদ। ফুলের তোড়া দেওয়ায় ভালবাসা নাও বোঝাতে পারে?

লীলা। ও মা, শুধু ফুলের তোড়া কি? সখীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা বোল্লে, একেবারে পাগল, আরও কত কি! এই দেখ না, আমি আদরকে ডাকৃচি। আদর! আদর! একবার এই দিকে আয় না ভাই!

(নেপথ্যে আদর।) না, আমি যাব না। অমন শুক্‌নো কথায় আদর ডাক্‌লে যায় না।

প্রমোদ। আদর! আদর! লক্ষ্মী ভাই আমার, এসো তো!

লীলা। এসো তো! এসো তো দাদামণি! ফুলের তোড়াটী নিয়ে এসো তো!

(ফুলের তোড়া হস্তে গাইতে গাইতে প্রবেশ)

আদর কোরে আন্‌লে আদর আপনি দেয় ধরা,
ঘরের আদর পরকে দিতে আদর দেয় ত্বরা॥

লীলা। আদর! চিঠিখানা দাও না ভাই!

আদর। তোমায় তো দেব না দিদিমণি! চিঠি দেব তোমার বরকে। ও বর! দিদির আর এক বরের চিঠি পড় তো—বর।

প্রমোদ। চিঠি কি রকম?

লীলা। তা বুঝি জান না? ফুলের তোড়ায় প্রেমের লিপি।

প্রমোদ। সে কি লীলা? আমোদলালের যে স্ত্রী বর্ত্তমান।

লীলা। তবে আর বল্‌ছি কি! তোমাদের পুরুষ-জাতই স্বতন্তর। তুমি না বোলে থাক, পুরুষের প্রেম কৃত্রিম হয় না, পুরুষ শুধু রূপে ভোলে না, পুরুষ পবিত্র ভালবাসা পায়ে থেঁত্‌লায় না। এখন দেখ—শেখ, তোমার ভাইয়ের দৃষ্টান্তে মত ফিরিয়ে নাও।

প্রমোদ। (চিঠি দেখিয়া) তাই তো! স্ত্রী থাক্তে এ পরকীয়া প্রেমলালসা কেন?

লীলা। শুধু লালসা হলেও তো বাঁচ্‌তেম। বীরপুরুষ যে আমায় না পেলে, প্রাণবলি দিতেও প্রস্তুত। লেখার ভঙ্গী বুঝ্‌তে পেরেছো তো?

প্রমোদ। বুঝ্‌তে পেরেছি। বুঝ্‌তে পেরেছি যে, ভায়া আমার রূপজ মোহে মুগ্ধ হয়েছেন, এ প্রেমের ভিতর প্রাণের গন্ধ মাত্র নাই।

লীলা। তা—তো বটে; এখন তাঁকে ফেরাবার কি?

প্রমোদ। যে কোন উপায়ে হোক্ ফেরাতে হবে। ভায়ার গায়ে আঁচও লাগ্‌বে না, তুমিও আমার হাতছাড়া হবে না, বোয়ের চক্ষেও জল ফেল্‌তে দেব না।

লীলা। মুখে যত সহজে বোল্লে, কাজে কি তত সহজে হবে?

প্রমোদ। তুমি আমি এক থাক্‌লে এমন কি কাজ আছে, যা সহজে না সম্পাদিত হবে? তোমার প্রাণে আমার প্রাণে তো আর চোক-ঠারাঠারি নাই।

লীলা। তা কই?

(লীলার গীত)

প্রাণে ভালবাসাবাসি বাসনা আমার।
স্ববশে বিবশা বঁধু সোহাগে তোমার॥
ভাব যা—ভাবনা মোর,
দোঁহে দোঁহা ভাবে ভোর,
মিলে মিশে মিটে যায় আশা লালসার॥

আদর। যে যার আপনার আদর নিয়েই ব্যস্ত, আদরকে আর কেউ আদর করে না। আদর আর থাক্‌বে কেন? আদর তবে পালিয়ে যাক্।

(আদরের গীত)

না পেলে আদর, আদর থাক্‌বে কার তরে।
যার আদরে আদর, আদরে চল্লো তার ঘরে॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

লীলা। এই যে সখীরা সব আসছে। ও সই! ভালবাসার চাউনি শিখ্‌বি তো আয়—ভালবাস্‌তে দেখ্‌বি তো আয়!

(অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ভাল ভেবে বড় ভালবেসেছে সখি।
ভাল বঁধু ভাল তুমি বাসতো দেখি॥
মানে মানে ত্যজ মান,
প্রাণে কর প্রাণ দান,
ভাবিনীর ভাবে প্রেমভাব নিরখি।
ভাল ভাল ভাল বঁধু বাসতো দেখি॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—কাশ্মীর।—আমোদলালের প্রাসাদের ছাদের উপরিভাগ।

(ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। (স্বগত) সোণার স্বামী আমার এত দিন প্রাণ ধোরে পূজা কোরেছিলেম বোলে কি আজ এই ফল দিলেন? এমন শেল বুকে মাল্লেন যে, যার ব্যথা ইহজন্মে ভুল্‌তে পার্‌ব না। স্বামীর চক্ষুঃশূল, স্বামীর তাচ্ছল্যের পাত্রী হয়ে কেমন ক'রে মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়ে মোর্‌তে হয়, তা তো আমি জানি না প্রভু! তা তো আমি শিখিনি! হায়! হায়! কে আমায় জানাবে? কে আমায় শেখাবে?

(প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে লীলার প্রবেশ)

ললিতা। লীলা! তুমি গন্ধর্ব্বকন্যা, আমি অভাগী মানবী! আমায় চিরদিনের জন্য কিনে রাখ, আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও। দেখ, গর্ভে আমার স্বামীর সন্তান, তা না হ'লে, এ কথা শুনে কি আর বোন্ এক দণ্ডও বেঁচে থাক্‌বার সাধ রাখ্‌তেম? যখনি আমায় তুমি এসে, আমার এ সর্ব্বনাশের কথা দয়া কোরে শোনালে, সতী আমি বোন! তখনি আমি এ সংসার থেকে চোলে যেতেম। গর্ভে জীব, এখন আমায় আত্মহত্যা কোর্ত্তে দিও না। বোন্! তোমার হাতে ধরি, আমায় স্বামী ভিক্ষা দাও।

(ললিতার গীত)

আহা আমার যে বোন্ সকলি ফুরায়।
যত সাধ মনে আজ মনেতে মিলায়॥
আপনায় দিয়ে পরে,
পরেরে আপনা কোরে,
মগ্ন প্রেমে স্বপ্ন-সুখে ছিনু এ ধরায়।
ভাঙ্গিল স্বপন সব ধুয়ে মুছে যায়॥

লীলা। সতী তুমি বোন! পতিব্রতা তুমি, বীরাঙ্গনা তুমি—তোমার তেজে তাঁকে অভিভূত হতে হবে। তোমার অগাধ বিশ্বাস আবার তুমি ফিরে পাবে—বিশ্বাসহারা হয়ো না। আমি যা বোলেছি, তা ক'রো। তোমার স্বামী তোমারই হবে, তোমার স্বামী তোমারই রবে! ভয় কি?

(লীলার গান করিতে করিতে শূন্যে উত্থান)

প্রেম-রণে প্রাণ হারিয়ে হারাবে।
প্রাণ-বঁধুয়ারে ফের পায়ে ধরাবে॥
ম'রে বাঁচার সাধ হবে,
সাধে বিষাদ না রবে,
সুধা পিয়ো পিযো প্রাণ ভোরে পিয়া,
ফিরে নাগরচাঁদ পাবে॥

(লীলার শূন্যে অদর্শন হওন)

ললিতা। (স্বগত) ফিরে পাবার তপস্যা কি করেছি? ফিরে পাব কি? প্রাণ ভেঙ্গে গেল— তা জোড়্‌বার ওষুধ কে জানে? ভগবান্! কেউ জানে যদি,আমায় জানিয়ে দিন, আমি তাঁর চরণে ধোরে মুখে কুটো কোরে ভিক্ষা কোরে নেব। আমার সর্ব্বস্বধনের যে —মন ভেঙ্গেছে, প্রভু! সে মন আমায় ফিরে আন্‌তে দাও! আমার সোণার স্বামীকে ফিরে পেতে দাও!

(ললিতার গীত)

দীননাথ! আর দিন কি পাব না?
সাধনা কামনা,
সকলই কি প্রভু ফুরায়ে যাবে?
খেলা-ধূলা ফে'লে,
কেঁদে যাব চোলে,
করুণ-নয়নে ফিরে না চাবে?
দয়া যদি দাতা না কর দীনায়,
অনাথায় যদি নাহি রাখ পায়,
দয়া-ধর্ম্ম দান তা না হ'লে ধরায়.
কে শিখাবে কে শিখিতে চাবে?
দীননাথ নামে কলঙ্ক রটিবে,
সান্ত্বনা না দিলে বেদনা পাবে॥

(অন্য পার্শ্ব হইতে আমোদলালের প্রবেশ)

আমোদ। আঃ! কাঁদ কেন? কি চাও, স্পষ্ট ক'রে বল?

ললিতা। কাঁদি কেন? প্রভু! কাঁদি কেন, তা কি জান না?

আমোদ। কি ক'রে জানি, কখন তো কাঁদ্‌তে দেখিনি?

ললিতা। আর কখন তো কাঁদিনি। মাথার মণি আমার! তুমি তো আমায় কখন কাঁদ্‌বার অবসর দাওনি? চিরদিন ঐ বিশাল বুকে রক্ষা ক'রে আজ আমায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্চ,তাই ত এ কান্নার ঢেউয়ে আমার বুক ভেসে যাচ্চে!

আমোদ। আমি ফেলে দিইনি। তোমার উপর ভালবাসা ফুরিয়ে গেছে, কি কর্‌বো? প্রাণকে চোকঠেরে রেখে—লুকিয়ে লুকিয়ে পরদারপাপে মগ্ন হব—আর এদিকে তোমার পাছু পাছু সোহাগ কোরে বেড়াব, সে ধারার নীচ প্রাণ আমার নয় ললিতা! আমি স্পষ্ট কথা কই, স্পষ্ট প্রাণ নিয়ে ঘর করি। এখনি আমার স্পষ্টকথা এই, তোমার কাছে প্রাণটা ছিল, লীলা সেটা নিয়ে ফেলেছে, তার মতও পেয়েছি, আমার স্পষ্ট প্রেম-প্রার্থনায় সে প্রেমিকা স্পষ্ট উত্তর দিয়েছে, আমি স্পষ্টভাবে ভালবেসেছি, বুঝ্‌তে পেরে সে আমায় স্পষ্টভাবে ভালবাস্‌তে চেয়েছে। তাই বল্‌ছি, তুমি কেঁদো না—আস্তে আস্তে আমার আশাটা ত্যাগ ক'রে ফেল। আমি তোমাকে ভুলে গেছি—ঠিক ভুলে গেছি, সত্য বল্‌ছি, তোমার এক বিন্দুও আমাতে নাই। (ললিতার মূর্চ্ছা) মূর্চ্ছা গেলে—গেলে,কি কর্‌বো? সম্মুখে একটা অপর স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিতা হলেও যা কোত্তেম, তাই করি। (শুশ্রূষাকরণ)

ললিতা। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) নিষ্ঠুর! পাষাণ! আজ আমি অবলা ব'লে—আমার হৃদয়ে—এত বেদনা দিতে সাহস পেলে। এক দিনের একবার চাউনিতে প্রাণ দিয়েছিলে, একটী মুখের কথায় হাতে স্বর্গ এনে দিয়েছিলে, আজ সে কথা কোথায়? সেই একটী কথার ভিখারিণীকে আজ তুমি এক কথায় বিসর্জ্জন দাও, প্রাণ থেকে জন্মের মত এ অভাগিনীকে মুছে ফেলে দাও!

আমোদ। তাই তো দিয়েছি। তবে আর বোল্‌ছি কি? এ প্রাণে তোমার তো আর ঠাঁই নাই ললিতা! আমি জানি, তুমি মহা-অভিমানিনা, এ অভিমানে তুমি কিছুতেই প্রাণ রাখ্‌বে না। কেমন—রাখ্‌বে কি?

ললিতা। কি বল, প্রভু! কি বল? তোমার তাচ্ছল্য সইবো, আর হাসিমুখে এ প্রাণের ভার বোয়ে নিয়ে বেড়াবো? এ ভরা ডুবুতে তো হিঁদুর মেয়ে কখন ডরায় না।

আমোদ। তবে মর্‌বার পণ তুমি করেছ? লীলাও বলেছে,—"ললিতা এ শুনে প্রাণ রাখ্‌বে না। তার যা হয় একটা হয়ে গেলে তোমায় বরমাল্য দেব।" আমার স্পষ্টকথা! তা মরণই যদি ঠিক ক'রে থাক, আমায় ভেঙ্গে বল, কি উপায়ে আত্মঘাতিনী হবে? বিষে, না ছুরিকায়? তা হ'লে বল, বিষও আছে, ছুরিকাও আছে। এই দেখ বিষ, (বিষের পাত্র প্রদর্শন) এই দেখ ছুরিকা, (ছুরিকা প্রদর্শন) যেটা ইচ্ছা, সেইটে নিতে পার।

ললিতা। রাক্ষস! পিশাচ! সোরে যাও! তুমি অধর্ম্মী, কামের ক্রতদাস! পিশাচিনী তোমার যোগ্যা সহচরী! তুমি সোরে যাও, আমায় আর ছুঁতে এসো না। তোমার স্পর্শেও পাষাণ হয়ে যাবো। তোমার স্পর্শে পবন কলুষিত হয়ে বইছে, কলুষের তাপে আমি জ্বলে মলেম—জ্বলে মলেম!

আমোদ। তা তো জানি। এ সব যন্ত্রণার হাহাকার শুন্‌তে হবে, বুঝে সুঝেই তো এ যুদ্ধে হাত দিয়েছি। যুদ্ধজয়ের জন্য আমি সকলই কোত্তে পারি, সকলই সইতে পারি; সকলই কর্‌বো—সকলই সইবো, তুমি অন্তরায়—হয় সোরে যাবে—নয় সোরে যাও-য়াবো।

ললিতা। পাষণ্ড! নরাধম! গর্ভে যে তোমার সন্তান রয়েছে।

আমোদ। যোদ্ধার প্রাণ পাষাণ, সে পাষাণে অত মায়া-দয়া টেনে আন্‌তে হ'লে বিগ্রহ ছেড়ে দিয়ে, তলোয়ার ভেঙ্গে ফে'লে স্ত্রীলোকের সঙ্গে অন্তঃপুরে গিয়ে বোসে থাকৃতে হয়।

ললিতা। ভাল পাষাণ!—ভাল, তবে দাও! দাও, তোমার বিষ দাও! অন্ধ তুমি—ভালবাসার পবিত্রতা চরণে দলিত ক'রে চরণের চিরদাসীকে বিষপাত্র দাও!

আমোদ। এই নাও।

ললিতা। দাও! কেঁপো না! কাঁপ কেন পাষাণ?

আমোদ। কাঁপ্‌ছি কি? বুঝি কাঁপ্‌ছি? না!—কাঁপিনি! কাঁপ্‌বো না। এ লীলার দত্ত বিষপাত্র—ধর! (বিষপাত্র প্রদান)

(বিষপানান্তে ললিতার গীত)

আহা নিরদয় দয়িত তুমি চিরতরে বিদায় দিলে।
মথিয়ে মমতা-মায়া রূপমোহে মোহিত হলে॥
গর্ভে সুসন্তান স্থান নাহি পায়,
মাতৃকায়া সহ মাতা তার যায়,
জ্বলিতে না জ্বলিতে দীপ,
অবহেলে নিভায়ে দিলে।

খেলিতে না খেলিতে খেলা,
জীবলীলা হরিয়ে নিলে ॥

(অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পতন)

আমোদ। মৃত্যু হয়েছে! এ দৃশ্য আর দেখি কেন? ও পঞ্চভূতে মিশে যাক্। (নেপথ্যাভিমুখে) ব্রাহ্মণগণ! যেরূপ বলা আছে, যথাবিধি সৎকার কর গে!

[ললিতাকে লইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়ের প্রস্থান।

আমোদ। (স্বগত) এ বাধা সহজে গেল, আর তো কোন বাধা নাই! এ বাধা শেষ হবার পরেই তো লীলার আস্‌বার কথা আছে। সে রূপেশ্বরী, গন্ধর্ব্বকুমারী, সে তো মিথ্যাবাদিনী নয়। তার এক একটী কথায় অগাধ ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি। সে দেবকন্যা; না জানি, দেবকন্যা কত ভালবাস্‌তে পারে! এখনো আস্‌ছে না কেন? আর যে বাঁচি না, এক মুহূর্ত্তও যে থাকৃতে পারি না। প্রাণে বড় অভাব। একলা প্রাণে আর এক মুহূর্ত্তও যে থাকৃতে পারি না! এতো ভালবাসতে জানে, এতো ভালবাসে, তবে লীলা আসে না কেন? এ সময়ে একবার আসে না কেন?

(লীলার শূন্য হইতে ক্রমে অবতরণ)

লীলা। কি গো বীরপুরুষ! ঐ ক'রে এক নারী হত্যা ক'রে আবার এক নারীর করধারণে সাধ হয়েছে না কি? ছি ছি ছি! সরলা পতিব্রতা রমণীবধে তোমার যে সুখ—নিজের প্রাণ বলি দিয়ে তোমার মত কাপুরুষের হাতে জীবন সমর্পণ কোরে আমি তো সে সুখ চাহি না। নরপিশাচ! ধিক্ তোমায়! রাক্ষসেও যা পারে না, তা তুমি অনায়াসে করলে! স্বচ্ছন্দে নারীহত্যা-পাতকে পাতকী হোলে! আবার সেই কলুষিত-প্রাণে আমায় পেতে সাহস কচ্চো?

আমোদ। লীলা! ও কি কথা বল? পাগলকে আবার পাগল কর কেন? তোমার কথাতে আমি এতদূর এগিয়েছি, স্বর্গের কাছে নিয়ে এসে কি আমায় ফিরিয়ে দিতে চাও লীলা? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, তুমি এ ভাবে কথা কোচ্চ কেন?

লীলা। মূর্খ তুমি! যে তোমায় সর্ব্বস্ব অর্পণ কোরে, শুধু তোমার মুখপানে চেয়ে জীবনধারণ করে ছিলো, যার ভালবাসার জ্যোতিতে তোমার জীবন দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছিলো, তুমি যখন সে হেন রাজলক্ষ্মীকে চরণে দলন করলে, তখন কোন্ রমণী আর তোমার কাছে অগ্রসর হতে পারে? কে তোমাকে দে'খে হিংস্রজন্তু বোধে দূরে পলায়ন না ক'রে থাকৃতে পারে? তুমি নরাধম! আত্মকৃত পাপের ফলভোগ কর! আমি তোমার মত নারকী নরের ভোগ্যা হবার জন্য জন্মিনি। আমার আশা তুমি ত্যাগ কর, আমায় তুমি ইহজন্মে পাবার ভাগ্য করনি।

আমোদ। তাই কি? তাই কি? লীলা! তাই কি লীলা! এ কি সেই তুমি? যে তুমি ভালবাসার ছলা ক'রে ভুলিয়ে গেলে! এ কি সেই তুমি?

লীলা। হাঁ—সেই আমি! ললিতার পাষণ্ড পতি তুমি, তোমার ঐ পাশববক্ষে সেই দেবী-প্রতিমার স্থান হ'তে পারে না ভেবে, রমণী আমি—সেই অনাথিনী রমণীকে তোমার গ্রাস হ'তে রক্ষা করেছি। সে স্বর্গে গেছে,—তুমি নরাধম নরকে যাবে।

আমোদ। উঃ! কি ভ্রম! পাষাণি! তুই

যে আমার চক্ষের যবনিকা ফেঁলে দিলি। রূপগর্ব্বিণি! তোর সে সুললিত বাণী কোথা গেল? এ কর্কশার মূর্ত্তি তুই কোথা পেলি? পাপীয়সি! বল্—কেন রূপের মোহে ভুলালি? সুখের সে প্রেমস্বপ্ন কেন ভাঙ্‌লি? কেন আমার সর্ব্বস্বধন ললিতাকে ভুলিয়ে দিলি? নারীহত্যা-পাপে কেন আমায় পাপী কল্লি? কেন আমার এ বিশাল বক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলি?

লীলা। কেন কল্লেম? জগৎ-সমক্ষে তোমার মত পিশাচকে প্রকাশ ক'রে দিতে কোল্লেম; আগাধ-প্রেমশালিনী শত সহস্র কুলকামিনীকে সাবধান ক'রে দিতে কোল্লেম, ঐ কলঙ্কিত কালামুখ নিয়ে জগৎ-সমক্ষে কুষ্ঠরোগীর ন্যায় তোমায় অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করাতে কোল্লেম।

আমোদ। কার সাধ্য? সবে না! যাতনা সবে না। ললিতার প্রেম গেছে,প্রাণ গেছে; আমারও প্রেম গেল প্রাণ কেন যাবে না? ওরে পিশাচিনি! তুই দেবী নোস্, সোরে যা! উহু হুঃ! জীবনে ভুল বুঝিনি—রণে নয়—রাজ্যে নয়—পিতার মন্ত্রগৃহে নয়—কোথাও কখন ভুল বুঝিনি। কিন্তু রে পাষাণি! তুই আমায় কি দারুণ ভুলই বুঝিয়েছিলি! আমার শান্তি গেল, সুখ গেল, সর্ব্বস্ব গেল, প্রাণ কেন যাবে না? প্রাণ যাবে' দে রে—বিষ দে—ঐ বিষে প্রাণ যাবে! ললিতা আমার যে বিষে প্রাণ দিলে—আমারও সেই বিষে প্রাণযাবে। তুই বিষময়ী! বিকটার বেশে—বিষাক্ত হস্তে ঐ বিষ আমায় দে!

লীলা। বিষ খাবে?—ঐ খাও! আমি হাতে করে বিষ দেব না।

আমোদ। প্রাণে তো বিষ ঢেলে দিতে পাল্লি? ভাল,চাই না,নিজেই খাই! (বিষপান)

লীলা। ঐ দেখ! ঐ তোমার ললিতার মৃতদেহ চিতার বক্ষে জ্বলছে। নিজের বক্ষে চিতা সাজাও! প্রাণ তোমার পুড়ে ছারখার হয়ে যাক্। ও প্রাণহীন দেহ নিয়ে জগতের কোন উপকার হবে না।

আমোদ। ও হো হো! সুবর্ণনলিনী আমার পুড়ে যায়! ওবে—একা পুড়্‌তে দেব না! আমিও ত বিষ খেয়েছি। প্রিয়তমে! এ হতভাগ্যকে এই জ্বলন্ত চিতায় তোমার পার্শ্বে যেতে দাও। অস্থিরমতি কামান্ধ পশুবৎ কার্য্য ক'রে ভাল ফল পেলেম। ভগবান্! পাপের উপযুক্ত ফলই পেলেম। অনুতাপের তো অবসর নাই প্রভু' আমার সুবর্ণনলিনী যে পুড়ে যায়। একত্রে এক চিতায় পুড়্‌বো ব'লে পণ করেছি, সে পণ আমায় রক্ষা করতে দাও।

[কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান।

(অন্যদিক্ হইতে প্রমোদলালের প্রবেশ)

প্রমোদ। তাই তো! গিয়ে ঝাঁপিয়ে যদি ও আগুণের কুণ্ডে পড়েন?

লীলা। না, তা পড়্‌বেন না। অত দূরে যেতে হবে না। সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে শুয়ে পড়্‌বেন। সেখানে আমার দুজন পরিচর্য্য আছে, তুলে নিয়ে যাবে এখন।

প্রমোদ। তাই তো, রাত্রি শেষ হয়, নাটক শেষ হলে যে বাঁচি।

লীলা। বোলেছিলাম তো! ভোর না হ'লে ফুরুবে না।

প্রমোদ। ভাল, তাই যেন হলো! এখন রাতজাগা না সার হয়।

লীলা। তা আর হতে হয় না। যা যা বলেছিলেম, তা তা ঠিক ঘটেছে তো? এক

ঘণ্টায় যার মন টলে, এক রাতে তার টলা মন ফিরেও যায়। তা আর বোঝ নাকো?

প্রমোদ। ভাল,বোঝা যাবে। আগে শেষ পর্য্যন্ত বুঝি তো!

(প্রমোদলাল ও লীলার গীত)

প্রমোদ—

নারী কি বুঝাতে নারে বুঝিতে নারি।

লীলা—

নরে যা বুঝিতে পারে বুঝিতে পারি॥

প্রমোদ—

বুঝি না বুঝিতে পারি,বুঝি মায়াময়ী নারী,
মহানাটকের মহা নায়িকা নারী,
মহা আঁধারের দীপক নারী,
মহাসাগরের ধ্রুবতারকা নারী,
মহাপ্রবাসের চিরসঙ্গিনী নারী,
নরহৃদি-বেদনা-নিবারিণী নারী।
উজলে মধুরা ধরাধারিণী নারী॥

লীলা। নরে না বুঝিলে নারী,
নরে না বুঝিতে পারি,
নারী নয়নের নর আঁধারহারী,
নারী বেদনার নর নয়ন-বারি,
নারী জীবনের নর জীবনাধারী,
নারী নাটকের নর নটবিহারী,
নারী প্রতিমার নবগঠনকারী,
নারী সাধনার নর—নরেরী নারী॥

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—সতীস্বর্গের তোরণ।

আমোদলাল নিদ্রিত, যমদূতগণ উপস্থিত।

(যমদূতগণের গীত)

ধরায় মরণ প্রাণের স্বপন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় ধরার পার॥
জীব জাগো জীব জাগো
বোলে ডাক্‌ছে কালে অনিবার॥
কর্ম্মফলে জন্ম ভবে হয়,
কর্ম্মে জীব জন্ম পুন লয়,
কর্ম্মগুণে জন্ম-জয়ী জীবন্মুক্ত সবার সার॥

(গীতের মধ্যে আমোদলালের চৈতন্য)

আমোদ। (স্বগত) এ কি? এ অদ্ভুত মহান্ গান কে গায়? গম্ভীর গানের রোল যেন বাতাসে ভাস্‌ছে! আমি এ কোথায়? মরণ কি হয় নি? না, মরণের পর এখানে আসে? হাসে,—কে হাসে?

(নেপথ্যে বিকট হাস্য)

না বিদ্রূপ করে? এ কোথা আমি?

যমরক্ষী। (বিকট হাস্যসহ অগ্রসর হইয়া) এই হেথায় তুমি, আমরা তোমায় এনেছি।

আমোদ। কে তোমরা? কেন আমায় এনেছ? এ কোথায়?

যমরক্ষী। কে আমরা? দে'খে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আমরা যমদূত। কেন তোমায় এনেছি? তুমি বিষ খেয়ে স্ত্রীর চিতায় প'ড়ে পুড়ে মরেছ, মনে নেই? এ কোথা, বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? মানুষ মর্‌বার পর যেখানে আসে,

হয় স্বর্গে, নয় নরকে। তুমি এখনও দুয়ের মাঝামাঝি জায়গায় আছ।

আমোদ। মরে গেলে দেহ থাকে না। আমার এ দেহ রয়েছে কেন?

যমরক্ষী। দেহ? এই যে আমাদেরও দেহ রয়েছে। এখানে যে আমরা যে দেহ ইচ্ছা,সেই দেহ ধ'ত্তে পারি—ধরাতে পারি! তোমায় দেহ ধরিয়ে এই সতীস্বর্গে আন্‌বার হুকুম ছিল—তাই তোমায় এনেছি। এখানকার কার্য্য সাঙ্গ হলে তোমার ঐ জড় দেহ থেকে সূক্ষ্ম দেহটা টেনে বার কোরে নিয়ে—পত্নীহা পাপীর জন্য যে নরক আছে, সেইখানে নিয়ে যাব। সে নরক কেমন জানো? এইমাত্র যে পৃথিবী ছেড়ে এলে—সেই পৃথিবীর সবগুলো সমুদ্র এক কোল্লে যত বড় হয়, তার চেয়ে শতগুণে বড় একটী অতলস্পর্শ প্রকাণ্ড গহ্বর আছে, ত'তে জল নেই, আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিগর্ভের ন্যায় শুধু গলিত ধাতুস্রাব যেন বিদ্যুৎ গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে। বড় বড় বিরাট মেঘের মতন ধোঁয়ার রাশি ঘূর্ণী বায়ুতে ঘূর্‌তে ঘূরতে উঠ্‌ছে—আর শত সহস্র ভূমিকম্পের মতন চারিদিক্‌ অনবরত কাঁপ্‌ছে। আমরা সেই মহাসাগরের ধারে নিয়ে গিয়ে পাপী দাঁড় করাই—আর ভিতর থেকে এক একটী বিদ্যুতের হল্‌কা উঠে এসে এক এক পাপীকে গ্রাস ক'রে নিয়ে যায়। পাপী ডুবে যায়—আবার উত্তালতরঙ্গের মুখে ফুটে উঠে—উপর থেকে অমনি আমাদের ডাঙশের ঘা পড়ে। পাপী আবার ডোবে—আবার ছিট্‌কে উঠে—আবার মারি ডাঙশ, পাপী আবার ডোবে, আবার উঠে।

আমোদ। উঃ! আর না—আর শুন্‌তে পারি না! কি বিকট! কি বিকট!

যমরক্ষী। বিকট কার্য্য করেছ, জগতের বাইরে যে একজনের কাছে বিকট কার্য্যের বিকট বিচার আছে, বিকট পাপের বিকট ফল আছে, এ কথা মনে ভাব নি কেন? পশুত্ব করেছ, এ নরকযন্ত্রণার পর আবার পশুযোনিতে জন্মাতে হবে, তা জানো? পশুবৃত্তির প্রলোভনে পোড়ে তুমি আপন পর করেছ, পরনারীর প্রেমে ম'জে নিজের নারী হত্যা করেছ। স্ত্রীহত্যাপাতকীর কোটি বর্ষ নরকবাস—পরে পশুযোনিতে জন্ম, এ কথাটী যেন মনে থাকে।

(যমরক্ষিগণের গীত)

ছি ছি ছি নরের জন্ম নরের কর্ম্ম
নরের ধর্ম্ম বোঝা ভার।
নয়ে নর প্রাণ-পুরুষে কায়ায় পুষে
কচ্ছে সদা হাহাকার।
কারুর হাসি কান্না, কান্না হাসি,
কেউ তোষে কেউ রোষের রাশি
স্বর্গ নরক পুণ্য পাপে
কেউ বোঝে না নাই বোঝাবার॥

(গীতান্তে বিকট হাস্য)

আমোদ। নরকযাত্রার দোসর তুমি যমদূত,বল,এ কি? এ তীব্র বিদ্রূপ-শেল কোথা হতে আসে? পৃথিবীর দেহ তো পৃথিবীতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! তবে এ শেল বুকে বাজে কেন? নরকের অগ্নিতে যদি এ কলুষিত আত্মার পাপপ্রক্ষালনকার্য্যের সমাধা হয়, নরকের নারকী দূত! তবে তাই হোক্‌! পত্নীহা পাপী! মৃত্যুর পর নরকে আমার স্থান, তবে আমি এখানে কেন?

যমরক্ষী। এখানে কেন? এখানে অনুতাপের জন্য। অনুতাপের জন্য এই সতী-স্মৃতির দ্বারে এনেছি। পতিব্রতা সতীপ্রতিমা ললিতা সতীর অনুরোধে কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে তোমায় এখানে এনেছি। প্রাণের প্রাণ দিয়ে সাধনা কর। অনুতাপের অশ্রুজলে ও পাপবক্ষঃ প্লাবিত ক'রে ফেলে কাতর-কণ্ঠে তোমার সেই জীবনমরণসঙ্গিনীকে আরাধনা কর। একবার বিদ্যুল্লতার মত তিনি তোমায় দেখা দিবেন। একবার তোমাকে তোমার জীবনের জীবন্ত ভুল দেখিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হবেন। একবার সে পবিত্র মূর্ত্তি দেখতে পাবে। তার পর তুমি পাপী নরকে যাবে। সেই নরকে যাবার সময় স্বর্গীয়া সিংহাসনারূঢ়া সতীত্বের পবিত্র প্রতিমা এক-বার এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি দে'খে যেতে পার, তা হলেও তোমার কথঞ্চিৎ মঙ্গল হতে পারে।

আমোদ। কোথা? কোথা? পাব কি? একবার আর তাঁকে দেখতে পাব কি? ওহো হো! পাব কি? বড় অপরাধী যে আমি! বড় মহা পাতকী যে আমি; ওহো! পাব কি? বড় দাগা দিয়ে—বড় দাগা নিয়ে প্রাণ দিয়েছি—প্রাণ দিয়ে তাঁকে পাব কি?

যমরক্ষী। পাবে, পাবে, প্রাণ ঢেলে পূজা কর। একবার দেখা পাবে—একবার দেখা পাবে বোলেই তো তোমাকে এখানে এনেছি।

আমোদ। তবে ডাকি! প্রাণ ভোরে ডাকি! যমদূত! জগতের জীবন গেছে—সংসারের মোহের আঁধার ঘুচেছে, এখন একবার ভক্তির সাহসে ভর কোরে এই পবিত্র আলোকে আমার পবিত্র পতিরতাকে প্রাণ ভোরে ডাকি।

(আমোদলালের নতজানু হইয়া উপবেশন

পতিত এ পাতকী ডাকে।
পতিরতা পুণ্যবতী সতী-পতি বিপাকে॥
পাপে তপ্ত চিত কায়,
অনুতাপে না জুড়ায়,
পরিতপ্ত প্রাণারাম তোষ আস আশাকে।
প্রাণ নিছি প্রাণ দিছি আমা ভেবে তোমাকে।
(প্রিয়ে) পতিত এ পাতকী ডাকে॥

(অলক্ষিতভাবে অপ্সরীগণের গীত)

ছি ছি কি লাজের কথা লাজের মাথা খেয়েছো।
পায়ে দোলে কাল সোণার কমল
আজ পেতে সাধ কোত্তেছো॥

আমোদ। কোথায় ললিতা? এ তীব্র ব্যঙ্গস্বরে কারা আমার এ শেষ আশায় নৈরাশ করার কল্পনা কচ্ছে?

যমরক্ষী। জান না? ওরা দেবকন্যা, সতী রাজ্ঞী ললিতা দেবীর সহচরী।

আমোদ। সহচরী যদি, তবে আমায় দেখা দেন না কেন? আমি ওঁদের চরণে ধ'রে এক মুহূর্ত্তের তরে আমার সতী-প্রতিমার দর্শনভিক্ষা ক'রে নেব!

(অপ্সরীগণের গাইতে গাইতে প্রকাশিত হওন)

অপ্সরীগণ। নিলাজ বঁধু হে—
যদি চাইতে পার চেয়ে
দেখ সতী এলো ওই।
ও চোখে চাহনি নাই—
প্রাণের চাহনি চাই—
চোখের দেখায় আশ মেটে না
প্রাণের দেখা কই॥
নিলাজ বঁধু হে
যদি চাইতে পার চেয়ে দেখ সতী এলো ওই॥

(জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনোপরি
জ্যোতির্ম্ময়ী ললিতার আবির্ভাব)

আমোদ। ঐ যে! ঐ যে আমার ললিতা! ললিতা! আমায় ক্ষমা কর। ললিতা! তোমার এই পাতকী স্বামীকে মুক্ত ক'রে দাও!

(জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির অদৃশ্য হওন)

কৈ? কোথা গেল? সে উজ্জ্বল জ্যোতিম্ময়ী কোথা লুকালো? ওহো! একবার প্রাণ ভোরে দেখ্‌তে পেলেম না যে!

যমরক্ষী। আর দেখ্‌তে পাবে না। চল, তোমার ও শূন্যের কায়া শূন্যে মিশিয়ে দিয়ে সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে চ'লে যাই।

আমোদ। আর একবার দেখ্‌বো। সে জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর একবার দেখ্‌বো। একবার অনুতাপ অশ্রুজল দিয়ে সে সতী স্ত্রীর দুটী চরণ ধুইয়ে দেব। দেবকন্যাগণ! পায়ে ধরি, আর একবার আমায় দেখাও।

১মা অপ্সরী। তিনি বোলেছেন, মর্‌বার পূর্ব্বে তিনি দুটী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তাঁর যদি রক্ষা হয়, তা হ'লে তিনি দেখা দিতে পারেন।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা? কৈ তিনি? কৈ তিনি বল্‌ছেন? একবার আমায় দেখাও, কৈ তিনি?

১মা অপ্সরী। এই যে তিনি। এই যে তিনি আমাদের পাশে রয়েছেন। আমরা সকলে দেখ্‌তে পাচ্ছি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'লে আপনিও দেখা পাবেন।

আমোদ। কি প্রাতজ্ঞা? এখনি রক্ষা হবে; যদি সব প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে হয়, তাঁর একবার দর্শনের ভিখারী, তা এখন কোর্ত্তে ৺ত আছি।

১মা অপ্সরী। (রক্ষিদিগের প্রতি) তোমরা একবার সোরে যাও তো।

[যমদূতগণের প্রস্থান।

১মা অপ্সরী। ইনি বোল্‌ছেন, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'লে আপনি একবার দর্শন কেন, চির-কাল দর্শন পাবেন। নরকের পথ রুদ্ধ হবে।

আমোদ। কি প্রতিজ্ঞা বলুন?

১মা অপ্সরী। প্রথম প্রতিজ্ঞা, এ মিলনের পর চিরদিন আপনাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে হবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাছ-ছাড়া হতে পার্‌বেন না।

আমোদ। প্রতিজ্ঞা অবনতমস্তকে রক্ষা কর্‌বো।

১মা অপ্সরী। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা, পৃথিবীতে একদিন একবার মাত্র চেয়ে, যে চক্ষের দোষে সতী নারীকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরনারীতে আসক্ত হয়েছিলেন, এইখানে আজ সেই চক্ষু নিজের হাতে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এ যদি পারেন, তা হ'লে এই সতী-স্বর্গে চিরকাল তাঁর সঙ্গে একত্র থাক্‌তে পার্‌বেন।

আমোদ। পাপচক্ষুই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এ চক্ষু উৎপাটন কল্লে যদি পাতক যায়, মহাপাতকের হাত হতে যদি নিস্তার পাই, আর সেই পতিব্রতার বক্ষে যে শেল মেরেছি, সে শেল যদি তুলে নিতে পারি, তা হলে আর বিলম্ব কি? পতিব্রতা সতী ললিতা! এক-বার দেখা দাও—তোমার পবিত্রমূর্ত্তি আর একবারমাত্র দে'খে নিয়ে তোমার সতী-প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌বো। দয়াবতি! একবার দেখা দাও!

১মা অপ্সরী। চক্ষে আর দেখা পাবেন না, প্রাণে দেখা পাবেন।

আমোদ। ভাল, তাই হোক্। এ কলঙ্কের চক্ষু কলঙ্কক্ষালনে অর্পিত হোক্। মহাদেবীর অবমাননা করেছি, সেই মহাদেবীর চরণের তলে এ উৎপাটিত চক্ষু দলিত হোক্।

যে ভুল চাহনি চাহি যে আঁখি মজিল,
হায় মজালে আমায়।
সে ভুল চাহিতে আর চাহি না সে—আঁখি,
আজ উপাড়ি হেলায়॥

(চক্ষু উৎপাটনের উদ্‌যোগ)

(ললিতার প্রবেশ ও আমোদলালের হস্ত ধারণ করিয়া গীত)

যে ভুল বুঝিবে ভুলে পায়ে ঠেলেছিলে হায়,
অকালে আমায়।
সে ভুল ভুলিয়ে গেছি চেয়ে আছি আগের সে
চাহনি আশায়।
যে তাপ দিয়েছ প্রাণে যে পাপ কোরেছ
পর-প্রেম-লালসায়।
সে পাপ গিয়েছে প্রাণে সে পাপ ধুয়েছ
অনুতাপের সেবায়॥

(অপ্সরীগণের গীত)

ভাল চাও তো হে নাগর, বড় চাইছে নাগরী
ফিরে চাও চাও ফিরে চাউনি নিতে
চাও সোহাগ করি।
ভুরু-ধনুকে দিয়ে টান, হান বাঁকা নয়নবাণ,
ফিরে বাণ মেরে বাণ বুক পেতে
নাও ত্বরাত্বরি॥

ললিতা। দেখ, চারি চক্ষের আর দুই মুখের একত্র মিলনে প্রাণের পুনর্ম্মিলন তো হলো। তোমার এ আদরিণী অভিমানিনীর মান তো রক্ষা কল্লে। হৃদয়ের জলন্ত আগুন নিভিয়ে দিলে। আর যে কখন জ্বালাবে না, তাও প্রতিজ্ঞা কল্লে। তুমি বীরপুরুষ,তোমার প্রতিজ্ঞা অটল। তু আমার দেবতা, দেব তার মত কার্য্য কর্‌বে, এ বুঝ্‌তে পার্‌লেম, এখন একটী কথা বলি, শোন।

আমোদ। কি বল্‌বে ললিতা বল! তুমি যা বল্‌বে, তাই শুন্‌বো।

(নেপথ্যে লীলা ও প্রমোদলালের গীত)

জনমে প্রেম, মরণে প্রেম,প্রেম চরমে সাথী।
পরমপুরুষ প্রকৃতি প্রীতি প্রেম-মিলন ভাতি॥

(গাইতে গাইতে একান্তে প্রবেশ)

আমোদ। কে গান গায়?

ললিতা। ঐ কথাই বোল্‌ছিলেম, ও লীলা আর প্রমোদলাল।

আমোদ। সে কি? লীলা, প্রমোদ কি ক'রে এল?

ললিতা। তাই বল্‌ছিলাম, আজ ঐ লীলার গুণেই তোমায় ফিরে পেলেম। এ স্বর্গ নয়, লীলার লীলানিকেতন। আমাদের বিষপানেও মৃত্যু হয় নি। সে বিষ নয়,লীলার প্রদত্ত ঔষধের গুণ— চার পাঁচ দণ্ড মৃতবৎ অচেতন ক'রে রাখে।

আমোদ। সে কি ললিতা? তোমায় যে পুড়্‌তে দেখেছি।

ললিতা। সে শুধু কাঠের চিতা, তোমায় দেখাবার জন্য করেছিল।

আমোদ। ওঃ! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাল্লেম। ললিতা! তুমি লীলাকে ডাক। আমি ও বুদ্ধিমতীকে ধন্যবাদ দিই। আমার মহামোহের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছে। ও সাধ্বী পতিসুখে চিরসুখিনী হবে। প্রমোদলাল! তোমার সুপবিত্রা প্রেমিকার সঙ্গে একবার এদিকে এসো।

(লীলা ও প্রমোদলালের অগ্রসর হওন)

আমোদ। লীলা! আমায় আজ মহা বিপদ্ হ'তে উদ্ধার কোল্লে—এ কৃতজ্ঞতা ইহ-জন্মে ভুল্‌বো না।

লীলা। তা ভুলুন আর না ভুলুন, এক ফুলের তোড়া দিয়ে কাল সন্ধ্যার সময় ভাল-বেসেছিলেন, এখন এই আর এক ফুলের তোড়া নিয়ে এই ভোরের সময় আপনার ভালবাসা' ফিরিয়ে নিন, (ফুলের তোড়া দেওন) আমি যাঁর তাঁর হই—আপনি যার তাঁর থাকুন।

(লীলার গীত)

তুমি যাঁর তাঁরি থাক আমার
আমায় নিতে দাও।
চিনিয়ে দিছি, চিনে নিছি সখা,
আমি নিই তুমি নাও॥
তোমরা ফুটে থাক দুটী ফুল,
আমরা দেখে শিখে সাধে ফুটে উঠি
দুটী নবীন মুকুল;
আমি আমার পানে চাই—
তুমি তোমার পানে চাও॥

প্রমোদ। যে যার, সে তার তো হলো! এখন আমাদের আদর না হ'লে তো আমো-দের ঢেউ ওঠে না।

(ফুলের তোড়ার মধ্য হইতে আদরের উত্থান ও গীত)

অনাদরের আদর—আদর পায় না অনাদর।
ধর ধর আদর ধর,ফের ফিরিয়ে দাও আদর॥

(সকলের গীত)

আমোদ ও প্রমোদ।—
কাম-কামনা পর-প্রেমলালসা মোহ টুটিল রে।
লীলা ও ললিতা।—
প্রেম-নায়কে পুন প্রেম-নায়িকা
প্রাণ সঁপিল রে॥
অপ্সরীগণ।—
ভাল মিলিল রে।
পুন হারাণ প্রাণে প্রাণ ফিরিল রে॥
রূপ—মোহিল দহিল মহাপ্রাণী,
গুণ—সে দাহ জুড়াল, প্রেম-অমৃত দানি,
রূপ-গরিমা গেল,
গুণ-মহিমা হ'ল,
পিরীতে প্রিয়া প্রিয় পূজিল রে॥
ভাল মিলিল রে॥

যবনিকা-পতন।

বুড়ো শাঁলিকের ঘাড়ে রোঁ

প্রহসন।

"বুড়ো বয়সে বিয়ে করা,
আপনা হ'তে জ্যান্তে মরা।"

দীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ষাঁড়েশ্বর	...	...	জনৈক কলিকাতাবাসী।
হরিদাস	...	...	ঐ প্রতিবেশী যুবক।
ভোলা ভৃত্য	...	...	হরিদাসের ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

বড়গিন্নী	...	...	ষাঁড়েশ্বর-পত্নী।
পুঁটে গিন্না	...	...	ঐ
নলিনী	...	...	হরিদাসের পত্নী।
হরিদাসী	...	...	হরিদাসের যমজ কন্যা।

প্রথম দৃশ্য।

(ষাঁড়েশ্বরের বাটীর বৈঠকখানা।

ষাঁড়ে।—(স্বগত) না, টেঁকতে দিলে না, এ পাড়া থেকেও বাস উঠাতে হ'ল! এই পাঁচ বছর বে করেছি—পাঁচ বছর ধরেই বেরালনাড়ানাড়ি চোল্‌ছে,—আজ এ পাড়ায়, কাল সে পাড়ায়, পরশু ও পাড়ায়, কল্‌ককাতার তো আর কোন পাড়া বাকী নেই। গিন্নার তো আমার কোন অপরাধ দেখ্‌তে পাই না, পাড়ার যত গুয়োটা বয়াটে ছোঁড়ার জ্বালাতেই আমার জ্বালা। আমি বুড়ো বয়েসে বে করেছি, সে ব্যাটা-দের মাথায় যেন টনক পড়েছে। সকল বেটাই বন্ধু হয়ে আসেন। এত বন্ধুতা কেন বাবা! আমি তো কোন ব্যাটার কাছে পরামর্শ চাইতে যাই না; তবে সেধে সেধে গুয়োটাদের এত পরামর্শ দেওয়ার দরকারটা কি? চোর ব্যাটারা! দাগাবাজ বেটারা, নচ্ছার বেটারা! অবশ্যি কোন চোরাই মৎলব আছে, নইলে এত কেন? মনে করেছ, বুড়ো বেটা কিছু বুঝ্‌তে পারে না। আরে মোলো, বুড়ো বয়সে বে ক'ত্তে পাল্লেম—আর এই ন্যোটো ছোঁড়া বেটাদের কু-মৎলবের ভেতর সেঁদুতে পারবো না? অবশ্যি পারবো! এর পর যদি এ পাড়া ছাড়তে হয়—

(নেপথ্যে হরিদাস।) ষাঁড়েশ্বর বাবু বাড়ী আছেন?

ষাঁড়ে। এই! শেষ দেখ্‌ছি বেটারা বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করলে, এত দিন চিঠি-পত্তরে জ্বালাতন চোল্‌ছিল, এইবার দেখ্‌ছি, বুকে ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়াবার যোগাড়ে বেটারা এয়েছে—যাক্‌ বেটা ডেকে ডেকে চ'লে যাক্‌।

(নেপথ্যে হরি।) ষাঁড়েশ্বর বাবু! বলি, ও ষাঁড়েশ্বর বাবু! তাই ত বুড়ো কালা না কি?

ষাঁড়ে। দেখেছ—দেখেছ, একে তো বুড়ো বল্লে, তার উপর আবার কালা বল্‌ছে কাজ নেই, ব্যাটাকে ডাকি, নইলে আরও পাঁচ কথা ব'লে যেতে পারে। ডাকি—বেটাকে ডাকি—(প্রকাশ্যে) তুমি কে বাপু?

হরি। আমি মশাই হরিদাস। পাড়ায় নূতন বাড়ী কিনেছেন, নূতন পড়সী হলেন, তাই একবার আলাপটা কোত্তে এসেছি।

ষাঁড়ে। তা বেশ করেছো। আমার ঐ পায়খানা মহলের পাশের বাড়ীখান বুঝি তোমাদের?

হরি। আজ্ঞা না, সেটা না। ঐ যে বাড়ীর আস্তাবলের পাঁদাড়ে আপনার এই বৈঠকখানা-মহল, ঐ বাড়া আমাদের।

ষাঁড়ে। তা বেশ বাপু! আলাপ তো হলো, এখন আস্‌বে কি?

হরি। সে কি মশাই! এখনি যাব কি, আপনার সঙ্গে দু চারটে কথা না কয়ে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

ষাঁড়ে। কথা কইবে কও। আমি বড় কথা কইতে কি কথা শুন্‌তে ভালবাসি না। তবে তুমি কইবে কও, কিন্তু না কইলেও হানি ছিল না।

হরি। হানি আছে বৈ কি; হানি না থাক্‌লে আপনার বাড়ীতে সেধে কথা কইতে আস্‌বো কেন? অবশ্য আপনার সম্বন্ধে কোন কথা আছে।

ষাঁড়ে। আমার সম্বন্ধে কথা? কি কথা বাপু?

হরি। কথা এই—না থাক্—বল্‌বো না। আপনি দেখ্‌ছি রাগী-গোছের লোক। রাগ কর্‌বেন না তো?

ষাঁড়ে। না বাপু—না। কথাটা কি বল তো?

হরি। কথাটা হচ্চে—উহুঁ মশায়! বলা হলো না। আপনি রাগ করবেন বোলে যেন বোধ হচ্চে।

ষাঁড়ে। ওগো না গো না। রাগ কর্‌বো না, বল্‌তে হয় বল, নইলে আস্তে আস্তে ঐ দোর দিয়ে বাইরের দিকে তুমিও স'রে পড়, আমিও এই দোর দিয়ে বাড়ীর ভিতর দিয়ে সোরে পড়ি।

হরি। তবে বলি। আপনি বে করেছেন?

ষাঁড়ে। এতো বয়স হ'তে গেল, বে আর করি নি? এই বুঝি তোমার কথা?

হরি। আজ্ঞে না, ঐ বের কথাতেই কথা আছে।

ষাঁড়ে। বের কথায় কথা? কি এমন কথা?

হরি। কথাটা হচ্চে, বে তো করেছেন, বয়সেও তো দেখ্‌ছি ষাটের কোটায় পা দিয়ে ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস হয়ে দাঁড়িয়েছেন, চুলও পেকেছে, দাঁতও পড়েছে, গায়ের মাংসও লোল হয়ে গিয়েছে; এখন জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি, পরিবারটীর বয়েস কত?

ষাঁড়ে। (অত্যন্ত চটিয়া) সে কথায় তোমার কাজ কি হে বাপু?

হরি। এই চটেছেন; তবে আর সব কথা বলা হলো না। আগে বোলে খালাস হ'চ্ছিলেম, তা যখন শুনলেন না, তখন দুদিন বাদে পেছনে হাততালি দিতে ডাক্‌বেন।

ষাঁড়ে। ভাল, তাই হবে, ও সব পেঁচোয়া কথা আমি কিছু বুঝি না। পাড়াপড়সী এলেন, আদর কল্লেম, তা—না, পুঁটে ছেলে, ওঁকে আমার সব ঘরের কথা খুলে বল!

হরি। ও মশায়! আজ খুলে বল্‌তে কাতর হচ্চেন, কাল যে পাড়াশুদ্ধ লোকের কাছে খুলে দেখাতে হবে। চোক কাণ বুজে বোলে ফেলুন না, গিন্নীর বয়স কত, ইসারায় দুটো কথা বুঝিয়ে দিয়ে যাই।

ষাঁড়ে। আচ্ছা, আমি বলছি—আমার পরিবারের বয়স পঞ্চাশ বছর।

হরি। বেশ—বেশ, প্রাচীন লোক—বুদ্ধিমান্ লোক, এমন অর্ব্বাচীনের কাজটী কি করবে? তাই তো বলি, এমন কি হবে? আচ্ছা মশায়, আপনার অন্দরে যে ষোল সতের বছরের একটী বালিকা আছে, সেটী আপনার কে?

ষাঁড়ে। এ কি রকম কথা? এ কি রকম কথা? আমার অন্দরে কে কোথায় আছে না আছে, তা তুমি দেখ্‌লে কি ক'রে হে?

হরি। আজ্ঞে, আমি দেখিনি মহাশয়, পাড়ার পাঁচজনে দেখে আমায় বলেছে। তাকে দেখ্‌তে পাড়ার ছেলে বুড়োর কারু বাকী নেই, তা বুঝি জানেন না? সে মেয়েটী কে? আপনার মেয়ে বুঝি?

ষাঁড়ে। তুমি তো ভারী বেল্লিক দেখ্‌ছি, আর এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কোথাও দেখিনি। আমার মেয়েই হোক, আমার দ্বিতীয় পক্ষের মাগই হোক, সে কথা তোদের জান্‌বারই দরকার কি আর দেখ্‌বারই দরকার কি?

হরি। অবিশ্যি—পাড়ার লোকের সেটা বকুমারী হয়েছে! আপনি এই বুড়ো বয়সে

উপযুক্ত স্ত্রীসত্ত্বে আর একটা বে ক'রে ভারী গৌরবের কাজ কোরেছেন। সেটা তাঁদের বোঝা উচিত ছিল, কেমন মহাশয়?

ষাঁড়ে। বেশ করেছি! আমার খুসী! আমি বে করেছি! আমি দুটো ছেড়ে দশটা মাগ্‌কে ভাত দিতে পারি—আমি তো সে জন্য পাড়ার কারুর দ্বারস্থ হ'তে চাইনি?

হরি। আপনি চটেন কেন?

ষাঁড়ে। চট্‌বো না? আমার পরিবারের কুচ্ছো বল্‌বে, আর আমি বুঝি ষোড়শোপচারে তোমাদের পূজোর আয়োজন কর্‌বো?

হরি। সে বিষয় আপনাকে ভাব্‌তে হবে না। পাড়ার লোক আপনার জন্য পেট ধুয়ে নেই। তারা চায়—বুড়ো বয়সে যখন একটা ঝকমারী ক'রে ফেলেছেন,তখন অন্দরটা একটু এঁটেসেঁটে নিজের ঘর নিজে শাসিত ক'রে রাখ্‌লে ভাল হয়।

ষাঁড়ে। তাই তো! এতো আত্মীয়তা কেন বাপু? আর আমার অন্দরটা আল্‌গা কিসে দেখ্‌লে?

হরি। তবে আর বল্‌ছি কি? "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" জানেন তো, মহাবুদ্ধিমান্ আপনি, বোঝেন তো? এখন কথাটা হচ্ছে এই,আপনার বাড়ীর ছাদে বারান্দায় জানালায় ভদ্রলোকের আর চেয়ে যাবার যো নাই।

ষাঁড়ে। কেন? কিসে?

হরি। কিসে নয়? অনবরত রঙ্গিণীর রঙ্গ চোল্‌ছে, হাসি, তামাসা, ইঙ্গিত, কটাক্ষ আরও কত কি এ চব্বিশ ঘণ্টা চোল্‌ছে, তা আবার লোক বুঝে নেই, ভদ্র অভদ্র নেই—পুরুষ হলেই হলো! স্কুলের ছেলে বই বগলে কোরে যাচ্ছে, তারি বুকের কাছে হয় তো একটা পানের খিলি, না হয় একটা ফুলের তোড়া এসে পড়্‌লো। সে বেচারী উপর পানে চেয়ে দেখে;— খিল খিল ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে একখানা চাঁদপানা সুন্দর মুখ খড়্‌খড়ীর পার্শ্বে সোরে গেল আর ছোট একখানি হাত বেরিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে! আর কোন যুবা ভদ্রলোকের আরও জ্বালা,তার বেলা শুধু হাসি হাতছানি নয়।

ষাঁড়ে। বুঝেছি—বুঝেছি, আর বোল্‌তে হবে না, আমি আজ সব দোরস্ত ক'রে ফেল্‌বো। কিন্তু তাও বলি বাপু! তোমাদের পাড়াটা নিতান্ত ছোটলোকের পাড়া। কে কোথায় কোন্ গেরোস্তর বৌ-ঝি কি কর্‌ছে না করছে, তা তোমাদের চেয়ে দেখ্‌বার দরকার কি?

হরি। ভাল, তাদের না হয় চোখ বুজে যেতে শিখিয়ে দেবো; আমি স্বীকার কর্‌ছি দোষ তাদেরই, এখন গিন্নীটী যাতে গিয়ে বাজারে দোকান না খোলেন, সেই চেষ্টাটা করুন্। পাড়ার লোককে দুপাঁচ দিন বাদে একটা কেলেঙ্কার শোন্‌বার দায় থেকে এড়িয়ে দিন।

ষাঁড়ে। আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে। আর কি, তোমার তো কথা বলা হয়েছে? এখন সোরে পড়।

হরি। সোরে পড়্‌ছি, কিন্তু সাবধান, এ বুড়ো বয়সে যেন কলঙ্কটা কিন্‌বেন না।

[হরিদাসের প্রস্থান।

(অন্য পার্শ্ব হইতে বড় গিন্নীর প্রবেশ)

বড় গিন্নী। আহা! ও ছেলেটীর একশো বছর পরমায়ু হোক্,গাড়ী-ঘোড়া চড়ুক্,রাজরাজেশ্বর হোক্। ওর যেন হাস্‌তে মাণিক ঝরে, কাঁদ্‌তে ফুল পড়ে!

ষাঁড়ে। কেন—কেন? ও বেল্লিক বেটার ওপর এত আস্থিত্তি কেন?

বড় গিন্নী। আস্থিত্তি হবে না? আমি হাজারবার যা তোমায় বলেছি, ও ছেলেটা তাই তোমার কাণ মোলে বুঝিয়ে দে গেল, তোমার ঘাড় ধোরে চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দে গেল। এখন এই সোহাগের মাগ নিয়ে ধুয়ে খাও। একবার ছুঁড়ীকে হাতে নাতে ধত্তে পাল্লে হয়, তা হ'লে মনের সুখে ঝাঁটা পেটা ক'রে একদিন হাতের সুখ ক'রে নেব, এই ছেলেটীকে একটাকার সন্দেশ খেতে দেব, আর মা কালীকে পাঁচ-সিকার পূজো পাঠিয়ে দেব।

(পুঁটে গিন্নীর প্রবেশ)

পুঁ-গিন্নী। কি লো বড় কী! বুড়ো বয়সে ভাবন ক'রে বুড়োবরকে ভুলিয়ে নিলি না কি? কালীঘাটে পাঁচসিকার পূজো পাঠিয়ে দিচ্চিস্ যে?

বড় গিন্নী।! পূজো পাঠাচ্চি নি, পূজো পাঠাচ্চি নি। খান্‌কীটোলায় তোর জন্যে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে রাখ্‌তে পাঁচসিকা পাঠিয়ে দিচ্চি। তোকে বড্ড ভালবাসি কি না, তাই বেরিয়ে গিয়ে যাতে কোন বিপদে না পড়িস্,আগে থাক্‌তে তারি যোগাড় ক'রে রাখ্‌ছি। অভাগী অলক্ষ্মী বেরালচোকী! এসে আমার সোণার সংসা-রটা ছারখার ক'রে দিলে, আমার সোণার স্বামীকে গাড়ল বানিয়ে ছাড়্‌লে—(ষাঁড়ে-শ্বরের প্রতি) বুড়ো বাঁদর! যেমন করেছো, তেমন ভোগো, তোমার কালামুখ পুড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাক্, আমি মাখনের পেল্লেপ দিয়ে সেই পোড়ার মুখ আবার ভাল ক'রে তুলি।

পুঁ-গিন্নী। আমি বেরুবো কি দুঃখে? আমার কাঁচা বয়েস, স্বামী ভালবাসে, আমি যখন যা চাচ্চি, তখন তা পাচ্চি, নতুন নতুন গয়নায় আমার গা ভোরে যাচ্চে, ভাল খাচ্চি, ভাল পর্‌চি, পাঁচটা দাসীতে পাঁচটা কাজ কোচ্চে—আমার বেরুবার দরকার নেই। যার বয়সের গাছ-পাথর নেই —স্বোয়ামীর নাথি খেতে খেতে প্রাণ যায়, এ জন্মে হাতের খাড়ু ঘোচে না, ছেঁড়া টেনা প'রে আদ্‌পেটা খেয়ে খাট্‌তে খাট্‌তে গতর চূর্ণ হয়ে যায়, তারি বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

বড় গিন্নী। তা তুই যা বলিস না কেন, বুড়ো ভাতারকে যতই ভোগা দিস্ না কেন, আমি সতী সাবিত্রী, আমি বল্‌ছি, আজ হোক্, কাল হোক্, একদিন না একদিন তোকে বেরুতে হবে, আর ঐ কালামুখো বোকা মিন্‌ষের দশজনের কাছে মাথা হেঁট হবেই হবে।

ষাঁড়ে। আচ্ছা, আচ্ছা, হবে হবে, তুই এখন যা তো। হতভাগা মাগীর কথা নয় তো যেন কাঠের ঠোকর।

বড় গিন্নী। ওরে মিন্‌ষে, ঠোকর এখনও লাগে নি, যাতে লাগে, আমি সেই সন্ধানেই তো ফির্‌চি। আমি এই ডাক-ফোকর গলা ক'রে বোলে চল্লেম, ওকে হাতে নোতে ধরাবো ধরাবো।

[প্রস্থান।

পুঁ-গিন্নী। মুখখানা ভার কল্লে যে?

ষাঁড়ে। না—কৈ?

পুঁ-গিন্নী। ও কি! চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে যে? কাঁদ্‌চো না কি?

ষাঁড়ে। (কাঁদিতে কাঁদিতে) দেখ্‌চি, তুমিই আমায় মাল্লে!

পুঁ-গিন্নী। কিসে?

ষাঁড়ে। ও পাড়া থেকে ঘরবাড়ী বেচে যে জন্যে উঠে এলেম. এখানেও আবার তাই?

পুঁ-গিন্নী। মিছে কথা। কে বল্লে? এ পাড়ারও পোড়ারমুখো মিন্‌ষেরা এসে বুঝি তোমায় লাগিয়ে গেছে?

ষাঁড়ে। না, তা কেউ বলে নি।

পুঁ-গিন্নী। কেউ বলেনি? আমার কাছে মিছে কথা বল্‌ছো? হয় বল, ব'লে গেছে, না হয়, একখানা পালকী আনিয়ে দাও, আমি এখনি বাপের বাড়ী চ'লে যাব। বল, না হয়, এখনি যাব।

ষাঁড়ে। বল্‌ছি,—বল্‌ছি—বসো না। আমার পাশে বসো না। রাগ কচ্চ কেন? বসো না।

পুঁ-গিন্নী। না, বস্‌বো না। আগে বল, কোন্ হতভাগা মিন্‌ষে এই সব লাগিয়ে গেছে?

ষাঁড়ে। বল্‌ছি—শোন না। ওই সুমুখ-কার বাড়ীর হরিদাস।

পুঁ-গিন্নী। কে জানে তোমার হরিদাস। আমি পোড়ারমুখোর নাম জানি না। কি কি বলেছে?

ষাঁড়ে। বলেছে—তুমি বিকেলবেলা গা খুলে বেড়াও।

পুঁ-গিন্নী। ওঃ! সেদিন সেই যে বড্ড গরমী হয়েছিল, তাই তোমাকে ব'লে বিকেলবেলা ছাদে একবার হাওয়া খেতে গিয়েছিলেম। হতভাগাদের অমনি বুঝি চোক পড়েছে? তার পর আর কি বলেছে?

ষাঁড়ে। বলেছে—বারাণ্ডা থেকে তুমি না কি ভদ্দরলোকদের সঙ্গে তামসা কর।

পুঁ-গিন্নী। ওহো! কোথা যাব! সে দিন বারাণ্ডায় কাপড় ছাড়্‌তে গেছি, দেখি না, রাস্তা দিয়ে আমার ছোট ভগ্নীপোত যাচ্চে, তাই বুঝি তার সঙ্গে দুটো হাসি-তামাসা করেছিলেম। তা আপনার লোকের সঙ্গে দুটো কথা কওয়া পোড়াপাড়ার লোকের চোকে সইলো না বুঝি? এ তো হলো; আর কি?

ষাঁড়ে। আর বল্লে—স্কুলের বুড়ো বুড়ো ছেলেদের যাবার সময় খড়খড়ি থেকে পানের খিলি, ফুলের তোড়ো ছুড়ে তাদের মার।

পুঁ-গিন্নী। বটে বটে,—এ কথাও বলেছে? তা জান না বুঝি? সে দিন খড়-খড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আলোতে উল বুন্‌ছি. আর দেখি না, আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার বামুনদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভাই খোকা স্কুলে যাচ্ছে. আমার দিকে চেয়ে বল্লে, "দিদি! একটা পান দেবে?" তাই একটা পান ফেলে দিয়ে-ছিলেম। আর ঐ যে ফুলের তোড়ার কথাটী—এ হতভাগা বানিয়ে বলেছে। বুঝ্‌লে? না, আরও কিছুই কথা আছে?

ষাঁড়ে। আর যা আছে সে বড় শক্ত কথা! এগুলো তো সব একে একে তুমিও বোঝালে, আমিও বুঝ্‌লেম,এখন সে কথাটী বোঝাতে পার, তবে তো আবার বুক ঠুকে উঠি, শালাদের নামে মানহানির মকর্দ্দমা আনি।

পুঁ গিন্নী। কি কথা? পাশের বাড়ীর

কাউকে ইসারা টিসারা করেছি, তাই বুঝি বলে গেছে ?

ষাঁড়ে। হুঁ হুঁ, ঐ কথা বটে, ঐ কথা বটে !

পুঁ-গিন্নী। এঃ! তোমাকে দেখ্‌ছি, তা হলে রাগাতে এসেছিলো। ইসারা করেছিলেম কাকে জানো? ওই—ও বাড়ীর মেজবোকে। সেই যে যার সঙ্গে সেদিন কালীঘাটে সই পাতিয়েছিলুম, সেই যে তুমি যাকে বেশ নাদুস্‌নুদুস্‌টী বলেছিলে। কোন্ পোড়ারমুখো আড়াল থেকে দেখে ঠাউরেছে বুঝি আর কাউকে ; অমনি ছুট করে এসে তোমায় ব'লে দিয়ে গেছে। আচ্ছা, আমার পেছনে হতভাগারা এত লাগে কেন বল্‌তে পার ?

ষাঁড়ে। তাদের গোরো। তুমি যদি ঠিক থাক, আমি সব ব্যাটাকে জব্দ ক'রে দিতে পারি।

পুঁ-গিন্নী। আমি ত তোমার ঠিকই আছি। অন্য মাগ বুড়ো ভাতারকে কত তাচ্ছল্য করে, ঘেন্না করে, আমি তোমায় তা করি ?—এই যে সেদিন আমার বাপের বাড়ীর পাড়ার ঘোষ-দিদি ঘোষ-বুড়োর বুকে দাঁড়িয়ে কাঁ্যাৎ ক্যাঁৎ ক'রে লাথি মার্‌লে,আমি তোমায় তা মারি ? বামুনদের এলো যে ঐ বুড়ো ভাতারকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে চুপি চুপি নাচদোর দে ছুতোরপাড়ার ছকু ছুতোরের সঙ্গে বেরিয়ে গেল,তিন দিন বাদে বুড়ো কেঁদে ককিয়ে মাথা খুড়ে পায়ে ধরে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো, আমি কারুর সঙ্গে তা গেছি ? না তোমায় কখন ফিরিয়ে আন্‌তে হয়েছে ? এ সব কথা চুলোয় যাক্, আমি তোমায় কখন বুড়ো বলেছি ? ধর্ম্মত বল,কখন কোন দিন তোমায় বুড়ো বলেছি ?

ষাঁড়ে। না. তা কৈ ? তা কখন বলনি।

পুঁ-গিন্নী। নিজে তো কখন বলিইনি, অপর কেউ বল্‌তে এলেও তার মুখে হাত চাপা দিয়েছি। সত্যি বল্‌তে কি, আমার তো তোমায় বুড়ো ব'লে মনেই হয় না।

ষাঁড়ে। হয় না? সত্য বল্‌ছ হয় না ?

পুঁ-গিন্নী। উঁহু, আদতেই না।

ষাঁড়ে। তবে আর ডরাই না। তা হ'লে ঠিক বুঝ্‌লুম যে, তুমি আর হাতছাড়া হচ্ছ না, কোন বেটা সুপুরুষ তোমায় আর আমার হাতছাড়া কত্তে পাচ্ছে না. ময়ূর ছেড়ে কার্ত্তিক ভায়া এলেও তাঁকে সুধুমুখে ফিরে যেতে হবে। আঃ! প্রাণের বোঝা নেমে গেল ! এখন চল, তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে নাচি গে চল !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের বাটীর কক্ষ।

(হরিদাসী ও পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। আর শুনেছ ঠাকুরঝি. ভেয়ের যে তোমার গুণ বেড়েছে।

হরিদাসী। কি গুণ ?

নলিনী। নিগুর্ণ পুরুষের যা প্রধান গুণ।

হরিদাসী। সে ত চুরী !

নলিনী। চুরী বটে, তা ঘরে চুরী নয়, পরের ঘরে চুরী সইবে না তো?

হরিদাসী। ওঃ! বুঝেছি। স্বোয়ামীকে সন্দ ক'রে মরেছ দেখ্‌ছি।—তা হ্যাঁ বৌ! শুধু আঁচে আঁচে মজে বসেচ, না তোমার স্বোয়ামী বলা না কওয়া না একেবারে পর হয়ে যাচ্ছে, এর কিছু গন্ধ পেয়ে মচ্চো?

নলিনী। আঁচে কি ঠাকুরঝি! এ ত বিশ্বাসের উপর, শুধু আঁচে কি সন্দেহ হয়, না গন্ধ পেয়ে অবিশ্বাস ক'ত্তে পারি? আমি তুদিন চক্ষে দেখেছি. আজ হাতে নাতে ধরেছি, তবে সন্দেহের জ্বালায় প্রাণটা পুড়ে উঠেছে।

হরিদাসী। বটে! এতদূর হয়েছে, তা ত জানি না। কৈ, এ কথা ত তুই কোন দিন বলিস্‌নি। কি খুলে বল্ দেখি শুনি, কোন্ অভাগী এমন ক'রে আমাদের মাথা খাচ্চে? আমার সোণার ভাই যে বৌ!

নলিনী। ঠাকুরঝি! আমি কি সহজে তোমাকে বল্‌চি? তোমাকে সব বলি শোন, তোরশু দিন বিকেলবেলা ঠাক্‌রুণের কাপড় শুকুতে দিতে ছাদে উঠেছি,এমন সময় দেখি, ঐ নূতন বাড়ীর জানালায় সেই বৌটা আমার ঘরের এই জানালার দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে ইসারা কত্তে কত্তে সে যে কত ঢং কচ্চে, তা আর ঠাকুরঝি তোমায় বল্‌বো কি! দে'খে ধীরে ধীরে ছাদ থেকে নেবে এসে পা টিপে টিপে দরজায় উঁকি মেরে দেখি, তোমার ভাইটী দাঁড়িয়ে বেশ হাস্‌ছেন, ছুঁড়ীকে কত ইসারা কচ্চেন। দে'খে রাগ হলো না; বড় কান্না পেলে। তার পর তক্কে তক্কে থেকে কাল পরশু দু-দিনে অমন দশবার ঐ রকম কত্তে দেখেছি। আর আজ যখন তিনি বেরিয়ে যান, তখন একটা দাসী এসে একখানা চিঠি দিয়ে যায়, তাড়াতাড়িতে উনি পকেটে না রেখে টেবি-লের উপর রেখে যান, এই দেখ সেই চিঠি। এ দে'খে কি আর চুপ ক'রে থাকা যায়?

হরিদাসী। (চিঠি পড়িয়া) তাই তো বৌ! ছুঁড়ী ত বড় বেহায়া, পুরুষকে এই সব কথা কেমন ক'রে লিখেছে? ছি, ছি, ছি! এরা গেরোস্তর মেয়ে কে বলে? সোণার ঘর সব মজায় কেন? খান্‌কী সমাজের বার, সবাইকে ঘেন্না কত্তে হয়, ঘেন্না করে। এরা তাই হয় না কেন? এমন গায় প'ড়ে পরের ধন নিয়ে টানাটানি কোরে অভাগীদের কি লাভ হয়? যার ধন তারি থাকে,মাঝে থেকে সোণার সতী নামটী মাটীর দরে বিকিয়ে যায়; হাজার মাথা খুঁড়্‌লেও আর ফিরে আসে না।

নলিনী। তা কি ওরা বোঝে ঠাকুরঝি!

হরিদাসী। বোঝে না, তা বুঝি বৌ! কিন্তু তা ব'লে যে লুট করে আমার ভাইটীকে ভুলিয়ে নেবেন, আর তুই এইখানে পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌বি, আর আমরা মায়ে ঝিয়ে ওগ্‌রাতেও পার্‌বো না, ফোক্‌রাতেও পার্‌বো না, ভেতরে ভেতরে বাবার অকলঙ্ক কুলে কালী পোড়্‌বে, বেঁচে থাক্‌তে তা পার্‌বো না।

নলিনী। পার্‌বে না! কখন তাঁকে ভাব্‌তে দেখিনি, আজ কদিন ধ'রে তাঁকে সদাই ভাব্‌তে দেখ্‌চি। যিনি কখন ঝি দাসীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন না, মেয়েমানুষকে একটু বেহায়াপনা কোত্তে শুন্‌লে জ্বলে যান, তিনি যখন অতটা কোত্তে পেরেছেন, তখন বুঝ্‌তে পেরেছি যে,আমার কপাল ভেঙ্গেছে।

হরিদাসী। ভেঙ্গেছে কি লো! তুই এমন বোকা মেয়ে কেন? একেবারে হাল ছেড়ে দে বসিস্ যে দেখ্‌ছি, ভাতার অমন অনেকের বেঁকে, কিন্তু যে পাকা মেয়ে হয়, সে কাণে ধোরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

নলিনী। কেমন কোরে ফেরাতে হয়, তা তো আমি জানি না ঠাকুরঝি!

হরিদাসী। আ মরণ, তাও বুঝি জান না? তা ও বিদ্যা তো মেয়েমানুষকে শেখাতে হয় না, ও যে আপনা আপনি হয়। ভাতার বশ করবার সব মন্ত্র আছে, এক একটা মন্ত্র পড়্‌বি,আর পোড়ারমুখী রাক্ষসী-দের এক একটা মায়া কেটে যাবে। শেষ যে ভাতার, সেই ভাতার;—ফিরে আস্‌বে, থাক্‌বে, আর পালাবে না।

নলিনী। তা ঠাকুরঝি! ঠাকুরজামাইকে বশ ক'রে রেখেছ, তুমি জান, আমি তো কোন মন্ত্র-তন্তর জানি না; তা এ যাত্রা না হয় তোমার ভাইটীকে বশ ক'রে দিয়ে আমায় শিখিয়ে দাও।

হরিদাসী। ভাই দিয়ে শিখ্‌তে হ'লে তোকে না হয়, দু দিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতুম, ভাইকে বশ ক'রে এসে ভাতার বশ কত্তিস্; তা তো হবে না। নিজের কাজ নিজেকেই কর্‌তে হবে। তা শোন্‌, ভাতারের কাছে অমন মেনীমুখী হয়ে কেবল কাঁদ্‌লে হবে না। মান ক'রে বসে থাক্‌বি—মাথা খুঁড়্‌তে যাবি—আদর কোত্তে এলে হাত ছুড়ে ফেলে দিবি। ঘরে থাক্‌তেও বল্‌বি নি, যেতেও বল্‌বি নি—অথচ বেরিয়ে যেতে গেলে দোর আট্‌কে ব'সে থাক্‌বি; আদত কথাটী ধোরে বোসে থাক্‌বি—যতক্ষণ না স্বীকার কর্‌বে, ততক্ষণ ছাড়্‌বি নি—তার পর স্বীকার কল্লে পরে যা যা কত্তে হবে, আবার শিখিয়ে দেব।

নলিনী। ঐ বুঝি এলেন, দরজায় না গাড়ী লাগ্‌লো?

(নেপথ্যে গাড়ীর শব্দ)

হরি। (দেখিয়া) হ্যাঁ, এয়েছেন আমি ঐ পাশের ঘরে লুকিয়ে দেখি গে, যা যা বলেছি, সব কর্‌বি। ঘরে এলেই কান্না সুরু কর্‌বি।

[প্রস্থান।

নলিনী। (স্বগত) ঠাকুরঝি যা বল্লে, তাই কর্‌বো—আজ আর ত চুপ ক'রে থাক্‌বো না—পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হবো, দেখি কেমন ক'রে না ব'লে থাক্‌তে পারেন।

(আফিসের বাক্স মস্তকে ভোলা ভৃত্যের প্রবেশ ও বাক্স রক্ষা)

নলিনী। হ্যাঁ রে ভোলা! তুই তখন সেই মাগীকে দেখেছিলি ?

ভোলা। কোন্ মাগীটা মা ঠাক্‌রুণ?

নলিনী। সেই যে বাবুর আফিস বেরু-বার সময় যে মাগীটা একখানা চিঠি দে গেল?

ভোলা। সেই যে মাগীর মুখখানা বাঙ্গলা পাঁচের মত মা ঠাক্‌রুণ?

নলিনী। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই—সেই।

ভোলা সেই? যে মাগী সুবুচুনীর হাঁসের মত খুঁড়িয়ে হাঁটে মা ঠাক্‌রুণ?

নলিনী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই—সেই! তা সে—

ভোলা। সেই মাগী ট্যারাচোকী,

খাঁদানাকী, চেরণদাঁতী, উঁচকপালী মা ঠাকরুণ?

নলিনী। হঁ্যা,সেই রে! তা সে কোথায়—

ভোলা। সেই যে মাগীর গলায় গরগণ্ড, পায়ে গোদ, মাথায় টাক মা ঠাকরুণ? সেই খাণ্ডার মাগীকে আর চিনি না মা ঠাকরুণ? তাকে খুব চিনি, তার হোঁকে ডাকে আজকাল আমদের বড় বড় পাড়াকুঁদুলী খোকার ঝি, টেঁপীর মা, খোনা রাই কারুর মুখে আর রা নাই। বেটী পথের লেকে ডেকে ঝগড়া করে—বেশী চাপাচাপি পোড়লে কেঁদে জেতে।

নলিনী। তা—ও কোথায় থাকে জানিস্?

ভোলা। তা আর জানি না মা ঠাকরুণ? ঐ যারা আমাদের আস্তাবলের পাশে নতুন বাড়ী কিনেছে, ও তাদের বাড়ীর ঝি। তা বাবু যে এইমাত্র গাড়ী থেকে নাব্বার সময় আমায় বাক্সটী বাড়ীর ভেতর রেখে ঐ মাগীকে ডেকে আন্তে বল্লেন। কে জানে বাবু, ঐ খাণ্ডার মেয়েমানুষকে নিয়ে ওঁর কি পরামর্শ হবে? ওঁর এমনটা তো কখন দেখিনি মা ঠাকরুণ!

নলিনী। ডেকে আন্তে বোলেছেন,তবে ত ঠিকই হয়েছে। আ পোড়া কপাল আমার!

ভোলা। কেন মা ঠাকরুণ কেন? ও কথা কেন? এই যে বাবু এলেন।

[ভোলার তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

(আফিসের পোষাক হরিদাসের প্রবেশ)

(নলিনীর বিমর্ষভাবে অবস্থিতি)

হরিদাস। কিছু চটা চটা যে দেখ্ছি, কালনাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করা হচ্ছে, চখের কোণে কান্নাও যে এসে উঁকি মার্ছে, বুঝেছি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি কর্বার যোগাড় ধ'রে ব'সে আছ! তা এখন ওঠ, ঝগড়াঝাটী ক'ত্তে হয়, জল-টল খেয়ে,পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমি সইব ঝগড়া আর তুমি কর্বে ঝগড়া, এখন ওঠ। (হস্তধারণ)

নলিনী। যাও, হাত ছেড়ে দাও।

হরি। তুমি হাতছাড়া কর্ছো,তবে যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

নলিনী। তা যাবে কেমন যাও দেখি, ঠাকুরঝি ব'লে দিয়েছে, এই আমি কাপড় ধোরে দরজা চেপে বোস্লুম, আমায় সব কথা না বোলে কেমন যাবে, যাও দেখি।

হরি। কি সব কথা?—কোন্ কথা?

নলিনী। আমার মাথা আর কি কথা! হয় এক্ষুণি বল, না হয়, ঠাকুরঝি বোলে দিয়েছে, এক্ষুণি মাথা খুঁড়ে তোমার পায়ে রক্তগঙ্গা হব। বল, না হ'লে খুঁড়ি—খুঁড়ি, খুঁড়ি—

(মাথা খুঁড়িবার উদ্‌যোগ)

হরি। আহা! থাম থাম থাম, বল, কি বল্‌বো বল—ঐ সেদিনকার কথাটা তো? সেই বিকেলবেলায় ছাদ থেকে পা টিপে টিপে নেবে উঁকি মেরে যা দেখেছিলে, সেই কথা তো? আরও দু'দিন তোমাকে যা দেখিয়ে দেখিয়ে করেছিলেম, সেই কথা তো? আর আজকে চিঠিখানা ইচ্ছা ক'রে অথচ যেন ভুলে টেবিলের উপর রেখে গিয়েছিলেম, সেইখানা পেয়ে যা বুঝেছ, সেই কথা তো?

নলিনী। হাঁ,সেই পোড়া কথাই তো! তবে তো দেখ্ছি, তুমি সব জানো? জেনে শুনে জানিয়ে শুনিয়ে বুঝি আমার মাথাটী খাচ্চ আর একটা ঘরমজানী পরজ্বালানীকে দিয়ে খাওয়াচ্চ?

হরি। মাথা আর খাচ্চি কৈ? সে কি আর কেউ দেখিয়ে খায়? লম্পটের লুকোচুরী লোকছাপান নেই। লম্পট স্বোয়ামীর হাতে তো পড়্‌লে না, সে উঠ্‌তে বস্‌তে মিথ্যাকথা, সে পদে পদে কৌশল, সে দিনে রেতে একটা পিশাচের খেলা তো দেখ্‌লে না, তা হ'লে বুঝ্‌তে, যে স্বামী পরদার করে, সে কেবল বোঝায়, বোঝে না, কথা ব'লে যায়, রাখে না, আদর দেখায়, ভালবাসে না। তার খোলাখুলি কিছুই নেই। সকলই লুকানো চুরানো, তার সত্যি প্রাণের উপর যেন একটা আবরণ পড়ে যায়। আমি যখন সে ঢাকা দিয়ে কাজ করি নি, তখন তুমি আর কেন ভাব্‌ছো যে, তোমার পোষমানা বাহনটী আর একজন টেনে নিচ্ছে? ও ইসারা ইঙ্গিত চিঠিপত্র দাসী-টাসী যাওয়া আসার ভিতর আমার অন্য কিছু কাজও তো থাকৃতে পারে।

নলিনী। ছিঃ! ও নোংরা কাজে আবার তোমার কি কাজ? না, ও সব তুমি আর কত্তে যেও না।

হরি। আরে পাগ্‌লী! যাতে আর না কত্তে হয়, তারই ত পন্থা করছি—তা এদ্দিন যখন সয়েছ, আজ্‌কের রাত্তিরটা সও, আজ রাত্রে কাজ সাবাড় হয়ে যাবে।

নলিনী। ও কি, ও কি, ও কি লজ্জার কথা বল! ও কথা যদি আর মুখে আন, তা হ'লে আমি ঠাকুরুণকে ব'লে দেবো। ঠাকুরঝি শুনেছে, কত রাগ করেছে জান? ও তোমার যমজ বোন্, ও বলেছে, ও তোমার হাতে ধ'রে বল্‌বে; কেমন তুমি আর ও কথা কইতে পার?

হরি। দিদি শুনেছে, বেশ হয়েছে, আমাকে আজই বল্‌তে হতো। তাঁকে না হ'লে আমার কার্য্যসিদ্ধি হবে না, আর তোমারও দেখ্‌ছি, বিষম খট্‌কার জ্বালাটা নির্ধূম হয়ে জুড়াবে না। তাঁর সঙ্গে কথা কইবো চল।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

হরিদাসের বাগানবাটী।

(ভোলা ভৃত্যের প্রবেশ),

ভোলা (স্বগত) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে আর ব'সে ব'সে ঢুলে, সারারাত তো কেটে গেলো, দরজা ছেড়ে এখন আবার যাই সেই বুড়ো বুড়ীর সন্ধানে! বাবুদের কীর্ত্তি বাবুদেরই লাগে ভালো, তা লাগুক, পোড়া চাকর-বাকরের ভাল লাগা না লাগার জন্যে তো তাঁদের বড় এসে যাচ্ছে না। আমাদের দেখে চোক, শুনে কাণ, আর কথায় কথায় মুখ বুজে থাকাই সার কথা। ইসারায় মুখ খুল্লুম, ইসারায় মুখ বুজ্‌লুম, মনিবের হুকুম মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে, নিজে পারি আচ্ছা, না হয় আর পাঁচজনের উপর হুকুম চালিয়ে সেরে দিলুম। এই হলো খাস চাকরী। ঝকমারীর চাকরী ঠিক এর উল্‌টো। তাতে বাবু বলে চোর, চোর চাকর বলে তুমি বাবা! তেমন চোরের চাকুরীও করি নি, চোরও হই নি। ও কথা যাক্, এখন ঘরের এই চোরা ব্যাপারের হাত থেকে এড়াতে পাল্লে যে বাঁচি। যাই ছুটে যাই, ভোর হয়ে পড়্‌লো যে।

(গৃহদ্বার হইতে হরিদাসবেশে হরিদাসী ও পুঁটেগিন্নীর প্রবেশ)

হরিদাসী। সে কি? তোমার কিছু মনে নাই? মদ খেলে, কত আমোদ আহ্লাদ কোল্লে, সমস্ত রাত এক সঙ্গে কাটালে, আর বল্‌ছো কিছু মনে নাই? তবে বুঝি চিঠির কহতমত রাত্তিরে যে বেরিয়ে এসে আমার বাগানে এলে, তাও মনে নেই?

পুঁ-গিন্নী। হ্যাঁ ভাই! সে সব কথা মনে আছে। সন্ধ্যার পর মাথা ধরেছে, ছল ক'রে বুড়োকে বাইরে শুতে ব'লে তোমার চাকরের সঙ্গে এলুম, তুমি কত আদর কল্লে, তার পর সেই যে মদ না কি খেতে দিলে, তাই খেয়ে তার পর আর আমার কিছুই মনে নেই।

হরিদাসী। মনে না থাক্—কিন্তু যে মজা পেতে মজ্‌তে এসেছিলে, মজেছো, কিন্তু সে মজা কখনও পাবে না। সোণার নিধিটী চোরকে সাধু ভেবে গচ্ছিত করেছো। নিধিটী গেছে, এখন ভিক্ষে কল্লেও আর ফির্‌বে না, এটা বুঝ্‌তে পেরেছো কি?

পুঁ-গিন্নী। ও কি কথা ব'ল্‌ছ ভাই? আমি যে স্বোয়ামী ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি, সে পথে ত আমার কাঁটা পড়েছে।

হরিদাসী। লম্পট পুরুষ কি তা ভাবে? তুমি আমার রূপের মোহে ভুলে হয় তো আমাতে চিরদিনের মত মজেছো, আমার কিন্তু এক দিনের তৃষ্ণা, তা এক দিনে মিটে গেছে। তুমি কোন যোগাড়ে ঘরে ফিরে যেতে পার ভাল, না হয় সোণাগাজী মেছোবাজারে অনেক ঘর খালি আছে, স্বচ্ছন্দে চ'লে যাও। একা যেতে না পার, আমার চাকর গিয়ে রেখে আস্‌তে পারে।

পুঁ-গিন্নী। ও কি কথা ভাই? ও কি কথা ভাই?

হরিদাসী। ভাই বলে আর আদর করে না। আমার আদর পাবার কি আদর কর্‌বার আর সময় নাই, ভোর হয়ে গেছে, এখনই আমার স্ত্রী উঠ্‌বে, তুমি আজকের মত সোরে পড়।

পু-গিন্নী। কোথা যাবো? আমি এ কালা মুখ নিয়ে কোথা বেরুব? আমি ভদ্দরলোক বোলেই যে তোমার কাছে এসেছিলেম।

হরিদাসী। আমি ভদ্দরলোক বোলেই তো তোমায় তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিচ্ছি, ভদ্দরলোক কি মা, বোন, মাগ, ছেলের কাছে একটা বেবুশ্যে খানকীকে নিয়ে থাক্‌তে পারে?

পুঁ-গিন্নী। অ্যাঁ! আমাকে বেবুশ্যে বোল্লে? গেরোস্তর মেয়ে একদিনের দোষে আমি খান্‌কী হোলেম?

হরিদাসী। খান্‌কী হলে না? মেয়েমানুষ জাতটা কেমন? পুরুষের মত পরদার কোরে, মনকে চোক্ ঠেরে ধুয়ে মুছে বোসে থাকা মেয়েমানুষের সাজে না! গেরোস্তর মেয়ে পা-টী বাড়িয়েছেন কি মোরেছেন। এক পা হড়কানীতে বাপের কুল, শ্বশুরকুল, মাতৃকুল, সব কুলের মাথা খাওয়া হয়। তুমি কি মনে করেছো, এখনো খান্‌কী হতে বাকী আছে? তোমায় কি আর অন্য গেরোস্ত মেয়ে ছোঁবে না কি? আমার স্ত্রী এসে পড়লে, তোমায় যদি ঠেলে বার কত্তে হয়, তা হোলে সে, তুমি গেলে সদর দরজা থেকে ঘরের এ দরজা পর্য্যন্ত গোবরছড়া দিয়ে শুদ্ধ ক'রে ছাড়্‌বে। তাই বল্‌ছি, ভালোয় ভালোয় এই সময় পথ দেখ।

পুং-গিন্নী। তুমি এমন ক'রে আমায় যা ইচ্ছে তাই বল্লে? আমি কি এতো জানি?

হরিদাসী। তা জান আর না জান, ঐ আমার গিন্নী দেখ্‌চি এসে পড়লো! এখন আমার পিট সাম্‌লাই কি তোমারই মাথা আগ্‌লাই? টের পেয়ে থাকেন তো একেবারেই ঝাঁটা হাতে ক'রে আস্‌চেন। ঐ যে রণবেশই তো বটে!

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী। বলি, হচ্ছে কি? মনে করেছ, আমি বুঝি কিছু টের পাইনি? দশ দশটা গেরোস্তর মাথা খেয়ে সাধ মেটেনি? আর একটাকে এনে আবার বৈঠকখানায় পূরেছো?

হরিদাসী। আমি না—আমি না! উনিই আমাকে—আমাকে—সেধে—

নলিনী। সেধে তো সে দশ ছুঁড়ীও এসেছিলো, তা বেশ হয়েচে, সে বেটীদেরও যেমন ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছিলেম, ও বেটীকেও তেম্নি করি। আর পাড়ার লোক ডেকে বেটীর পেছনে ঢাক্ বাজাতে বাজাতে চোরণী বলে কুমোরটুলীর থানায় পাঠিয়ে দি। চ বেটী! চ তোকে চুলের মুঠি ধরে আগে সদরে নিয়ে যাই।

হরিদাসী। আহা হা! মেরো না, মেরো না। মাস্তে হবে না, আমিই বিদায় কচ্চি। আমি খিড়কী-দোর দিয়ে বার করে দিচ্চি।

নলিনী। তা হবে না, বুঝি সহজে ছাড়্‌বো? ও বেটীকে সদরে নিয়ে গিয়ে পাড়ার লোকের সুমুখে ও কালামুখ দেখিয়ে তবে ছেড়ে দেব।

পুং-গিন্নী। ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় সদরে নিয়ে যেয়ো না। আমায় খিড়্‌কী-দোর দে বার করে দাও।

নলিনী। তাই তো। কৈ দিক্ দিকিন কেমন দিতে পারে?

হরিদাসী। না, তুমি যখন বারণ কচ্চো, তখন কি আমি পারি? বিশেষ এখন আমি দোষী আসামী। (পুঁটে গিন্নীকে) কি কর্‌ব বল ভাই! মাগের কথা ঠেলে একটা খান্‌কীর কথা কি ক'রে শুনি বল?

পু-গিন্নী। তুমিই আমার জাত খেয়েছো, তুমি আমায় খান্‌কী করেছো।

(বড় গিন্নী ও ষাড়েশ্বরের প্রবেশ।)

নলিনী। ও মা! এ কে গো! (গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ)

হরিদাসী। আমিও যাব যে (দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ)

বড় গিন্নী। দেখ্‌লি—দেখ্‌লি মড়া দেখ্‌লি তো? এখন নিজের চক্ষে দেখ্‌লি তো? আমি বড় গলা ক'রে যা বলেছিলেম, তা হলো তো? যেমন আমায় কাঁদিয়ে তাড়াতাড়ি বুড়ো বয়সে বে কোত্তে গিছিলি, এখন তেম্‌নি ভোগ কর্! চুপ ক'রে থ হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে দেখ্‌চিস্ কি? ও কি আর তোর আছে? ঐ যে ছোঁড়া ঘরের ভেতর সোরে পালালো, ওরই হাতে তোর আদরের ঢেঁকিকে সোঁপে দিয়ে বাড়ী ফিরে চ। ভাবনা কি? আমার না হয় বয়সই হয়েছে, এখনও সেজেগুজে কাপড় পোরে দাঁড়ালে হতভাগীর চেয়ে ঢের ভাল দেখাবে এখন। ওর মুখে লাথি মেরে চল তো বুড়ো ঘরে যাই! লক্ষীটী চল ত!

ষাঁড়েশ্বর। যা পোড়ামুখো হতভাগী বুড়ী!

দুঃখের সময় ও সব ভাল লাগে না। আমার সর্ব্বস্ব বিকিয়ে গেলেও এতো প্রাণে বাজতো না। আমার কান্না আস্‌ছে, (ক্রন্দন) ওরে পুঁটে বৌ রে! কি কল্লি রে! আমার মুখে রোজ দশটা করে লাথি মেরে কেন ঘরে রইলিনি রে? আমি তোর পায়ে চূণ হলুদ দিয়ে মনের সুখে থাক্‌তুম রে!

বড় গিন্নী ও হতভাগা মিন্‌ষে! এখনও তোমার এতো সোহাগ? চোদ্দপুরুষকে নরকে দিলে, তোমার মুখে লাথি মেরে প'রের দোরে এসে বাহার দিচ্চে,তবু লজ্জা হয় না? আমি হলে অমন মাগ্‌কে চার-টুক্‌রো করে কেটে কুকুরকে খাইয়ে দিতেম। লাথি খাওয়ার সাধ তোমার এখনও মেটে নি? আঃ পোড়ারমুখো মিন্‌ষে!

ষাঁড়ে। আহা! বড় গিন্নী! ও যে আমার মিষ্টি লাথি, ও লাথি মেরে যদি ঘরে থাকে, তা হ'লে তো বত্তে যাই! তা রইলো কৈ? ও পুঁটে বউ! এখনও বল্‌,আমার সঙ্গে যাবি? তা হলে আমি লোকলজ্জা কেয়ার করি না। তোকে নিয়ে আমার ভাঙ্গা ঘর আবার জোড়া লাগাই গে। আমার আঁধার ঘরের বাতা যে তুই পুঁটে বউ! তুই যে আমার কোলজোড়া পুঁটে বউ! আমার সঙ্গে চ। তোর বেরিয়ে আসা, পরপুরুষের সঙ্গে রাত-কাটানো, সব ভুলে যাব।

বড় গিন্নী। ও মা! হতভাগা মিন্‌ষে বলে কি গো? এ খান্‌কীটাকে নিয়ে গিয়ে ফের ঘরে ঢোকাবি? তা তুই নিয়ে যদি যাবি—যা, আমি কিন্তু ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।

পুঁ-গিন্নী। (ষাঁড়েশ্বরের প্রতি) ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল, আর আমি কখন বাড়ীর বাহিরে পা দিব না।

ষাড়ে। আর বারেণ্ডায় দাঁড়াবে না?

পুঁ-গিন্নী। না।

ষাড়ে। আর ছাদে উঠে কোন হত-ভাগাকে ইসারা টিসারা কর্‌বে না?

পুঁ-গিন্নী। না।

ষাঁড়ে। আর জানালায় দাঁড়িয়ে কাউকে পানটান ছুড়ে দেবে না?

পুঁ-গিন্নী। না।

ষাঁড়ে। আমার মাথায় হাত দে বল, এ সব কিছু কর্‌বে না?

বড় গিন্নী। মাথায় হাত দেবে কি? ওকে কি আর তোমায় ছু তে দেবো না কি?

ষাঁড়ে। আহা! থাম না।

বড় গিন্নী। তুই থাম্‌ মিন্‌ষে! তুই পাগল হয়েছিস্‌ বলে কি তোকে গু হাঁটকাতে দেবো? মাগ বেরিয়ে এসেছে, তাকে হাতে-নাতে ধরেছিস্‌, কোথায় তার গলায় পা দিয়ে মার্‌বি, না আবার উল্‌টে খোসামোদ?

ষাঁড়ে। বেশ কচ্চি খোসামোদ কচ্ছি, কেন? আমার যা খুসী, তাই কর্‌বো।

বড় গিন্নী। কোত্তে হয়,বাজারে ঘর ভাড়া কোরে ওকে নিয়ে থাক্‌ গে যা, আমার দোরে সেহ্‌লে—ওরি একদিন, কি তোরই একদিন—কি আমারই একদিন!

ষাঁড়ে। বড়গিন্না! রাগ করিস্‌নি, ভাই! ওতো আর তোর মত বুড়ী নয়, ছেলেমানুষ, না বুঝে এক কাজ করে ফেলেছে, ওর উপর রাগ কর্‌লে কি হবে? আহা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে, আমার তো আর বুকে সইচে না।

বড় গিন্নী। মরণ তোমার! এই খানিক আগে মার্‌বো,ধর্‌বো, কেটে ফেল্‌বো, জেলে দেবো, কত কথাই বল্‌ছিলে, এখন সে সব হুঙ্কার কোথা গেল? কালামুখীর মুখখান

দেখেই ভুলে গেলে? তা আমাকে মারই আর কাটই, ও হতভাগীকে আর কিছুতেই ঘরে সেঁদুতে দেব না!

যাড়ে। আমার ঘর, আমার দোর, আমি নিয়ে যাব, দেখি কেমন করে কে আটকায়? আয় তো পুটে বৌ—আয় তো! (পুটে বৌয়ের হস্তধারণ।)

বড় গিন্নী। কৈ, কেমন করে নে যাবি যাবি দেখিস, বুড়ো! তোর বুড়ো হাড়ে কত জোর দেখি! (হাত ছাড়াইবার চেষ্টা)

যাড়ে। উহু হুঃ! হাত ভেঙ্গে গেল রে, ছাড় মাগী ছাড়।

বড় গিন্নী। তুই মিনষে, ও ডাইনীর হাত ছাড়—ছাড়!

যাড়ে। ছাড়বি তো ছাড়, নইলে এখনই মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।

বড় গিন্নী। তুই ছাড়বি তো ছাড়, নইলে মেয়ে নাথিতে ওর মুখ ভেঙ্গে দোবো, আর কালামুখে আরও কালী ঢেলে দেবো।

যাড়ে। ছাড়বি তো ছাড়, নইলে তোকে খুন করে ফেল্‌বো (মারিতে উদ্যত)

বড় গিন্নী। ওগো পাড়ার লোক! দেখবে এসো, মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে, মেরে ফেল্লে।

(বেগে হরিদাসের প্রবেশ)

হরিদাস। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? আমার বাগানবাড়ী—মেয়ে ছেলে রয়েছে, এখানে কিসের গোলমাল? কি মশাই! আপনি যে? পিছনে হাততালি দেবার সময় হয়েছে না কি? তাই ডাক্‌তে এসেছেন?

যাড়ে। তা এ তো দেখছি, তোমারই কাজ।

হরিদাস। আমার কাজ? আমার কাজ না তোমার কাজ?

যাড়ে। আমার কাজ কিসে? বের্ কোল্লে তুমি!

হরিদাস। বের কল্লেম আমি? না আমার সাবধান না শুনে বেরুতে দিলে তুমি?

বড় গিন্নী। হ্যাঁ বাছা! ঐ তো বেরুতে দিয়েছে, হতভাগা মিনষে—বুড়ো বয়সে বিয়ে করে ভাল ঢলান্ ঢলালে। আবার কোন্ মুখে যে এ আবাগারে ঘরে ঢোকাতে চাচ্চেন, তা তো বুঝি না বাবু! তুমি ভালমানুষের ছেলে, তুমিও যে বের করে আনলে, তুমিই বা কেন ছেড়ে দেবে বাবা?

হরিদাস। সে কি ঠাকরুণ? আপনিও যে আমায় দুষছেন। ছোট ঠাকরুণটীকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন, না যার কাছে এসেছিলেন, তিনি ঐ ঘরের ভেতর?

বড় গিন্নী। হ্যাঁ বাবা! ঐ ঘরের ভেতরই বটে, আমরা আসতে ছুটে, ঐ ঘরের ভেতর চলে গেল। হ্যাঁ বাবা! তুমি নও, সে বুঝি তোমার ভাই?

হরিদাস। জানুন না? ঐ ঘরের দরজায় উঁকি মেরে দেখুন না;—ভাই কি কে?

(বড়গিন্নী অগ্রসর হইয়া দ্বারের নিকট গমন)

বড় গিন্নী। (দরজার মধ্যে দেখিয়া) ও মা! এ কি? এ ঘরে পুরুষ কোথা? এ যে দুটী মেয়ে ছেলে।

হরিদাস। হ্যাঁ, তাই তো! ওর ভিতর একটী আমার স্ত্রী, অপরটী আমার ভগিনী।

বড় গিন্নী। তাই তো, তোমার চেহারায় আর তোমার বোনের চেহারায় যে কিছু তফাৎ নেই।

হরিদাস। উনি আমার যমজ ভগ্নী। মশাই কিছু বুঝছেন কি?

ষাঁড়। কি জানি বাবা!

হরি। জানুন, আপনি বুড়ো বয়সে বিবাহ করেছেন সেটী দূষণীয়, আপনার স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামী ত্যাগ ক'রে বাঙ্গালী ঘরের সতীনামে কলঙ্ক দিয়ে পরপুরুষের আশা করেছে, সেটী দূষণীয়! দুটী অসহ্য কার্য্যই দুটী মহাপাতক। আপনি তো সে পাতকে পড়েছেন, আপনার স্ত্রীও পড়্‌তে যাচ্ছিলেন, আমাতে আমার ভগ্নীতে আর স্ত্রীতে পরামর্শ ক'রে ফেরাবার যত্ন করেছি। কদিন ধ'রে লোক পাঠিয়ে আমায় জ্বালাতন কর্‌বার পর কাল রাত্রে উনি বেরিয়ে আস্‌তে চাওয়াতে আমি আস্‌তে লিখেছিলাম, উনি স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে এসে আমার এই বাগানবাড়ীতে এলেন, এখানে আমার ঐ ভগ্নী আমার বেশ ধ'রে ওঁকে আদর যত্ন ক'রে সিদ্ধির সর্ব্বৎ খাইয়ে সমস্ত রাত অচেতন ক'রে রাখেন। তার পরের ঘটনা উনি জানেন, তাতে জ্ঞান হয়ে থাকে ভালই, আর তার পরের ঘটনা আপনারা এসে কচ্চেন। আমিই আমার চাকরকে পাঠিয়ে আপনাকে হেথায় আনিয়েছি।

ষাঁড়ে। রক্ষা হোক্! তবে পুটে গিন্নী আমার ঠিকই আছে, অসতী হয় নি?

পু-গিন্নী। সত্যি! দেখি—(দরজার ভিতর দেখিয়া) আঃ, বাঁচলুম!—আমি তবে খানকী হই নি! মলেও আর কখনও এ পথে এগুবো না।

বড় গিন্নী। যা, সব ফস্কে গেল? তবে তো ছুঁড়ী ফিরে ঘরে চল্লো! তবু গেরোস্তর মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তো ছিল।

ষাড়ে। তা বেরুক্ বেরুক্, আর বেরুবে না। বাপু হরিদাস! তুমি আর জন্মে আমার বাবা ছিলে। আমায় তুমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার কল্লে, বুকভাঙ্গা যাতনার দায় থেকে নিস্তার কল্লে। মাগ বেরিয়ে যাবার জ্বালা কারুর যেন হয় না, কেউ যেন ভোগ করে না।

হরিদাস। বুড়ো বয়সে বে না কল্লে যে, ও জ্বালা সইতে হয় না?

ষাড়ে। হ্যাঁ বাবা! ও কথা ঠিক বলেছ। বুড়ো বয়সে বে যেন কেউ করে না, যেন কারু হয় না।

বড় গিন্নী। আর তাও বলি, কাণা হোক্, খোঁড়া হোক্, বোচা হোক্ আর বুড়োহাবড়াই হোক্, ভাতার ছেড়ে হিন্দুর মেয়ে যেন কখন বেরোয় না, যেন বেরোতে চায় না।

যবনিকাপতন।

দুলাল চাঁদ।

গল্প।

(১)

পিতার একমাত্র পুত্র দুলালচাঁদ। অল্প-বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় পুত্রগতপ্রাণ পিতা-মহাশয় বালকের লালনপালনে মায়াময়ী মাতার স্থানাধিকার করিয়াছিলেন। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অনেক কষ্টে—বক্ষের অনেক শোণিত শুকাইয়া, স্নেহের পুত্তলি-টীকে মানুষ করিয়াছিলেন। দুলালের বয়স এক্ষণে বিংশতি বৎসর, এই বৎসর প্রবে-শিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। পিতার আনন্দের সীমা নাই। গ্রামশুদ্ধ লোকের নিকটে সুপু-ত্রের বিদ্যাবত্তার পরিচয়চ্ছলে সদ্গুণ কীর্ত্তন করিয়াও প্রবীণ দলপতি কেনারাম বাবুর আশা মিটিতেছে না। যখনই পুত্রের মুখপানে মমতাকটাক্ষে চাহিয়া দেখেন, তখনি গৃহিণী জীবিতা থাকিলে এ সময় সাধের সংসারে সোণার চাঁদকে লইয়া না জানি কি আনন্দই হইত, ভাবিয়া অপরের অসাক্ষাতে মুখ ফিরাইয়া চক্ষের জল মোচন করেন। আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটিতে লাগিল। ছুটীর দিন ফুরাইয়া আসিল। মানুষের পোড়া অদৃষ্টে, সুখের সময় সীমাবদ্ধ—সম্যক্ পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই বিজলী চমকের ন্যায় চকিতে লুকাইয়া পড়ে। এবার এখানকার পাঠ সাঙ্গ হইল—দুলালকে কলিকাতার কোন কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিতে হইবে। বৃদ্ধের মহা ভাবনা হইল, হরিপাল হইতে কলিকাতা প্রায় এক-দিনের পথ—প্রতিদিন যাতায়াত অসম্ভব। অথচ দুলালকে কলিকাতায় পাঠাইয়া কেনা-রাম বাবু কি করিয়া শূন্যগৃহে অবস্থান করি-বেন ? দেশে না থাকিলেও নয়, গ্রামের দল-পতি তিনি—হরিপালস্থ হিন্দু সমাজের একজন ক্ষমতাবান্ ও মান্যগণ্য বিগ্রহ—গ্রামের মস্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রাম্য-সমাজকে মস্তকহীন করিয়া যাওয়া কেনারাম বাবুর সাধ্যাতীত। ভাবিলেন, কলিকাতায় ভবানী-পুরে নিজ জামাতার ভবনে দুলালকে রাখা যাউক, তাহাতে আবার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। প্রবীণ গ্রাম্যসদস্যগণকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা অসম্মতি জানাই-লেন। কেনারামবাবুর জামাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল, তাঁহার অপরাধ, তিনি ইংরাজী মেজাজের লোক, ব্রাহ্মসমা-জের একজন প্রধান সভ্য। কেনারাম বাবু তজ্জন্য কন্যা-জামাতার মুখাবলোকন করেন না, তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতেও লজ্জা বোধ করেন। গ্রামের প্রধান দলপতি তিনি। ব্রাহ্মভবনে বাস করা দলপতি-তনয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেনারাম বাবুর মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও মান-লাঘ-বের ভয়ে ও গ্রাম্য সদস্যগণের মনরক্ষার্থ পুত্রকে

জামাতা-ভবনে পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কলিকাতায় বাস করাই স্থির হইল। একা দুলাল বাসায় কি করিয়া বাস করিবে? প্রতিবাসী হরনাথ পালের পুত্র ভৈরবচন্দ্রকেও কলিকাতায় পড়িতে হইবে। তাহার পিতা,পুত্রকে দুলালের বাসায় রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল, ভালই হইল। পটলডাঙ্গায় হরিপালস্থ জনকয়েকের বাসার পার্শ্বস্থ ভবন ভাড়া লইয়া কেনারাম বাবু বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য বদনকে সমভিব্যাহারে দিয়া দুলালকে কলিকাতায় পাঠাইলেন,প্রতিবেশিনী একটী বয়স্থা ব্রাহ্মণ-কন্যা বাসায় রন্ধনকারিণী হইতে স্বীকার করিলে- তাঁহাকেও প্রেরণ করা হইল। দুলাল ও ভৈরব প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। উভয়েই প্রতি সপ্তাহে এক একবার বাটী আসিতে লাগিলেন। পিতার বারণসত্বেও দুলালচাঁদ স্বাভাবিক মমতার বশবর্ত্তী হইয়া স্কুল হইতে মধ্যে মধ্যে ভবানীপুরে গিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোরমার সহিত দেখা করিয়া বিলম্বে বাসায় আসিতেন। ভৈরব হয় ত বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারিত না।

(২)

কেনারাম বাবুর জামাতা উন্নতমনা ব্রাহ্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী। তদীয় পত্নী মনোরমাও সৎস্বভাবা, —বিদ্যাবতী—দানশীলা। মনোরমা ব্রাহ্মপরিবারের উজ্জ্বল মণি! তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে ও মৃদুবাক্যের পারিপাট্যে পল্লীস্থ সর্ব্বসাধারণে শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিত। নরেন্দ্রবাবু স্ত্রী-সুখে সুখী, মনোরমাও স্বামী-সুখে সুখিনী। উভয়ের প্রাণ ভরিয়া প্রেমের অনন্ত উৎস উছলিয়া পড়িত। নর-নারীকুলের আদর্শ-স্বরূপে পবিত্র দম্পতী পল্লীর প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রবাবু সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া আসিয়া বাটীতে নিজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিশীথে শ্রমজীবি কুলকে শিক্ষাদান করিতেন। মনোরমাও দিবসে নিজ বাটীতে পল্লীস্থ বালিকাগণকে বিনাব্যয়ে বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষা প্রদান করিতেন। একটী সুন্দরী বেশ্যাকন্যাকে মনোরমা বড়ই ভালবাসিতেন; বেশ্যাকন্যা ভগবতী, স্বভাবতঃ সুশীলা, তাহাতে আবার মনোরমার উপদেশে সে হৃদয় অধিকতর মার্জ্জিত হইয়া বালিকার চরিত্র ও প্রকৃতিগত উন্নতি হইতেছিল। শিল্পকর্ম্মে ও গ্রন্থপাঠে সমধিক যত্নবতী দেখিয়া মনোরমা নিজ কন্যার ন্যায় সযত্নে তাহাকে শিক্ষা দেওয়াতে, ভগবতী দিবসের অধিকাংশ সময়ই মনোরমার নিকট থাকিতে ভালবাসিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জিতরুচি বালিকা মাতার চরিত্রে বিরক্ত হইয়া মনোরমার নিকট ঘৃণা ও দুঃখ প্রকাশ করিতে শিখিলে, মনোরমা মিষ্টকথায় তাহাকে ভুলাইতেন বালিকার রূপ-গুণ ক্রমান্বয়ে বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া, মনোরমা স্বামীর নিকট তাহার ভবিষ্য সুখের কথা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সমাজের পাশব প্রবৃত্তির প্রাধান্য-লক্ষণের কথা একে একে বুঝাইয়া দিতেন ও তজ্জন্যই বেশ্যাকন্যার ঘৃণিত ব্যবসায় ব্যতীত উপায়ান্তর অসম্ভব বলিয়া মনোরমাকে ব্যথিত করিতেন। মনোরমা স্বামীর কথায় একেবারে নিরাশ না হইয়া, ভগবতীকে পুরমহিলার কর্ত্তব্য কার্য্য শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবতীও বেশ্যাপদবীর অলঙ্কার হইবার জন্য জন্মে নাই। সেই নবীনা তনয়ার কোমল-হৃদয়ে মনোরমা যেরূপ গঠন করিতে চেষ্টা করিলেন,

সহজেই তাহা হইতে লাগিল। ভগবতী এক্ষণে ত্রয়োদশ-বৎসর-বয়স্কা। ধর্ম্মতেজে তাহার হৃদয় পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়—বেশ্যা-ভবনের বিভীষিকায় তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, কুলটাগণের বিপরীত কুরীতি ও নারী-চরিত্রের অপব্যবহারের বিষয় দেখিয়া দেখিয়া ভগবতী অশ্রুমতী হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইত। লম্পটের কুদৃষ্টির প্রভাবে ম্রিয়মাণা ভগবতী লজ্জাবতী লতিকার ন্যায় আকুঞ্চিত হইয়া চক্ষু মুদিত করিত। আমাদের দুলালচাঁদ পূর্ব্বে মাসে মাসে এক একবার করিয়া ভগিনীর বাটীতে আসিতেন। দুলাল আসিলে ভগবতী পাঠ্য-পুস্তক লইয়া, তাঁহার নিকট বসিয়া পরীক্ষা দিত। দুলালও বালিকার প্রিয়-ব্যবহারে আমোদিত হইতেন। প্রথমে দুলাল, ভগবতীর বালিকা-ব্যবহারে ও সরলভাব-ভঙ্গীতে আমোদ পাইতেন বটে, কিন্তু—বালিকা যতই যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে লাগিল, যতই লজ্জার প্রকৃত আবরণ ক্রমে ক্রমে ভগবতীর দেহলাবণ্যে ঢলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; দুলালের প্রাণে ততই যেন কি এক অজানিত নূতনভাবের আবেশ হইতে লাগিল। ভগবতীর পানে পূর্ণনেত্রে চাহিয়া থাকা কমিতে থাকিল। ভগবতীও বুঝিল না—কে যেন কোথা হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া ভগবতীকেও অপাঙ্গদৃষ্টি ও সলাজ কটাক্ষ শিখাইয়া দিল। কাছাকাছি হইলেও উভয়ের প্রাণ যেন শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিত। কেন যে শিহরিত—তাহা উভয়েই বুঝিত না, তবে উভয়েই বুঝিত কি?—আগে আগে মাসান্তে সাক্ষাতে উভয়ে যে প্রীতিলাভ করিত, এক্ষণে সপ্তাহে দুইবার সাক্ষাতেও সে সাধ যে মিটিত না—দুজনে তাহাই কেবল বুঝিতে পারিত, আগে আগে দুশো কথায় যে সময় লাগিত, এখন দুটী প্রাণ-জুড়ানো কথায় তাহার দ্বিগুণ সময়েও কুলায় না।

ভৈরবচন্দ্র স্বভাবতঃ হিংস্রক। দুলাল নিজ অধ্যবসায়ে ও লেখাপড়ায় যত্নে কলেজের প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেছেন দেখিয়া, হিংসায় নির্ব্বোধ ভৈরবের প্রাণ করকর করিতে লাগিল। ছুতানতায় দুলালের দোষ ধরিতে ভৈরবের বড়ই আনন্দ হইল। দুলাল ভগ্নীর বাটীতে অধিক যাতায়াত করিতেছে দেখিয়া—ভৈরব হরিপালে আসিয়া কেনারাম বাবুর কাছে দশখানি করিয়া লাগাইল। আজ রবিবার, কেনারাম বাবুর চণ্ডীমণ্ডপ লোকারণ্য। গ্রামস্থ প্রবীণগণ বৈঠক করিয়া গণ্ডগোল করিতে করিতে দলাদলির ঘোঁট করিতেছেন। সকলের মুখেই ব্যগ্রতার চিহ্ন। দলাদলি-ঘোঁট শেষ হইলে, কথায় কথায় দুলালের ভগ্নীর বাটীতে গমনাগমনের কথা পড়িল। প্রবীণেরা এক-মত হইয়া কেনারাম বাবুকে উক্ত বিষয়ে সাবধান হইতে বলিলেন। সৎপুত্র দুলাল—ব্রহ্মজ্ঞানীর দলে পড়িয়া,একেবারে জাহান্নমে যাইবে ভাবিয়া কেনারাম বাবু দুলালকে সর্ব্ব-সমক্ষে বাহিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সচ্চরিত্র শান্ত দুলালচাঁদ মৃদুপদক্ষেপে গ্রীবা অবনত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রবীণেরা সমস্বরে বলিলেন, "আহা! কি ঠাণ্ডা ছেলে তোমার কেনারাম বাবু! এ ছেলে যদি হিঁদুয়ানীর বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার জায়গা হইবে না।" কেনা-রাম বাবু প্রিয়ভাষে দুলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ্যাগো বাপ! কি কথা শুনি?

তুমি না কি তোমার ভগ্নীর বাটীতে সদা-সর্ব্বদা যাতায়াত কর?" দুলালের মুখ লাল হইয়া উঠিল, "আজ্ঞে, সদা-সর্ব্বদা যাইবার সময় পাইব, কি করিয়া? যে দিন কদাচ কখন স্কুলের ছুটী থাকে—অথচ এখানে আসিতে পারি না—সেই দিনেই সেথায় গিয়া একবার মাত্র দিদির সঙ্গে দেখা করিয়া তাড়াতাড়ি তখনই চলিয়া আসি" বলিয়া নম্রপ্রকৃতি দুলাল পুনর্ব্বার গ্রীবা অবনত করিয়া রহিলেন। কেনারাম বাবু সদস্যগণের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত বলি, দুলাল কি আমার তেমন অবাধ্য ছেলে!" "আহা! বেশ! বড় সৎ ছেলে!" বলিয়া প্রবীণগণ তামাকু টানিতে টানিতে দুলালকে বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুলালচাঁদ বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত যথাযথ উত্তর-প্রদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া যথাযোগ্য অভিবাদনের পর ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন—দুলালচাঁদ আমাদের যেন অগ্নি-পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আজি অবধি দুলাল যে দিন ভবানীপুরে যাইতেন, সেদিন ভৈরবের কাছে তাহা লুকাইতেন। অথচ তাঁহার তথায় না যাইলেই নয়—স্বাধীন ইচ্ছার বেগ-সংবরণে যুবক দুলাল অসমর্থ।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না—তরতর বেগে ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলী বক্ষে ধরিয়া অনন্ত কাল বেগে বহিয়া যাইতেছে। সময়কে শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, পার্থিব জনগণ তাহার একটী ভাগও স্ববশে আনিতে পারিতেছে না—পল, বিপল, দণ্ড, দিন, মাস, বৎসর অনাহত যাইতেছে। ভগবতী চতুর্দ্দশ বৎসরে পা দিয়াছে, তাহার সরল প্রাণের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক দিকে নরেন্দ্র মনোরমা আমোদিত ও ভাবিত, অন্য দিকে তাহার বেশ্যা জননী ব্যস্ত ও চমকিত। দুলালচাঁদের প্রাণে শান্তি নাই, তাঁহার প্রাণের ভিতর বিষম বিপ্লব বাধিয়াছে। কখন যাহা শুনেন নাই, পুস্তকে যাহা পাঠ করেন নাই ভগবতীকে দেখিয়া দেখিয়া—তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তাহার সহিত দুটী একটী কথা কহিয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব প্রীতিপূর্ণ—অথচ নূতন—অদৃশ্য অনুরাগ অনুভব করিতেন এখন ভগ্নীর বাটীতে যাইয়া অনেক সময় ভগিনীকে দেখিয়াও কোন কথা না কহিয়া বাটীর চারিদিকে যেন—আর কিছুর অন্বেষণ করিতে করিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকেন—সে চাহনীতে ব্যগ্রতা মাখা। মন্থরগমনা ভগবতী পূর্ণনেত্রে চাহিতে চাহিতে—অকস্মাৎ চক্ষু নামাইয়া অগ্রসর হইলেই—দুলালের চক্ষু স্থির হয়—কথার জড়তা শেষ হয়—বাক্‌পটুতার পুনরাবির্ভাব হয়। মনোরমা পূর্ণযুবতী। ভ্রাতার হৃদয়ের সম্মুখে যে মুকুর স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে মনে হাসেন—প্রাণের পুলকে ছুটিয়া স্বামীর নিকট সকল কথা খুলিয়া বলেন—নরেন্দ্র বাবু শুনিয়াই বিরসবদন হন। মনোরমা সঙ্কুচিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। দুলাল কিন্তু ভগিনীর সে ভাব বুঝিয়া—যেখানে ভগবতীর সম্মুখে হৃদয়ের ভাব লুকায়িত করিবার চেষ্টা করেন—ভগিনী সেখানে প্রায় উপস্থিত থাকেন না। সুতরাং দুলালকে বড় প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে হয় না। ইতিপূর্ব্বে ভগ্নীর বাটীতে গিয়া বৈঠকখানায় চেয়ারে বসিলে পর—ভগবতী নিজের পশম-বোনা ও পুস্তক শ্লেট লইয়া আসিত। দুলাল হাসিতে হাসিতে ভগবতীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার হস্ত

হইতে পশম-বোনা লইয়া ভাল-মন্দ বিচার করিয়া বলিতেন, পুস্তকের পুরাতন পাঠ প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা লইতেন—উত্তর করিতে না পারিলে বকিতেন; ভগবতী পরদিন ভাল করিয়া পড়া করিয়া রাখিত। বালিকার বাল্যক্রীড়ায় দুলাল মোহিত হইতেন। গ্রীষ্মকালে—পাখা লইয়া কতদিন ভগবতী দুলালকে বাতাস করিয়াছে, ঘামাছি মারিয়া দিয়াছে, দুলাল কতদিন ভগবতীর গায়ে জামা পরাইয়া দিয়াছেন, মথায় ফুল গুঁজিয়া দিয়া হাততালি দিয়াছেন। এক্ষণে কিন্তু সে ভাব আর নাই—ভগবতীর পক্ষে বালিকার খেলা-ধুলা সাঙ্গ হইয়াছে—তাহার উচ্চ হাসি নাই, সে উজ্জ্বল নয়নের সে অস্থির চাহনি আর নাই—নবযুবতী চপল-চলন ভুলিয়াছেন—মন্থর-গতিতে—নতমুখী—স্থির-নেত্রে চাহিতে চাহিতে বিদ্যালয়ে আইসেন। পথে কত লোকে তামাসা করে—সরলা তাহা গ্রাহ্য করিতে জানে না। প্রাণে একটী প্রদীপ জ্বলিয়াছে—তিনি সন্তর্পণে একদৃষ্টে সেই দিকেই চাহিয়া আছেন। প্রদীপ কেন জ্বলিল? এ জ্বালা কোন্ আগুনের? ভাবিয়া ভগবতী ত কিছুই স্থির করিতেই পারেন না। অন্যমনা হইলে অমনি নিবিয়া যাইবার ভয় হয়, প্রাণ ধরিয়া ভগবতী এ নুতন প্রদীপ নিবিতেও দিতে পারেন না।

বেলা অপরাহ্ন। দুলালচাঁদ বিদ্যালয় হইতে বাসায় না আসিয়া—বরাবর ভবানীপুরে ভগ্নীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা সে দিন পার্শ্বস্থ কোন এক প্রতিবেশিনীর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, বাটীতে দাস-দাসী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। দুলালচাঁদ প্রথমেই বালিকাগণের পাঠগৃহে গিয়া দেখিলেন—পাঠগৃহ জনশূন্য। যাহার জন্য এত পথ ছুটিয়া আসিয়াছেন, যে মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায় লুকাইল? ভগিনীর কথা দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা নিমন্ত্রণে যাইবার কথা বলিল—ভগবতীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আর জিজ্ঞাসা করা হইল না। পার্শ্বকক্ষ হইতে দুলালের কোমলস্বর অস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া নবীনা ছুটিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—অমনি দুলাল উপরপানে চাহিলেন—চারি চক্ষু একত্র হইল। অমনি চারিচক্ষু নিম্ন-দৃষ্টে পতিত! আবার উত্থান! আবার পতন!! বিজলী খেলিতে খেলিতে লুকাইল! দুলাল সোপান বহিয়া বারাণ্ডায় উঠিলেন—ভগবতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি কৌচের উপর বসিয়া স্থিরনেত্রে আরসীর পানে চাহিয়া রহিলেন। দুলাল সে লাবণ্যের—মৃদুলচ্ছটা একবার—এতদিনের পর নির্জ্জন পাইয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন—দর্পণে বিম্বিত সেই আয়তলোচন-পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আগে দুলাল আসিলে ভগবতী তাড়াতাড়ি গিয়া দুলালের হাত ধরিয়া চক্ষু নাচাইয়া বালিকার ভঙ্গিমা-মাখান কথায় কত কথাই কহিতেন, আজ আর তাহা নাই, সে তাড়াতাড়ি নাই, সে চলনের সে স্বাভাবিক নাচন-ভঙ্গী নাই, সে চলনের সে মৃদুল নর্ত্তন নাই, —সে ওষ্ঠাধরে সে পূর্ণহাস্যের তরঙ্গ নাই, বালিকা যেন সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। দুলালের চক্ষে আর সেই সেদিনের ভগবতী নাই—ভগবতী আজ পূর্ণ পরিবর্ত্তনে সোহাগের জলন্ত প্রতিমারূপিণী! বিশ্ববিনোদিনী মধুরোজ্জ্বল রূপের শান্ত কিরণে বিভূষিতা! দুলালের হৃদয়ের লুকান কক্ষে পূর্ণশশীর নির্ম্মল জ্যোৎস্না বিরাজিছে! নিরবচ্ছিন্ন সুধা পিয়ে দুলাল! দুলাল—অনিমিষ-নয়নে ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া চাহিয়া আছে—ভগ-

বতী গ্রীবা বাঁকাইয়া—একবার চাহিয়াই—চক্ষু নামাইয়াছেন, আর চক্ষু উঠে না—ঘন ঘন বক্ষ উঠিতেছে—পড়িতেছে। কতক্ষণ—কে জানে কতক্ষণ—নির্জ্জনে নীরবে—যুবক-যুবতীর মুখে কথা নাই—চক্ষে চক্ষে চকিতে মিলিয়া বক্ষের ভিতর কি জানি কি—কেমনতর এক স্বতন্ত্র লীলার অবির্ভাব হইতেছে। আহা! এ ক্ষেত্রে এ নূতন ব্রতী দুলাল-ভগবতী যেন এ জগতের নর-নারীময়। এ অনাঘ্রাত দুটী ফুটন্ত ফুলই যেন—মন্দাকিনীর ঢলঢল তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া নাচিয়া যাইতেছে—অগাধ জলে দুটী প্রাণই ভাসিতেছে, অথৈ জলের কূলকিনারা চিনিতেছে না! নবীনপ্রাণের এই একত্র ভাসানই বুঝি প্রেমের পরিণাম? কিছুই জানে না দুজনে—অথচ উভয়েই অজ্ঞাতে উভয়ের প্রাণে কি এক অজানা ভাষায় অবিশ্রান্ত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। টং টং টং করিয়া ঘড়ী বাজিল—দুজনেরই চমক হইল। ভগবতী তখন দুলালকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল,—"দুলাল, বোস না ভাই!" দুলাল কোথায় বসিবেন? কৌচের উপর ভগবতীর পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। আজ নির্জ্জনে দুজনে অনেক কথা হইল। দুলাল প্রাণের কথা লুকাইতে না পারিয়া ভগবতীর কাণে কাণে সব বলিয়া ফেলিলেন—ভগবতীর শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল;—শিহরিয়া বলিলেন, "আমি কে দুলাল, তা কি জান না? জানিলে ভাই ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে হইবে।" দুলাল বুঝিতে পারিয়া ক্ষণেক নীরব রহিলেন, পরে মুখ ফুটিয়া বলিলেন,"তা হোলে কি ভগবতি, আমি প্রাণ বলিদান দিব? কণ্টকবৃক্ষেই যে গোলাপ ফুটে, তা কি আমি জানি না? মিছে বাধায় কেন আমায় কাঁদাতে চাও? আমার চক্ষে যে তোমায় দেখিবে—আমার প্রাণে যে তোমার প্রাণের গভীরতা মাপিবে, ঘৃণা তার অসাধ্য। আমি ত রূপে শুধু মজি নাই; সরল-প্রাণের স্বর্গীয় মাধুরী বড় ভালবাসিয়াছি—আমি তোমায় চক্ষে দেখি নাই—প্রাণে প্রাণে পরীক্ষা ল'য়েছি, ভগবতি! সাপের মাথায় বৈ মাণিক আর কি কোথাও জন্মে? আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিও না, স্বর্গসুখের প্রয়াসী আমি—মরণে আমার ভয় কি বল দেখি?" ভগবতী আর কোন কথা বলিলেন না, দুলালের মুখপানে চাহিয়া—সে উজ্জ্বল নেত্রের পবিত্র দীপ্তি দেখিয়া, সে গম্ভীরবদনের সে বিদ্যুৎস্ফুরণ, সেই অকম্পিত বচনের অটল বাঁধনী শুনিয়া, একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন! অজ্ঞাতে করলতা-দুখানি দুলালের গলায় জড়াইয়া পড়িল—অজ্ঞাতে গ্রীবা অবনত হইয়া পড়িল। অজ্ঞাতে দুলালের উন্নত স্কন্ধে সুকোমল কপোল পরশিল দুলাল আপনার নিধিকে আপনার হইতে দেখিয়া, একবার প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মাণ্ডপাতর গুণ-কীর্ত্তন করিলেন। পবিত্র-প্রেমের পীযূষ-ময়ী কল্পনার কমনীয় চিত্রখানি আঁকা শেষ না হইতে হইতেই—প্রাঙ্গণে মনোরমার কণ্ঠস্বর শুনা গেল—ভগবতী উঠিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে কক্ষদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাত্রে মনোরমা নরেন্দ্রবাবুকে দুলাল-ভগবতীর প্রেমের কথা বলিয়া উভয়কে পরি-ণয়সূত্রে আবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রবাবু নিশ্বাস ছাড়িয়া—সমাজকে অভি-সম্পাত করিতে লাগিলেন—মনোরমা কিছু-তেই ছাড়িল না—নরেন্দ্রবাবুকে স্বীকার করাইবার জন্য বুদ্ধিমতী রমণী উন্নতমনার ন্যায় তর্কজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। সমাজ-বাঁধনি সে তর্কের নিকট খুলিয়া পড়িতে

লাগিল। অবশেষে নরেন্দ্রবাবু কাজে কাজেই সম্মত হইলেন। এ দেশে দাস-দাসী কর্ত্তৃক গৃহস্থের গুপ্তকথা প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। রমণী নাম্নী কোন পরিচারিকা —উক্ত নিশীথের পরামর্শ শুনিয়া ভগবতীর বেশ্যামাতাকে বলিয়া দিল। বেশ্যা চমকিয়া উঠিয়া, পার্শ্ববাসিনী রাক্ষসীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, দেবভাবময়ী ভগবতীর জন্য নরকদ্বার খুলিবার উপায় করিতে লাগিল। ভগবতীর— মনোরমার নিকট যাতায়াত বন্ধ হইল। স্বাধীনস্বভাবা সরলা রমণী লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনুনয়-বিনয়ে কঠিনা বেশ্যার পাষাণপ্রাণ টলিল না— পাষাণী উগ্রচণ্ডা-মুর্ত্তি ধরিয়া অহর্নিশ ভৎ-সনা করিতে করিতে প্রেমময়ীকে অশ্রুধারায় ভাসাইতে লাগিল। বেশ্যার ছলনা কে বুঝিবে? ভগবতী ত তাহা শিক্ষা করেন নাই। ভীষণা জননী, কুলটার ভাবভঙ্গী ও কুলটার বিলাস-বিভ্রম শিখাইতে যত্ন করিতে লাগিল —ভগ-বতী তাহা শিখিলেন না। তাঁহার প্রাণ অন্য-দিকে ধায়, সে মোহিতার উন্মীলিত হৃদয়পদ্ম অন্য পানে চেয়ে, সে সতেজ চক্ষু লম্পটের পানে চাহিতে ঘৃণা বোধ করে, লোভী লম্পট আশায় মাতিয়া চাহিতে থাকে—ধর্ম্মতেজে লম্পটের বিলাস-নেত্র ঝলসিয়া দেয়—উঁকি মারিয়াই লম্পট পলায়ন করে। বেশ্যামাতার নিমন্ত্রিত লম্পটগণের মধ্যে যে অত্যন্ত সাহসী —সেই আসিয়া—হাসিয়া হাসিয়া ভগবতীর সঙ্গে প্রেমের রহস্যকথা কহিতে চায়—গম্ভীরা ভগবতী সচ্চরিত্রা পূর্ণযৌবনার ন্যায়—সরল-কথায় লম্পটকে উচিত উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দেন—বেশ্যাকন্যার কুলললনার পবিত্র প্রভাব সন্দর্শনে লম্পট আর ফিরিয়া চাহে না। এইরূপ প্রতিদিন কতজন আসিল, কত-জন ফিরিয়া গেল—বেশ্যামাতার ক্রোধের সীমা রহিল না, প্রথমে তিরস্কার পরে প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ত্রুটি করিল না। ভগবতী মুখ লুকাইয়া নীরবে কাঁদেন—আর ভগবান্‌কে ডাকেন। অশোকবনের সীতার ন্যায়—চেড়ীগণবেষ্টিতা ভগবতী নরকে বসিয়া স্বর্গের চিত্রখানি—আহা! সেই মনোরমার বাটীতে সেই দুলালের অনন্ত গভীর-প্রেমের পরিমাণ করিয়া—প্রাণের গাত্রে অঙ্কিত দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে চান। এদিকে দুলাল আত্মহারা হইয়া—ব্রহ্মাণ্ড আঁধার দেখিয়া বেড়াইতেছেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই—প্রেমে উন্মাদ, ডাকিলে শুনিতে পান না, ভগ্নী আদর করিলে এক একবার বাল-কের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলেন। মনোরমার প্রাণে তাহা সহিল না। স্বামীর সহিত পরা-মর্শ করিয়া উপায় স্থির করিলেন। নরেন্দ্রবাবু আপনার একজন সদস্যকে লম্পটের ছলে ভগবতীর মাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। বেশ্যামাতা সেদিন ভগবতীকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিল। আহা, নিরাশ্রয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর সদস্য বেশ্যার কথামত ভগবতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া চুপে চুপে তাঁহাকে সব কথা শুনাইল, ভগবতী হাসিতে লাগিলেন। বেশ্যা-মাতার মনে মহা আনন্দ হইল, মনে করিল, প্রহারের প্রভাবে ভগবতী ঠিক হই-য়াছে। সদস্যের সে রাত্রি ভগবতীর নিকট থাকিবার কথাবার্ত্তা স্থির হইল। বেশ্যা নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইল।

ভগবতীর আর বিলম্ব সহে না, এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসরের ন্যায় বোধ হইতেছে। ভগবতীর প্রাণ এখনও স্থির নাই; এখনও সন্দেহ মিটিতেছে না। পার্শ্বগৃহে সুরার স্রোত বহিতেছে, উচ্চহাসি ও অশ্লীল গানের বিকট চীৎকারে পল্লী কাঁপিতেছে! বদমস্ত

বারবিলাসিনী বিকৃতকণ্ঠে কাহাকে আদর, কাহাকে অনাদর, কোন ভদ্রসন্তানকে বা অকথ্য গালিগালাজ করিতেছে। মত্ত যুবকদল ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মুক্তকেশী উলঙ্গিনীর চরণে ধরিয়া রাগ থামাইতেছে! সুরার পৈশাচিক মহিমায়—পিশাচদল সদাই অর্থনাশের উপায় দেখিতেছে। ইয়ারদলে অনবরত পানপাত্র ঘুরিতেছে, অনর্গল মদিরা গড়াইতেছে। দিবসে যাহার "সুরাপান-নিবারিণী" বক্তৃতায় সাধারণ মন্দির প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, মত্ত ভ্রাতাগণের দুঃখে যে দেশহিতৈষীর নয়নে অনর্গল অশ্রুধারা গড়াইয়াছে, নরেন্দ্রবাবুর সদস্য গবাক্ষছিদ্র দিয়া দেখিলেন, তিনিই আজ এই নরপিশাচদলের অধিনায়করূপে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পানপাত্র শূন্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ দুই চারিটী যুবকও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবুর সদস্য ঘৃণায় চক্ষু ফিরাইলেন! হায়! হায়! অধঃপতন সঙ্গীতের আশ্রয়ে সোণার সমাজ ছারখার হইতেছে! বঙ্গসমাজে কবে নীতিজ্ঞানের প্রাবল্য দেখা যাইবে? সে দিন কবে আসিবে? ভাক্ত সংস্কারদল থাকিতে কিছুই হইবে না। আত্মোপমা না দেখাইলে চলিবে না। পথপ্রদর্শক না পাইলে কখনও কোন কালে সমাজ সুধরাইবে না। যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল—বেশ্যাগৃহের গোলযোগ ততই বাড়িতে লাগিল।—মদমত্তদল কেহ সেক্সপিয়ার, কেহ মিল্টন আওড়াইতেছে; কেহ চীনাবাজারের ইংরাজীতে কথা কহিতেছে, কেহ বা অসহ্য বোধে বমি করিতেছে—কেহ টলটলায়মান-পদে হেলিয়া দুলিয়া হুঙ্কারকারীর মস্তকে জল ঢালিতেছে। হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে! মদ্যপাত্র,পানপাত্র, আহার্য্যদ্রব্য চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া চেতনাবিহীন মৃতদেহবৎ গড়াইতেছে। অসহ্য গোলযোগে নিদ্রোত্থিতা অন্যান্য বেশ্যাগণ চীৎকারশব্দে গালিগালাজ করাতে—কেহ কেহ চুপ করিল, কেহ কেহ গৃহের বাহির হইয়া—আত্মসম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া বেশ্যাগণকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। অসুরনাশিনী—ভীষণা রাক্ষসীগণ সকলে মিলিয়া তখন—কোমর বাঁধিয়া শতমুখী-হস্তে রণে অগ্রসর হইবামাত্র—মদমত্ত ভদ্রসন্তানগণ—রণে ভঙ্গ দিয়া দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া টলিতে টলিতে ছুটিল। অদূরে কেহ বা শান্তিরক্ষকের হস্তে পড়িয়া ঠাণ্ডা হইলেন—অধিক চতুর কেহ বা নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া—সরলস্বভাব স্ত্রী-কন্যাকে অকারণ প্রহার করিয়া ক্রোধের শান্তি করিলেন। অর্দ্ধরাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পর বেশ্যাভবনের গোলযোগ চুকিল। সমগ্র গৃহবাসী ও বাসিনীগণ ঘুমাইল! ভগবতী তখন উজ্জ্বলনয়নে—সদস্যের মুখপানে চাহিয়া বাহির হইতে বলিলেন। সদস্য দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে চারিদিক্ দেখিয়া আসিলেন। উভয়েরই হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠিল।—রাস্তার দিকের গবাক্ষ খুলিয়া দেখিলেন—বাহিরে ঘোর অন্ধকার, পথে পথিকমাত্র নাই। ভগবতী তখন আর এক দণ্ডও বিলম্ব করিতে চাহিলেন না। সদস্য দেবকন্যাটীকে-নরকের তোরণ হইতে বাহিরে লইয়া গিয়া—তাহার হস্তধারণ করিলেন। ভগবতীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল—অনুভব করিয়া সদস্য মহাশয়—তাঁহাকে সাহস দিতে লাগিলেন। ভগবতীও সাহসে বক্ষ বাঁধিয়া দ্রুতপদে তাঁহার সহিত চলিলেন। গলীর বাহিরে প্রকাশ্য রাজপথে নরেন্দ্রবাবুর অশ্বযান অপেক্ষায় ছিল, সদস্য মহাশয়—ভগবতীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই মুক্তবালিকা স্নেহময়ী মনো-

রমার শান্তিময় ক্রোড়ে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে লুকাইল!

প্রাতঃকালে বেশ্যাজননী শিরে করাঘাত করিতে করিতে পল্লী মাথায় করিয়া তুলিল। পিশাচিনীর কত আশায় যে ছাই পড়িল—তাহা যাহার এ দশা ঘটিয়াছে—সেই বুঝিতে পারে। বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনীবেশে ভগবতীর দোহাই দিয়া কত শত মূর্খ যুবককে পথের ভিখারী করিত, কত শত কলিকাতার বৃদ্ধ কামুকবর্গের অজস্র অর্থ আনিয়া লৌহসিন্ধুক পরিপূর্ণ করিত, পল্লীস্থ সমগ্র বেশ্যাবর্গের মধ্যে পাঁচজনের একজন হইয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ডিক্রী-ডিস্‌মিস্‌ করিত। আহা! পোড়া বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিল গো! রোদনের ভীষণ রোল শুনিয়া বাটীর সকলে ও পল্লীস্থ বেশ্যাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নরেন্দ্রবাবুর সদস্থ ও মনোরমার প্রতি অকথ্য গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। একটী প্রকাণ্ডকায়া বৃদ্ধবেশ্যা ভগবতীর বেশ্যা মাতাকে হীরামণির বাবু উকীল অক্ষয়বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়া দিল। পাগলিনী বেশ্যামাতা ছুটিয়া গিয়া হীরামণির বাটীতে উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু হাইকোর্টের উকীল, বিছানায় বসিয়া গতরাত্রের খোঁয়ারি মিটাইতেছেন, হীরামণি রূপসী পার্শ্বে বসিয়া সেতারে ভৈরবী আলাপ করিতেছে। আলুলায়িতকেশা বেশ্যা-মাতা ছুটিয়া গিয়া অক্ষয় বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত কথা খুলিয়া বলাতে, অক্ষয় বাবু কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তার বয়স কত?" "ওগো দুধের মেয়ে। সবে ১০ উৎরে ১১ রোয় পা দিয়েছে।" পেনেল কোড বাবুর মুখস্থ,হীরার আজ্ঞায় তখন বাবু—বেলা ১-টার সময়ে বেশ্যাজননীকে লইয়া পুলিসে নরেন্দ্রবাবুর সদস্থ ও মনোরমার নামে মেয়েচুরীর দাবী দিয়া নালিশ করাতে শমনের হুকুম হইল। নরেন্দ্রবাবু শমন পাইয়া একটু হাস্য করিলেন। মনোরমা জনরবের ভয়ে বেশ্যাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিবার প্রস্তাব করিলেন নরেন্দ্রবাবু উকীল, যুবতী ভগবতীর স্ব ইচ্ছার সাক্ষ্য বলবান্ হইবে জানিয়া মনোরমাকে কহিলেন, "ভয় নাই! এক ভগবতীর সাক্ষ্যে মকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে। বেশ্যাকে অর্থ দিয়া প্রশ্রয় দিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের পরিবর্ত্তে—বেশ্যাকে মেয়াদ দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিব। ভগবতীর সর্ব্বাঙ্গে যেরূপ প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে—ভগবতীর দ্বারা বেশ্যার নামে অদ্যই নালিশ করাইয়া দিব।" মনোরমা সম্মত হইলেন, বেশ্যার নামেও শমন বাহির হইল। একদিবসে এক বিচারকের কাছেই উভয় মকদ্দমা হইবার কথা রহিল। মকদ্দমার দিন বিচারালয় বেশ্যায় পরিপূর্ণ হইল। ১১ টার সময় বিচারপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ্যাগণের কলরবে বিচারপতি বিরক্তনেত্রে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শান্তিরক্ষককে আদালত-গৃহ পরিষ্কার করিতে আজ্ঞা দিলেন। বেশ্যাগণ বিতাড়িত হইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। নরেন্দ্রবাবু আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিলেন। বিচারক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া—সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিলেন। দলে দলে বেশ্যাগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল। অক্ষয়বাবু প্রতি পদে নরেন্দ্র বাবুকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ ঈষদ্ধাস্যমুখে অক্ষয় বাবুর শ্লেষ সহ্য করিতে লাগিলেন। ফরিয়াদীর পক্ষের সমস্ত সাক্ষ্য-গ্রহণ করা হইলে আসামীগণের সাক্ষ্য-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। অক্ষয়বাবু বালিকা ভগবতীকে ১০।১১ বৎসরের জানিয়া নানা ছাঁদে বক্তৃতা করিতেছিলেন, আসামীগণের সাক্ষী অহ্বান হইবা-

মাত্র প্রথমেই ভগবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। ভগবতী বালিকা নহে, ভগবতী যুবতী। অক্ষয়বাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। এখন ভগবতীর আকারপ্রকার দেখিয়াই অক্ষয়বাবু বুঝিলেন, পূর্ব্বে ভগবতীকে না দেখিয়া বা তাহার বয়সের কথা ঠিক না জানিয়া এ মকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করায় অত্যন্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করা হইয়াছে। ভগবতীর সাক্ষ্য-গ্রহণ করা হইলে বিচারপতি অক্ষয়-বাবুকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা লইয়া আদালতের অনর্থক সময় নষ্ট করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। এই কি তোমার কথিত ১০ বৎসরের বালিকা? এ মকদ্দমার বিষয় সঠিক না জানিয়া তুমি যে মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা বুঝিলে কি? ছি ছি ছি! নিজের অসাবধানতায় সমগ্র আইনজ্ঞের মুখে চুণকালী দিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিলে। আমি তোমাকে আদালত-অবজ্ঞা অপরাধে শাস্তি দিতাম, কেবল তোমার অর্ব্বাচীনতার দোহাইয়ে বাঁচিয়া গেলে।" আদালত শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল, শুষ্কমুখে গ্রীবা অবনত করিয়া অক্ষয়বাবু দ্রুতপদে আদালত হইতে চলিয়া গেলেন। এ মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। দ্বিতীয় মকদ্দমায় বিচারপতি ভগবতীর অনাবৃত-গাত্রে প্রহারের অসঙ্খ্য চিহ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নির্দ্দয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত প্রহার করিয়াছিল, আজ তাহার বিচার-দিন উপস্থিত। ভগবতীর সরল মুখচ্ছবি ও শান্তোজ্জ্বলনয়নে অশ্রুধারাদর্শনে বিচারপতির অন্তঃকরণ আকুল হইয়া উঠিল। তাহাতে আবার সরল সুশ্রাব্য স্বরলহরী কাঁপাইতে কাঁপাইতে মাতৃ অত্যাচার-কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করাতে সমগ্র জনগণের হৃদয়ে করুণার তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সকলে নীরব—এক মনে অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া কখনও ঘৃণায়, কখনও ক্রোধে, কখনও বা ক্ষোভে সম্মুখস্থ রাক্ষসীর পানে কঠোর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ভগবতীর কথা শেষ হইলে করুণ-জড়িত অলন্ত ভাষায় নরেন্দ্র-নাথ ভগবতীর জীবনের ঘটনানিচয় আনু-পূর্ব্বিক বলিয়া সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলি-লেন। সমগ্র কাহিনী শেষ হইলে বিচার-পতি একবার সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির ও গম্ভীরস্বরে রাক্ষসী বেশ্যা-জননীর পানে তীব্রদৃষ্টে চাহিয়া বিচারাজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনুবাদক বুঝাইল, "মাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমাকে ছয় মাস কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন।" বেশ্যাজননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ভগ-বতীর—আহা! তাহাও সহিল না, চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল প্রদান করিয়া পার্শ্বস্থ মনোরমার পাল্কীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশ্যাজননীর ক্রন্দন শুনিয়া দুইজন শান্তিরক্ষক তৎক্ষণাৎ তাহার দুই হস্ত ধরিয়া গৃহ হইতে টানিয়া লইয়া গেল। বেশ্যাগণ বিরস বদনে যে যাহার বাটী ফিরিয়া গেল। পরদিন বিবাহের দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত আনয়ন করা হইল। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতগণ আগমন করিলেন। ব্রাহ্মমতে দুলাল-ভগবতীর পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইল। ভগবতী আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, দুলাল মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, মনোরমা হাসিতে হাসিতে গলবস্ত্র হইয়া নরেন্দ্রনাথের পায়ে নমস্কার করিলেন, নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন করিয়া মনোরমার মুখচুম্বন করি-লেন। তার পর কি হইল?—সর্ব্বনাশ!

সর্ব্বনেশে ভৈরব হেথা হরিপালে আসিয়া সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিল। গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, দলপতিপুত্র কলিকাতায় বেশ্যাকন্যা

বিবাহ করিয়াছে। কুসংবাদ তাড়িতযোগে যেন গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিল,—পথে, ঘাটে, হাটে, বাজারে ঘোঁট হইতে লাগিল—তর্কের উপর তর্ক, চীৎকারের পর চীৎকার,ঘৃণার পর ঘৃণা, বিদ্বেষের পর বিদ্বেষের প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। অবশেষে গ্রাম্যসমিতিতে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। কেনারাম বাবু দলপতিপদ হইতে তাড়িত হইলেন, তাঁহার হুঁকা ধোপা-নাপিত বন্ধ হইল, সদস্যগণের সহিত বাক্য রহিতের বন্দোবস্ত হইল। হিন্দু-সমাজের নক্ষত্রপাত হইয়া গেল। হরিপালে তিনি একঘ'রে হইলেন। দুলালচাঁদ কলিকাতায় বিবাহের পর এক মাস কাটাইয়া পিতাকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইতে ও এ বিবাহে সম্মতি-প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতে হরিপাল যাইবার উপায় করিতে লাগিলেন। হরিপালে হিন্দুসমাজে হুলস্থুল বাধিয়াছে, দুলাল তাহা ভালরূপ শুনেন নাই। কেনারাম বাবু বদন চাকরের মুখে সমস্ত শুনিয়া দুলালের আশা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজে কাজেই দুলালচাঁদ পিতার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পান নাই। দুলাল ভাবিয়াছিলেন, পিতা তাঁহার বিবাহের কথা শুনিয়া অবশ্যই উগ্রমূর্ত্তিতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, কত ভৎর্সনা করিবেন। কৈ? তিনি ত আসিলেন না। দুলালের ভাবনা হইল। কড়া করিয়া একখানা পত্রও লিখিলেন। কৈ? তাহাতেও ত আসিলেন না। দুলালের আরও ভাবনা হইল। পিতা ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে গালি দিলে ভাল হইত, দুলাল তাঁহার চরণে পড়িয়া রাগ থামাইতেন। কোন সংবাদ না পাইয়া—পিতৃগতপ্রাণ দুলালচাঁদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। তিনি—ভগ্নী, ভগ্নীপতি ও প্রাণের ভগবতীর নিকট বিদায় লইয়া হরিপালে চলিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, বৃদ্ধেরা তাঁহার পানে চাহিয়াই ক্রোধে মুখ ফিরাইল, যুবকেরা দুঃখীর দুর্দ্দশায় বেদনা-প্রকাশের ন্যায় নীরবে নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিলেন—বালকগণ তাঁহার পিছনে হাততালি দিতে লাগিল; রমণীগণ—ঘৃণায় ছি ছি করিয়া উঠিল—দুলালচাঁদ অবাক্ হইয়া—নিম্নদৃষ্টি করিয়া নীরবে দ্রুতপদক্ষেপে পথ বাহিয়া বাটীর দিকে চলিলেন। বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ, ভিতরে সাড়াশব্দ নাই। উচ্চৈঃস্বরে ক্রমাগত ডাকিবার পর ভৃত্য নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে আসিয়া ধীরে ধীরে খিল খুলিয়া দিল। দুলাল বাটীতে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। চণ্ডীমণ্ডপ জনশূন্য, উঠানে ঘাস বাড়িয়াছে, সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ। ভৃত্য-দ্বয়ের আকার-প্রকার কেমন এক রকম হইয়াছে—আনন্দ-কোলাহল জন্মের মত থামিয়া গিয়াছে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা কোথায়?" ভৃত্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে বাটীর অভ্যন্তরদেশ দেখাইয়া দিল। সবিষাদে—সভয়ে—দুলালচাঁদ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিল,—"দুলাল রে" কি সর্ব্বনাশ কল্লি তুই?" দুলাল সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কক্ষে মৃত্তিকাসনে কেনারাম বাবু উপবিষ্ট। ও দুলাল! কি দেখ? কৈ, কেনারাম বাবুর সে শ্রী কৈ? সে নধর কান্তি শুকাইয়া গিয়াছে, বক্ষের পঞ্জর উঠিয়া দেখা দিতেছে, কপোলে কর্ণমূলের নিম্নে অস্থি উঠিয়াছে,ওষ্ঠাধর শুষ্ক। বদনে ঘোরান্ধকারের কালিমা। নিম্নদৃষ্টে গালে হাত দিয়া কেনারাম বাবুর প্রেতময়ী মূর্ত্তি যেন মৃত্যুযোগে উপবিষ্ট। রুক্ষকেশ—রুক্ষশ্মশ্রু শ্বেত নিশান উড়াইতেছে, অঙ্গে তৈল নাই,এক মাসের

মধ্যে যেন কেনারাম বাবু দশ বৎসরের রোগীর আকার ধারণ করিয়াছেন। দুলালের পদশব্দ শুনিয়া শুষ্কমূর্ত্তি চক্ষু তুলিয়া চাহিয়াই শিহরিলেন. একদৃষ্টে বিভোল কটাক্ষে দুলালের মুখপানে—দুলালের আপাদমস্তক চাহিয়া চাপিয়া চাপিয়া—অনেক কষ্টের পর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দুলাল চক্ষু মুদিলেন। এ ভয়ানক দৃশ্যে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ !!—অজ্ঞানিতভাবে চরণ নত হইয়া পড়িল—মাথায় হাত দিয়া দ্বারের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কেনারাম বাবু ঘন ঘন—অথচ কষ্টে স্পষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পিতা-পুত্রে কোন কথা হইল না—থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস পতিত হইতে হইতে কেনারাম বাবু চীৎকারশব্দে আছাড়িয়া পড়িয়া নিজ বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন। কেনারাম বাবু আজ অষ্টাহ অনাহারী, চাপিয়া চাপিয়া শ্বাস পড়িতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কোটরলগ্ন চক্ষু কপালে উঠিল, সতেজে একবার উঠিতে গিয়া আবার আছাড়িয়া পড়িলেন। এবার দুলাল ধরিতে গিয়াছিল, এবার দুলালের ক্রোড়ে পতিত হইয়া কেনারাম বাবু বিকৃত করিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, দুই তিনবার মুখব্যাদান করিলেন মাত্র—কথা ফুটিল না, নিশ্বাসও আর পড়িল না, সর্ব্বাঙ্গ স্থির হইয়া গেল ! দম আটকাইয়া কেনারাম বাবু কুলঘ্ন তনয়ের কোলে কালশয্যা পাতিলেন। দুলাল একবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াই নিস্তব্ধ হইলেন—দুই চক্ষু জবাফুল হইল, বদন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল. চক্ষু ফাটিয়া একবিন্দুও বারি ঝরিল না—মৃত পিতাকে স্কন্ধে করিয়া একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন—একা চিতাসজ্জা করিয়া—একাই তাহাতে শবদেহ চাপাইয়া একাই সৎকার সমাধা করিতে লাগিলেন। কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবামাত্র চিতা হইতে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড লইয়া তাড়া করিলেন। দলে দলে সাহায্যকারীরা পলায়ন করিতে লাগিল—ধূ ধূ অগ্নিতে শবদেহ জ্বলিতে লাগিল। শ্মশানে—উবু হইয়া বসিয়া—বিস্ফারিত-লোচনে—দুলালচাঁদ চিতাপানে চাহিয়া রহিলেন, দেহ ভস্ম হইয়া গেল—সেই ভস্ম একত্র করিয়া দুলালচাঁদ সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। আর বাড়ী ফিরিলেন না। ভস্মমাখা-কলেবর, উন্মত্ত যোগী সমাজের অধঃপতনসঙ্গীত গাইতে গাইতে কলিকাতা-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। হরিপালের বাটী অন্ধকার হইল. দুই দিন পরে শৃগাল-কুকুর আসিয়া রাজত্ব করিবে।

অর্দ্ধরাত্রে—অমাবস্যার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দুলালচাঁদ—মনোরমার বাটীর দ্বারে আঘাত করিলেন। ভৃত্য দ্বার খুলিয়াই চমকিয়া উঠিল। দুলাল বাম হস্তে তাহাকে সরাইয়া দিয়া উপরে উঠিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষদ্বারে আঘাত করিলেন। কক্ষে কেহ নাই, কে উত্তর দিবে ? ভৃত্য চীৎকার করিয়া নরেন্দ্রকে জাগাইল —নরেন্দ্র দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন—চমকিত হইলেন, কে, তাহা চিনিলেন না। মনোরমা আলো হস্তে বাহির হইয়াই ভ্রাতাকে চিনিতে পারিয়া—কথা কহিবার উপক্রম করিবামাত্র দুলাল সবেগে নরেন্দ্রনাথের কর ধারণ করিয়া—বিকৃতস্বরে কহিলেন, "কৈ ? ভাই ! আমার যোগের যোগিনী কৈ ? ভিখারীর ভিখারিণীকে দিবে না কি ? হাঃ হাঃ হাঃ !!" বিকট অট্টহাসি হাসিয়া উন্মত্ত দুলাল করতালি দিতে দিতে নরেন্দ্রনাথের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। ভগবতী কক্ষদ্বার হইতে দেখিতেছিলেন—নবযুবতী স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভি-

তার ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইলেন,তখনই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শব্দ শুনিয়া নরেন্দ্র ও মনোরমা ফিরিয়া চাহিলেন। দুলাল ব্যাঘ্রবৎ লম্ফপ্রদানে অগ্রসর হইয়া—মূর্চ্ছিতাকে স্কন্ধে তুলিলেন। নরেন্দ্র ও মনোরমা অবাক্, এ কি ব্যাপার? উন্মত্ত দুলাল ভৈরবনাদে গর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"যাই সেথা, যেথা সমাজ নাই—যাই সেথা, ভাই রে—যেথায় প্রাণের প্রাণ বলি দিতে কেউ জানে না—শিখে না। ছি ছি ছি। সর্ব্বনাশী! কি করিলি?" এইবার দুলাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই উচ্চ হাসি হাসিয়া সতী-দেহস্কন্ধে মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিলেন, "কার সাধ্য বুকের নিধি ছিনাইয়া লয়? যমে যাহা লয়, তাহা ফিরাইয়া দেয় না, মানুষের সমাজ যা করে,লঙ্কার রাক্ষসেরাও তাহা করিতে পারে না। সমাজ ডুবে যাক্—আমি হাসি—হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ!!" কথা শেষ হইতে না হইতেই উন্মত্ত দুলাল তীরবৎ বেগে বাটীর বাহির হইয়া—অমাবস্যার অন্ধকারে মিলাইয়া গেলেন! তার পর কি হইল—শুনি নাই—জানি না পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন—এ ছবি এইখানেই শেষ!!!

সমাপ্ত।

হতভাগিনী

গল্প।

মেদিনীপুরের পরপারে খড়্গপুর গ্রাম। গ্রামে রামলোচন মুখোপাধ্যায়ের তিন-পুরুষে বাস। তাঁহার পিতামহ বিক্রমপুর হইতে এই গ্রামে সপরিবারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহা কুলীন। বাটীতে গৃহিণী ও দুইটী বিধবা কন্যা। এ দেশে মুখোপাধ্যায়ের মনোমত ঘর-বর মেলে নাই বলিয়া, মেদিনীপুরস্থ কোন এক অতি বৃদ্ধ কুলীনের অন্তর্জ্জলির সময় তাঁহাকে দুইটী বালিকাই সম্প্রদান করেন। বিবাহ-রাত্রেই বালিকাদ্বয় বৈধব্য-অনলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল শুনা যায়। বালিকা দুটী—আহা! কিছু বুঝিল না, জন্মের শোধ বৃদ্ধ পতির মুখপানে চাহিয়া বয়স্যগণের সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইল। অগোচরে তাহাদের যে এ জন্মের মত কপাল ভাঙ্গিয়া গেল,তাহা তাহারা তখন বুঝিল না। এক্ষণে দুইটীই যৌবনের অগাধ সলিলে ভাসিতেছে। পতি চিনিল না, অথচ এক্ষণে পতিবিয়োগ-যন্ত্রণায় জ্বলিতেছে। প্রথমা কন্যা নারায়ণী অষ্টাদশ-বৎসর-বয়স্কা। দ্বিতীয়া নিস্তারিণী ষোড়শে উপনীতা। কন্যাদ্বয়ের অন্তর্দ্দাহে গৃহিণী সদাই জ্বলিতেছেন। মুখোপাধ্যায়ের পাষাণ-হৃদয়ে করুণার কক্ষ বড়ই অপ্রশস্ত। তিনি দেখিয়াও দেখেন না। আপনার কৌলীন্যতেজে 'তেজীয়ান্ হইয়াই আছেন। তাঁহার কর্ণে কেহ বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ শুনাইলে—তাহার আর রক্ষা নাই; অশ্লীল গালিগালাতে ও অকথ্য কথায় বিদ্যাসাগরের শুদ্ধ পিতৃপুরুষ উদ্ধার করেন। তাঁহার কাছে শাস্ত্র—অশাস্ত্র, ন্যায়—অন্যায়, হিত—অহিত, যুক্তি—অযুক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। মূর্খ-অবতার,আত্মম্ভরী কুপোষ্য কুলীনের চূড়ান্ত নিদর্শন মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিধবার বিবাহ-কথায় গৃহিণীর একবার মন সরিলেও মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। কন্যাদ্বয়ের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বদনে বিষাদের ঘোর অন্ধকার দেখিয়া—ছল-ছল-নেত্রে তরল মুকুতামালার অবিরল ধারা দেখিয়া—গৃহিণী মনের দুঃখ মনেই গোপন করেন; অসহ্য হইলে এক একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মরেন। প্রভু রুদ্র-অবতার, কান্নাহাটিতে বড়ই বেজার। প্রথমা কন্যা নারায়ণী বড়ই চঞ্চলা। সদাসর্ব্বদা তাহার চক্ষু নাচিতেছে, হাত দুলিতেছে, মুখ ফুটিতেছে, চরণ চলিতেছে। নারায়ণী এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারে না। চঞ্চলপদে দিবারাত্রি পল্লীময় ঘুরিয়া বেড়ায়, সকলের বাটীতে গিয়া হাউ হাউ করিয়া অনর্গল বকে—পাগলিনীর ন্যায় কখনও উচ্চহাসি হাসে, কখনও বা কাঁদিয়া পাড়া মাথায় করে। মনে ভাবনাচিন্তার লেশমাত্র নাই। আমোদ-প্রমোদে, ঝগড়া-কোন্দলে সর্ব্বত্রই নারায়ণীর সংস্রব আছে। গ্রামের কেহ নারায়ণীকে ভালবাসে, কেহ কেহ বা তাহার

উপর খড়্গহস্ত। দ্বিতীয়া কন্যা নিস্তারিণী ঠিক তাহার বিপরীত ;- ধীরা—গম্ভীরা, মুখে কথাটী নাই—অধরে হাসিটী নাই। নিম্নদৃষ্টে অনবরত ভাবিতে ভাবিতেই কাল কাটায়। দুঃখের অশ্রুজল,বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস যাতনার জ্বলন্ত আগুনে স্বর্ণ দিন দিন মসী-ময়ী হইয়া যাইতেছে! প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করিতে জানে না. দুঃখিনী—মরমের স্তরে স্তরে আপনা আপনি পুড়িতে থাকে। একা-দশীর মধ্যাহ্নে—অসহ্য যন্ত্রণায় যখন দুটী ভগ্নীতে ছট্ ফট্ করিতে থাকে—তখন কোন প্রতিবেশিনী দুঃখ প্রকাশ করিলে নারায়ণী শুষ্কমুখে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া জ্বলন্ত শোককে কাছে আসিতে দেয় না। নিস্তারিণী কিন্তু অনাথার মত তাহার মুখপানে ভীতনেত্রে একবার চাহিয়াই চক্ষু মুদিত করে—চাপিয়া চাপিয়া দীর্ঘশ্বাস শীর্ণপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে—আঁখিপল্লব ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবিরল অশ্রুধারা কপোল ভিজাইয়া ভূমিতলে গড়াইয়া পড়ে। নারায়ণী ভাবিতে জানে না, ভাবিতে পারে না, ভাবনার হাত এড়াইয়া অনেকটা সুখে আছে। নিস্তারিণীর ভাবনাই এ ছার জীবনের একমাত্র ব্রত। জ্বলন্ত চিতায় না শুইলে আর এ পোড়া ব্রতের শেষ হইবে না। বালবিধবার যৌবন যে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, তাহা নিজের গৃহে না দেখিলে হয় ত ঠিক বুঝা যায় না। রাহুগ্রাসে পূর্ণচন্দ্রের উপমা অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়! নারীমূর্ত্তির সেই এক বিষাদবিভোল, দীপ্তি-শূন্য, ছায়াময় চিত্র অঙ্কন করিতে কবির কল্পনা, চিত্রকরের তুলিকা ও ভাষার সমগ্র শব্দ হারি মানিয়া যায়। শুধু চক্ষে দেখিয়া সেই অনন্ত শোকের দৃশ্য হৃদয়ে ঠিক ধারণা করা যায় না। সে দৃশ্য নীরবে—অতি নীরবে হৃদয়ের লুকান কক্ষে আপনা আপনি গিয়া—অতি সন্তর্পণে—করুণার তন্ত্রীগুলি বাজাইয়া দেয় মাত্র মুখে প্রকাশ করা যায় না—প্রাণ বলি বলি করিয়া হাঁপাইয়া উঠে, অব-শেষে চক্ষের জলেই কেবল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু কয়জনের? সমা-জের কতকগুলা স্বার্থপর পুরুষের অন্যায় শাসনে সেই কতকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত প্রায় সকল পরিবারের মধ্যেই শক্তির অব-মাননা হইতেছে! পশু আমরা আপনার সুখ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। নরদেবতা না হইলে বিধবার মর্ম্মভেদী যাতনায় আর কেহ এক বিন্দুও অশ্রুজল ফেলিবে না। কৈ ভাই,কৈ নরদেবতা? অভিশপ্ত ভারতে হতভাগ্য বঙ্গ-সমাজে কয়জন দেবতার অস্তিত্ব দেখিতে পাও? অঙ্গুলীতে গণনা করা যায় কি? সমাজ যে অসুরে পরিপূর্ণ! বিধবার নিশ্বাসে হেম-গিরি বিদীর্ণ হইবে, কিন্তু বঙ্গবাসীর প্রাণ টলিবে না। সমাজ সদাই নিদ্রিত রহিয়াছে। কৈ, চুপে চুপে সমাজসংস্কারের কথা হউক দেখি দলে দলে অমনি বাধা দিতে বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিবে। কুম্ভকর্ণের অকাল-জাগরণে আপনার শির আপনিই বলি দিবে।

নিস্তারিণী গৃহকার্য্য সারিয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে একবার করিয়া ডাক্তার দাদার বাটীতে যাইতেন। ডাক্তার পরেশনাথবাবু প্রায় চারি বৎসর হইল, কলিকাতায় মেডি-কেল কলেজে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বগ্রামে আসিয়া মেদিনীপুর ও তৎ-পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহে চিকিৎসা করিতেছেন। কর্য্যত বহুদর্শিতা না থাকিলেও ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার সুখ্যাতি ইতিমধ্যে ছড়াইয়া পড়ি-য়াছে। চিকিৎসকের যে সমস্ত বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক, পরেশনাথে তাহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। স্বদেশস্থ রোগিগণের সাহায্যার্থ আহ্বান বা অনাহ্বানে তিনি

সর্ব্বদা প্রস্তুত। মুহূর্ত্তমধ্যে রোগী দেখিয়া দর্শনী গ্রহণ করা পরেশনাথ বাবু ভালবাসিতেন না। রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত লক্ষণাদি নিরূপণ করা ও ভাবিয়া চিন্তিয়া ঔষধ-প্রয়োগ করা তাঁহার একরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। কাজে কাজেই সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার সুলক্ষণা ধর্ম্মপত্নী জগত্তারিণী দেবী সুশিক্ষিতা, সুরসিকা, ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণা। পরদুঃখকাতরা সুশীলা জগত্তারিণী কলিকাতাস্থ কোন এক উন্নতিশীল গৃহস্থের কন্যা। তাঁহার মিষ্টকথায় গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আপ্যায়িত হইতেন। ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে জ্ঞানবতী যুবতী প্রদোষের সুখতারার ন্যায় খড়্গপুর গ্রামখানিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখিয়াছিলেন —বিজ্ঞ পতি অনেক সময় ধনীর প্রাসাদ তুচ্ছ করিয়া—দরিদ্রের পর্ণকুটীরে—ছিন্নবাসা মলিন-শয্যাশায়িত দীনহীন রোগীকে রক্ষা করিতে যেরূপ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেন—আনন্দময়ী বনিতা তেমনি অন্নপূর্ণার ন্যায় ঔষধ ও পথ্য-হস্তে পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া রোগীর শিরোদেশে বসিয়া শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতে ভালবাসিতেন। সাধুদম্পতীর সুখ্যাতির কথা কহিতে শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। সকলের মুখে নরদেব-দম্পতীর নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা শুনিয়া ও স্বচক্ষে তাঁহাদিগের সার্ব্বজনীন প্রেমের নিদর্শন দেখিয়া—হিংসায় একটী প্রৌঢ়া বিধবার প্রাণ কর্ কর্ করিত। এক বাটীতে বাস করিয়া—চক্ষের সম্মুখে দিন দিন নবদম্পতীকে উন্নত হইতে দেখিয়া, আত্মীয়রমণীর প্রাণের ভিতর যেন শেল বিদ্ধ হইত। নিজে অসুখী বলিয়া কাহারও সুখ তাঁহার সহ্য হইত না। সমগ্র জগতের নরনারী—অন্ততঃ তাঁহার গ্রামস্থ সকলকে তিনি তাঁহার সমান দেখিতে ভালবাসিতেন। এই নীচমনা ঘোর-স্বার্থপরা রমণী পরেশনাথের মৃত অগ্রজের কুচরিত্রা বনিতা। রমণীতে যত প্রকার দুরপনেয় কলঙ্ক সম্ভবে—বিধবা বড়বধূতে তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। রমণীজন্মের জ্বলন্ত সম্মান—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রীতির আধার সোণার সতীত্ব লইয়া কলঙ্কিনী কতবার খেলাধূলা করিয়াছে, কতবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়াছে, শত সহস্র কামুকের কামানলে—বক্ষের অমূল্য নিধিটীকে স্ব-ইচ্ছায় আহুতি প্রদান করিয়াছে, কতবার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। শেষবার অনাহারে মুমূর্ষুপ্রায় হওয়াতে—পরেশনাথ ও জগত্তারিণী লোকলজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া বাটীতে ফিরাইয়া আনেন। দম্পতীর যত্ন-পারিপাট্যে এক্ষণে সংসারের কর্ত্রীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। অপর হইলে এই সাধুতায় আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার সকলই বিপরীত। কথিত দয়ালুতাই পাপীয়সীর ঘৃণা ও হিংসার কারণ। প্রবৃত্তি যাহার একবার মন্দপথে ছুটিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা বড়ই কঠিন, একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একটা সামান্য মন্দবৃত্তি ছাড়িতে না ছাড়িতে দুষ্টার হৃদয়ে শত শত বিষময়ী বৃত্তির আবির্ভাব হইতে প্রত্যহই দেখা যাইতেছে। অশিক্ষিতা—কুলটা—হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া—সাধুকে অসাধু, ধনবান্‌কে দরিদ্র, সতীকে অসতী ও উচ্চকে নীচু হইতে দেখিবার ব্রত ধারণ করিয়াছে। প্রতিবেশিনী জননীগণ নিজ নিজ বধূ ও কন্যাকে পাপিনীর নিকট আসিতে দেয় না। নারায়ণী কাহারও কথা গ্রাহ্য করে না—সেই কেবল প্রতিদিন একবার করিয়া বড়বধূর নিকট

আসিয়া থাকে। বড়বধূও মনের সাধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা অনাথা—বালিকাকে আপনার গরলময় ভাবে গঠিত করিবার চেষ্টা করে। বড়বধূর ক্ষারের ভিতর হীরার ছুরী লুকান আছে। বাহিরে দেবর-দম্পতীর প্রতি বড় ভালবাসা—বড় স্নেহ—বড়ই যত্ন প্রকাশ করেন; অন্তরে অথচ অনবরত উভয়ের অমঙ্গলার্থ হরিকে স্মরণ করা ও প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যায় তুলসীতলায় মাথা খোঁড়া হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকা জগত্তারিণী বড়বধূদিদির ধর্ম্মপথে মতি ফিরিয়াছে ভাবিয়া সরলপ্রাণা নিস্তারিণীর নিকট আনন্দ প্রকাশ করেন। নিস্তারিণী কিন্তু এক একবার বড়বধূঠাকুরাণীটীর কুটিল কটাক্ষে অস্বাভাবিক তীব্র তেজ নিরীক্ষণ করিয়া ভীতা হইত। ভয়ে ছোট বৌ-দিদির নিকট কোন কথা বলিত না। আপনা আপনি সমস্তই ভুলিয়া যাইত।

অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ উপার্জ্জনক্ষম—সংসারানভিজ্ঞ নবপ্রবিষ্ট যুবকের চারিধারে বিপদ্ প্রলোভন হাতছানি দিয়া ডাকে, বিলাস আসিয়া মোহকরীবেশে সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, অহঙ্কার অতি চুপে চুপে অতি সন্তর্পণে হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। বিজ্ঞগুরুজনের অবর্ত্তমানে—উক্ত প্রলোভনসমূহের নিকট তেজস্বী ও দৃঢ়মনা পুরুষকেও হারি মানিতে হয়। যাঁহার চিত্ত যত নির্ম্মল, যাঁহার আকাঙ্ক্ষা যত উচ্চ যাঁহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, বহুদর্শী পরামর্শদাতা বিনা তাঁহার নৈতিক অবস্থা তত শোচনীয় হইয়া থাকে। এই বিষময় প্রলোভনের দাস হইয়া—আধুনিক বঙ্গসমাজের কত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র যে পরিণামে দীপ্তিশূন্য ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে—তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সংসর্গসন্ধান না বুঝিয়া, রুচির তারতম্যে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কত শত অধৈর্য্য যুবক অজানিতভাবে আপনার সোণার চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা অর্পণ করিয়া মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। সমাজের অভ্যন্তরদেশ দেখিলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। যেখানে উন্নতির অনন্ত ভরসা—অবনতির চূড়ান্ত নিদর্শন সেইখানেই, প্রতিভার রাজ্যে কি বিকট লীলাই চলিতেছে! তেজস্বিনী প্রতিভাশালী বঙ্গের দরিদ্রসন্তান—ভ্রান্তির কুহকে পড়িয়া সমাজের কি অনিষ্ট না সাধন করিতেছে। মস্তিষ্ক নির্ম্মল রাখিবার অভিপ্রায়ে ও কর্ত্তব্যকার্য্যে অধিকতর উৎসাহী হইবার আশায় অসুরনাশিনী সুরারাক্ষসীকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া—সুস্থ সবলকায় পুরুষ—স্বাস্থ্যনাশে অবশেষে জড়বৎ হইয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। হা রে গরলরূপিণী রক্তাননা রাক্ষসী! আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে কে তোরে পাঠাইল? ফিরিয়া যা তুই স্বদেশে! দরিদ্র ভারতবাসীকে তোর ব্রহ্মাণ্ড-বিদারী বিকট বাহ্বাস্ফোট ভুলিতে দে! তোর রণে আমরা পরাজিত—নির্জ্জীবপ্রায়! রক্ষা কর্! ছাড়িয়া দে! সাধুচরিত্রের পরেশনাথ—চরিত্র আর রক্ষা করিতে পারিলেন না! খ্যাতি-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার হৃদয়ে অল্পে অল্পে অহঙ্কার প্রবেশ করিয়া এতদিনে পূর্ণমাত্রায় দাঁড়াইল। পরেশনাথ আগে আগে তোষামোদ ঘৃণা করিতেন, এক্ষণে কেহ তাঁহার গুণপণা তাঁহারই সমক্ষে প্রকাশ করিলে মনে মনে বড়ই আনন্দ হয়—মুখেও ঈষৎ হাসির চিহ্ন ভাসিতে দেখা যায়। প্রশ্রয় পাইয়া পারিষদ্‌দল একে একে আসিয়া জুটিতে লাগিল! তখন পরেশনাথ তাঁহার সম্বন্ধুবর্গের সহিত আলাপে বিরত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবর্গ দুই দিন দশদিন দেখিয়া দেখিয়া অবশেষে তাঁহার বিপরীত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া—সাক্ষাৎ

করিতে ক্ষান্ত হইলেন। পারিষদ্‌বর্গ পাইয়া বসিল! এদেশে অকর্ম্মণ্য ও অলস ব্যক্তিরাই প্রায় পারিষদ্‌দলভুক্ত হইয়া থাকে। তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। পারিষদ্‌বর্গের তোষামোদে ঘোর দাম্ভিক হইয়া পরেশনাথ বাবু ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। আপনাকে কলিকাতার চিরস্মরণীয় মৃত দুর্গাচরণ ডাক্তারের ন্যায় শাপভ্রষ্ট মনে করিয়া—অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। পারিষদ্‌বর্গ তখন মৃত ডাক্তারের মদ্যপানের উল্লেখ করিয়া পরেশনাথকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। পরেশনাথ বুঝিয়াও বুঝিলেন না। মদিরা-প্রভাবেই মৃত মহাত্মার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল স্থির করিয়া সর্ব্বনাশের প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিলেন। কাল-রাহু আসিয়া পূর্ণশশীকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। পরেশনাথ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইলেন। জগত্তারিণীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সাধ্বী রমণী সুকৌশলে স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন, চরণে ধরিয়া পাপকার্য্য হইতে বিরত হইতে কহিলেন। পরেশনাথ শুনিয়াও শুনিলেন না। এক দিকে অর্থস্রোত আসিতে লাগিল অন্যদিকে মদিরাস্রোতে অর্থস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আগে আগে যাহারা ডাক্তার বাবুকে না ডাকিয়া পাইতেন, তাঁহারা এক্ষণে বারংবার আহ্বানেও দেখা পাইতেন না। তাঁহাকে অথচ চাই—বিশ্বাস মূলবদ্ধ হইয়াছে—রোগীর বিধাতা তিনি, তাঁহাকে না হইলে রোগী বাঁচিতে পারে না; এ বিশ্বাস সহজে অপনীত হইল না। মদিরার প্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যে বৈঠকখানায় অগ্রে নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের কথাবার্ত্তা চলিত, সেই বৈঠকখানাতেই এক্ষণে প্রতিদিন পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় চলিতে লাগিল। জগত্তারিণী নিস্তারিণীর গলা ধরিয়া কেবল ক্রন্দন করেন! পার্শ্বকক্ষে বড়বধূ—নারায়ণীর গা টিপিয়া গাল পূরিয়া হাসির লহর তুলেন। মদমত্ত পরেশনাথ ক্রমে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়া পশুবৃত্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কামলালসায় বিবেক-বিহীন হইয়া পারিষদ্‌বর্গের উৎসাহে কুললনার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইলেন! নিরাশ্রয়া নারায়ণীর প্রতি প্রথম লক্ষ্য পড়িল। সুরার সর্ব্বনাশিনী মায়ায় চিন্তা করিতে দিল না। সেই দিনই অপরাহ্নে নারায়ণীকে বহির্ব্বাটীতে একাকিনী পাইয়া বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, "পাগ্‌লি! এ যৌবনের ভার আর কত কাল বয়ে বেড়াবি? তোর ছোট বউ-দিদি আমার চক্ষুঃশূল হয়েছে—তা জানিস্? তোর কি এক গা গয়না পর্‌তে সাধ যায় না?" নারায়ণী অত শত না বুঝিয়া—দৌড়াইয়া বাড়ীর ভিতরে গেল। বড়বধূ সমস্ত কথা শুনিয়া—আহ্লাদে আটখানা হইল। দুটী মাথা একত্রেই খাওয়া হইবে, ইহার অপেক্ষা রাক্ষসীর আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? নারায়ণী পূর্ব্ব হইতেই কুলটার উপদেশাধীনে ছিল। এক্ষণে কার্য্যকাল উপস্থিত হওয়াতে—তাহার মনে বহুবিধ আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতা নারায়ণীর এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার যত প্রকার আশঙ্কা হইল—কুলটা বড়বধূ একে একে সে সমস্ত ঘুচাইয়া দিয়া, স্বর্ণালঙ্কার ও বহুতর কাল্পনিক সুখের কথা উল্লেখ করিয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা নবীনা বিধবাকে প্রলোভিতা করিয়া তুলিল। এদিকে লোকনিন্দার ভয়ে নারায়ণী বারংবার জড়সড় হওয়াতে—বড়বধূ ঠাকুরাণী নিজের বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ও গুপ্তপ্রেমের গুপ্তভাব বর্ণন করিয়া লুব্ধাকে

নিশ্চিন্ত করিয়া দিল। গভীর নিশীথে—কম্পিতচরণে অভিসারিকা নারায়ণী বৈঠকখানার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত পরেশনাথ অস্থির-চরণে টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিয়া নারায়ণীর হস্তধারণ করিলেন। নারায়ণীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, প্রমত্ত লম্পট অট্টহাসি হাসিয়া বিধবাকে গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল। জ্ঞানহীনা নীরবে সঙ্কুচিতচিত্তে দুই চারিপদ অগ্রসর হইয়া—কি জানি কি ভাবিয়া লম্পটের হস্ত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, লম্পট অমনি—শয্যাস্থিত অলঙ্কারের বাক্স উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলিল। নারায়ণীর চরণ আর নড়িল না। মুগ্ধা বিধবা বাক্স-পার্শ্বে বসিয়া—আগ্রহোজ্জ্বল চক্ষে অলঙ্কারগুলির পানে চাহিয়া বিহ্বলা হইয়া পড়িল। কালামুখী—মদিরাও বুঝি পান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। তখন ঢুলু ঢুলু চক্ষে পরেশনাথের যৌবনশ্রী দেখিয়া দেখিয়া নারায়ণীর প্রাণ যেন কেমনতর হইয়া উঠিল। আহা অবলা! কি সর্ব্বনাশ! অমূল্য নিধিটী আজ স্বর্ণপণে বিকাইয়া গেল! কামুকের কামযাগে হতভাগিনী আজ সোণার সতীত্ব আহুতি দিল।

নারায়ণীর পূর্ব্বভাব আর নাই। স্বাধীনস্বভাবের সেই পবিত্র লীলা-খেলা জন্মের শোধ ঘুচিয়া গিয়াছে। পল্লীমধ্যে যাতায়াত করিতে অভাগিনীর কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। এখন কাহারও মুখপানে একদৃষ্টে চাহিতে পারে না, কাহারও সহিত অনর্গল কথা কহিতে কহিতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, সদাই সচকিত ও সশঙ্কিত। সদাই যেন, কেমন গা ছম্ ছম্ করে। পাপকথা প্রকাশের ভয়ে পাপিনী এখন সর্ব্বদা আড়ষ্ট। এরূপ ঘটিবে জানিলে, একদিনের একটী মুহূর্ত্তে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে জানিতে পারিলে লোভমুগ্ধা নারায়ণী এ পাপব্রতে কখনই ব্রতী হইত না। নারায়ণীর নিশ্চিন্ত-মনে আজিকালি প্রবল ঝটিকা অনাহত বহিতেছে। এমন ভাবনার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে, সংসারানভিজ্ঞ নবীনার তাহা জ্ঞান ছিল না। ইচ্ছা হয় সকলের সঙ্গে সেইরূপ গলা-ধরাধরি করিয়া, উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে পল্লীময় এ বাড়া সে বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সর্ব্বনাশ! বাটীর বাহির হইলেই কে জানে কেন সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, লজ্জায় যেন গ্রীবা আপনা আপনি অবনত হইয়া পড়ে। যে অলঙ্কারের লোভে পড়িয়া নারায়ণী নারীর সর্ব্বস্বধন চোরের হস্তে স্ব-ইচ্ছায় অর্পণ করিল সে অলঙ্কার ত কৈ পরিতে পারে না? একদিন ঘরের ভিতর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া অভাগিনী—মনের সাধ মুহূর্ত্তের জন্য মিটাইয়াছিল মাত্র। নারায়ণী আর অলঙ্কার পরিতে পারে না, পরিতে চায়ও না। তাহার প্রাণে এখন আবার এক নূতন আবেশ আসিয়া জুটিয়াছে পরেশনাথের মিষ্ট কথায় অভাগিনী একেবারে মজিয়া গিয়াছে। অপরিস্ফুট প্রেমের লালসা পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। ভালবাসিতে শিখিয়া সোহাগিনী লোকাপবাদের কথা মনে হইলেও ভুলিয়া যায়। এখন অভাগিনী শুধু পরেশনাথের প্রেমের ভিখারিণী হইয়া পড়িয়াছে। অকালবৈধব্যে যে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ছিল না, সে বৃত্তি এখন পূর্ণমাত্রায় জাগিয়াছে—নারায়ণী তাহাতেই মাতোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে। অভিসারিকা-বৃত্তিতে ছয় মাস কাটিলে পর-নারায়ণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরেশনাথের চমক হইল। পাশবপ্রবৃত্তি-চরিতার্থতার জন্য সুরাপায়ী লম্পট যে—পবিত্র

কুল-ললনার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, তাহা এতদিনে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিয়া পরেশনাথ কিন্তু কোন সদুপায় করিল না। কুল-ললনার সম্ভ্রম রক্ষার পরিবর্ত্তে কামুকের পৈশাচিক উপায়ই স্থির হইল। স্বার্থপর পিশাচ আত্মতৃপ্তির সমাধানে নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। পাপ-প্রলোভন-বিনষ্টা ব্যভিচারিণী ভাগ্যের হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল। পরেশনাথ নারায়ণীর পানে আর ফিরিয়া চাহিল না। বৈঠকখানায় তাহার যাতায়াত বন্ধ হইল। প্রেম-মোহিতার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। ভালবাসিয়া নারায়ণী অনুতাপের জলন্ত যাতনার পর প্রতিদিন পরেশনাথের মিষ্ট-কথায় স্বর্গের স্বপ্ন দেখিয়া জুড়াইত। ভাবে নাই মন্দভাগিনী—এ জন্মে আর কখনও যে পরেশনাথকে হারাইতে হইবে। আজ পরেশ-নাথ পায়ে ঠেলিল,অনুনয় করাতে পরুষবাক্যে অকথ্য গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। নারা-য়ণী প্রাণে বড় আঘাত পাইল কখন কাঁদে নাই—আজ রক্তবর্ণ সজল আঁখি অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে বড় বধূর কাছে গিয়া দাঁড়া-ইল। বড়বধূ সমস্ত শুনিয়া মনে মনে রাক্ষসীর হাসি হাসিল। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব নাই ভাবিয়া—অভি-মানিনীর কর্ণে কালকূটমন্ত্র ঢালিতে লাগিল। পরেশনাথ কর্ত্তৃক অপমান-কাহিনী তীব্র ও বিকটভাষায় সমালোচনা করিয়া—প্রতিহিংসা-সূত্রে নারায়ণীকে ভয়ঙ্করী লীলার অভিনয় করিতে শিখাইয়া দিল। চতুরার কৌশলে ক্রুদ্ধা সাপিনী গরজিয়া উঠিল। নারায়ণীর দুই চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করিল। হিতা-হিতজ্ঞানশূন্যা ভামিনী তখন—মুক্তকেশে—আলুথালুবেশে চামুণ্ডামূর্ত্তিতে ছুটিয়া চলিল। বৈঠকখানায় গ্রামস্থ দুই দশজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সহিত পরেশনাথ আজ প্রায় সাতমাসের পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। নারায়ণীর ভ্রূক্ষেপ নাই। নাসিকা-পার্শ্ব স্ফীত করিয়া—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে একেবারে গৃহের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইল। সকলে অকস্মাৎ এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। পরেশনাথের মুখ শুকাইয়া গেল! আশ্চর্য্যের ভাণ করিয়া নির্লজ্জ কামুক বলিয়া উঠিল, "এ কি? এখানে কেন?" নারায়ণীর সর্ব্বশরীরে বিদ্যুৎ ছুটিল, সতেজ-কটাক্ষে পরেশনাথকে জড়সড় করিয়া, দক্ষিণ হস্ত নাড়িতে নাড়িতে কোপনা-ভামিনী শ্লেষের তীব্রস্বরে বলিতে লাগিল,—"কেন এসেছি? কেন এসেছি জান না,সাধুপুরুষ তুমি? অনাথার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া—সোণার সতীত্ব ছিনা-ইয়া লইয়া—এখন বুঝি চিনিতে পারিতেছ না? বাপ-মায়ের মমতা ভুলিয়া তোমার প্রলোভনে বুদ্ধিহীনা আমি যে ভুলিয়া-ছিলাম—তাহাও ভুলিলে না কি? সেদিনের কথা আর মনে পড়ে না বুঝি? সেই সে দিনের -" আর কথা লেখা গেল না—অতি-রিক্ত রুচি-বিরুদ্ধ হয়; অশ্লীল ও অকথ্য কথা কহিতেও কালামুখী লজ্জা বোধ করিল না। অনেক ভৎর্সনা ও অভিশাপের পর—অভিমানিনী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পরেশনাথ লজ্জায় আর গ্রীবা উত্তোলন করিতে পারিলেন না; নিম্নদৃষ্টে বিগত পাপ-রাশির পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, অনু-তাপের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে শ্রীভ্রষ্টা কালভুজঙ্গিনীর জলন্ত অভিশাপবাণী স্মরণে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। গ্রামস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নীরবে —মনের ঘৃণা মনে চাপিয়া বাটীর বাহির হইয়া আসিলেন। কলঙ্কের

কাহিনা মুহূর্ত্তমধ্যে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল।

পাপকর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাপী-গণকে এইরূপ বিপরীত-পন্থাবলম্বী হইতে দেখা যায়। যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া না জানিয়া,কার্য্যগতিকে তাহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে, লোকলজ্জা ও সমাজের ঘৃণা তাহার বক্ষে বড়ই আঘাত করে। সে ব্যক্তি ক্ষীণ-মস্তিষ্কের লোক হইলেও এ জন্মে আর সেরূপ কর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে চাহে না। ঠেকিয়া শিখিয়া সে ব্যক্তি একেবারে সারিয়া যায়। কিন্তু যে পাপাত্মা বিশেষ জানিয়া শুনিয়া, পরিণামফল বিচার করিয়া স্ব-ইচ্ছায় পাপ-পন্থা অবলম্বন করে, তাহার পক্ষে যত-দিন না প্রকাশ হয়, ততদিনই কিছু কষ্টকর হয়। ততদিন সে লুকাইয়া চুরাইয়া ভয়ে ভয়ে আত্মকার্য্য সাধন করে। একবার তাহার দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে—প্রকাশ্যভাবে তখন সমা-জের চক্ষের সম্মুখে সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে থাকে। সর্ব্বজন-পরিচিত ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়া অবাধে অপকর্ম্মসাধন করিতে তাহার বিন্দুমাত্রও লজ্জা বোধ হয় না। পরেশনাথের মনে মুহূর্ত্তমাত্র অনুতাপের উদয় হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সুরাপাত্র শূন্য করিয়া সমস্ত ভুলিয়া গেল। সাধারণ ঘৃণায় উপেক্ষা করিয়া তখন প্রকাশ্য পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইল। সুরার জ্বলন্ত আগুনে যুবকের সদ্বৃত্তিসমুদায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যমূর্ত্তিতে পশু-বৃত্তি আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দারুণ লজ্জার কাহিনী শুনিয়া জগত্তারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর পদযুগল ধারণ করিয়া নিবারণ করাতে নিষ্ঠুর ব্যভিচারী যুবক সতী লক্ষ্মীকে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া হাস্য করিতে করিতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিল। নূতন কোন পাপাচরণের চেষ্টায় সুরাপায়ীর শুষ্ক মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অপরাহ্নসময়ে নিস্তারিণীকে আসিতে দেখিয়া ব্যভিচারপরায়ণ কামুক পিশাচ বলপূর্ব্বক সরলার মুখচুম্বন করিল ও তাহাকে মৌনী দেখিয়া সম্মতির লক্ষণ বিবেচনায়, পৈশাচিক হাসি হাসিয়া ঘৃণিত প্রস্তাব করিল। সরলা নিস্তারিণী ডাক্তার দাদার অবৈধ পশুবৎ আচরণে ভীতা ও স্তম্ভিতা হইয়া কাষ্ঠপুত্ত-লিকাবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। চমক ভাঙ্গিতেই কম্পিতচরণে ছুটিয়া গিয়া জগত্তারিণীর নিকট বসিয়া পড়িল। দণ্ডেক কাল বালিকার মুখে কথা সরিল না! আহা! অসহায়ার কেবল দরদরধারায় চক্ষের জল ঝরিতে লাগিল। জগত্তারিণী নিস্তারিণীকে কাঁদিতে ও ঘন ঘন শিহরিতে দেখিয়া—কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পতিহীনা সাধ্বী নবীনা তখন—গদগদকণ্ঠে ধীরে ধীরে বিপদ্বার্ত্তা বলিতে লাগিল। জগত্তারিণী কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে—উপরপানে চক্ষু তুলিয়া করযোড়ে কহি-লেন, "ভগবান্! আমার অদৃষ্টে এত কষ্টও ছিল? সোণার স্বামী আমার"—আর কথা সরিল না। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া বুদ্ধিমতী রমণী কলিকাতায় ভ্রাতাকে নিজের দুঃখ জানাইয়া এক পত্র লিখিয়া, অতি ত্বরায়—পত্রপ্রাপ্তিমাত্র আসিতে অনুরোধ করিলেন। জগত্তারিণীর ভ্রাতা তারণবাবু সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন চিহ্নিত ভ্রাতা ও একখানি সংবাদপত্রের দক্ষ সম্পাদক! তিনি পত্রপাঠ করিয়াই অবিলম্বে খড়্গপুরে আসিলেন। ভগ্নীপতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে দেখিয়া তিনি অনেক বুঝাইলেন। পরেশনাথ প্রত্যেক কথাতেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন! মদ্যপায়ী ইয়ারদলও নানা প্রকার

মুখভঙ্গী ও বিকৃত চাৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া—উঠিয়া বাড়ীর ভিতর আসিলেন। ভগ্নীর অবস্থা দেখিয়া দয়ালু তারণ বাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন। জগত্তারিণী বাঁচিয়া আছে মাত্র। ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সাধ্বী রমণী অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে। বর্ণ মসীময়, কেশ জটার আকার, বেশ মলিন, আঁখি-নিয়ে ঘোর কালিমা! নাসায় দীর্ঘশ্বাস, চক্ষে জল, কপালে আঘাতচিহ্ন; ভগ্নীর আর কি বাঁচিবার সাধ আছে? জগত্তারিণী ভ্রাতার নিকট সমস্ত দুঃখের কথা কহিয়া উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারণ বাবু জগত্তারিণীকে এখন দিনকতকের জন্য কলিকাতায় যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সাধ্বী জগত্তারিণী স্বামীকে এ অবস্থায় ছাড়িয়া কোনমতেই যাইতে পারেন না। তারণ বাবু বুঝাইলেন, "তুমি যাইলেই পরেশবাবু অন্ততঃ একবার তথায় যাইবেন। একবার দিনকতকের জন্য কুসঙ্গী বানরগুলার সঙ্গ ছাড়াইতে পারিলে পরেশ বাবুকে আমরা শোধরাইয়া দিব। এখনও সম্পূর্ণ আশা রহিয়াছে।" ভ্রাতার সৎপরামর্শে জগত্তারিণী সম্মতা হইলেন। পরেশনাথের সম্মতি পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। প্রধান বাধা সরিয়া-চলিল। অপরাহ্নে নিস্তারিণী আসিলে জগত্তারিণী ভ্রাতার নিকট দুঃখিনীর পরিচয় প্রদান করিলে পর তারণ বাবু বিধবা-বিবাহের কথা পাড়িলেন। জগত্তারিণী নিস্তারিণীর পিতা-মাতার অসম্মতি জানাইলেন। তারণ বাবু বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি নাই। নিস্তারিণী বয়স্থা কন্যা, ওর নিজের মত হইলে আমরা স্বচ্ছন্দে উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ দিতে পারি। গত কয়মাসের মধ্যে এরূপ পাঁচ সাতটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। আমরা বিধবাগণের ইচ্ছামতে নিরূপিত স্থানে অপেক্ষায় থাকিয়া পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে আনয়া বিবাহ দিতেছি। এই সাধু সংকল্পের জন্য আমরা অনেক শ্লেষ ও গালাগালি সহ্য করিতেছি।" নিস্তারিণী আজিকালি পিতার কঠোর ব্যবহারে ও ভগ্নীর দুর্দ্দশায় মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। তারণ বাবুর কথাগুলি তাহার বড় ভাল লাগিল। কেবল এক জননীর মমতা বিসর্জ্জন করিয়া যাওয়া অসঙ্গত ভাবিয়া, হঠাৎ এখনই তাঁহার কথামত কার্য্য করিতে পারিল না। ভবিষ্যতে পত্র দ্বারায় সংবাদ দিবার কথা স্থির করিয়া নিস্তারিণী জলভারাক্রান্তলোচনে—ব্যথার ব্যথী প্রাণের সখী—ছোট বৌ-দিদিকে বিদায় দিল। জগত্তারিণী অনাথাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। জগত্তারিণী কলিকাতা গমন করিলে পর নিস্তারিণী আর বাটীর বাহির হইত না। কে জানে—কখন্ কামুক রাক্ষস আসিয়া আক্রমণ করিবে। সুধু সেই ভয় যে, তাহাও নয়, বিধবার আত্ম-হৃদয়ে যে কালসর্প বাস করে, নিস্তারিণী তাহাও শিখিতে পারিয়াছিল। ভগ্নীর দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া নিস্তারিণী বড়ই সাবধান হইয়া রহিল। আহা সখি! সতীত্বের মহত্ত্ব বুঝিয়াছ বলিয়াই রক্ষা, নতুবা তোমারও অদৃষ্টে কি ঘটিত, কে বলিতে পারে? তোমার জননী বলিতেন, বিধবা কন্যার অস্থিগুলি পর্য্যন্ত ভস্মরাশি না হইলে আর বিশ্বাস নাই। উঃ! কি মর্ম্মান্তিক কথা!

দিন দিন গর্ব্ভের আকারবৃদ্ধিতে, ব্যভিচারিণীর মনে নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া জুটিতে লাগিল। বড়বধূ ভ্রূণহত্যার কথা পাড়িলে রাক্ষসী প্রসূতি তাহাতেই সম্মত

হইল, গর্ভস্থ সন্তানই তাহার যত অনিষ্টের মূল কারণ ভাবিয়া—অভাগাকে নষ্ট করিতে একান্ত যত্নবতী হইল। বড়বধূ কত বার কথিত দুষ্কার্য্য সাধন করিয়াছে, প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে তাহাকে বড় অধিক চেষ্টা পাইতে হইল না। গাছগাছড়া ও নানা প্রকারের শিকড়-মাকড় বাটিয়া নারায়ণীকে খাওয়াইয়া দিল। গভীর নিশীথে নারায়ণী অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। রাক্ষসী বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে। পীড়িতার হস্তধারণ করিয়া তখন—কংসাবতী-তীরে এক বটবৃক্ষের তলে লইয়া গিয়া কার্য্যসাধন করিল। নারায়ণী অসহ্যযন্ত্রণায় চীৎকার-শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূতলে শুইয়া পড়িল। শান্তিরক্ষক শব্দ শুনিয়া—দলবল সহিত আসিয়া, সর্ব্বসমেত বড়বধূ ও নারায়ণীকে ধরিয়া লইয়া গেল। নারায়ণী মেদিনীপুরস্থ হাঁসপাতালে রক্ষিত হইল। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞায় মকদ্দমা—নারায়ণীর আরোগ্যার্থে ১৫ দিনের জন্য মুলতুবী! বড়বধূ হাজতে বাস করিতে লাগিল। মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী পরদিন সন্ধ্যাকালে—কন্যাকে দেখিতে যাইবার ছলে—লোকাপবাদ অসহ্যবোধে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন। তিন দিন অনুসন্ধানের পর ব্রাহ্মণীর মৃতশরীর নদীর স্রোতোবন্ধকারী পাথুরে বাঁধের পার্শ্ব হইতে পুলিস কর্তৃক উত্তোলিত হইল। মুখোপাধ্যায় হতবুদ্ধি হইলেন। নিস্তারিণী মাতৃশোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া অনবরত চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। পরেশ ডাক্তার এই অবস্থায় অনেক বৃদ্ধা দ্বারা নিস্তারিণীকে প্রলোভন দেখাইতে চেষ্টা করিল। নিস্তারিণী নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া পূর্ব্বের কথামত তারণ বাবুকে ও জগত্তারিণীকে সংসারের শোচনীয় অবস্থা ও আপনার ভাবী বিপদাশঙ্কার কথা লিখিয়া পাঠাইল। তারণ বাবু পত্রখানি সমাজের "বিধবা-বিবাহ বিভাগের" সভ্যগণ-সম্মুখে পাঠ করিয়া নিস্তারিণীর রূপ-গুণের কথা বিস্তৃতভাবে বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে নিস্তারিণী কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে বাটী হইতে পলাইয়া আসিতে পারে, জানিবার জন্য তাহাকে একখানি পত্র প্রেরণ করা হইল। ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞানে অপূর্ব্বজ্ঞানী বিধবা-বিবাহসমাজের ব্রাহ্ম সভ্যগণ নিস্তারিণীকে কি সুন্দর ধর্ম্ম ও নীতিসঙ্গত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন! বৃদ্ধ ও বিপন্ন পিতাকে কাঁদাইয়া কন্যার দুঃখমোচনে যত্নবান্ হওয়া যে কি করুণার কার্য্য—অকরুণ আমরা বুঝি (?) তাহা ত কিছুই বুঝি না! যাহা হউক, ব্রাহ্মগণের পত্র যথাসময়ে নিস্তারিণীর নিকট পৌঁছিল। নিস্তারিণীর উত্তর আসিল—তারণ বাবু কিন্তু তাহা পাইলেন না। ডাকহরকরা আসিবার নিরূপিত সময়ে বামাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক একজন উক্ত বিবাহসভার প্রধান সভ্য তারণ বাবুর বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নিস্তারিণীর পত্রখানি আত্মসাৎ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। সেই হাস্যে পৈশাচিক লক্ষণ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হইয়া পড়িল। কেহ দেখিল না—কেহ বুঝিতে পারিল না। এদিকে পক্ষান্তে নারায়ণী আরোগ্য হইলে পর—বড়বধূর সহিত বিচারার্থে ফৌজদারী আদালতে নীতা হইল। কন্যার পক্ষসমর্থনার্থে পরেশ ডাক্তারের অর্থে মুখোপাধ্যায় বেলা এগারটার সময় দুইজন বিচক্ষণ উকীল সঙ্গে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হুজুগপ্রিয় দর্শকবৃন্দ বৃদ্ধকে উপহাস ও টিটকারী প্রদান করিতে লাগিল।

ভয় ভয় করিয়া বিচারের পর বেলা চারিটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় বাহির হইল। ভ্রূণ-হত্যা অপরাধে নারায়ণীর দেড় বৎসর ও বালবিধবার সর্ব্বনাশ-সহায়িনী বড়বধূর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইল। সদ্য-রোগমুক্তা শীর্ণকায়া নারায়ণী স্তম্ভিতা, অবিলম্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। বড়বধূ ডাকিনী দীপ্ত কুটিল কটাক্ষে বিচারকের মুখপানে চাহিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে বিকৃতকণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। প্রহরিগণ আসামীদ্বয়কে লইয়া গেলে পর কাছারী বন্ধ হইল। দলে দলে দর্শকবৃন্দ গৃহের বাহির হইয়া গোলযোগ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য মুখোপাধ্যায় কেবল বজ্রাহত তরুর ন্যায় একাকী দাঁড়াইয়া রহিল। প্রতিবেশীগণ অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া চলিল। বৃদ্ধ অজ্ঞানের ন্যায় প্রতিবেশীদ্বয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া, বাটীতে পৌঁছিয়া দ্বারের সম্মুখে নিস্তারিণীর লিখিত এক লিপি পাঠে অবগত হইলেন—নিস্তারিণী কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছে। বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল। কম্পিত-চরণে টলিতে টলিতে সমুদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন,বাটীতে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। এক মাসের মধ্যে বৃদ্ধের সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। ভগ্ন-হৃদয়ে—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে—শয্যাপ্রান্তে শুইয়া পড়িলেন বাহ্যজ্ঞানরহিত দারুণ বেদনাপ্রাপ্ত স্থবির ব্রাহ্মণ শয্যা-ত্যাগ করিয়া আর উঠিলেন না। কৌলীন্য-মর্য্যাদার নরকাগ্নিতে সংসার জ্বলিয়া গিয়াছে, সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অবশেষে কাল-শয্যাশায়ী শুভ্রকেশী বৃদ্ধ ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে ভস্মীভূত হইতে আসিলেন!!!

সন্ধ্যার সময় নিস্তারিণীকে লইয়া বামাচরণ বাবু হাটখোলার ঘাটে নৌকা হইতে নামিলেন। গাড়ী প্রস্তুত ছিল, গাড়ী চড়িয়া উভয়ে বরাহনগরে বিশ্বনাথ বাবুর উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বনাথ বাবু কলিকাতার একজন পুরাতন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। অর্থের জন্য বয়সকালে অনেক অপকার্য্য-সাধন করিয়া পুরাতন পাপী একণে স্বার্থপরতার অবতারস্বরূপে কলিকাতা-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বৃদ্ধের কামলিপ্সা অতীব প্রবল। কুচরিত্র কাপুরুষ অনুচরগণের সাহায্যে এ পর্য্যন্ত বহুতর কুল-কামিনীর সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছেন। বামাচরণ তাঁহার প্রধান অনুচর। বামাচরণ মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত নরশার্দ্দলরূপে সর্ব্বত্রই গতিবিধি করিয়া থাকে। অসন্দিগ্ধা নিস্তারিণীকে আজ কামুকের করকবলিত করিতে আনিয়াছে। উদ্যানবাটীর এক প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বিশ্বনাথ রায় সেতার বাজাইতেছেন। বামাচরণ নিস্তারিণীকে লইয়া প্রবেশ করিলে—শুভ্রকেশ বৃদ্ধ নবীনার মুখপানে তীব্রনেত্রে চাহিয়া আহ্লাদে ঢলিয়া পড়িলেন। নিস্তারিণী সে কটাক্ষে ভীত হইয়া বামাচরণকে তারণ বাবু ও জগত্তারিণীর কথা চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল। পাপিষ্ঠ বামাচরণ হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, "এই যে তারণ বাবুর বাপ বসিয়া আছেন।" নিস্তারিণী বৃদ্ধকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, বৃদ্ধ হো হো শব্দে হাসিয়া নিস্তারিণীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বামাচরণ বৃদ্ধের সহিত ইঙ্গিতমত নিস্তারিণীকে পার্শ্বকক্ষে লইয়া বলিল, "নিস্তার! এ বাড়ী তোমার পছন্দ হয়? বাবু তোমায় রাজরাজেশ্বরী ক'রে এই বাড়ীতে রাখ্‌বেন, তোমার জন্য বাবু আমাদের সমস্ত বদ্‌খেয়ালী ছেড়ে দিতে রাজী আছেন।" কথা শুনিয়া নিস্তারিণীর আত্মা-

পুরুষ সুখাশায় গেল, অভাগিনী ভবিষ্যৎ সুখাশায় বিশৃঙ্খল সংসার ও বিপন্ন পিতাকে ত্যাগ করিয়া অপরিচিতের সহিত একাকিনী এতদূর আসিয়া যে কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছে, এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিল। অভিমানিনীর দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল—প্রাণের ভিতর ধড়ফড় করিতে লাগিল. বোধ হইল, মস্তকোপরি অবলার উন্মুক্ত কৃপাণ ঢুলিতেছে— চরণতলে কক্ষ মেজিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। উন্মনার ন্যায় ধারাবিগলিত নেত্র তুলিয়া দেখিল যেন—বামাচরণ রাক্ষস—বদন ব্যাদান করিয়া গিলিতে আসিতেছে। অমনি অভাগিনীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল; চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ রায় দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করিয়া—বামাচরণকে অস্পষ্ট-ভাষায় কি বলিয়া দিলেন। বামাচরণ পার্শ্বকক্ষ হইতে এক শিশি শ্বেতচূর্ণ আনিয়া জলের গ্লাসে কিছু গুলিয়া দিয়া—মূর্চ্ছিতার গালে ঢালিয়া দিল। মূর্চ্ছিতা একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। অনাথিনীর আর চৈতন্য হইল না। গভীর নিশীথে পশুবৎ আচরণে পাপিষ্ঠ পিশাচ অনাথার সতীত্ব নাশ করিল। হীনচেতনা অবলা বালা যাতনায়—বুঝি ছট্‌ফট করিতে করিতে ক্রমে স্থির হইয়া পড়িল। ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের অসাবধানতার ও অসরল উপায়ের বিষময় ফলস্বরূপে যে একটী অসহায়া নবীনা বিধবা চিরকালের জন্য জ্বলন্ত যাতনা ভোগ করিতে রহিল—পতিলাভাশায় মুগ্ধা সরলার প্রাণের প্রাণ যে বলিদান হইয়া গেল—কে তাহার দায়ী?—বল?—কৈ, কেহই ত না! ভাই! আমি বুঝি না, তোমাদের—বিধবার দুঃখে তোমাদের প্রাণ কাঁদিয়াছে সত্য, কিন্তু অসরল উপায় কেন? সরল উপায় কর। সমাজে ধন্যবাদার্হ হইবে। নতুবা আমরা অনেক লোমহর্ষণ কাণ্ডের অভিনয় দেখিতে পাইব। আহা! নিস্তারিণি! তোমার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। এতদিন কত কষ্টে—কত প্রলোভনের হাত এড়াইয়া যে অমূল্য নিধিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, আজ বিদেশে—দস্যুকর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইল। নরপিশাচের কামাগ্নিতে তোমার সোণার সতীত্ব পুড়িয়া জন্মের মত ছাই হইয়া গেল!

উপরি-উক্ত ঘটনার পরদিন সন্ধ্যাকালেও নিস্তারিণীর চৈতন্য হইল না দেখিয়া—মৃতাজ্ঞানে বদ্ধপিশাচ নারীদেহ পার্শ্বস্থ নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে অনুচরবর্গকে আজ্ঞা দিল। কলঙ্ক-কালিমাময়ী, স্বর্ণপ্রতিমাখানি স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া মেদিনীপুরযাত্রী মুন্সেফ বাবুর নৌকাগাত্রে গিয়া ঠেকিল। নিস্তারিণীর তখন চৈতন্য হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল। মুন্সেফ বাবু নারীদেহ নৌকায় তুলিয়া লইলেন ও তাহার এই দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বামাচরণ-প্রদত্ত বিষাক্ত চূর্ণে নিস্তারিণীর মস্তিষ্ক বিরূপ হইয়া গিয়াছে। উন্মাদিনী হতভাগিনী মুন্সেফ বাবুর মুখপানে অনির্দ্দিষ্ট চাহনী চাহিয়া হাঃ হাঃ শব্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে গাইল—

(কীর্ত্তন সুরে)—

"উচল বলিয়ে অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধজলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥

মুন্সেফ বাবু সযত্নে পাগলিনীকে লইয়া চলিলেন। তিন দিন পরে নৌকা মেদিনীপুরে পৌঁছিল। উন্মাদিনী পরিচিত স্থান পাইয়া যেন সকল কথা মনে করিতে লাগিল। মনে পড়ে পড়ে পড়ে না। কংসাবতী নদীস্থ

তীরে বটবৃক্ষতলে বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের চিতা জ্বলিতেছে—হতভাগিনী—হতভাগিনী নৌকা হইতে ঝাঁপাইয়া—ছুটিয়া গিয়া—শবদেহ চিনিল—বুঝিল—চকিতের ন্যায় সকল কথা একবার তাহার মনে পড়িল। মৃত পিতার চিতা হইতে এক খণ্ড দগ্ধকাষ্ঠ টানিয়া লইয়া পাগলিনী গৃহাভিমুখে ছুটিল। প্রতিবেশীগণ আশ্চর্য্যনেত্রে নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া—স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বাটীতে উপস্থিত হইয়া হতভাগিনী প্রাঙ্গণস্থ ধান্যগৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিল। শুষ্কপর্ণ পাইয়া অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কাহাকেও আসিতে না দিয়া পাগলিনী অগ্নি বেড়িয়া নাচিতে নাচিতে বিকট রোলে হাসিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখোপাধ্যায়ের বাটী ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাগলিনী আর ফিরিয়া চাহিল না। কৌলীন্যের সর্ব্বনাশক অগ্নিরাশিতে সোণার সংসার ছারখার হইয়া গেল। হতভাগিনী অভিশপ্ত সমাজের অযথা শাসনে আত্মসুখে বলিদান দিয়া—অনির্দ্দিষ্ট স্থানে পাগলিনী হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সতীত্বহীনা হতভাগিনী হিন্দুবিধবার সেই উন্মাদিনী মূর্ত্তি—সেই অযত্ননষ্ট যৌবনশ্রী—সেই হাস্যক্রন্দনবিজড়িত বিভোল ভাবভঙ্গী দেখিতে চাহ কি পাঠক? দেখিতে চাও ত—যাও, উলুবেড়িয়া হইতে কাটিখাল দিয়া যাইতে যাইতে কোলার ঘাটে বাজারের সম্মুখে দেখিবে—বৃক্ষশাখা অঙ্গে ও মস্তকে বাঁধিয়া হতভাগিনী নিস্তারিণী—অৰ্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নৌকাযাত্রিগণের আমোদ উদ্দীপন করিয়া বেদমে তাথিয়া তাথিয়া নাচিতেছে ও গাইতেছে;—

"উচল বলিয়ে অচলে চড়িনু পড়িনু
অগাধজলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক
হারানু হেলে॥"

সমাপ্ত।

মায়া।

গল্প।

বড়মানুষের অট্টালিকা নয়—গরীবের পুরাণ নোণা-ধরা একতালা বাড়ী। সদরদর-জায় দরোয়ান নাই,দোরে দোরে খিল আঁটা, সদর দোরের ভিতর দিকে হাত পাঁচ ছয় গলীপথ, তার পরই ছোট-খাট একটা উঠান; উঠানের তিন ধারে মোটা মোটা থামের সার গাঁথা, যেন কোন কালে বাড়ীটা তৈয়ারী করার জন্য কেবলমাত্র গোড়া-পত্তন হইয়াই হঠাৎ কাজ স্থগিত হইয়াছিল বোধ হয়। চকও নাই—পাঁচ সাত কুকুরে দালানও নাই। এক দিকে একখানা কোমরভাঙ্গা বুড়োর মত ঝুঁকে পড়া খোলার চালে একটী সন্ত-বিয়ন্ত গাভী, (আগে শুনা যায়, একটানে পাঁচ সাত সের দুধ দিত—এখন গৃহস্বামীর অদৃষ্টগুণে এবেলা একপো ওবেলা একপো দিতেও সুরভিনন্দিনী মা জননী বুঝি কিছু কাতরা।) তার বাঁট ধোরে সজোরে টান্‌তে আরম্ভ করেছে গয়লা বুড়ো— আর চোঁ-চোঁ চিন্ চিন্ কোরে কেঁড়ের ভিতর থেকে মধুর আওয়াজ বেরিয়ে বাজ্‌চে—বাজ্‌চে একটী থুলথুলে গোলালো গোলালো দুধে আলতায় ঢালা রঙের ৯।১০ বৎসরের হাসন্ত মেয়ের কাণে। হাসন্ত মেয়ে—টানা টানা চোখে—কোলের কাছে, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধোরে রাখা, ধপধপে পুঁটে বাছুরটার ডবডবে চোখের পানে চেয়েছিল—এমন সময় ঐ বাজনা কাণে গেল।—বালিকার কাণ খাড়া হলো, ঘাড় বেঁক্‌লো—প্রাণে কি এক সরল স্ফূর্ত্তির ঢেউ বুঝি উথ্‌লে উঠ্‌লো; বাছুরের গলার হাত খুলে গেল, বাছুর ছুটে গিয়ে গয়লা বুড়োর পিটে ঢুঁ মাল্লে—গয়লা বুড়ো পিট সামলাতে গিয়ে হাঁটু নেড়ে ফেল্লে, কেঁড়ে পড়্‌লো;—ভাঙ্গা পাঁচ সাত টুক্‌রা জড়ামড়ি কোরে দুধেতে মাটীতে গোবরে মাথামাথি হ'য়ে গেল। খোঁড়া গয়লা বুড়ো দাঁড়িয়ে উ'ঠে গেঙাতে লাগ্‌লো, হাসন্ত বালিকা কাঁদকাঁদ মুখে পাছু পানে চাইতে চাইতে,কাল কুচকুচে এলোনা ঢেউ-খেলানো চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে—থুপ্ থুপ্ কোরে অন্দরের ভিতর ছুটে পালিয়ে গেল। গাই পিস্থিয়ে গেল—বাছুরের পো বাঁটে মুখে লেজ নেড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো,—আর মায়ের পেটে ঢুঁ মেরে ক্ষীরের কলসী হজম কর্‌তে লাগ্‌লো,—গাভী-মাতার বাছুর-বাছাটীর গা চাটবার ধূম পড়ে গেল। এমন সময়ে মেয়েটীর গরীব বাপ, অসময়ে বিশেষ কি একটা দরকারী কথা নিয়ে,—আফিস থেকে গুটী গুটী এসে সদর দোরে ঘা দিল। বাপের কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে—মায়া এসে তাড়াতাড়ি সদর দোর খুলে দিল। মেয়েটীর নাম মায়া।

মায়া মোমের পুতুল, সোণার মেয়ে।

বাপ-মা ভালবাসে—পাড়া-পড়সী আদর করে—শত্রুতেও সে মুখের পানে ফিরে চায়! ছোট ছোট মেয়েদের দলের রাণী, মেয়ে স্কুলের প্রথম প্রাইজ প্রতি বারেই তার প্রাপ্য, আর আর মেয়েরা কিন্তু তাতে কখনও হিংসা করে না, মায়ার প্রাইজ পাওয়ার পরদিন--প্রতি বৎসরে মায়ার বাপ মা—পাড়ার মেয়েমহলকে মায়ার নিমন্ত্রণে চড়াইভাতি ক'রে খাওয়াইতেন। চড়াইভাতি নামে, কাজে কিন্তু ভরপেট এউ ঢেউ রকমের। মেয়েরা হাসে, খেলে, নাচে, কাঁদে—আর বলে, "মায়া রোজ 'প্রাইজ' পাক।" মেয়ের মায়েরা বলে, "মায়ার মার একটী টুকটুকে জামাই হোক।" আর আমরা বলি, —মাঠাকুরুণরো! ও আশীর্ব্বাদে কাজ নেই। কেন?—মায়া কাঁদ্‌তে জানে না, সদাই হাসে, তাকে কাঁদুতে বা কান্নার রাজত্বে সেঁদুতে-দিতে আমাদের যেন প্রাণ কেমন করে। তা ব'লে মায়ার জীবলীলা-স্রোত ফিরিয়ে দিবার আমরা কে? সে জলবিম্ব —জলে ফুটে উঠেছে, জলেই মিলাবে, আমাদের কি সাধ্য যে তাকে মিলাতে দিতে না চাইব? আর না চাইলেই বা শুন্‌বে কে? পরদিন সকালে শোনা গেল, আগামী কাল রাত্তিরে মায়ার বিয়ে। দেখি, তাড়াতাড়ি গায় হলুদ হ'চ্চে, ঘন ঘন শাঁক বাজ্‌ছে—বাড়ীতে এয়োরাণীদের হুলোহুলী পড়ে গেছে, পাড়ার মাগী মিন্‌ষে সকলেই মায়ার বিবাহে যেন মেতে উঠেছে।

কৈ গো? তোমাদের মায়া মেয়েটীর বে—হয়েও তো হ'ল না। এ কি শুনি? অমন ভালমানুষ গো-বেচারী মায়ার বাপ, সে কি আর এমন কেলেঙ্কারিটা ক'ত্তে পারে? মায়া মেয়েটীর বাপ—ছেলের বাপের কুপের পেঁচের নীচে বুঝি (কষ্টে সৃষ্টে) ৫০০ পাঁচ শত টাকার নগদ সোণা রূপার গহনা ও (বিশেষ পীড়াপীড়িতে) ৫০০ পাঁচ শত টাকা নগদ দিবার কথা করেছিলেন। তার পর বিয়ের সময় ৫০০ টাকার গহনা পরিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে সম্প্রদানটা সেরে নিয়ে, নগদ টাকাটা কাল দিব বলেছিলেন। বরকর্ত্তা তাই মহা চটে আইনমতে বিবাহিত হলেও—গায়ের জোরে বরকে লয়ে বিবাহরাত্রেই স'রে পড়েন।

মায়ার বাপ মনকে বোঝালে, "সম্প্রদান তো হয়ে গেছে"—মায়ার মা কিন্তু কোট ধল্লে, "বাসর হল না—বাসীবিয়ে হল না, ও সব না হলে বে মঞ্জুর নয়।" মায়া মনের ভিতর লুকিয়ে চুপি চুপি মনে কল্লে, "এ বিয়ে বুঝি বিয়ে নয়—আমার বুঝি তবে বিয়ে হলো না"—টানা চোখের জল এই প্রথমে পড়্‌লো, হাসন্ত মুখে এই প্রথম বিষাদের কালো রেখা দেখা দিলে, কাণা খোঁড়া, কাল কুৎসিত, দুষ্ট শান্ত, সব মেয়েই বিবাহের দিনে রাজরাণীর সুখভোগ করে, আহা! এ সোণার বাছার এ হেন বিয়েতে বিন্দুমাত্রও সুখের মুখ দেখা হলো না। মায়ার বাপ আতান্তর ভেবে, বিবাহের পরদিন সকাল বেলা বরের বাপের বাড়ী গিয়ে, তাঁর দুটি পায়ে জড়িয়ে পড়্‌লেন। বরের বাপ বোস্‌জা বুড়ো কসাই, তার শানানো ছোরাখানা যেমন, তেমনি ঘরে ফিরে এসেছে, এ রাগ কি তার আর রাখ্‌বার জায়গা আছে? মেয়ের বাপের না হলো একটু,ঘা,না পড়্‌লো একটু রক্ত, শীকারভ্রষ্ট বাঘের মত বরকর্ত্তার গর্জ্জনে পাড়া-পড়সী ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লো। মায়ার বাপ পায় ধরাতে সে গর্জ্জন থামা চুলোয় থাক্, পলে পলে বাড়্‌তে লাগ্‌লো। কনের বাপ যত মিনতি করে, বরের বাপ তত চেপে ধরে। কনের বাপ বল্‌চে,"আমার

জাতি রক্ষা করুন।" বরের বাপ বল্‌চেন, "আজকাল টাকা হাজির কর।" কনের বাপ বল্‌ছেন, "টাকা যে আর নেই বেয়াই!" বরের বাপ বল্‌চেন, "তোমার ভাত খাবার থালা ঘটি বাটী তো আছে, তাই বেচে আমার টাকা যোগাও!" ঠাট্টা বোটকেরা, ধমক, গালাগাল কিছুতেই কিছু হ'লো না, দেখে বরের বাপ শেষ মায়ার বাপের সেই পুরাণ নোণাধরা একতালা বাড়ীখানি নিজের কাছে বন্ধক রেখে ছেলেকে ছাড়্‌লেন। এ যাত্রা মায়ার বে সাঙ্গ হলো। বে হলো, কিন্তু বের পর?—বের পর হাস্‌বার পালা ফুরাল, মায়া আমাদের কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই যে শ্বশুরবাড়ী গেল, সে কান্না শেষ হতে কি আর কেউ দেখেছ? বড় কান্না কেঁদেছিলো, প্রথম শ্বশুরবাড়ী যেতে কোন বিয়ের কনে তো এতো কান্না কাঁদে না!

পাঠক! সে দুঃখিনীকে যদি আর একবার দেখ্‌তে চাও তো আমার সঙ্গে এসো।

কৈ মায়া? মায়া কৈ?—আর কি?

রাজা-রাজড়ার বড় বড় প্রাসাদ, বড় মানুষের বা বড় গেরোস্তর মানানসই মাঝারি গোছের গাড়ীবারান্দাওয়ালা চকমিলানো চক্‌চকে বাড়ী; খুব জলজলাট, দরোয়ানে চাকরে—দাসীতে ঝিয়েতে, বেহারায় খানসামায়, সরকারে গোমস্তায়, নায়েবে দাওয়ানে গিস্‌ গিস কোচ্ছে। টাকার কাঁড়ি কাছারীঘরে টাঁকশালের মত অনবরত ঝুন্‌ ঝুন্‌ রবে আসছে যাচ্ছে। বড় গেরোস্তর সামাজিক, বড়মানুষী ধীরে ধীরে প্রতিভাত হচ্ছে; ধীরে ধীরে দশজন, বিশজন, পঁচিশজন, শতজন, সহস্রজন জ্ঞাতিকুটুম্ব বড় গেরোস্তকে বড়মানুষ বোলে জানচে—জানাচ্ছে। বড় গেরোস্তর বোস্‌জা বুড়োকে একধার বোড়ে পুরুষ দলে ফেলে, ভবিষ্যৎ নিন্দার পথ খুলে রাখ্‌ছে। বড় গেরোস্তর বোস্‌জা বুড়োর পোড়ো বাড়ী—ভোরপূব ভাঙ্গাচোরা একতালা কোঠা মায়ার পদার্পণে পূরো মেরামতে তেতালা বাড়ীতে পরিণত। লক্ষ্মীমন্ত বৌয়ের আগমনে শ্বশুরের সোয়ামীর অবস্থা উথলে উঠ্‌ছে, ব'রকনে ঘরে এসে দুধের কড়ায় দুধ উথ্‌লুতে দেখেছে; শোকের সংসার সোণার সংসারে দাঁড়িয়েছে—সুলক্ষণা মায়া মেয়েটী শ্বশুরকুল উজ্জ্বল ক'রে এসে ঘরে উঠেছে শ্বশুরঠাকুর কমিসেরিয়েটের হেড গোমস্তা; তিনি লাক টাকায় বিলেত আপীল জিতেছেন; চিমড়ে মড়া শাশুড়ীমাগীর গা-ভরা গহনার উদ্ধার হয়েছে, সোয়ামীর মাসমাহিনা ৫০ টাকা একলাফে ১০০ টাকায় উঠেছে, লক্ষ্মীঠাকরুণ যেন মায়া মহাশয়ার পাশে বোসে এ বাড়ীতে এসে পোড়ে আর বেরুতে পাননি,—কেন না, মায়ার বাপ বেচারীর উপর ছেলের বাপ দাদ্‌ তুল্‌তে—রাগ জানাতে—তেজ ফলাতে, বের পরে মায়া মেয়েটীকে সেই এনে আর পাঠাননি, মায়া রইল—লক্ষ্মীও রইল আর বোস্‌জা বুড়োর দরোজা পেরোবার যো রহিল না। কিন্তু মায়া যদি রইল, তবে মায়া কৈ? লক্ষ্মীঠাকরুণের জীবন্তো সত্তা তো চারিদিকে দেখ্‌চি, কিন্তু যে বেচারী লক্ষ্মী আন্‌লে, সে বেচারী কৈ? এত বড় বাড়ীতে, এত বড় অন্দরে পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে বেচারী কৈ? কোথায় গেল? শত আদরের আদরিণী হয়ে সেই সোণা হেন হাসন্ত মুখে, সম্পদের আলো ছড়াতে ছড়াতে—আনন্দের ফুল ফুটাতে ফুটাতে সে সদানন্দময়ী সোণার মেয়েটী—বাড়ীর কনেবউটী কৈ—কোথায় গেল? বনের ফুল বনে ফুটে, বনের হাওয়ায় হাসে, পরে বনেই

শুকায়, মনেই ক'রে যায়। এ যে উদ্যান-কুসুম চক্ষের সামনে হ'তে কোথায় গেল? সোণার কমল কোথায় লুকাল? কোথায় সে? আহা! ঐ যে! ঐ যে! আহাহা! মরি মরি! এ কি দেখি সর্ব্বনাশ!!!

বর্ষাকালের ভোর ভোর কেন—প্রায় সকাল! অন্ধকার আকাশে ঘনঘটার সঙ্গে মুষলধারে জল ঝরছে; শব্দ হচ্চে ঝর ঝর ঝর! বাদলে দিনমণি মেঘে ডুবেছেন—আঁধারে আঁধার! সকাল হয়ে গেলেও ভোর। আঁধারমাখা সেই ভোরে, রান্না ঘরের দরজা-জানালা দিয়ে, থাতায় থাতায় ধোঁয়ার রাশ বেরুচ্ছে। সেই ধোঁয়ার বাধা ঠেলে চোক বাঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে উনুনশালে এ কি? এ কি দেখি? সর্ব্বনাশ!!! সেই তো বটে! সেই ভাসা ভাসা টানা চোক, এ কি? এ যে একেবারে বোসে গেছে. নীচে কালো রঙ্গের রেখা বেশ ফুটে উঠেছে! সেই ফুলো গাল শুকিয়ে হাড়-বরুনো হয়ে গেছে! সেই টুকটুকে ঠোঁটে কে যেন মিশি ঢেলে দিয়েচে; সেই সুডোল গোল-গাল হাত বাছার শুকিয়ে বাঁকারী হয়ে গেছে, চাঁপার কলি আঙ্গুল কটী গাঁটফোলা কঞ্চির ভাব ধারণ করেছে! মুখের বাহার গেছে, চুলের বাহার গেছে, বরণ গেছে, ধরণ গেছে! অমন দুধে আলতার রঙ্গের উপর যেন কেউ এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দেছে! আমাদের মায়া-মেয়েটী—আহা! আধখানি বা সত্যি কথা বলতে কি, সিকিখানি হয়ে গেছে! উনুনের উপর যেন কতকগুলো হাড়গোড় উবুড় হয়ে পোড়ে ফুঁ পাড়ছে আর ঘন ঘন চোকের জল মুছচে! বাছাকে কেউ দেখবার নাই—কেউ আদর করবার নাই—কেউ ভালবাসবার নাই! বের কনে বনের মৃগীকে তায় বন থেকে তাড়ে ধোরে নিয়ে এসে পিঁজরের পূরে রেখে আধপেটা খেতে দিয়ে অনবরত তাড়নার সামগ্রী ক'রে রাখলে যাহা হয়, তাই হয়েছে! আহা! আজও আবদ্ধ মৃগী কত কেঁদেছে—পিঞ্জরে কঠিন লৌহদণ্ড কাঠের পানে নিরাশনয়নে চেয়ে চেয়ে কত বুকভাঙ্গা নিশ্বাস ফেলেছে, কতবার রক্ষকের পানে কাঁদ কাঁদ ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে, ভিখা-রিণী বোলে, নীরবে নিরজনে প্রণিপাত ক'রে জানিয়েছে, কেউ তা দেখেও দেখেনি, শোনেনি, কেউ গ্রাহ্য করেনি। অগ্রাহ্যের হুতাশে হুতাশে, তাচ্ছল্যের তীব্র শেলা-ঘাতে, সেই থুলথুলে সোণার মেয়ের আজ এই দশা! এই বাঁচন মরণের ঘোর সমস্যা! পুঁটে মেয়ে এই ভোরে কোথায় প্রাণ পূরে ঘুমোবে, তা নয়, দুমুখা দুঃশীলা নির্দ্দয়া শাশুড়ীর ব্যঙ্গের ভয়ে, গালাগালির ভয়ে, প্রহারের ভয়ে, আস্তে আস্তে বুড়ো শ্বশুরের চা তৈয়ারি আর যুবা সোয়ামীর দুধ গরম কোত্তে ছুটে এসেছে! বাড়ীর ঝি, গিন্নীর সোহাগের! সে ভোরে উ'ঠে উনুনে আগুন দেবে—তার দায়? পুঁটে বউটা ঘরে কি কত্তে আছে? রাঁধুনী মাগী কর্ত্তার সোহা-গের; সে ভোরের সময় না ঘুমিয়ে অমনি অমনি তার বাসা থেকে উঠে এসে চা দুধ গরম কর্ত্তে তার বোয়ে গেছে! পুঁটে বৌটা কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত খাবে, আর গতরে আগুন লাগিয়ে বোসে থাকবে, এ কথা কর্ত্তাও বলে, গিন্নীও বলে, ঝিও যে না বলে, তা নয়। রাঁধুনী তো রোজ একবার ক'রে না বোলে হাঁড়ি ছোঁয় না। শোনে সেই আমাদের মায়া বেচারী, শুকমুখী হয়ে শোনে, কাঁদে,—লুকিয়ে লুকিয়ে দারুণ ভাবনা ভাবে আর বুকের রক্ত শুকাতে থাকে। এ সব পাশব অত্যাচারের কথা

ক্যাভরা কুলবধূ স্বোয়ামীর কাছে বলে না, মুখ বুজে মাথা গুঁজে কাঁদে, আর হাসে না। হাসন্ত মায়া হাসে না, কাঁদে—বড্ড কাঁদে; কেঁদে কেঁদে শরীর পাত ক'রে ফেল্‌ছে! সজীব সুডোল নরম দেহ পড়ে পড়ে, দিন রেতে শুকিয়ে শুকিয়ে তিল তিল ক'রে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কালের কাল মহাকাল কুরুচ্চে জেনে—কোল পেতে ধরে নিতে আস্তে আস্তে আগবাড়িয়ে আস্‌ছেন, অকালে মায়ার জীবলীলা বুঝি সাঙ্গ হয়! হায়! স্বপ্নের মত এসে বুঝি স্বপ্নের মত অজানিত দেশে কোথায় চ'লে যায়!

বছর ফেরে নি—গরীব বাপের সেই নোণাধরা একতালাতে আরও নোণা ধরেছে, কোন ঘরের কড়ি ঝুলেছে, কোন ঘরের জানলা দরজা ভেঙ্গে চুরে ঝুঁকে পড়েছে, উঠানে ঘাস—গলীপথে মাকড়সার জাল গজিয়েছে—ছড়িয়েছে, তার উপর বেচারীর চাকরী গেছে—আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত হয়েছে, উৎসাহ-উচ্ছ্বাস, জীনের উল্লাস একে একে ছুটে পালিয়ে গেছে। সে গরীব বাপ আর নাই; গরীব বাপ ভিখারী হয়েছে—গরীব বাপের ছায়াটী মাত্র আছে; —একখানা মাংসশিরা-হীন কঙ্কাল, যেন একটু জোর বাতাসে ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে যাবে ব'লে আলতো আলতো দাঁড়িয়ে আছে। সে বাপের জ্বালা বাপই জানে। মায়ার মা'তে আর পদার্থ নাই—সোণার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে অভাগিনী এখন শয্যাশায়িনী হয়ে আছে। জ্বালায় জ্ব'লে জ্ব'লে এখন ছাইয়ের ঢিপিতে পরিণত হয়েছে; একটু জোরে ফুঁ দিলেই হয় ত চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ে উড়ে যাবে—অভাগিনীর চিহ্নমাত্র থাকবে না।

"মেয়ে আস্‌বে" "মেয়ে আস্‌বে" ক'রে দিন গেল—সপ্তাহ গেছে,—পক্ষ গেছে—মাস গেছে—বৎসর যায়! কৈ, মেয়ে ত এলো না! হয় ত আর আস্‌বে না। হয় ত তারা আর পাঠাবে না। অভাগিনীর মার প্রাণে আর সয় না যে! আর দেখ্‌তে পাবে না—এ ভাবনার ধারণা কিছুতেই সইছে না—বুক ভেঙ্গে গেছে—সেই ভাঙ্গা পিঁজরের ভিতর প্রাণ-পাখী আর থাক্‌তে চাচ্ছে না, মায়ার পীড়িত ভিখারী বাপ, কোটর-লগ্ন চক্ষে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছে, পাখী কখন্ পলায়! রুগ্না বৈদ্যের ঔষধ নেয় না, পথ্য পায় না—পেলেও খায় না; আগে পাঁজর-ভাঙ্গা নিশ্বাস ফেল্‌তো—এখন আর ফেলে না, ফেল্‌তে ভাঙ্গাবুকে বড় লাগে। আগে হাপুস্‌নয়নে কাঁদ্‌তো, এখন আর কাঁদে না, কাঁদ্‌তে আর পারে না গো! শীর্ণ-মুখে পাগলিনীর হাসি হাসে, আর অতি ক্ষীণ-স্বরে রুগ্ন স্বোয়ামীর হাত ধ'রে মাঝে মাঝে বলে—ওগো! আমার সোণার প্রতিমে যে ভেসে যায়। তোমার পায়ে পড়ি—এনে তারে স্থাপিত কর—দে'খে মরি—ম'রে বাঁচি।" দুঃখিনী প্রলাপ বকে,—ছেঁড়া কাঁথার উপর থেকে থেকে উ'ঠে বসে, আর ঘুরে পড়ে, ভিরমী যায়; মায়ার দুর্ব্বল বাপ, ঘোরে ঘোরে তার শুশ্রূষা কত্তে এগোয়;—পারে না, জলের গ্লাস কম্পিত হাত থেকে প'ড়ে যায়। এক পা না এগোতে মাথা ঘুরে উঠে, সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপিতে থাকে;—অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কত্তে কত্তে রুগ্নার পার্শ্বে—শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে বুঝি মূর্চ্ছাও যায়। হায়! হায়! এরূপে আর কত দিন কাটাবে? আর যে দিন কাটে না। সর্ব্বস্ব গেছে,—ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বিক্রী

হয়েছে, আর যে দিন কাটে না। প্রাণ ভেঙে গেছে, বুকের ভিতর থেকে রক্তাক্ত হৃদয়টুকু মুসড়ে ছিঁড়ে নেছে, আর যে দিন কাটে না।

যত দিন পায়ে বল ছিল, ভিখারী বাপ তত দিন রোজ একবার দুবার, কোন দিন বা তিনবার ক'রে, বেইয়ের পায়ে ধোরে কাঁদ্‌তে যেতো। কঠোর বেই, হেসে উড়িয়ে দিত; স্নেহের শূল বুক বিঁধে রক্তপাত কত্তো। কখন দরোয়ান চাকর দিয়ে অপমান ক'রে বাড়া থেকে তাড়াতে চাইতো—তা'ও সহ্য ক'রে সে বেচারী না গিয়ে থাক্‌তে পাত্তো না. চেপে চুপে এক আধ দিন থাক্‌তে চাইলে মায়ার দুঃখিনী মা, দু'টি পায়ে ধরে—কেঁদে ভাসিয়ে দিত, বাপ আবার যেতো, কেঁদে কেঁদে—ফির্‌তো, আবার যেতো। না গেলে মা আবার কাঁদ্‌তো, আবার যেতো। মেয়ে কিন্তু আসে না, বেয়ে তারা দেয় না—তা আস্‌বে কি? মেয়েকে তারা দ'গ্ধে মেরে ফেল্‌ছে, সে আস্‌তে পায় কৈ? মেয়েকে তারা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে ফেল্‌ছে, সে আস্‌তে পায় কৈ? তাকে মারে, সে কাঁদে না, তাকে বকে, সে মুখ বুজে থাকে—খোলে না। চুপে চুপে রয়,—সয়। স্বোয়ামী এখনও পূরো যুবা নয়, বালকত্ব আছে—মা-অন্ত প্রাণ। অতশত বোঝে না বা বুঝাতে লজ্জা পায়; তাই আমাদের মায়ার জ্বালা লুকিয়ে লুকিয়ে দে'খে বড় ব্যথা পায়; আবার ভুলে যায়। বাপ মার জলন্ত পীড়ন চোল্‌তে থাকে। বালিকা খায় না, কাঁদে—নীরবে কাঁদে। আর সেই নীরব কান্না গিয়ে বাজে মায়ার দুঃখিনী মায়ের বুকে। পীড়াশয্যায় পতিত পীড়িত, রোজ রোজ আর যাওয়া ঘটে না। একদিন খবর এলো, মায়াকে তার শাশুড়ী বিনা অপরাধে মেরে খুন করেছে, বাছার মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়েছে। মায়ার মা মরাকান্না কেঁদে উঠ্‌লো। বাপ বেচারী বিহ্বল হয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঘরের কোণ থেকে লাঠীগাছটী নিয়ে—কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে—তাতে ভর ক'রে হীনবেশে যেন দীনের দীন—মলিনমুখে পথে বেরিয়ে বেই-য়ের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্লো! মন দৌড়ুতে চায়, দেহ পারে না। বার বার, হাঁটু ধ'রে বসে পড়ে, এ হিসাবে আর কতদূরে যেতে পারে? আহা! পারে না! ঐ পারে না, ঐ ঐ আহা! ঐ যে! আর যাওয়া হলো না! হাতের লাঠী খোসে পাড়্‌লো, মাথার ভিতর যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌লো। বুকে যেন বাজ বাজ্‌লো! তার পর অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! চোকে কাণে কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে হাৎড়ে হাৎড়ে দু পা এগিয়ে একজন ভদ্রলোকের রোয়াকে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বোসে প'ড়্‌তে হলো। থাক্‌তে না পেরে শুয়ে প'ড়্‌তে হলো। ছিন্নবস্ত্রাবৃত রুগ্ন শরীর মৃতের ন্যায় বোধ হতে লাগ্‌লো। এক এক ক'রে রাস্তায় লোক জমে গেল। গৃহস্বামী ভদ্রলোক, বাহিরে এসে মায়ার পিতাকে 'পড়সী' বলে চিন্‌তে পাল্লেন। রোগীর রোগক্লিষ্ট মুখের রক্তবর্ণ শিবনেত্র দুটী ভদ্রলোকের মুখপানে স্থাপিত হলো। দুটী বড় বড় গরম জলের ফোঁটা—জলের কেন, বুকনিঙড়ানো তাহা রক্তের ফোঁটা চকের কোণ দিয়ে শুষ্ক শীর্ণ কপোলদেশ ভাসিয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো। কথা কইবার সামর্থ্য ছিল না; দু একবার মাত্র চেষ্টা ক'রে যেন মৃত্যুযোগসাধনে চক্ষু মুদ্‌লেন। ভদ্রলোক বিপদ্ ভেবে লোকজন নিয়ে—সেই নির্জ্জীবপ্রায় রুগ্ন দেহ ধরাধরি ক'রে তুলে বাটীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রুগ্না পত্নীদেহপার্শ্বে রুগ্নপতিদেহ পতিত হলো। নীরব নিস্তব্ধ কক্ষে, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ শোণিতশোষক শ্বাসের মাত্র শব্দ থেকে থেকে শ্রুত হ'তে লাগ্‌লো। আর যেন কালের করালছায়া বিভীষিকার রাজত্ব হ'তে নেমে এসে অমাবস্যার নিবিড় গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায় দারিদ্র দম্পতীর মলিন জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ঢাকা দিয়ে ফেল্লে। ভাঙ্গা বাড়ী-খানা খাঁ খাঁ কোত্তে লাগ্‌লো!

এতদিনের পর আজ মায়া মুখ ফুটে বলেছে—প্রাণের দায়ে আজ মায়া স্বোয়ামীর পায়ে মাথা রেখে অনেক কথা কয়েছে, সেই গয়লা বুড়ো খবর দিয়ে গেছে, "মরে! বাপ মা মরে, অভাগিনী একবার তাদের দেখ্‌তে পারে না? এ জন্মের মত একবার কি আর মনের সাধে মা মা ব'লে প্রাণ ভোরে ডাক্‌তে পাবে না? ওগো, তোমরা মায়ার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিও, একবার তাকে যেতে দাও, এক দণ্ডের তরে বাপমাকে দেখে আস্‌তে যেতে দাও; একবার সেই শূন্য পুরীতে আছড়ে প'ড়ে প্রাণ ভরে কেঁদে আস্‌তে যেতে দাও। মায়া বৈ যে তাদের এ জগতে কেউ নাই! মৃত্যুকালে একটীবার তার চাঁদমুখ দেখে তাদের মত্তে দাও। তাদের প্রাণ ভোরে আশীর্ব্বাদ ক'রে মরে যেতে দাও। অবশ্যই তোমাদের ভাল হবে,যেতে দাও।" স্বোয়ামী পিশাচ নয়,মানুষ! তার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো. চক্ষে জল এলো—অর্থপিপাসু বাপের কঠোর নির্যাতন মনে হলো, ক্রমসমেত কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। মায়ের স্বাভাবিক পীড়ন মনে-হলো, সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধর্‌লো। তার পর নিজের নিরীহের ভাবে, নিশ্চেষ্টতা মনে পড়ে,ঘৃণায় লজ্জায়—পাতকের ভয়ে সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো, শীর্ণা বালিকার হাত ধ'রে তার অনেক দিনের অনেক কান্না, অনেক চক্ষের জল একদিনে একেবারে মুছাবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো!

মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ—আজ জোচ্চোর বেইয়ের—সেই তার কাছে বাড়ী বন্ধকরূপ মহা জুচ্চুরির আজ মহা দণ্ডের দিন। আইনের চক্রে, আদালতের সাহায্যে সব ঠিক। সেই নোণাধরা ঝরঝরে বাড়ী-খানি সেই গরীব বেচারার সেই গরীব ভিটেখানি গ্রাস করা হয়েছে. আজ তারির দখলের দিন। মায়ার শ্বশুরের আজ বড় আনন্দ, মায়াকে মারিবার আনন্দ, এ পিশা-চের আনন্দ—এ আনন্দ মর্ত্ত্যে নরকের ছবি! এ আনন্দ বিকৃত সমাজের বিষাক্ত দৃশ্য-কাব্য! ভূত প্রেত ইহার নায়ক, দানা দৈত্য ইহার পার্শ্বচর! ইহারা খল খল হাসে, দরি-দ্রের দরদরিত শোণিত সপ্ সপ্ শোষে, চক চক শব্দে অন্ত্র-তন্ত্র শিরামজ্জা চোষে! কড়কড়ে অস্থি কঙ্কাল চিবায়। মহাধ্বংসের মহা ভেরীনাদে সমাজের দুয়ারে দুয়ারে তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়ায়! ঐ দেখ, ঐ মূর্ত্তি কি না? মায়ার শ্বশুর দরিদ্র বেইয়ের বাস্ত আজ চরণে দলিত কোত্তে এলো কি না? দেখ, পুলিস অগ্রগামী! মায়ার শ্বশুর "দাঙ্গা হ'তে পারে" বলে দরখাস্ত করেছিলে, তাই আজ পুলিস অগ্রগামী। কিন্তু দাঙ্গার লোক কৈ? কৈ? বাড়ীর বাহিরে ভিতরে ত কোন সাড়া-শব্দ নাই? এ কি? যেন মরণের নিস্তব্ধতা বিরাজ কচ্চে!

সুমুখে ভাঙ্গা রোয়াক—রোয়াক দখল হ'লো, রোয়াকের গায়েই ঘর, ঘর দখলের হুকুম হলো। ঘরের চৌকাঠে পা দিতে না দিতেই ভিতর থেকে দুটো বিকট দাঁড়কাক পাখশাট মেরে কঠোর ডাক ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভাঙ্গা দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের বার হয়ে উধাও হয়ে উড়ে গেল। পাহারা-

ওয়ালা "রাম রাম" শব্দে পাঁচ পা পেছিয়ে পড়লো—ঘরের মধ্য হ'তে একটা গভীর শ্বাসপতনের শব্দ শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তেই ক্ষীণকণ্ঠে আর্ত্তনাদ! সবাই চমকিত—স্তম্ভিত, অথচ নীরব! পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের পানে—কাণে সেই আর্ত্তনাদ! এবার মায়ার শ্বশুর অগ্রসর হলো। তৃপ্তি-বিস্ফারিত চক্ষে শার্দ্দূলের চাহনি চেয়ে দেখ্‌তে পেলে, ভূতলে মলিন শয্যায় দুটী কঙ্কালসার নরনারী, শয্যার সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে আছে। নারীকঙ্কাল নীরব—নিশ্চল-নর-কঙ্কালে এখনও মৃদু মৃদু শ্বাস বইছে! গৃহে তৈজসপত্র কিছুই নাই। শয্যাপার্শ্বে একটী মাটীর পাত্রে জল, আর একটীতে অল্পমাত্র দুধ; হয় ত কোন দয়ালু পড়সী রেখে গেছে মায়ার শ্বশুর বেইকে চিন্‌তে পাল্লে, মনে কল্লে, বেনবেটী বেয়ারামী বটে, কিন্তু এর সব ভিটকিলিমি। মনে কচ্চে, এ দেখে যদি মায়া-দয়া হয়; তা কিছুতেই হচ্চে না—আজ তাড়িয়ে ভিটেছাড়া ক'রে তবে প্রাণের সাধ মিটবে! আমার সঙ্গে চালাকি? আমার সঙ্গে জুচ্চুরি? আমায় ফাঁকি? মায়ার বাপের মুদিত চক্ষু অল্প-মাত্রায় খুলে গেল; নাভি থেকে কাঁপতে কাঁপ্‌তে একটা গভীর প্রশ্বাসবায়ু নাসাপথ দিয়ে না বেরুতে পেয়ে ঠোঁটের বাঁধন ঠেলে বেরিয়ে মহাবায়ুতে মিশে গেল! মায়ার শ্বশুর, মুমূর্ষুকে চাইতে দেখে—জোরনিশ্বাস ফেল্‌তে দেখে বিকটস্বরে পুলিসকে হাত ধরে টেনে তুলে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিবার হুকুম দিচ্চে, এমন সময় বালিকার করুণ-রোলে বাড়ী-ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। উন্মাদিনীর ন্যায় এলোথেলো কেশে—বেশে, করুণরসের জীবন্ত প্রতিমা অভাগিনী মায়া মেয়েটী আমাদের ছুটে এসে মাতৃকঙ্কালের গলা জড়িয়ে ধ'রে বুকে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। পরক্ষণেই এ কি? ছিন্নামুক্ত ধনুর ন্যায় আঘাতিত ফণিনীর ন্যায় সবলে উঠে, বাপের সেই শিবনেত্র-পানে চকিতা হরিণীর ন্যায়' চেয়ে দেখ্‌লে! এখন আর একটী শ্বাসবায়ু বিকৃতকণ্ঠ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত-মুখ দ্বার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে বাহিরের বায়ুতে মিশে গেল."মায়া রে! তুই এতদিন পরে কি দেখ্‌তে এলি? এসে কি দেখ্‌লি?"

মায়ার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো; মার মৃত-দেহ-পানে একবার বিকটনেত্রে চাইলে, বাপের শেষ নিশ্বাস বেরুতে দেখ্‌লে! সজোরে একবার প্রাণভরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠ্‌লো! তার পর সর্ব্বনাশ! মায়া যে আর কাঁদে না, যেন আর কাঁদ্‌তে পাচ্চে না। মুখখানা লাল হয়ে উঠ্‌লো! রক্তবর্ণ ঘূর্ণিত চক্ষু থেকে যেন লাল আলোকের ছটা বেরুতে লাগ্‌লো! দম বন্ধ হয়ে কপালের শিরাগুলি যেন দড়ার মত ফুলে উঠ্‌লো। তীব্রবেগে দাঁড়িয়ে উঠে অনেকক্ষণের অনেক চেষ্টার পর সজোরে একবার "উঃ মা গো" বল্‌তে বল্‌তে সোণার প্রতিমা যেন ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে গেল। যুবক খোয়ামী শুশ্রূষার চেষ্টায় মুখ তুলে দেখে—আহা! সেই সোনার মুখ পাঙ্গাশবর্ণ হয়ে গেছে। ঠোঁটের পাশে কস দিয়ে অভাগিনী মায়ার ঝলকে ঝলকে রক্ত বেরুচ্চে। মায়া আর সে ভাসা চোখে চেয়ে দেখ্‌লে না। সে চোক বুঝি জন্মের মত মুদিত হলো! যে দারুণ রোগে মায়া দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছিলো, আজ তার শেষ! যে দারুণ ব্রত ধ'রে আজ এক বৎসর কাল মায়া আশায় আশায় ভুলে থেকে আস্‌ছিলো, আজ তার শেষ। সে যৌনব্রতের আজ এই কঠোর উদ্‌যাপন!

তার পর ! তার পর মায়ার শশুর পুলিশ লয়ে আস্তে আস্তে স'রে গেল। জ্ঞানপাপী কাপুরুষ, বড় ভয় তার। ক্রুদ্ধ তনয়ের মুখ-পানে চাইতেও আই ভয় হ'লো! ক্রুদ্ধ তনয় কাঁদ্‌লে না; একবার জন্মের মত বালিকা মায়ার মুখপানে চেয়ে চক্ষু মুদে মুখ ফিরালে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সংগ্রহ ক'রে তিনটী চিতায় সৎকার কত্তে লাগ্‌লো। ছোট খালের এ পারে শশ্মান, ও পারে মায়ার শশুরবাড়ী। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ তিনটী জলন্ত চিতা হ'তে তিনটী অগ্নিকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে, ঐ বাড়ীর পাশে এক অতি বৃহৎ খড়ের গাদায় পড়্‌লো। সেই খড়ের গাদা ধ'রে মায়ার শশুরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল, পরদিন শুনা গেল, কেউও বেরুতে পারে নাই। অনেককে জ্যান্ত পুড়িয়ে শেষে পাষণ্ডের দল জীবন্ত পুড়ে মলো। মায়ার স্বামী সেই শশ্মান থেকেই কোথায় চ'লে গেল, তার খোঁজ-খবর হইল না।

রত্নবেদী

বা

অপ্সর-কানন

(শ্রীরামতারণ সান্যাল কর্তৃক স্বরলয়ে গঠিত)

চরিত্র।

যোগব্রত — অন্ধতাপস। দেবযানী অপ্সরকুমারী।
সত্যদাস — তাপসকুমার। অপ্সরাত্রয়।
চিত্রভানু — গন্ধর্ব্ব।

প্রস্তাবনা

পাহাড়ী-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

আজ সবে মিলে গাঁথিব প্রণয়-মালা।
সদা সুধামধুময়,
সুবাস কুসুমচয়,
...বয়ে চয়ন সবে সাজাব প্রেমেরি ডালা।
দেখাব যতন করি,
সুধীর নয়ন ভরি,
পবিত্র প্রণয়ে নাহি বিরহ বিষমজ্বালা।

[পটক্ষেপণ]

প্রথম অঙ্ক

কানন—সরসীতট।

(সত্যদাস আসীন।)

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী হাসিতেছে নিশীথিনী।
আলিঙ্গন করি করে হইয়াছে শ্বেতাঙ্গিনী॥
হাসে দূরে ধরাধর,
বিপিনে বিটপীবর,
তরঙ্গ তুলিয়া হাসে সুতরলা তরঙ্গিণী।
প্রকৃতি প্রমোদে মাতি,
আছয়ে অঞ্চল পাতি,
উষায় সুষমারাশি বিলাইবে বিলাসিনী॥

আজ পূর্ণিমা রাত্রি, দেবাদিদেব মহাদেব এই সুখময়ী রজনীতে আনন্দকাননে আত্ম-যোগে প্রবৃত্ত হন। তাপসের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হবার এই উপযুক্ত সময়। হৃদয়, অশ্রুতপূর্ব্ব সংসারচিন্তা বিস্মৃত হও, জীবনের একমাত্র প্রধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। সংসার! সংসার কি? সংসার কিজটাবল্কলধারী তেজস্বী মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ? সেই অপূর্ব্ব স্থানে মানবচক্ষের সম্মুখে কখন কি দেবদ্যুতি নৃত্য করে? সংসারবাসীর মনের উন্নতভাব কখন কি দর্শন-পথের বহির্ভূত দ্রব্য-সমষ্টির প্রতি দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে? জানি না—সংসারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে কি না? পিতার মুখে শুনেছি, সুখ-শান্তি সংসারের জন্য নয়; তবে যে চিন্তায় সুখ-শান্তি নাই, সে চিন্তা তাপসকুমারের পক্ষে নিন্দনীয়। সংসার-চিন্তা! মানসের বহির্ভূত হও। চঞ্চল মন! এই পূর্ণিমা-নিশীথে একবার আত্মময় যোগে প্রবৃত্ত হও। (চিন্তা) এ কি! সংসারচিন্তাই মানস-চাঞ্চল্যের একমাত্র করণ। যার চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে তেজোময়ী মূর্ত্তির ধারণায় সক্ষম হওয়া যায় না, না জানি, সেই সংসার কি ভয়ানক অশান্তির স্থান! (যোগে মত্ত)

(দেবযানী ও অপ্সরাত্রয়ের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

পিলু—খেম্‌টা।

চল চল বিনোদিনী, বন-বিলাসিনী।
প্রেমময়, ফুলচয়, কানন-কামিনী,
দেখ সুচারু-হাসিনী॥

দেবযানী। সখি! এ কাননের সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর, নন্দনকানন যে উপকরণে নির্ম্মিত, এটীও সেই উপকরণে নির্ম্মিত। মন্দাকিনী যে গতিতে নন্দন ভেদ ক'রে সমস্ত স্বর্গে প্রবাহিত হচ্চে, ঐ দেখ সখি! ঐ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আশ্রম স্নিগ্ধ ক'রে সেইরূপ প্রবাহিত হচ্চে।

প্র-অ। কি সখি, এখানে সে নন্দনের বসন্ত নাই, সে কোকিলের কুহুরব নাই, সেই দেবদুর্ল্লভ পারিজাতের সে প্রাণস্নিগ্ধকর সৌরভও নাই।

দেব। সখি! দেবদুর্ল্লভ পারিজাতে আর যে মনস্তুষ্টি হয় না, কোকিলের কুহুরব কর্ণে বিষ বর্ষণ করে, চির-বসন্তে হৃদয় শুষ্ক-প্রায়।

দ্বি-অ। তা ত নয়,
প্রণয়, প্রণয়ী-মন প্রণয়ে মাতায়।
অশায় নাচায় কভু নিরাশে কাঁদায়॥

প্র-অ। তবে কি প্রিয়সখীর কান্নাই সার?

দ্বি-অ। প্রণয় কি ভাই কান্নাহাটির কাজ?

তৃ-অ। প্রণয়ী হলেই কাঁদ্‌তে হবে।

প্র-অ। সখীর এখন আর মনের স্থিরতা নাই, এখন—

আন্‌চান করে প্রাণ।
ধরা শর-শয্যা জ্ঞান॥

দ্বি-অ। তুমি ভাই আমার মনের কথাটী খুলে বলেছ। আমাদের এমন সোণার পদ্ম-ফুলে ভ্রমরটী ছোঁব ছোঁব কর্‌ছে।

তৃ-অ। কমল ছোবার নয়,
কমল কমলময়,
কি সাধে ভ্রমরা আর ঝঙ্কারিবে স্বদলে।
ছুঁতে গেলে টুপ্‌ ক'রে ডুবে যাবে সলিলে॥

প্র-অ। সত্যি ভাই, এ মোহিনী মূর্ত্তি ছোঁবার নয়;—দূরে থেকে একদৃষ্টে এই ছবিখানি দেখ, ছুঁয়ো না, গলে যাবে।

দ্বি-অ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না এটী লজ্জাবতী লতা।

মরমে মরিবে ধনী মনে পাবে ব্যথা॥

দেব। সখি! ওদিকে চেয়ে দেখ!

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরি।

দেখ সখি দেখ লো শশী গগনে।
বিতরে সুধার ধারা হয়ায সরসী পানে॥
হাসিমুখে কুমুদিনী, মৃণালসঙ্গিনী ধনী,
পাতিছে হৃদয়াসন বসাইতে প্রাণধনে॥

প্র-অ। বলে—যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে কথা; এ কাননে যে দেখ্‌বার আর কিছুই নাই। প্রাণসখী খুঁজে খুঁজে কোথায় কুমুদিনীর চাঁদের জন্য প্রাণ কেমন কচ্চে, তাই দেখ্‌ছেন, তারির ভাবে মজ্‌চেন, তারির সুখে হাস্‌ছেন।

দ্বি-অ। বলি, কুমুদের কথা নিয়ে কি ব্যস্ত থাক্‌বে? ওদিকে চেয়ে দেখ দেখি, চাঁদ যে আর তত হাসে না। ফুলতোলার কথা কি ভুলে গেছ?

তৃ-অ। হ্যাঁ ভাই, এসো সকলে ফুল তোলা যাক্।

(সকলের নৃত্য ও গীত)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তুলি ফুলরাশি হাসি এ দুকূল বসনে।
এসো এসো সবে মিলি কুসুমিত কাননে।
কাম্বিনী কামিনী ফুল,
মল্লিকা মালতী ফুল,
আকুল ভ্রমরা-কুল জ্বালাইবে জ্বলনে।
ছোঁব না গোলাপফুল কাঁটা ফোটে মরমে॥

[অপ্সরাত্রয়ের ইতস্ততঃ প্রস্থান।

দেব। আমি পদ্মফুল তুলি গে, (অগ্রসর হইয়া সম্মুখে সত্যদাসকে দেখিয়া) এ কি? এ বিজন বনে এ মোহনমূর্ত্তি! আহা! নবীন তাপসের নবীন জটাভার কি সুন্দর! আনন্দযোগে মত্ত আছেন! যেন ভবানীপতি সতী-চিন্তায় চিন্তিত আছেন। তবে কি কোন নবীন ভাগ্যবতী এ রত্নের হৃদয়ে স্থান পেয়েছে? হৃদয়! চঞ্চল হও কেন? এমন নবীন পুরুষ কোন নবীনার ভাবনায় মত্ত আছে—এ কথা বল্‌ছে কি তুমি সঙ্কুচিত হচ্চ? বল, স্বচ্ছন্দে বল, সহস্রবার বল, কিন্তু—না; নবীন তাপসের মধুময় কথা শুন্‌তে বাসনা-সাগর উচ্ছ্বসিত হচ্চে। একবার—কেবল একবারমাত্র ঐ নিমীলিত নয়নকে উন্মীলিত দেখ্‌বার ইচ্ছা হচ্চে। তাপসের যোগভঙ্গ কর্‌বো? কি করি? যা থাকে অদৃষ্টে একবার ডাকি। (করযোড়ে) নবীন তাপস! অতিথিসৎকার কর! নীরব, নিস্পন্দ, নির্নিমেষ ঋষিবর! একটী নবীনা আজ অতিথি।

সত্য। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) আপনি কে?

দেব। নবীনতাপসের অতিথি।

সত্য। আপনার চরণস্পর্শে আশ্রম পবিত্র হলো। এই কুশাসনে উপবেশন করুন।

দেব। আমাদের আসন কুশাসন নয়।

সত্য। আপনি কোন্ আশ্রমে বাস করেন?

দেব। আপনি কোন্ কোন্ আশ্রম জ্ঞাত আছেন?

সত্য। ভগবন্! পিতৃ-আশ্রম ব্যতীত আর কোন মহাতপার আশ্রম জ্ঞাত নই। পিতার মুখেই শুনেছি, এই কাননের অপরাপর পার্শ্বে অন্যান্য ঋষিদিগের আশ্রম।

দেব। আপনি তবে পৃথিবীর সমস্ত সুখেই বঞ্চিত।

সত্য। ভগবন্! পৃথিবী কি? পৃথিবীর সুখ কি, আমি জানি না, জানিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ণানন্দরূপ বিমল সুখেই আমার সুখ।

দেব। নবীন তাপস!

বনের কুসুম সথা বনেই শুকায়ে যায়।
মনের গরিমা সথা মনেই মিলিয়ে যায়॥

সত্য। তবে কি আপনি সংসারবাসী?

দেব। আজ্ঞে হাঁ, আমি সংসারবাসী এবং সংসারবাসিদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সত্য। কেন?

দেব। তাপসবর! আমি মানবী নই, অপ্সরী। আমি এতদিন শান্তমনে ছিলাম, আজ আমার সেই শান্ত মনকে আপনার ভুবনমোহন মূর্ত্তিই চঞ্চল করেছে।

সত্য। দেবি! আমি কি তবে আপনার চরণে কোন অপরাধ করেছি?

দেব। অপরাধ কিছুই নয়, তবে কি না, ঐ দুটী চঞ্চল কটাক্ষ আমার হৃদয় ভেদ করেছে। এ হৃদয় এখন আর আমার নয়, হৃদয় আপনার।

সত্য। মর্জ্জনা করবেন, আমার কিছুই বোধগম্য হচ্চে না। আপনার হৃদয় আমার হৃদয় বহুদূরে স্থিত। বিধাতার সৃষ্টিমধ্যে কখন কি কোন হৃদয় অন্য কোন হৃদয়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে?

দেব। প্রিয়তাপস! হৃদয়ের সমস্ত কথা যদি মুখে প্রকাশ করা যেতো, তা হ'লে নব-প্রণয়ী সময়ে সময়ে যন্ত্রণা-ভোগ কত্তো না। কিন্তু আমি এত অধীর হয়েছি যে, বাক্-শক্তিকে আর ক্ষমতাধীনে রাখ্‌তে পাচ্ছি না। হৃদয় আপনার ভাব প্রকাশে ব্যস্ত হয়েছে। (হস্তধারণ করিয়া) সর্ব্বস্ব-ধন! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তোমার জন্য আমার হৃদয় কাঁদেনি, কিন্তু আর না, তুমিই আমার জীবনের সাররত্ন! তোমাকেই আমি জীবন মন সমস্ত অর্পণ করেছি। এখনি এ জটাভার মুণ্ডন ক'রে দিব, গৈরিক বসনের পরিবর্ত্তে মণি-মাণিক্য-ভূষিত বস্ত্র পরিধান করাবো, পর্ণশয্যা স্বর্ণপালঙ্কে পরিণত হবে—চল, তোমায় হৃদয়ে ধারণ ক'রে আমার আবাসে নিয়ে যাই।

সত্য। প্রেতযোনি! তুমি দেবীমূর্ত্তি নও, তুমি লোভের অন্যতম জঘন্যমূর্ত্তি, যাও, স্বস্থানে যাও, তাপস-কুমারের নিকট তোমার মায়াজাল অব্যর্থ নয়। হা ধর্ম্ম! এ পুণ্যকাননে পাপমূর্ত্তির বিচরণ! প্রেতযোনির বায়ুস্পর্শেও শরীর অপবিত্র হয়।

[পলায়ন।

দেব। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি! ধর্ম্মের আদর্শ! কিন্তু রমণীর প্রণয়প্রীতিকর! হৃদয়-রঞ্জন! কি করি? মনের স্রোত আর ফেরে না। ভালবেসেছি, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রণয়-সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছি; কিন্তু আমার প্রণয়-পাত্র কি? কিছুই নয়। তাঁর হৃদয়ে ত প্রণয় নাই, তাঁর চক্ষু দুটী ত আমার চক্ষু নয়। আমি ভালবেসেছি—তিনি ত ভালবাস্‌তে জানেন না। আমি রূপ দেখি, তিনি জ্ঞান দেখেন। দুজনে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে কি হবে?

পাহাড়ী-পিলু—ঠুংরী।

রূপে মজিল রে মন।
বিলাস-লালসা আসি, পশিল হৃদয়ে হাসি,
প্রণয়-বাসনা বশে হইনু মগন॥

(সখীগণের প্রবেশ)

সখী। এই বুঝি তোমার ফুল তোলা?

দ্বি-অ। বলে,

আপনি হাসি আপনি কাঁদি আপনি ঘুরি ফিরি।

প্রেমের নদী প্রাণের ভিতর বচ্ছে ধীরি ধীরি ॥

তৃ-অ। সখি! এতদিনের পর কি এই বনের ভিতর এসে ঠ্যাং ভাঙ্‌লে?

এই যে ভাই আমি ফুল তুলেছি।

প্র-অ। ও ত ফুল নয়, ও যে কুশাসন

দ্বি-অ। তবে ঠিক হয়েছে,—

নবীন তাপস মজিয়েছে কুল আকুল করেছে।

প্রাণের ভিতর জানিনাকো কি বাণ মেরেছে ॥

তৃ-অ। তাই ত বলি, তা না হ'লে এমন হবে কেন?

বিরস মুখে আস্‌ছে হাসি আটকে রাখা দায়।

মধুমাখা সে হাসিটী দেখ্‌তে কি কেউ পায় ॥

দেব। কেন সখি! আমি কি হাস্‌ছি না?

প্র-অ। কৈ সখি! তোমার সে মধুর হাসি কৈ? এ হাসি ত সে হাসি নয়, এ হাসির নদীর ঢেউ বাতাসে উঠ্‌ছে, বাতাসে পড়্‌ছে।

দ্বি-অ। এ দিকে যে নিশির হাসি শেষ হলো। আর কেন, চল যাওয়া যাক্।

পিলু-জংলা—খেম্‌টা।

আয় লো সব নবীনবালা,
নিশির হাসি শেষ হয়েছে।
শশী হাসি—শশীর সুধা,—
জলদ মসী নাশ করেছে।
চকোরী সখি,—শূন্য পথে,—
সুধার ধারে স্বর তুলেছে ॥

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পর্ব্বতময় প্রদেশ।

(যোগব্রত ও সত্যদাস আসীন)

সত্য। পিতঃ! পিশাচিনীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্ত নূতন, তাদের হাবভাবই একমাত্র আভরণ।

যোগ। বৎস সত্যদাস! আর কখনও সে কাননমধ্যে পদার্পণ করো না। তারা মায়াবিনী, তাদের মায়াতে মুগ্ধ হ'লে, তোমার যোগধর্ম্মের অনেক বিঘ্ন ঘট্‌বে।

সত্য। পিতঃ! সেই পিশাচিনীর আস্পর্দ্ধা দেখুন, বলে—তোমার জটাভার মুণ্ডন ক'রে দেবো, স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত কর্‌বো। পিতঃ! স্বর্ণালঙ্কার কি?

যোগ। সংসারমগ্ন মানবের চিরন্তন বিষাদের কারণ।

সত্য। তবে কেন আমি সে বিষাদভার গ্রহণ করি?

যোগ। বৎস! সে মায়াবিনীদের যা কিছু প্রত্যক্ষ দেখেছ, সে সমস্তই আপাততঃ মনোরম। প্রথম প্রবেশ কর, সম্মুখে সুখ-শান্তি বিরাজমান; কিছুদিন বিচরণ কর' অনন্ত দুঃখ—অনন্ত অশান্তি, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ কর্‌বে।

সত্য। পিতঃ! সে সুখ-শান্তির সঙ্গে আশ্রমের সুখশান্তির প্রভেদ কি?

যোগ। সংসারের সুখ-শান্তি ক্ষণিক, আশ্রমের সুখশান্তি অনন্ত। সংসারের সুখ-শান্তি মানবীয় কৌশলে আবদ্ধ, আশ্রমের সুখ-শান্তি ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাঁরই কৌশলে অনন্ত-কাল আবদ্ধ।

সত্য। পিতঃ! সংসারী হ'লে কি যোগ-সাধনের কোন ব্যাঘাত ঘটে?

যোগ। বৎস! সংসারী হলেই সংসার-চিন্তায় চিন্তিত থাক্‌তে হবে, পরমাত্মচিন্তার সময় তার পক্ষে দুর্লভ, কাজেই যোগসাধনের ব্যাঘাত ঘটে।

সত্য। যারা সংসারী, অথচ সংসারচিন্তা নাই, তারা কি পরিণামে পরমাত্মায় সংলগ্ন হ'তে পারে না?

যোগ। বৎস! আমরা সংসারী নই। কেন মিছে অসার সংসারচিন্তায় মনোনিবেশ ক'রে ক্ষণেকের তরেও চিরশান্তিময় মনকে আন্দোলিত করি। তোমার সরল মনে ও সকল ভয়াবহ চিন্তার স্থান নাই।

সত্য। পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

যোগ। বৎস! একবার সুললিত গাথায় সেই দেবদেবের মহিমা কীর্ত্তন কর!

সত্য। পিতৃ-আজ্ঞা এখনি সম্পাদিত হবে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভাব রে ভব ভোলানাথ, ভবেশ ভয়হারক।
চন্দ্র-ভাল, অস্থি-মাল, জাহ্নবী-শিরোধারক॥
শ্মশান-বিভব শৈলরাজ, অঙ্গে বিভূতি
ভূষার রাজ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিলোক মাঝ,প্রলয়-শিঙ্গা-নাদক॥

যোগ। বৎস! চল, আশ্রমে যাওয়া যাক্।

সত্য পিতঃ! আমায় অনুমতি দিন, আমি কিয়ৎক্ষণ স্বভাব পর্য্যালোচনা করি, আর ঐ উচ্চতর শৃঙ্গে উত্থান ক'রে পার্শ্বস্থ কাননসমূহের শোভা সন্দর্শন করি।

যোগ। অধিক বিলম্ব করো না।

[যোগব্রতের প্রস্থান।

সত্য। (স্বগত) মায়াবিনী আমাকে মায়াজালে বদ্ধ কর্‌তে এসেছিল। সে মায়া-জাল ভেদ করেছি, কিন্তু মায়াজাল কি? কিছুই জানি না। সংসারাশ্রম উত্তম কি অধম? কে জানে? পিতা বল্লেন, সংসারের সুখ ক্ষণিক, কেন ক্ষণিক? আশ্রমের সুখই বা চিরস্থায়ী কেন? আশ্রম ও সংসার উভয়ই বিধি-সৃষ্ট, সুখশান্তিও তাঁর সৃষ্টি; তবে কি সুখ-শান্তির ভিতরেও তাঁর দ্বিভাব আছে? তবে ত তিনি পক্ষপাতী, কিন্তু সেই তেজোময় মূর্ত্তিকে কে পক্ষপাতী বল্‌তে পারে? তিনি অনন্তকাল পর্য্যন্ত অপক্ষপাতীরূপে বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। তবে ত সংসারেরও সুখ-শান্তি আছে। হয় ত কোন উপযুক্ত মানব না থাকাতেই সেখানে সুখ-শান্তির প্রভাব নাই। আমি যদি সংসারী হই?—না, পিতার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়। আহা! কি মনোহর শৈলশৃঙ্গ! চতুর্দ্দিকেই বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান; এই সমস্ত দর্শন কল্লেই কবির হৃদয় আর গায়কের কণ্ঠ উন্মুক্ত হয়।

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

নয়ন ফিরায়ে দেখি নয়ন রঞ্জন।
বিধাতার বিধিবশে সবে নিগমন॥
বেগবতী স্রোতস্বতী,
তরঙ্গে টলায়ে ক্ষিতি,
তাঁরি আজ্ঞাধীন হয়ে করিছে গমন॥
ঘোরে রবি শশী তারা,
কত গ্রহ পথহারা,
তিনিই সবারি সার সবারি জীবন॥

সত্য। আবার সেই সংসার-চিন্তা! কি করি? কেমন ক'রে এ চিন্তা হ'তে পরিত্রাণ পাই?

(নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে অপ্সরাত্রয়ের ও দেবযানীর প্রবেশ)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম-মগনা রমণী মণি নেহার লো।
সুধ-শিখর-নিকরে বিহার লো॥
শত শ্বেতমণি, সুর-শিরোমণি,
নব কিরণে সুধার আধার লো॥

দেব। সখি! এই গিরিশিখরও তাঁর ভ্রমণের স্থান, সে শতদল পদ্মটী ঐ নির্ঝরিণীর তীরেও বিকসিত হয়।

প্র-অ। সখি! সেটী কি বৃন্তভাঙ্গা কুসুম?

দেব। সখি! সে কুসুম সদা প্রস্ফুটিত; তার সৌরভের নিবৃত্তি নাই; যে সে সৌরভ একবারমাত্র আঘ্রাণ করেছে, তার আর রক্ষা নাই; কাছে যাও, সজীব সৌগন্ধে মস্তিষ্ক পূর্ণ হবে, দূরে যাও, পবন কিঙ্করবেশে সেই পরিমল লয়ে ধাবমান হবে।

দ্বি-অ। ওলো! এ তবে সে প্রেম নয়, এ প্রেম-পারাবারে অনেক তরঙ্গ।

তৃ-অ। ওলো—

প্রেমতরঙ্গ রঙ্গ করে অঙ্গ জ্বলে যায়।
প্রেমের সাগর কোন কালে কাঁপে কি লো তায়॥

প্র-অ। সাগর কাঁপেন নি, হেলে দুলে যাচ্চেন।

দেব। কৈ? আমি ত সমস্তই দেখ্‌লেম, কৈ, এখানেও ত তিনি নাই? তবে কোথায় গেলেন?

দ্বি-অ। ও সখি! তুমি বুঝি চারিদিকেই দেখ্‌ছিলে, আর আমরা যে এত ব'কে মলুম, এ বুঝি কর্ণে প্রবেশ হলো না? হায় হায় হায়! একেবারে মতিভ্রম!

দেব। সখি! আমি ত দেখিনি।

তৃ-অ। তবে কে কি দেখ্‌ছিলি ভাই?

দেব। সখি! আমার আঁখি দুটীই দেখ্‌ছিলো।

প্র-অ। তা বেশ হয়েছে, তবে তুমিই দেখ, আমরা আপনা আপনি দেখাদেখি করি। তোমার মুখখানি ভাই দিব্বি।

দ্বি-অ। যেন পূর্ণিমার চাঁদ।

তৃ-অ। না সখি, আমার চাঁদের মত মুখে কাজ নেই, আমার মুখখানি যেন চাঁপাফুল।

দ্বি-অ। ও সখি! চাঁপাফুল বলো না, দেবকবি তা হ'লে তোমায় আস্ত রাখ্‌বে না, পাপড়িগুলি সব ভেঙ্গে দেবে।

প্র-অ। আচ্ছা সখি, ভাসা ভাসা ছোট চক্ষু ভাল, না আকর্ণবিশ্রান্ত আঁখি ভাল?

দ্বি-অ। আমি কেমন ক'রে জান্‌বো সখি? আমার আকর্ণ-বিস্তৃত চক্ষুও নেই, ভাসা ভাসাও নয়, যাঁর আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর না।

তৃ-অ। (দেবযানীর প্রতি) সখি, তুমি বল না।

দেব। ঐ দেখ সখি।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—জলদ-তেতালা।

দেখ লো স্বজনি ধনী রমণীর শিরোমণি।
হেরি চারু জটাভার, ধারা ধরে ধরাধর,
কিবা মধুর অধর, মাধুরী-আধার মানি।
ঢল ঢল দুনয়ন, যেন কামশরাসন,
নলিনী মৃণালে যেন সুগোল যুগল পাণি॥

প্র-অ। তাই ত সখি, এ রূপরাশি দুর্লভ!

দ্বি-অ। অপরূপ হেন রূপ স্বরূপের রূপ।
কুরূপ কামিনীরূপে বিধাতা বিরূপ।

তৃ-অ। তাই ত সখি,

শৈলশিরে মনোহারী শোভায় অতুল।
কণ্টকী মৃণালে যেন ফোটা পদ্মফুল॥

দেব। (অগ্রসর হইয়া) নবীন তাপস! আমায় কি পরিচিত বোধ করেন? একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছেন? কাল নিশীথে যে রমণী লজ্জা ত্যাগ ক'রে মুক্তকণ্ঠে প্রণয় ব্যক্ত করেছে, প্রিয়দর্শন! একবার স্মরণ করুন, এই সে রমণী, আজ আবার আপনার চরণ-সমীপে উপস্থিত: একবার করুণ-নয়নে দর্শন করুন।

সত্য। দেবযানি! তুমি ত আমার নিকট কোন দোষে দোষী নও, তবে কেন করুণা প্রার্থনা কচ্চো?

দেব। (হস্ত ধারণ করিয়া) প্রিয়দর্শন! আমি তোমার চরণে যথেষ্ট দোষী, এক প্রণয়ই আমাকে দোষী করেছে।

সত্য। প্রণয় কি, আমি জানি না।

দেব। প্রণয় প্রেমিকহৃদয়ের প্রধান কার্য্য।

সত্য। প্রেমিকহৃদয় কি?

দেব। মানবজীবনের প্রধান কার্য্য প্রেম, রমণীর সহিত সুখপরিণয়ই প্রেম।

সত্য। সে প্রেমে আবদ্ধ হ'লে ঐশ্বরিক যোগের কোন ব্যাঘাত জন্মাতে পারে?

দেব। অপবিত্র প্রেমিকদের ঈশ্বর-কার্য্য বিনষ্ট হয়।

সত্য। পবিত্র প্রেমে আর অপবিত্র প্রেমে প্রভেদ কি?

দেব। ঈশ্বরসৃষ্ট পবিত্র প্রেমের অপভ্রংশই অপবিত্র প্রেম।

সত্য। প্রিয়বাদিনি! আমি যদি পবিত্র প্রেমে মগ্ন হই?

দেব। হৃদয়রঞ্জন! তা হ'লেই এই রমণী অনন্তকাল পর্য্যন্ত ও পদসেবায় কৃতার্থ হয়।

সত্য। তথাস্তু।

প্র-অ। ও লো, ফুল পড়েছে।

দ্বি-অ। আরো গাছ নাড়া দে, অনেক ফুল পাবি।

তৃ-অ। ও সখি! ও কি নড়্‌বার গাছ যে নড়্‌বে, হেসে হেসে ছোট ছোট হাত দুখানি দুলিয়ে ফুল চাও, সাজি ভ'রে যাবে এখন।

দেব। প্রিয়তম! প্রণয়িযুগলের প্রথম মিলন কি সুখকর!

সত্য। এই সুখ অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত সুখে পরিণত হওয়ার প্রয়োজন।

দেব। এই উভয়ের হৃদয় এক হৃদয়ে পরিণত হ'লেই অনন্ত সুখ-শান্তি বিরাজ করবে।

(সখীদ্বয়ের নৃত্য ও গীত)

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

আহা মরি মরি কিবা মাধুরী।
হাসিছে সুখ-সহচরী॥
করিয়ে মঙ্গল গান,
তুলিব সুতানে তান,
পোহাল প্রণয়াকাশে শোক-শর্ব্বরী॥

তৃতীয় অঙ্ক

অপ্সর-কানন।

(উন্নত শ্যামল শয্যার উপর সত্যদাস ও দেবযানী আসীনা, অপ্সরাত্রয়ের নৃত্য ও গীত)

ধুন-সারঙ্গ—কাওয়ালী।

মরি মাধুরী ধরে কিবা ফুলবন।
নবীন নটবরে, নব নাগরী,
নবীন কুসুমহারে করে বরণ॥

প্র-অ। ঋষিবর! নমস্কার, বলি সুখ-শান্তির জন্যে না পাগল হয়েছিলে, এখন সুখশান্তি বুঝ্‌তে পেরেছ কি?

সত্য। এক ধারে সুখশান্তি অপ্রাপ্য।

দ্বি-অ। ওটী ভাই তোমার পাগ্‌লামী।

তৃ-অ। ওলো, পাগ্‌লামী নয়, কর্ত্তার বুঝি জাত-ভায়াদের মনে পড়েছে।

দেব। নাথ! এ কানন কি তোমার শান্তিহীন বোধ হচ্চে?

সত্য। বিধুমুখি! যার পার্শ্বে এমন সুখশান্তি বিরাজ ক'চ্চে,তার আবার শান্তির অভাব?

প্র-অ। আহা হা! এমন গালভরা কথা কোত্থেকে শিখ্‌লে?

সত্য। তোমরাই ত শেখালে।

দ্বি-অ। দেখ দেখি ভাই, এতে কত সুখ। মনে কর দেখি, আগে কি ছিলে, আর কি হয়েছ, তখন বনে ব'সে পেঁচার ডাক শুনতে, এখন রমণীর সুধামাখা কথায় বুক দশহাত হচ্চে, তখন কদাচ কখন এক একটা বনমানুষের মুখ দেখ্‌তে, এখন হাত বাড়ালে দু-দশটা হাসিমাখা মুখ গড়িয়ে পড়্‌চে।

তৃ-অ। আচ্ছা ভাই! কোকিলের ডাক তোমার কেমন লাগ্‌তো?

সত্য। বোধ হ'ত যেন ঈশ্বরের স্তুতিবাদ কচ্চে।

তৃ-অ। আর এখন?

সত্য। এখনও তাই বোধ হয়।

তৃ-অ। তবে তোমার বুনোস্বভাব এখনও যায় নি।

সত্য। কেন?

তৃ-অ। ভাই! যার হৃদয়ে প্রণয় আছে, তাকে পশুপক্ষীর স্বর চিন্‌তে হবে। এখন কোকিল কি বলে জান? বলে,—

বনের ভিতর কুটায়ে গলা কুহু কুহু করি।
প্রেমিক-মনে প্রণয়-আগুন জ্বালাই ধীরি ধীরি॥

সত্য। তবে ত কোকিলের গুণ অনেক।

দেব। নাথ! ওটী যে মদনবাণের হলাহল; মদন ফুলশর ক্ষেপণ কল্লেন, কোকিল ঝঙ্কার ক'রে তার হৃদয়ে বিষ ঢেলে দিলে।

প্র-অ। সখি! তোমার ভাই সেটী ভাল জানা আছে, উনি মুনি-ঋষি মানুষ; ভাং-ধুত্‌রোর পর্ব্বত; একটুখানি বিষ ত ওঁর দৈনিক আহার।

সত্য। ঋষিমাত্রেই কি ভাংধুতুরা-প্রিয় হয়?

দ্বি-অ। তবে মহাশয়দের চক্ষুদুটী জবা-ফুলের মত কেন?

সত্য। অনিদ্রাও ওর অন্যতম কারণ হতে পারে।

তৃ-অ। তবে কি ঈশ্বরযোগেও রাত্রি-জাগরণের প্রয়োজন?

প্র-অ। ওলো চল্, আমরা এখন যাই, নবীন দম্পতী একটু বিশ্রাম করুক্।

দ্বি-অ। হাঁ ভাই, চল,
প্রণয়ের পরিণাম একত্রে মিলন।
দুজনেতে সুখে তায় কর সন্তরণ॥

[অপ্সরাত্রয়ের প্রস্থান।

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী-জংলা—ঠুংরি।

প্রাণনাথ প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে,
ভালবাসি মধু হাসি মধুর অধরে হে।
দেখো নাথ দেখো দেখো,
অধীনীরে মনে রেখো,
বিরহ বিষম দাহে যেন না জ্বলি—
অন্তরে অন্তর রেখে দেখি প্রাণ ভরে হে॥

সত্য। প্রিয়তমে! আর সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি তোমায় লোভের অন্যতম মূর্ত্তি ব'লে তিরস্কার করেছিলাম, কিন্তু তখন ত জানতাম না যে, এই মূর্ত্তিই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হবে? এখন আমার একমাত্র ধন তুমি!

দেব। প্রণয়ে প্রবৃত্ত হ'লে যে যোগধর্ম্মের ব্যাঘাত হবে বলেছিলে, আমার কপালদোষে সেটী যেন না ঘটে।

সত্য। প্রিয়তমে! কে বলে প্রণয়ে শান্তি নাই? সংসারী হলেম, যোগসাধনা করবো, সম্মুখে কোন ব্যাঘাত নাই।

দেব। নাথ! এতদিনের পর আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। বাসনা ছিল, আমার চক্ষে যিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবেন, তাঁরেই হৃদয় প্রদান করবো। এতদিনে তা সফল হয়েছে।

(সত্যদাসের গীত)

বেহাগ—আড়া।

সুচারুহাসিনি!
অধরে অমৃত ধর দিবা-যামিনী ॥
পল্লব মৃণালদল, নেত্র নীল-উৎপল,
করতল শতদল চরণ নব-নলিনী।
হেন মুখে মাখা হাসি,
আমি বড় ভালবাসি,
হৃদয়ে রাখিব সদা মনোমোহিনী ॥

(চিত্রভানু গন্ধর্ব্বের প্রবেশ)

চিত্র। দেবযানি! এ কি?

দেব। প্রণয়ের পরিণাম!

চিত্র। দেবযানি! আমাকে বঞ্চিত ক'রে মানবের প্রতি অনুরক্তা?

দেব। শুদ্ধ অনুরক্তা নয়, পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি।

চিত্র। পাষাণ-হৃদয়া! এই কি তোমার উপযুক্ত কাজ? আমি যে এতকাল তোমার সাধনা কল্লেম; তুমি কি এইরূপে তার প্রতিফল দিলে? দেবযানি! আর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নির্ব্বাণোন্মুখ আশা মানসমন্দিরে ক্ষীণালোক বিস্তার কচ্ছিল, এখন সর্ব্বস্ব আঁধার! যাই হোক্, আমি নির্ব্বোধ, এতকাল তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ছিলাম, তুমি আমায় ঘৃণা ক'ত্তে—আমি সেই ঘৃণাকে ভালবাসা মনে কত্তেম, একদিন একটী কথা কয়ে মনে কত্তেম, কত সহস্র প্রণয়ের কথা কয়েছি, সে আশায় নিরাশা!

দেব। চিত্রভানু! প্রণয় অন্ধ, তা তুমি স্বীকার কর?

চিত্র। পাপীয়সি! তুই আমার হৃদয়ে অগ্নি নিক্ষেপ কল্লি; একবার মনে হচ্চে, তোর মস্তকে পদাঘাত ক'রে প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে যাই, কিন্তু আশা-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হচ্চে, দেবযানি! তুমি যে আমার একমাত্র হৃদয়-তোষিণী।

দেব। চিত্রভানু! ভূতপূর্ব্ব কথা ভুলে যাও, তখন আমি কুমারী ছিলাম, এখন একজনের বিবাহিতা পত্নী হয়েছি।

চিত্র। তুই দুশ্চারিণী, আমার হৃদয়ে অনল জ্বেলেছিস্, আমিও তোর হৃদয়ে অনল জ্বাল্‌বো। এতকাল যে মায়াজাল অধ্যয়ন করেছি, আজ প্রকৃত হিংসার সহায়ে সেই অধ্যয়ন কার্য্যে পরিণত করবো।

দেব। শতবার মায়াজাল নিক্ষেপ কর, পবিত্র দম্পতীর কেশমাত্রও স্পর্শ করতে পাবে না।

চিত্র। পাষাণি! এটী যেন মনে থাকে যে, বিমুখ প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর হিংসা হলাহল হতেও তীব্রতর।

[প্রস্থান।

সত্য। প্রিয়তমে! উনি কি প্রেমোন্মাদ?

দেব। না, ওঁদের হৃদয়ে অপবিত্র চঞ্চল প্রেম বসতি করে।

সত্য। ওঁর হিংসায় কোন ভয়ের কারণ আছে?

দেব। প্রাণনাথ! পবিত্র দম্পতী কারে ভয় করে? তারা নিজের সুখেই নিজে উন্মত্ত।

সত্য। চল প্রিয়ে, এ কানন পরিত্যাগ ক'রে যাই।

দেব। কেন নাথ?

সত্য। আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

দেব। এমন অসময়ে নিদ্রাকর্ষণ? তাই ত, আমারও যে নিদ্রা আসে।

সত্য। তবে আর এখানে অপেক্ষায় কাজ কি?

দেব। কেন নাথ! আমরা এইখানেই নিদ্রা যাই এসো।

(উভয়ের শয়ন)

সত্য। নিদ্রার নিকট সকলেই পরাজিত। যে বীরপুরুষ সমস্ত দিবা যুদ্ধ ক'রে শতসহস্র জনকে পরাভূত করেছেন, নিশীথে তিনিও নিদ্রার নিকট পরাজিত।

দেব। কিন্তু সখে! নিদ্রা নবদম্পতীর অসুখজনক!

(উভয়ের নিদ্রা)

(একগাছি মায়াযষ্টি হস্তে চিত্রভানুর শূন্য হইতে অবতরণ)

চিত্র। এই মায়াযষ্টির প্রভাবে ওদের দুজনকেই নিদ্রিত করেছি, আবার এরই প্রভাবে ওদের বিচ্ছেদ হবে। পাপীয়সি দেবযানি! তুই আমার হৃদয়ে যে শেল প্রহার করেছিস্, তার প্রতিফল, আমি তোকে চিরকালের জন্য কষ্ট দেব। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমায় যত জঘন্য কার্য্য কোত্তে হয়, তা করবো। দেবযানি! সুখে পতি-কোলে নিদ্রিত হয়েছিস্, তোর ঐ পতিকে আমি মায়াজালে অপহরণ কোরবো।

(সত্যদাসের শরীরে মায়াযষ্টি স্পর্শ

ঐ নিদ্রিত অবস্থাতেই আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আয়।

(অগ্রে অগ্রে গমন, পশ্চাতে নিদ্রিতাবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া সত্যদাসের গমন)

দেব। (নিদ্রোত্থিত হইয়া) কৈ? এ কি? প্রাণনাথ কোথায় গেলেন? প্রাণেশ্বর! জীবনসর্ব্বস্ব! কোথায় লুক্কায়িত হলে? (পরিভ্রমণ) কৈ, কোথাও তো নাই, তবে কি হলো? কোথায় গেলেন? হায়! হায়! হায়! কে অভাগিনীর ধন হরণ কল্লে? হা বিধাতঃ! তিনি যে আমার অনেক যত্নের ধন। হৃদয়েশ! এই যে কিঞ্চিৎ অগ্রে একত্রে শয়ন কল্লেম? কালনিদ্রা! কেন তুই আমার নয়নে এসেছিলি? আমি যে আমার সর্ব্বস্বধন হারিয়েছি।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

দুঃখিনী-জীবনধন ত্যজিয়ে সুখকারণে
কোথা গেল অকস্মাৎ প্রবোধ মনে না মানে॥
বল দেখি বেগবতী,
কোথা মম প্রাণপতি,

বিয়োগ-বিধুরা অতি হয়েছি প্রাণেশ বিনে।
সহে না রে এ যাতনা ব্যাকুলা বিরহ-বাণে ॥

(রক্তাক্ত কৃপাণ হস্তে চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। দেবযানি! তোমার মানব স্বামী কোথা?

দেব। চিত্রভানু! হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়, আমি আমার সর্ব্বস্বধন হারায়েছি।

চিত্র। দেবযানি! এতক্ষণের পর আমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে। এই দেখ, রক্তাক্ত কৃপাণ, এ শোণিত তুমি চেন?

দেব। আঁ্যা! তবে কি আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে?

চিত্র। তোমার সর্ব্বনাশ করাই আমার চিরব্রত, এই কৃপাণ তোমার প্রাণনাথের শিরশ্ছেদন করেছে।

দেব। (করযোড়ে)

হেন নিদারুণ বাণী,
কেন বল দেবযোনি,
কাঁদে তাহে আকুল পরাণ।
জীবন-সর্ব্বস্বধন,
সেই একটী রতন,
স'পেছি তাঁহারে মন প্রাণ ॥
বিরহে কাতর হিয়ে,
দেহ তাঁরে মিলাইয়ে,
শোকরাশি হোক অবসান ॥

চিত্র। দেবযানি! তোমার স্ত্রীকণ্ঠ-করুণ ক্রন্দনে আর আমার হৃদয় আকুলিত হয় না। আমি এ বক্ষ পাষাণে বেঁধেছি।

দেব। চিত্রভানু! কেন আর আমায় প্রতারণা কর? আমার একমাত্র ধনকে এনে দাও, হৃদয়-জ্বালার নিবৃত্তি হোক্।

চিত্র। এই নেও, তোমার হৃদয়েশের ছিন্ন মুণ্ড নাও।

(ছিন্নমুণ্ড দান)

দেব। আঁ্যা! তবে কি সত্য সত্যই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ওঃ! (মূর্চ্ছা)

চিত্র। এই উপযুক্ত সময়।

[দেবযানীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রস্থান।

(অপর দিক্ হইতে অপ্সরার প্রবেশ)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন গো শূন্য কানন হেরি।
কোথা গেল নব নব নাগরী ॥
সুখ-প্রেমবনে,
সুখে নাথ সনে,
মজেছিল প্রেমভাবে—
সে সুখ ত্যজিয়ে,
মদনে মথিয়ে,
কোথা গেল নবীনা নাগরী ॥

চতুর্থ অঙ্ক

পর্ব্বত-গহ্বর।

(আলুলায়িতকেশে দেবযানী পর্ব্বতোপরি উপবিষ্টা)

(দেবযানীর গীত)

পাহাড়ী—লোফা।

বিধি রে,—
দারুণ অনলে কেন করিছ দহন।
অমরী করিয়ে মিছে করেছ সৃজন ॥
অমরী না হলে পরে,
জীবন যেতো অন্তরে,
জীবন-জীবন ধনে করেছে কাল হরণ ॥

দেব। (স্বগত) হায়! ও যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না, এ বিষাদ্‌ভারের জন্ত আর আমার হৃদয়ে স্থান নাই। ওরে কাল! আমি তোর চরণে কি অপরাধ করেছি যে, তুই আমার সর্ব্বস্বধন নয়নমণি হরণ কল্লি? না না, এ তো তোর দোষ নয়। এ দোষ আমার; নতুবা কেন আমি এই অনন্ত জগৎ অন্বেষণ করে এই নবজীবনে জীবন সমর্পণ কোল্লেম? কেন আমি তারই প্রেমে প্রেমব্রত ধারণ কল্লেম? অঁ্যা! প্রাণেশ্বর কোথায়? কৈ, এ শৈলশৃঙ্গে ত নাই। ওঃ! দুষ্ট গন্ধর্ব্ব আমার হৃদয় শূন্য ক'রে করাল কৃপাণে তাঁরে নিহত করেছে। আমাকেও কঠিন নিগড়ে বদ্ধ করেছিল। হায় রে! কেন আমি সে নিগড় ভগ্ন কর্‌লেম? কেন আমি পাগলিনীর ন্যায় এই পর্ব্বতে বিচরণ কত্তে এলেম? এখানে কি শান্তি আছে? কৈ শান্তি? কোথা শান্তি? হৃদয়ে আমার? আমার হৃদয়ে অহ-রহ দগ্ধ ধাতু-স্রোত বয়ে যাচ্ছে! হায়! আর কি তাঁরে দেখ্‌তে পাব? মিছে আশা! কে আর আমাকে একবারমাত্র সে মূর্ত্তি দেখাবে? (পর্ব্বত হইতে অবতরণ) শৈল-রাজ! জান কি হে তুমি, কোথা মম প্রাণে-শ্বর? শুধু প্রতিধ্বনি মাত্র, কোথা প্রাণেশ্বর? তুমিও নিদয় হলে? হায় রে! অভাগীর কথা কেবা শুনে ত্রিভুবনে। কেন তবে শৈলরাজ উন্নত-মস্তকে তুষার ঢালিয়া শিরে আছ বিদ্যমান? যাও তুমি রসাতলে!

(হস্তস্পর্শে এক গহ্বরের দ্বার উদ্‌ঘাটন, সত্যদাস দণ্ডায়মান)

এ কি নাথ! এ কি! হেথা কেন তুমি?

সত্য। গন্ধর্ব্বের মায়াজালে বদ্ধ আছি আমি।

দেব। বিধাতা! তুমি ধন্য! এ দুঃখিনীর রোদননিনাদে তোমার হৃদয় যে আকুলিত হয়, এই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রাণেশ্বর! আর যে কখন তোমাকে দেখ্‌তে পাব, এ আশা ছিল না।

সত্য। প্রিয়তমে! আমারও জীবন শেষ হয়ে এসেছিল। অনাহারে তোমার মুখ-চন্দ্রমা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে এই গহ্বরে আমার সমাধি হতো, কিন্তু অপূর্ব্ব বিধি-লীলা! আমরা পুনরায় একত্র মিলিত হলেম। জীবনদায়িনি! তুমি কেমন ক'রে এ কারাগারের অনুসন্ধান কল্লে?

দেব। প্রাণেশ্বর! সেই ভয়ঙ্কর দিনে কালনিদ্রাবশে আমি তোমায় হারালেম। জেগে উঠে দেখ্‌লেম, আমার হৃদয়ের পূর্ণ-শশী অস্তমিত হয়েছে। শূন্যকানন মরুভূমির ন্যায় বোধ হলো। করুণস্বরে বিজন বন নিনাদিত কল্লেম। কোথাও তুমি নাই, তোমার মধুমাখা স্বর একবার শোন্‌বার জন্ত কাননের চারিদিকে ভ্রমণ কল্লেম। এমন সময়ে করাল কৃপাণ হস্তে দুষ্ট গন্ধর্ব্ব তোমার ছিন্নশির আমার সম্মুখে ফেলে দিলে; হৃদয় ফেটে গেল—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌লেম—মূর্চ্ছা-ভঙ্গে দেখি, কঠিন নিগড়ে বদ্ধ হয়েছি। কিন্তু বল দেখি নাথ! এই ত্রিভুবনে এমন কোন কঠিন নিগড় আছে, যাতে সদ্য পতিহারা রমণীকে বন্ধন কর্‌তে পারে? শৃঙ্খল ভগ্ন ক'রে পাগলিনীর ন্যায় এই পর্ব্বতে ছুটে এলেম। হঠাৎ করস্পর্শে গহ্বরদ্বার খুলে গেল।

সত্য। প্রিয়তমে! আমার জন্ত এই কোমল শরীরে কত কষ্ট সহ্য করেছ! তুমি আমার জীবনদায়িনী! (অশ্রুপতন)

দেব। প্রাণেশ্বর! পূর্ব্বের বিপদ স্মরণ ক'রে কেন আর রোদন কর?

সিন্ধু-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রাণধন প্রেমবশে দু-নয়ন।
আশারি আসার হারে করিছে রোদন॥
বিরহ বিষম বাণে, ব্যথিত জীবন হায়,
দিবানিশি হয় দহন॥

দেব। নাথ! চল, আমরা আলয়ে যাই।

(চিত্রভানুর প্রবেশ)

চিত্র। এ কি? পাপিনি! কেমন ক'রে কঠিন নিগড় ভগ্ন কল্লি? কোন্ দৈববলে আমার মায়াজাল ছিন্ন করে তোর মানব পতিকে উদ্ধার কল্লি?

দেব। চিত্রভানু! পূর্ব্বে শতবার তোমার জঘন্য প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে প্রণয় অন্ধ বলেছি। সেই জন্যই ত্রিভুবন অন্বেষণ ক'রে পৃথিবী হতে এই পুরুষরত্নকে এনেছি আর যথাযোগ্য পরিণয়পাশে বদ্ধ করেছি, তবে কেন আর মিছা আশয়ে ভ্রমণ কচ্চো, কেনই বা জঘন্য কোশলে সতীর সতীত্বের প্রতি আক্রমণ কচ্চো? এ কার্য্য দেবকুলের উপযুক্ত নয়।

চিত্র। পাপীয়সি! আমি রমণীর বাক্যের কৌশল বিশেষ জানি, দুর্ল্লভ দেবতাযোনি বঞ্চিত ক'রে সামান্য মানব-প্রেমে বদ্ধ হবে? এখনি এর উপযুক্ত প্রতিফল দেবো। যে মায়াবলে সুখের বাসর হ'তে তোর প্রাণপতিকে হরণ করেছিলেম, এখনি সেই মায়াবলে অনলবৃষ্টি ক'রে তার প্রাণবিনাশ করবো।

দেব। গন্ধর্ব্বরাজ! এই কি তোমার উচিত? অবলা রমণী ব'লে এত অবিচার, দেবপতির বিচারাসন কি শূন্য আছে? তাঁর হৃদয় কি রমণী-রোদনে বিদীর্ণ হয় না? চিত্রভানু! এখনি আমি দেবসভায় প্রবেশ ক'রে সুবিচার প্রার্থনা করবো। দেখি, তুমি কোন্ মায়াবলে আমার জীবন-সর্ব্বস্বের প্রাণ সংহার কর। যদি ত্রিদশ-আলয়ে সুবিচার থাকে, তবে আমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্বের প্রাণরক্ষা করবো।

চিত্র। হাঃ হাঃ হাঃ! সুন্দরি! মিছে আশা। জান না কি পাপীয়সি হয়েছ পতিত। স্বর্গদ্বার তব তরে নহে অবারিত।

দেব। গন্ধর্ব্বরাজ! আমি আপনার চরণ ধারণ ক'রে বল্‌ছি, জীবিতনাথের জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

চিত্র। দুর্ব্বিনীতাকে দয়া করা নিষিদ্ধ। আমি এখনি তোর প্রার্থনার উপযুক্ত ভিক্ষা দিচ্ছি। ঐ দেখ্, ঐ যে শৈলপার্শ্ব হতে অনলশিখা উত্থিত হচ্ছে, ঐ শিখা শতশিখা হয়ে তোর জীবনকান্তের প্রাণহন্তারক হবে।

দেব। কি হবে? প্রাণেশ্বর! আমি কেমন ক'রে তোমার প্রাণরক্ষা করবো? (সত্যদাসকে আলিঙ্গন)

চিত্র। দেবযানি! এখনও মানবের প্রণয়-বাসনা পরিত্যাগ কর। আমার সহিত পরিণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হও, নচেৎ এখনি তোমার নয়নের সম্মুখে তোমার জীবনের পূর্ণশশী অস্ত যাবে।

দেব। চিত্রভানু! ও দুরাশা পরিত্যাগ কর। দুঃখিনী রমণীর প্রতি আর অত্যাচার করো না।

(এক পার্শ্ব হইতে অপ্সরাত্রয় ও যোগব্রতের প্রবেশ।)

প্র-অ। ঋষিবর! ঐ দেখুন, আপনার তনয় আর ঐ আমাদের প্রাণসখা

মাধবী লতার ন্যায় আপনার তনয়কে আলিঙ্গন ক'রে আছে।

যোগ। সত্যদাস! বাপ আমার! কৈ তুমি?

সত্য। পিতঃ! নিষ্ঠুর সত্যদাস এই তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

যোগ। (আলিঙ্গন করিয়া) সত্যদাস! তোমার মতন পুত্রের কি এই কাজ? অন্ধ জনক ব'লে কি তোমার কিছু মনে নাই?

সত্য। পিতঃ! অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আমি বিষম নারকী, আমার পাপের ইয়ত্তা নাই।

যোগ। সত্যদাস! এ দ্বাদশ দিন তোমায় না দেখে জীবন্মৃত হয়ে আছি, তপস্যার পর প্রতিদিন এসে তোমায় আহ্বান কত্তেম, কিন্তু তোমা শূন্য আশ্রম আমার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বালিত করে দিত, বৎস! তুমিই যে আমার জীবনের একমাত্র সহায়। আমি কত গিরি, কত উপবন, কত বন, যষ্টি-হারা হয়ে ভ্রমণ করেছি।

সত্য। পিতঃ! আমি অধম নারকী, নতুবা এমন কোন্ পাষণ্ড পুত্র আছে যে, সামান্য সংসার আশে এমন স্নেহময় জনককে বিসর্জ্জন দেয়? কিন্তু পিতঃ, মস্তকোপরি সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ আগ্নেয়-মূর্ত্তি বিরাজ কচ্চেন। তাঁর নিকট অহরহ সদসৎ পাপ-পুণ্যের বিচার হচ্চে, তাঁরি দণ্ডবলে এখনি জীবন্ত সংহার হবে।

যোগ। সে কি বৎস? এই ত্রিভুবনে কে আমার সন্তানকে নিহত কত্তে পারে?

দেব। পিতঃ! ঐ দুরন্ত গন্ধর্ব্ব ঘোর মায়াময়। মায়াজালে অগ্নিশিখা নির্ম্মাণ ক'রে প্রাণনাথের প্রাণনাশে উদ্যত হয়েছে।

যোগ। বৎসে! এ ত্রিসংসারে এমন কেউ মায়াময় নাই যে, মায়াজালে আমার পুত্রকে নাশ কত্তে পারে।

চিত্র। আমি তোমার তনয়ের প্রাণনাশ করবো, সাধ্য থাকে রক্ষা কর।

যোগ। আজ যদি আমি আমার পুত্রের প্রাণরক্ষা কত্তে না পারি, তা হ'লে এত কাল যে মায়াবিদ্যা অধ্যয়ন করেছি, সে সমস্ত ব্যর্থ হবে।

চিত্র। সাধ্য থাকে, রক্ষা কর। (অগ্নিতে মায়া-যষ্টি স্পর্শ করিয়া) অগ্নিশিখা! এখনি শতমুখী হয়ে সত্যদাসকে জীবন্ত দগ্ধ কর।

যোগ। (অগ্নিতে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া) যাও অগ্নি, রসাতলে মোর অনুমতি (শিখা নির্ব্বাণ।)

চিত্র। (মায়া-যষ্টি শূন্যে তুলিয়া) মায়াময় ইরম্মদ! তড়িন্মুখী হয়ে সত্যদাসের প্রাণ বিনাশ কর (বজ্রনাদ)

যোগ। (উর্দ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া) অর্দ্ধপথে রহ তুমি বিক্ষিপ্ত অশনি, (বজ্র নীরব)

চিত্র। ধন্য ঋষিবর। ধন্য তোমার মায়াবল! আজ চিত্রভানু আপনার নিকট পরাজিত হলো। আপনার পুত্রের প্রাণবিনাশ অসাধ্য। এখন আশীর্ব্বাদ করি, নবদম্পতী অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সুখসম্ভোগ করুক!

যোগ। সত্যদাস! আমি অপ্সরাদের মুখে তোমার পরিণয়ের সমস্ত কথা শুনেছি। পবিত্র প্রণয়পাশে যে বদ্ধ হয়েছ, এ অতি আনন্দের বিষয়।

(অপ্সরীগনের নৃত্য ও গীত)

বেহাগ।

প্র-অ।—

যুগল মিলন হেরে আঁখি জুড়াব।
আনন্দ-সংগীতে পুনঃ বাসর মাতাব।

দি-ম।—

আচল চরণে লয়ে পুন নাচাব।

দু-ম।—

সুখের সাগর-নীরে হৃদি ভাসাব।

সকলে।—

সব সখীগণ মিলে সাধ পূরাব।

যোগ। সত্যদাস! আমি আজ আমার সম্মুখে তোমাদিগের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করবো। বৎস সত্যদাস! বৎসে দেবযানি! আজ আমি পূর্ণানন্দে বিহ্বল-হৃদয়ে তোমাদের উভয়কে উভয় করে অর্পণ করলেম।

চিত্র। অপ্সরাগণ! এইবার উচ্চকণ্ঠে মোহিনী তানে মঙ্গলগীত গাও, সেই অবসরে নব-দম্পতীর নয়ন-সুখকর শত শত মায়া-দৃশ্য এই মায়া-যষ্টি-প্রভাবে প্রদর্শন করাই।

[বিচিত্র বিচিত্র পট পরিবর্ত্তন!]

(অপ্সরগণের নৃত্য ও গীত।)

মূলতান—দাদ্‌রা।

আ মরি আ মরি মধুর মিলন।
রতিপাশে শোভে যেন মকরকেতন॥
নলিনী মলিনীরূপে,
অপরূপ হেন রূপে,
বিরূপে বিষাদে কাঁদে ফিরায়ে নয়ন॥
(শুন স্বর্গ শুন মর্ত্ত্য শুন দেবগণ।
কি সুন্দর সুখকর মধুর নিক্কণ।)
ভ্রমরা ঝঙ্কার কর,
সুখে গাও পিকবর,
সুতান প্রণয়-তানে মাতুক ভুবন॥

যবনিকা-পতন।

ভীষ্মের শরশয্যা

পৌরাণিক দৃশ্য-কাব্য।

"জায়াহস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।

দৃশ্য-কাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, যুযুৎসু, পঞ্চপাণ্ডব, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নাগরিকগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, বসুগন ইত্যাদি।

কুন্তী, দ্রৌপদী সুভদ্রা, উত্তরা, জাহ্নবী, সখীগণ, কুলবালাগণ, পুরনারীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

—*—

হস্তিনাপুরী—রাজবাটীস্থ রাজসভা—তোরণ।

রক্ষিনায়ক ও রক্ষিগণ এবং সভ্যগণের অশ্ব, যান ও বাহকগণ এবং নাগরিকগণ।

রক্ষিনায়ক। জনতা কল্লোল মুহুর্ম্মুহুঃ বাড়িছে, কাঁপিছে, সিংহদ্বার। নিবর্ত্তিয়া রহ

নাগরিক। সমাচার আসিবে এখনি।

১ম নাগরিক। ছাড় দ্বার প্রবেশি সভায়। ব্যগ্র মন শুনিতে কাহিনী সবাকার। দূত-বেশে হৃষীকেশ এসেছেন সন্ধির আশায়। শুনি বাণী, সে শ্রীমুখের বাণী, গম্ভীর প্রশান্ত উপদেশ, শুনিতে—শুনিতে মরি পাণ্ডব-বারতা, উৎকর্ণ হস্তিনাপুরবাসী।

রক্ষিনায়ক। মার্জ্জনা করহ পুরজন। স্থান আর নাহিক সভায়। উষার প্রকাশ হ'তে আজি, দলে দলে এসেছে অগণ্য জনস্রোত, দর্শকের দৃঢ় মঞ্চ, থাকি থাকি কাঁপিছে টলিছে, ভীমভারে সভাক্ষেত্র লোকারণ্য, যেন একত্রিত সমগ্র প্রদেশ।

২য় নাগ। ঐ শুন—ঐ শুন ভাই! অসংখ্য অস্ফুটস্বর ভেদি, যদুপতি গর্জ্জিয়া কহেন কি কাহিনী। বাজিছে জীমূতনাদ শ্রবণ-পটহে। জ্বলন্ত কাহিনী তীব্র আসে আসে ডুবে কোলাহলে।

৩য় নাগ। ও কি? স্বর থামিল সহসা! সভা-ক্ষেত্র হইল নীরব! কে জানে কি ঘটিছে বিপ্লব।

যুযুৎসু। পলাও নগরবাসী, সর্ব্বনাশ ঘটিছে সভায়। ওহো! মূর্ত্তি—বিকট মহান্!

৪র্থ নাগ। কি ব্যাপার? কহ যুবরাজ! সচকিত শঙ্কিত সবাই—আশঙ্কার কি হলো কারণ? কহ শীঘ্র বুঝি হিতাহিত।

যুযুৎসু। হস্তিনায় ঘটিল প্রলয়—ঘটিল বিলম্ব নাহি আর! বিশ্বম্ভর বিরাট্ পুরুষ—অবতার—ক্রোধে—ভুলি নরত্ব নিজের—দুর্য্যোধন পানে অট্ট হাসে—দিগন্ত কাঁপায়ে প্রকাশিলা—অনন্ত বিরাট্ কলেবর—মহাশূন্যে ঠেকিল মস্তক। জ্বলন্ত—প্রকাণ্ড দেহ হতে ঘুরিয়া পড়িল শূন্যে অসংখ্য জগৎ—চন্দ্র সূর্য্য কোটি কোটি,আত্মপথে চলিয়া ধাইয়া। দেখিতে দেখিতে দেহ ফাটি—বিদ্যুৎবরণ দেবদল, আবির্ভাবি—হইল অচল। বক্ষে রুদ্র,ললাটে বিধাতা, করমুঠে লোকপালগণ, বদনমণ্ডল হতে অনল, আদিত্য, সাধ্য, বসু, বায়ুগণ,অশ্বিনাযুগল, ইন্দ্র—ত্রয়োদশ বিশ্বদেব একে একে বাহিরিল তেজে। স্থাবর-জঙ্গম আসি পশিল উদরে। নেত্র,নাসা,শ্রোত্র—সে দেহের, উদ্গীরিল—তবকে তবকে ধূমরাশি-মাঝে অগ্নিশিখা ভয়ঙ্কর। নিঃসৃত হইল অবশেষে—দ্বাদশ তপনকর সম—লোমকূপ হইতে আয়ুধ রাশি রাশি। পৃথ্বী বুঝি যায় রসাতল!

১ম নাগ। তাই ত কাঁপিছে বসুন্ধরা! স্বর্গ মর্ত্ত্য উলটি পালটি যায় বুঝি।

২য় নাগ। ভয় নাই, ভয় নাই ভাই! ঐ শুন দেবদুন্দুভি বাজে, ঐ পুষ্পবৃষ্টি হতেছে আকাশে

(তোরণ হইতে বিদুরের আগমন)

বিদুর। পৌরজন! কি দেখিছ, আর? সর্ব্বনাশ ঘটিতে চলিল! সমরের কর আয়োজন। বক্ষরক্ত যার যত আছে, প্লাবিতে বসুধা শীঘ্র রাখিবে প্রস্তুত। উগ্র ক্ষত্রিয়ের তেজ,করা চাই অপব্যবহার! ভারতের ভারনাশ তরে, আপনা আপনি রণ অদৃষ্টলিখন। খুলে দিল কুরুকুলপতি আত্মবিগ্রহের দ্বার একটি কথায়। একটী কথায়, শান্তিতে রহিত বসুন্ধরা!

৩য় নাগরিক। শান্তিপ্রিয় কুরুবংশধর! কহ কি ঘটিল আজি, কি হইল দৌত্যে কেশবের?

বিদুর। নিষ্ফল হইল পুরজন। রণডঙ্কা বাজিবে ত্বরায়। দুর্য্যোধন অচল অটল—কারুর কথা শুনিল না কাণে। সূচি-অগ্রভাগ-সম ভূমি পাণ্ডবে না অর্পিবে সহজে। গুরু-উপদেশ কর্ণে বিষসম তার—অমান্য করি,আত্মপণ করিল রক্ষণ। কি আর কহিব ভাই—বাঞ্ছিল কেশবে বান্ধিবারে। আহা বুদ্ধি আছে কি মূর্খের? ত্রিজগৎ বাঁধা যাঁর কাছে। তাঁরে বাঁধা কভু কি সম্ভবে?

নাগরিকগণ। অসম্ভব! বড় অসম্ভব!

বিদুর। অসম্ভবে বাসনা মূর্খের। এখনি হইত নাশ পরিজন সহ, হস্তিনা যাইত রসাতল। ভক্তিবলে বাঁচিল কেবল। বিশ্বরূপ করি সংবরণ উচ্চহাসে উড়ালে কেশব। তথাপি না বুঝিল নির্ব্বোধ। হেন কৃষ্ণ পাণ্ডবসহায়, তবু সন্ধি না কৈল সহজে। বিশ্ব যাবে ছারেখারে, বিধিলিপি অবশ্য ফলিবে।

[বিদুরের প্রস্থান।

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির পশ্চাতে ভীষ্ম,দ্রোণ ও কৃপের প্রবেশ)

ভীষ্ম। উপায় কি নাই কিছু আর? হে কেশব, বিচক্ষণ তুমি, রাজনীতি করা-য়ত্ত তব।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত,কি কহিব আর? যমদূত পার্শ্বে যে রোগীর, ঔষধিতে অনাদর তার। বলে গিলাইতে গেলে, অপমৃত্যু ঘটাই সম্ভব। কি উচিত ব্যবস্থা সে শেষ অবস্থায়? যতক্ষণ রহে প্রাণ? কি ক্ষতি রহুক, কাল-পূর্ণ হইবে সময়ে, ব্যবস্থায়। অনাস্থা পৌত্রের আপনার। এ ব্যাধির মৃত্যুই বিধান। হে দারুক! সারথিপ্রবর! ফিরাও এ দিকে রথ—আসি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিদুরের বাটীর প্রাঙ্গণ।

(কুন্তী ও বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। শুনিলে ত সকলি ভগিনি! বাসু-দেব বয়সে বালক, জ্ঞানে কিন্তু প্রাচীনে হারায়। যে তেজে গঠিত হৃদি, যে তেজের আধার কেশব, সে তেজের সম্মুখীন হয়ে, টলিল না কুরু-কুলাঙ্গার। আত্মমত রাখিল বজায়। অনিবার্য্য সমর গো দেবি!

কুন্তী। হে দেবর! কি কব তোমায়, সকলি জান ভাই, পিতৃহীন আহা বাছা! পাঁচটী তনয়ে লয়ে কত কষ্টে করিনু পালন। প্রাপ্যধনে বঞ্চিত তাহারা। রাজার তনয় হয়ে, আজীবন বনে বনে ভিক্ষা করি কাটাইল কাল। কুচক্রে পড়িয়া পাপাত্মার, ধনে দিয়া বিসর্জ্জন, পরের কন্যারে লয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে বাছারা আমার। ননীর পুতলী সহদেব, নকুল সে লাবণ্যের হার। খেতে শুতে স্মরি বাছাদের—কাঁদিয়ে ভিজাই মাটী অন্নগ্রাস উঠে না বদনে। এতেও নাহি দয়া—হা রে দয়া কিসে তবে হয়?

(শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির প্রবেশ)

আয় বাপ বংশের দুলাল! ভাল কোরে দেখি তোর মুখ। হ্যাঁ রে কৃষ্ণ! কতকাল আর, কতকাল কাঁদাবি আমায়? পার্থ না প্রাণের সখা তোর? সর্ব্বময় তুই দুঃখহারী, তোর সখা—কেন দুঃখ কেশব?

কৃষ্ণ। পিতার সোদরা মাতৃবৎ—সন্তানের সমযুটি আমি। আর দুঃখ রবে না গো দেবি পাণ্ডবের। ধর্ম্ম একদিকে দেখি, অন্য দিকে পাপ—দেখিলাম, এতদিন—কতদূর গতি এ দুয়ের। সহিষ্ণুতা ধর্ম্মের লক্ষণ—দেখিলে তো পাণ্ডব সম্ভব যতদূর। পাপের প্রলয়-অগ্নি জ্বালাইল পাপী দুর্য্যোধন—গেল—অগ্নি সীমা ছাড়াইয়া,পুড়িবে—বিলম্ব নাই নিজের অনলে—নিজে—সহ পরিজন। এইবার হবে ভস্মরাশি। জ্বলিবে পুণ্যের দীপ—নির্ম্মল আলোকে, পুনঃ হাসিবে পাণ্ডব! আসমুদ্র সসাগরা ধরা, আবার নবীন ভাবে—নবীন জীবনে, পাণ্ডবের চরণে লুটাবে। পাপমুক্ত হবে নারারী।

কুন্তী। রাজরাজেশ্বর হও যাদু! আশী-র্ব্বাদ করি প্রাণ খুলে। তুমি বিনা দীন পাণ্ডবের কেহ নাই আপনা বলিতে। শ্বশুর ঠাকুর—আর আচার্য্য ব্রাহ্মণ—দায়ে আছেন নীরব। যা তুমি করিবে বৎস, তাই হবে

ঠিক। বলবুদ্ধি ভরসা সকলি পাণ্ডবের, হিতকারী মিত্র তুমি বাপ!

কৃষ্ণ। কি বলিব ঠাকুরাণি! হৃদে জ্বলিছে অনল। শেলচিহ্ন পাণ্ডব-দুর্গতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দিছি বিসর্জ্জন—ভুলিয়াছি আত্মপরিজন। লক্ষ্যব্রত হয়েছে জীবনে—উদ্ধারিতে প্রাণের পাণ্ডবে। জানেন প্রাণের কথা বিদুর বিবেকচূড়ামণি — প্রাণ খুলে বলেছি তাঁহার—প্রাণের যেখানে যাহা ছিল। বুঝাও দেবীবে বিজ্ঞবর! বুঝাইতে অপারগ আমি। অনন্ত তরঙ্গ এ প্রাণে একেবারে চাহে উছলিতে—একে একে নারি প্রকাশিতে। ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, ক্ষুণ্ণহৃদে ঘটেছে বিপ্লব। কি আর কহিব, দেবি! হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে,পতিয়া রেখেছি আমি পাণ্ডবের প্রীতি-সিংহাসন। টলিছে আসন, আর কে রহিবে স্থির। প্রীতিকল্পে—প্রতিভূ এ প্রাণ?

বিদুর। প্রেমময় পূর্ণ অবতার! মর্ত্ত্যে নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ — অসুরসংহারে, পৃথ্বিভার হেলায় নাশিতে ক্রমে ক্রমে, ভক্তিপ্রেম বিশ্বাসে মাতাতে। একে একে সাধিছ সকলি মায়াময়! ব্রজে শিখাইলে প্রেম—বালকরাখালরূপে, প্রেমে মাতাইলে মরি গোকুলের আবাল বনিতাবৃদ্ধে। ঢলি — লুটিলে লুটালে — পূর্ণ-প্রেমে। কৈশোরে নাশিলে কংসাসুর, অর্দ্ধভার নাশিলে পৃথ্বীর—দ্বারকায় স্বহস্তে উড়ালে জ্বলন্ত পতাকা বিশ্বাসের। সমগ্র যে যদুবংশ বিশ্বাসে মরিতে পারে—জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণব্রহ্মরূপী। তব কথা বেদবাক্য সেথা। পাণ্ডবে করেছ নাথ ভক্তিতে-গঠিত! হেন ভক্তি কে কোথা দেখেছে? ভক্তিবলে পাইল পাঞ্চালী, লজ্জা রক্ষা করিলে কেশব! অনন্ত শোকের মাঝে, ভক্তিডোরে বাঁধিয়ে তোমায় কাননে—পাণ্ডব—আহা—স্বর্গসুখ পাইত মানসে। উল্লাসে নাচিয়ে আত্মারাম, আত্মাময় ছুটাতে উল্লাস পাণ্ডবের ভক্তিস্রোত হাতে প্রবল খরধারে—উছলিত। থাকিয়া থাকিয়া শিখাইলে অবতার,অবতারি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ভক্তি—প্রেমে,বিশ্বাস—সাধনা জীবনে—শিখাইলে সাযুজ্যের উপায় সরল। কার্য্যভার সেধেছ - সকলি বাকী অর্দ্ধভার বিনাশিতে পূর্ণ হবে 'এইবার — যুগান্তে বিলায়ে শান্তি, অনন্তের সনে পুনঃ যাবেন গোলাকে।

শ্রীকৃষ্ণ। পূর্ণলীলা কহিলে সাধক! ভক্তের প্রখর দৃষ্টি, কার সাধ্য লুকায় তাহায়? সৃষ্টির রহস্য-কথা,তন্ন তন্ন করয়ে মীমাংসা ভক্তবীর। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে,জ্বলে আঁখি বর্ত্তুল, ছটায় উজ্জলিয়া। পুরাভবি ভক্তপায়ে শুধু। ধন্য সাধু। সাধকপ্রধান! কহ দেবি! 'কি আজ্ঞা তোমার? কি করিব পঞ্চ পুত্রে তব? কি আদেশ পাঞ্চালীর প্রতি?

কুন্তী। কহিবে তনয়গণে—বীরমাতা আমি পণ্ডবের। বৃথা ধর্ম্মভয়ে কেন আর—পৃথিবীপালন ধর্ম্ম না সাধ হেলায়? ক্ষত্রবংশে লয়েছ জনম—ক্ষত্রিয়ের কার্য্য কর বীর, বংশের গৌরব রাখ,রাখ মৃত পিতৃনাম অক্ষত এখন, অপহৃত পিতৃ-অংশ করহ উদ্ধার। কর রণ অরাতির সনে, অধর্ম্মীরে করিয়ে বিনাশ, পাপক্লিষ্ট প্রজাগণে দাও শান্তি—লহ পুণ্যভাগ। চতুর্থাংশ আয়ত্তে রাজার। ধনঞ্জয়ে কহিও কেশব, ক্ষত্রিয়াণী আমি গর্ভে ধরেছি তোমায়, কার্য্যকাল উপস্থিত এবে। ক্ষত্রধর্ম্ম কর রক্ষা বীর বৈরি প্রাপ্তে করিও না হেলা। মনে কর—পাঞ্চালীর দশা! শ্যামাঙ্গীর রোদন-নিনাদ এখনও—ধ্বনিছে কর্ণে

মোর! আহা! অসহায়, সনাথা হইয়া সে যে অনাথার মত—শত শেষে মর্ম্মব্যথা পেয়েছে হৃদয়ে। বলো কৃষ্ণ বৃকোদরে,বলো রে নকুল-সহদেবে—দ্রৌপদী-হৃদয়জ্বালা করে যেন সত্ত নিবারণ। বলিও কৃষ্ণার করে ধোরে,তেজ-স্বিনীশ্বধূমাতা যেন,তীব্র তীক্ষ্ণ উৎসাহবচনে, সমরে মাতায় পঞ্চ ধানুকী ভর্ত্তায়; বরি যেন সমরে পাঠায়। কুরুরক্তে বাঁধে যেন কেশ। যাও বৎস, অবিলম্বে কর গিয়া সমর-উদ্‌-যোগ। পূজি রণমঙ্গলায় আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। আসি দেবি! কর আশীর্ব্বাদ!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ভাগীরথী-তীর—গঙ্গাগর্ভে কর্ণ।

(ফুলবালাগণের গীত)

ভৈরবী—ভর্‌তঙ্গা।

উষা হাসিল ফুল দুলিল সমীরে।
করতালি দে লো ওলো ডাক লো মিহিরে॥
রাঙ্গা আকাশ রাঙ্গা আভা শিশিরে,
ভাঙ্গা মেঘ রাঙ্গা সরে ধীরে ধীরে;
রাঙ্গা মুকুর সুরধুনীর নীরে॥
দেখ্‌ লো মিহিরে ঐ দেখ্‌ লো মিহিরে।
ছুটে কিরণ আসে তরুর শিরে শিরে।
নাচি মাতিয়ে আয় ঘুরে ফিরে॥

কর্ণ। (উর্দ্ধনেত্রে,করযোড়ে) জাগ দেব দিননাথ! জাগ অর্দ্ধ জগতে আবার। দীনে দাও প্রথম দর্শন। জাগাও জগৎনেত্রে জগৎ-লোচন! নব বল দাও বসুধায়—বসুধা আশ্রিত তব দেব! তুমি পূর্ণ পুরাণ পুরুষ—তব শক্তি অনন্তের সাথী—জনম,জনন, জীবে—মরণ-কারণ, তব তেজ—কিরণে প্রকাশ—অপ্রকাশ নহে জ্যোতির্ম্ময়! মহাশূন্য অনন্ত প্রসার, বিভাসিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে—মণ্ডলের মধ্য-বিন্দু নাথ—তুমি মূল মধ্য আকর্ষণ! আকর্ষণে—প্রথম অবধি চলিছে জগৎ-যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট রাহায়। সমভাবে পালিছ সৃজন বিধাতার। সমচক্ষে হেরিছ সবায়। হের নেত্রকোণে, এ সন্তানে—সন্তান করিছে আবাহন।

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

(প্রণাম ও ধ্যানমগ্ন)

(ফুলবালাগণের ফুলতরুসমীপে গমন ও গীত)

রাগ-ভৈরবী – পোস্তা।

বাতাসে নে যায় যে বাস শিশিরে
আর রাখ্‌বে কত।
পরে পর পাপ্‌ড়ী তুলে
নিঙড়ে নেয় মনের মত॥
ছুঁতেছে রবির কিরণ তায়,
শিহরে উঠ্‌ছে আঁচের ঘায়,
বিবশা পোড়্‌ছে চোলে
ফুরাল সাধ প্রাণের ব্রত॥
মলিনা মলিন মুখে—
প্রাণেতে সয় প্রাণের ক্ষত॥

কর্ণ। জয় জয় জগৎলোচন! জয় জয় জঙ্গমপালন! জয় যশোবন্ত জয় জ্যোতিষ্ক-বরণ! জয় জয় সংরক্ষণ জয় জয় বিপদ্‌-ভঞ্জন! জয় পাপদহন—শমনভয়বারণ! জয় পরিমার্জ্জন—পুণ্য শরণ-ধন! জয় জীব-ইষ্ট-

পূরণ বিশিষ্ট-বিলোকন ! জয়তি জগতগুরু—ভক্তাশ্রয় জয়—ভয়হর ভবতারণ পূর্ণব্রহ্ম—রূপপ্রধান !

(প্রণাম)

(ফুলবালাগণের গীত)

(ওলো) ফুলে ফুলে আঁচলে ধরে না ধরে।
বোঁটা কেটে সাজাই থরে থরে ॥
কলিকা কালামুখী, এখনও কচি খুকী,
কি বোলে ঝাঁপায়ে আসে সোরে,
ঢাকা ঢাকিয়ে রাখ যাবে ঝোরে ॥
দিই লো করতালি, কানন হলো খালি,
নাড়া দিলে ডালে কিছু না ঝরে।
কসি এঁটে আয় লো ধ'রে নি করে ॥

কর্ণ। দাও ফুল ফুল্ল ফুলমালা ! দিই দেবে অঞ্জলি ভরিয়ে।

(ফুলবালাগণের ফুল অর্পণ ও গীত)

এনেছি আঁচল ভোরে
সবাই মিলে কুসুম তুলে।
কটিতে রয় না কসি—
ফুলের ভারে পড়্ছে খুলে ॥

১মা ফুলবালা।—
ধর দিই আঁচল ভোরে,
দুধারে পোড়েছে সোরে,
ঝোরে যায় পাপড়ি মান-ভরে,—

২য়া ফুলবালা।—
ফিরে চাও নাও গো ধ'রে
দিতেছি যত্ন ক'রে,
এনেছি রত্ন প্রাণ ধোরে,—

৩য়া ফুলবালা।—
ফুলে দাও ভাসিয়ে জলে,
পিরীতে পড়্ছে ঢোলে।
আ মরি দেখ মাধুরী
ঢেউয়ের বুকে পড়্ছে ঢলে !
বাতাসে নাচিয়ে নে যায়—
সোহাগ ক'রে যায় লো দুলে

[সকলের প্রস্থান।

কর্ণ। পিতৃদেব ! শিখাও তনয়ে, নিষ্কাম-সাধনা—পূর্ণ প্রাণের প্রণয়। মাগিতে চাহি না কিছু—যা পেয়েছি তুষ্ট তাহাতেই। কি মাগিব কি না জান দেব ? কি অভাব না কর মোচন, না হইতে প্রয়োজন, পূর্ণ করুণায় ; আর কিছু নাহি চাই, চাহি শুধু ভাবিতে তোমায়, ভাবিতে দেখিতে, যথা তথা, যখনি তখনি সদা-সর্ব্বদা সকলে সকল পার্থিব বস্তু তব সত্তা দিবে দেখাইয়া। বাহ্য বস্তু বাহিরে রাখিয়া চক্ষু মুদে ডাকিব তোমায়—পাই যেন পাই যেন, পিতঃ—পাই যেন মনশ্চক্ষে হেরিতে তোমায়—তোমায়—তোমার ওই অকলঙ্ক জ্যোতি আত্মার—সাক্ষাৎ করি—বিদ্যুতের মত, শিরায় শিরায় যেন হয় প্রবাহিত।

(ধ্যান)

(একান্তে কুন্তীর প্রবেশ)

কুন্তী। কি প্রশান্ত মূরতি মহান্ ! ইষ্ট-দেবে পূজিছে মজিয়ে তাঁর ভাবে—ভক্তি-চ্ছটা উছলে বদনে। অর্দ্ধমগ্ন দেহ মরি—বক্ষে জাহ্নবীর—উত্তরীয় উপবীত চারু, হেলিছে দুলিছে নাচিছে তরঙ্গে তরল। বিশ্বশোভা অঙ্গে বাছনির ! স্তনে ক্ষীর উথলায় যেন হেরি ও লাবণ্যভরা মুখ ! মনে

পড়ে বালিকা বয়স—মনে পড়ে প্রসব-কাহিনী, মনে পড়ে সদ্যোজাত শিশু। তপ্ত তেজোময় শিশু, আহা, সেই শুনি যেন,—অঙ্গুলি চুষিয়া কাঁদে—এখনও শুনি। মনে পড়ে হৃদয়-মন্থন! রাক্ষসী জননী—বুকে না ধরিনু কভু—না ধরিনু ননীর পুতলী। ভয়ে—লাজে মথিয়ে হৃদয় বিসর্জ্জিনু বাছারে আমার, বিসর্জ্জিনু নদীজলে,সোণার সন্তানে, শিহরি উঠিল বুক—চক্ষু ফাটি স্নেহাশ্রু ঝরিল—পাষাণী পাষাণে বাঁধি হিয়া চক্ষু মুছি আবাসে ফিরিনু। সেই শিশু—এই যে দেবতা। দেবতার গঠন বাছার—দেব-কার্য্যে ভুলেছে জগৎ। স্থির আঁখি আকাশের গায়। • কিরণে কিরণ মিশাইয়ে, উর্দ্ধ-বাহু মজিয়ে বিভোল।

কর্ণ। নমস্কার উদয়পর্ব্বত! অস্তগিরি প্রণমামি। দেব। এ কি? মাতঃ! ওগো ভদ্রে! অধিরতসুত এ কিঙ্কর, রাধা-গর্ভ-জাত কর্ণ করিছে প্রণাম। লহ পূজা, কহ দেবি, কি কারণে হেথা আগমন? কোন্ কার্য্য হইবে সাধিতে?

কুন্তী। আহা! কর্ণ—বক্ষের শোণিত—কার পুত্র কারে কহ মাতা? কানীনতনয় তুমি মোর। তুমি বাপ প্রথম তনয় অভাগীর। কন্যাকালে প্রসবিনু তোমা। দিন-দেব জনক তোমার। কবচ কুণ্ডল সহ দেবতা-ঔরসে জন্মিয়াই পরিত্যক্ত মোহে পাষাণীর। লজ্জাভয়ে ভেলা নির্ম্মাইয়া দিয়েছিনু স্বর্ণচাঁদে নীরে ভাসাইয়া। সূত প্রতি-পালক তোমার। জ্যেষ্ঠ তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের। স্নেহের সামগ্রী তারা তব—পিতৃহীন—আশ্রিত তোমার।

দেববাণী। ধ্রুব সত্য পৃথার কাহিনী। কর্ণ। তুমি কানীন তনয়!!

কুন্তী। ঐ শুন দিনদেব-বাণী। তুমি বৎস—তনয় আমার। ভক্তিনেত্রে নিরখ আমায়। কাতরে তোমারে আজি এসেছি করিতে অনুরোধ। জানাইয়ে জন্মবিবরণ বক্ষে ল'তে বক্ষের রতন এসেছি পাষাণী মাতা তোর! রক্ষা কর আশ্রিত পাণ্ডবে, ভ্রাতৃ-অরি দুর্য্যোধনে, ঘৃণায় কর রে পরিত্যাগ। রাজ্যধন সকলি তোমার। ভৃত্যবৎ রহিবে পাছে পাছে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠে কোলে নে এইবার! কুরুপক্ষে বিসর্জ্জিয়ে বিস্মৃতিসাগরে, পাণ্ডবের দুঃখ কর দূর।

কর্ণ। ক্ষত্রিয়াণি! স্বার্থবোধে আসিয়াছ আজি, এতদিন পরে জন্মকথা জানাতে আমায়। • নয়নে আনিছ নীর, ভাল মায়া করিছ প্রকাশ! কি হানি করেছ মোর, একেবারে হলে বিস্মরণ? ভুলাইতে চাহ কি বালকে? মাতা নও অরাতি আমার, লোভলাজ পাতিতে এসেছ। আস্থা নাহি কথায় তোমার। ধর্ম্মনাশ না পারি করিতে স্নেহ ভুলি উন্মাদের মত। জাতিভ্রষ্ট তোমারই কারণে। সহেছিনু অর্জ্জুনের শ্লেষ তোমারই অযথা অনুষ্ঠানে। জনমি ক্ষত্রিয়-কুলে পাই নাই উচিত সংস্কার। তুমি শত্রু অনুপমা, গরলে গঠিত তব কায়,বিষদীপ্ত ও নয়ন পানে এখনো চাহিতে ভয় পাই। প্রসবি পাষাণী যবে দিলে বিসর্জ্জন, কোথা ছিল মমতা তখন? আত্মহিতসাধনের তরে দেখাইতে এসেছ মমতা? ধিক্ তব মাতৃ-মমতায়, কেন বিধি দিলেন সন্তানে জন্মিতে উদরে ডাকিনীর?

কুন্তী। ওরে বৎস,রমণী যে আমি। বালিকা ছিল না জ্ঞান, তাই ভয়ে সাধিনু কুকাজ। অনুতাপে সেই দিন হতে হৃদয় ঢাকিয়ে আছে বিষাদের ছায়া! যে দিন দেখেছি

চাঁদমুখ, সেই দিন—তখনি রে আত্মহারা হয়ে ইচ্ছা হলো ছুটিয়া আসিয়া কোলে করি জুড়াই জীবন। লজ্জায় বাধিল পুনঃ, বলা তোরে হলো না, রহিনু মৌন হয়ে। আজি প্রাণ মানিল না বাধা, ছুটে তাই এসেছি রে বাপ! মাতা কি গণে রে কভু সন্তানের তীব্র তিরস্কার? কথা তোর আধ আধ শুনি যেন অমৃতে মাখান।

কর্ণ। পুত্রপ্রাণা ওগো দেবি! উপকার হয়ে বিস্মরণ, ছাড়িব না দুর্য্যোধনে কভু। আশ্রয় সম্বল বল আমি তাহাদের, অহঙ্কার আমারেই লয়ে। নিশ্চয় করিব রণ পাণ্ডবের সনে, এ প্রতিজ্ঞা নড়িবে না কভু। পার্থ-শ্লেষ পাষাণে অঙ্কিত, এ পাষাণে রহিবে নিরুদ্ধ চিরকাল। গর্ভে ধরিয়াছ তুমি, তব অনুরোধে অন্য চারি পুত্র সনে না করিব রণ। শত্রু মম পার্থ মহাবীর। হয় রণে বধিব তাহায়, নতুবা তাহারই শরে প্রাণ দিব হাসিতে হাসিতে। হে পুত্রবৎসলে মাতঃ, পঞ্চপুত্র রহিবে তোমার। হয় আমি নয় পার্থ তব অঙ্কে শোভিব সমর-অবসানে।

কুন্তী। বীর পুত্র, বাক্যে তব কথঞ্চিৎ হলো শান্ত অশান্ত হৃদয়। থাক সুখে আশীর্ব্বাদ করি।

কর্ণ। পদধূলি দেহ মাতঃ শিরে।

(পদধূলি গ্রহণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(উপপ্লব্য নগর—পাণ্ডবগণের উপবন)

অভিমন্যু, উত্তরা ও সখীগণ।

খট্—খেম্‌টা।

বিভোল প্রাণ বাছে না দিন রাত।
সদা সাধ ফিরিতে নাথ সাথ॥
চলনে, ধরণে,
ললিত বচনে,
হৃদে বাজে কুসুম-শরাঘাত॥

উত্তরা। সঙ্গিনীগণের কথা শুনিলে ত প্রিয়ংবদা, শুনিলে ত অধীনীর সাধ? মুকুল মুদিত ছিল, ছিল বাস নিরালায় ঢাকা। চিনি নাই প্রণয় কি ধারা—প্রেমলীলা আছিল গোপনে। ঘুমাইয়া ছিল এ হৃদয়, দেখিতাম কৌমার স্বপন। হঠাৎ ভাঙ্গিল ঘুম—চেয়ে দেখি আবেশ নয়নে—সম্মুখে দেবতা তুমি নাথ—পূর্ণনেত্রে ঢালিলে প্রণয়! প্রণয়। আত্মহারা খুঁজিনু হৃদয় আগেকার, কোথা পাব? ভেঙ্গেছে স্বপন, নবভাবে হ'য়েছে গঠিত। দেখিনু নূতন চক্ষে নূতন জগৎ—নূতন অভাবে হৃদি হইল আকুল। শূন্যপ্রাণে সরম ভাঙ্গিয়া তব প্রাণ লইতে করিনু আকিঞ্চন, পূর্ণহাসি ভাসিল বদনে, প্রাণ খুলে দিলে নাথ প্রাণ, দুটী প্রাণ হয়ে গেল এক। সেই সে মাহেন্দ্রক্ষণে অগোচরে জাগিল যৌবন বালিকার! শিহরিল প্রাণ, কেন কে জানে, কেমন কেমন কি ভাব,

তাহা বুঝিনু, বলিতে কিন্তু নারিনু কথনও। তুমি চাঁদ ফুটিলে,হৃদয়ে হৃদয়ে রহিল জ্যোতির্ম্ময়। আসিল অভাব পুনঃ তিলেক ত্যজিতে ঘটে দায়। চাহি সদা থাকি চোখে চোখে।

অভি। কেন বীণা—হইলে নীরব ? বিভোর হইয়েছিনু ভুলিয়ে জগৎ ! ঢুলু ঢুলু নয়নে চাহিয়ে, দেখিতেছিলাম শুধু, অধরোষ্ঠে মৃদুল নর্ত্তন, শুনিতেছিলাম প্রিয়ে সুমধুর সরল সঙ্গীত। হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী মোর, শিহরি নাচিতেছিল, থর থর ঝঙ্কারে সুরের। উরুতে আরোপি শির-গ্রীবা বেড়ি করে শয়ন-ভঙ্গীতে প্রিয়ে উছলি পড়িতেছিল লাবণ্য তোমার,দেহলতা কুঞ্চিত বলিয়া ঠাঁই ঠাঁই। জান না কি প্রিয়ে,তুমি আমি এক দুজনায় ? দুহুঁ আশা এক স্রোতে ধায় ? প্রকাশিলে বাসনা আমারো বরাননে! আজি হতে প্রতিজ্ঞা আমার, এক হয়ে রব দুজনায় দিবা-রাতি। বিশেষতঃ গর্ভকাল আহা,লজ্জা-শীলা, আহা মরি কি মধুর ভাব! নারীর সরম চিত্র আঁকিলে সুন্দর! বলি হারি শক্তি প্রকৃতির! গাও গাথা গাও সখীগণ, গাও শুনি এ চিত্র-মাধুরী !!

(সখীগণের গীত)

পিলু—যৎ।

সরমে সরলা আধ চাহনি নামায়ে চায়।
দশনে অধর চাপি চমকে বাঁকায়ে কায়॥
উরসে বসন ঝাঁপে, ঘন পয়োধর কাঁপে,
কুঞ্চিত কপোল রঙ্গে মৃদুহাসি ভাসে তায়;—
ললিত লাবণ্য-বিভা সুবিমল শোভা পায়॥

(অন্তরালে অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ ও অবস্থান)

অর্জ্জুন। ছবিখানি দেখছ কি প্রিয়ে ? কি মাধুরী দেখ কি স্বর্গীয় ভাব। আহা মরি নন্দনে ফুটেছে যেন যুগ্ম পারিজাত। কি প্রবল তরঙ্গ প্রেমের, ভাসিছে কি সুখে দেখ নবীনদম্পতী। দেবলীলা আর কোথা আছে ? পরমার্থ নহে কি এ প্রেমে ? পুরুষ-প্রকৃতি বদ্ধ এ প্রেমে কি নয় ? আহা, প্রেম সরল প্রাণের অনাহত উছলি পড়িছে। চেয়ে দেখ দোঁহে দুজনায়, এ চাহনি অমূল্য জগতে। আহা, প্রেম, সার্থক হইলি !

উত্তরা। বীর বিনা কে রাখে রমণীর মান নাথ ? বীর বিনা কে চিনে রমণী ? বীরবক্ষে শোভিতেই জন্ম রমণীর। নারীর প্রাণের সাধ, অসম্ভব হইলেও পবিত্র প্রেমিক পূর্ণ করে অবিবাদে। তুমি নাথ পূর্ণ প্রেমময়। তব হৃদি মর্ত্ত্যের মাণিক। নারীর সর্ব্বস্বনিধি সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমা ধনে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। আরও কিছু থাকিত যদ্যপি, তাও দিয়ে করিতাম পূজা। অনন্ত প্রেমের প্রতি-দানে শুধু প্রাণ সামান্য আমার।

(গীত)

আশা—ঠুংরি।

প্রেম-সাধনায় প্রিয় সনে।
পিয়াসা মিটে না বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
প্রাণে পাই না ঠাঁই, তবু আশা আরো চাই,
নাহি পাইলে ভয় হয় গো মনে,—
সাঙ্গ প্রণয়লীলা বুঝি জীবনে॥

সুভদ্রা। বালিকার কি গভীর প্রেম! কি অনন্ত অটুট বন্ধন, বড় সাধ এ প্রাণের করিয়াছ পূর্ণ প্রাণনাথ! ধন্য তুমি পুত্রের জনক।

অর্জ্জুন। তুমি প্রিয়ে পুত্রের জননী অধিক জগতে প্রশংসার। চল, আর বিলম্বে কি

দল? পুত্র লয়ে যাই, অপেক্ষিয়া কেশব আমার।

অভি। নমস্কার জননী জনক! পদধূলি দেহ মাতঃ শিরে।

(পদধূলি গ্রহণ)

উত্তরা। দাও পিতঃ স্নেহ আশীর্ব্বাদ।

(প্রণাম)

অর্জ্জুন। বীরপুত্র কর মা প্রসব। এসো পশ্চাতে আমার। প্রত্যাগত কেশব হস্তিনাপুর হতে।

(সকলের অগ্রসর)

(পট-পরিবর্ত্তন)

উদ্যানের অপরাংশ—সরসীর তট।

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী। পাঞ্চালীর কি গতি করিলে নারায়ণ? কি করিলে বেণীবন্ধনের? ফুটে আছে এ বক্ষে আমার, অপমান অভিমান শেল, কি করিলে তুলিতে সে শেল? সন্ধির বারতাবহ হয়ে, চলিলে যে দিন হস্তিনায়, সেই দিন হতে সখা, ক্ষুণ্ণ-মনে আছে অভাগিনী, তব আশাপথ নিরখিয়া। সাধিতেছিলাম দেবদলে, সম্প্রীতি না হয় যেন অরাতির সনে।

শ্রীকৃষ্ণ। আশা পূর্ণ হয়েছে তোমার। সখ্যভাবে পাণ্ডবেরে,না হেরিল পাপী দুর্য্যোধন; বিনা রণে নাহি দিবে অংশ ন্যায়মত। কুরুপাণ্ডবের রণ অদৃষ্ট-লিখন।

দ্রৌপদী। আজ এতদিন পরে, আশা-দীপ উঠিল জ্বলিয়া, প্রতিহিংসা নহে আর দূর। বিকল ইন্দ্রিয়দল একে একে উঠিছে জাগিয়া মোহ ত্যজি। প্রাণময় খেলিছে বিদ্যুৎ। পঞ্চস্বামী সমরে প্রবীণ। জয়লক্ষ্মী রণ-রঙ্গভূমে, ঢলিয়া পড়িবে পঞ্চপাণ্ডবের দিকে, কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল! স্মিতনেত্রে দেখিব পুলকে, ধূলি-ধূসরিতা ক্ষীণকায়া বিকৃতা বিধবা শত বধূরে অন্ধের—উচ্চ-রোলে কাঁদিয়া করিতে হাহাকার! হৃদিজ্বালা ঘুচাব কেশব, ঘুচাব মনের কালি, নারীজন্ম করিব সার্থক। মাত রণে নরনারায়ণ! মহা-রণে মাতুক ভারত, "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়" দেখুক জগৎ।

অর্জ্জুন। বীরের রমণী নারী, নারীমুখে বীরত্বের গীতি, বীর বিনা কে পায় শুনিতে প্রাণ ভরি? উৎসাহ অমৃত-ধারা ঢালি দাও, বীরাঙ্গনা তুমি, বীর-হৃদি নাচুক উল্লাসে।

(যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

(সকলে) নমস্কার অগ্রজ ধীমান্।

যুধিষ্ঠির। মনোরথ পূর্ণ হোক্ বীর! হে কেশব! কঠোর অদৃষ্টলিপি ফলিতে চলিল ভয়ঙ্কর! শিহরি উঠিছে প্রাণ, ভবিষ্যৎ ভাবি। অনন্ত বিষাদ-ছয়া,অর্দ্ধ হৃদি ব্যাপিয়া রয়েছে অভাগার। সর্ব্বগ্রাস হইল এবার! হা ক্ষত্রিয়! রণনীতি কেন শিখেছিলে? কেন আত্ম-বিসংবাদ রিপুর হুঙ্কার? কেন পণ জীবন মরণ? স্বহস্তে বধিয়া জ্ঞাতি-কুটুম্ব প্রাণের, স্বচক্ষে দেখিতে হবে ভাই! ভুলি ইষ্টদেব, মন্ত্র, ভুলি পরকাল লক্ষ্য জীবনের হায়! এই হলো শেষ?

দ্রৌপদী। হে প্রাণেশ! অরি নাশি সম্মুখ-সমরে, বীরত্বের শেষ সীমা ত্রিদিবে প্রয়াণ, ক্ষত্রিয়ের আশা জীবনের। কেন মাতে ক্ষত্রিয় হইয়ে, রক্ষিবারে বংশমান রণরঙ্গভূমে? নিজ তেজ রাখিতে অক্ষত? বিজ্ঞপতি!

দেবতা আপনি ; অসুর-বিনাশে কবে পরা-
ঙ্মুখ হয়েছে দেবতা ? অত্যাচার নহে, অভি-
প্রেত বিধাতার ! প্রকৃতি দিতেছে সাক্ষ্য
প্রতি পদে পদে । নাশ অত্যাচারী কুরুকুল-
কলঙ্কেরে, মানের মর্য্যাদা রাখ নাথ !

ভীম। গো অগ্রজ ! খুলিয়াছে শৃঙ্খল
পদের,সাধ করি আর কেন পরি ? রক্ষা করি
স্বাধীনতা রুদ্ধপ্রাণ দিই ছুটাইয়া। লুটাইয়া
পড়ুক্ অরাতি অত্যাচারী। সর্ব্বস্বের ভাগী
গো পাণ্ডব, পঞ্চখানি গ্রাম মাগি ভিখারীর
মত, বিমুখ ব্যথিত তিরস্কারে ? আর কি
অসহ্য নয় ? প্রাণ কি পাষাণ পাণ্ডবের ? তা
নয় অগ্রজ মহাভাগ ! রক্তস্রোতে ছুটিবে
বিদ্যুৎ। বজ্রপাত হইবে সম্ভব। চল আজ
সত্যের সহায়ে, জ্বলন্ত উল্কার মত পড়ি গিয়ে
রণে। ঐ দেখ, এলাইতে বেণী পাঞ্চালীর !
ঐ দেখ পার্থের ভ্রূকুটি ! অই দেখ ভঙ্গী যম-
জের, ঐ শোন, ঐ শোন দেব, পবনের
তীব্র তিরস্কার শন্‌শনেপ,—ক্ষপাতী সমরের !
দেহ আর্য্য অনুমতি, জয় রোলে জাগুক
কটক।

যুধিষ্ঠির। কে রোধে অদৃষ্ট-স্রোত ?
জ্ঞাতিরণ ললাট-লিখন। সমরে পশিব শ্রীনি-
বাস, মাতৃ আজ্ঞা—করিব পালন।

সকলে। যথা ধর্ম্ম তথা জয়—জনার্দ্দন—
পার্শ্বে পাণ্ডবের।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উপপ্লব্যনগর—তোরণ।

(শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডবসৈন্যের নিষ্ক্রমণ, তোরণ ছাদ হইতে দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও পুরবাসিনীগণের উৎসাহ গীত)

মালকোষ—তিওট।

বিশ্ব টলিছে পদভরে উধাও রে।
যাও রে সমরে সবে ধাও রে॥
কৃপাণ ঝনঝন, তুরঙ্গ-গরজন,
জয় জয় হুঙ্কার গাও রে ;—
ভীম সমরে বীর ধাও রে॥
ক্ষত্রিয় রাখ মান, জ্বলন্ত কর প্রাণ,
অরি-শিরোমালা দুলাও রে ;—
তেজ তপন বেগে ধাও রে॥
শোণিত ঝর ঝর, বহিবে তর তর,
বাণে বাণে অম্বর ছাও রে ;—
নাশি অরাতি প্রীতি পাও রে॥
ভ্রূকুটি বিথারিয়া, ভূতলে বিছাইয়া,
অরি-দেহরাশি লুটাও রে ;—
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাও রে।
প্রতিজ্ঞা জ্বল জ্বল, জ্বলিবে অবিরল,
বীরবায়ু বিশ্বে বহাও রে !—
ধর্ম্ম-সমরে বীর ধাও রে।
কৃপাণ করবাল, নিশিত শরজাল,
কটিতটে গর্ব্বে দুলাও রে ;—
পূর্ণপ্রসাদ হৃদে ধাও রে।
অট্ট হাসিয়ে রণে ধাও রে॥
তেজ তপন বেগে ধাও রে।
জয় জয় হুঙ্কার গাও রে॥

তৃতীয় দৃশ্য।

হিরণ্বতীনদীতীরে পাণ্ডবশিবিরমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কে জানে কাহার ভাগ্যে রচিছে এ আকাঙ্ক্ষিত-পদ! এখন ত এলো না সংবাদ। উচ্চ আশা হবে কি পূরণ? হবে কি? হবে কি? কে ও? কৈ, কেহ নাই। কে শুনিবে প্রলাপ আমার? সমর-সমিতি গঠি, গুপ্তভাবে হতেছে মন্ত্রণা, দেখি কি করেন নারায়ণ। সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাপতি, ভারতে মহারণতরী কর্ণধার, উচ্চ আশা নহে কি প্রাণের? নাহি কি পাণ্ডব পক্ষে, বিজ্ঞ বীর যোগ্য এ পদের? বৃদ্ধদল থাকিতে কি করিবে যুবক প্রবীণত্ব—প্রধান সহায় তাঁহাদের দেব! বড় আশা প্রথম হইতে হে দেব পার্ব্বতীপতি, বড় আশা লব সৈন্যভার। রণনীতি দেখাব নূতন বড় সাধ—সে সাধ কি হইবে পূরণ? কি আছে আমার পক্ষে হায়! নাহি মান, নাহি পদ, গৌরব বিস্তর, নাহি শিরে পক্ককেশ—নাহি কোন সমর-সুখ্যাতি কেবল আছয়ে হৃদি জ্বলন্ত তেজস্—আছে মন লৌহের গঠন, মস্তিষ্কে লুকান আছে রণপ্রকরণ। সকলি আঁধারে মগ্ন—আলোক না আছে কিছু মোর। প্রাণ-পুষ্প দিয়া কিন্তু পূজি প্রতিভায়, বক্ষে যদি থাকে রাজ্য প্রতিভার। রাজ্য এই বক্ষে অভাগার। আছে কি? কে? জানে কৈ? কখনও ত ছোটেনি ছটায় উছলিয়া বিদ্যুতের তেজ মত, সুধু অনুভব করি শিরায়। খেলিতে কি পাইবে প্রতিভা এইবার? এইবার? এই মহারণে! (পদশব্দ) কে ও? এসো ভাই, কি সুখের বার্ত্তাবহ দোঁহে?

নকুল। যোগ্যবীর! সেনাপতিপদে

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

তোমা বরেছেন অগ্রজ ধীমান্। সপ্ত অক্ষৌহিণী-ভার তব করে, এই দণ্ড হ'তে। ধর এই অভিষেক-অসি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। উচ্চ আশা পূর্ণ এতক্ষণে লইলাম আশীর্ব্বাদ-অসি।

সহদেব। ধর বীর বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ। করে ধরি জাহ্নবীর নীর, সজাগ নক্ষত্রদলে সাক্ষ্য করি বীর, করহ প্রতিজ্ঞা আজ্ঞামত। পণ-পত্রে করহ স্বাক্ষর।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। দীপ্ত আঁখি মেলি দেখ হে নক্ষত্র-দল, হে অনন্ত স্বভাব সুন্দর, শুন পবনের মুখে প্রতিজ্ঞা আমার। লইলাম সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-ভার, পাণ্ডবের পক্ষ হয়ে, কুরুক্ষেত্র সমর সাগরে, চালাইব রণপোত উর্ম্মি বিদারিয়া। কৌরবে করিব বিসর্জ্জন, মগ্ন হবে অনাদি অনন্ত অর্ণবে। এই পণ জীবনে রক্ষিব, এই পণ মরণে ত্যজিব!! করিব স্বাক্ষর বক্ষরক্তে বক্ষরক্ত প্রতিভূ আমার!!

নকুল। অক্ষৌহিণী-নায়ক! প্রবীনগণ সনে এই রাত্রে করহ মন্ত্রণা। কালি প্রাতে বাজিবে সমর যথারুচি করহ প্রচার। সবে তব আজ্ঞা অপেক্ষিয়া।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। অবিলম্বে স্বকার্য্য সাধিব। গুরু ভার—আনন্দ আমার! জান কি নকুল ভাই—ও পক্ষের—কোন সমাচার?

নকুল। এসেছিল শেষদূত কুচক্রী উলূক, তারি মুখে শুনিনু সংবাদ। চরবার্ত্তা হইল দৃঢ়ীকৃত। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, পিতামহ সেনাপতি-পদে, পৃষ্ঠে দ্রোণাচার্য্য গুরু। কি আর শুনিতে চাহ বীর! বীরকার্য্যে দাও মনযোগ।

[নকুল ও সহদেবের প্রস্থান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন —

(জানু পাতিয়া উপবেশন ও করযোড়ে)

জাগ শক্তি সমর-প্রতিভা! জাগ মা. জীবন্ত মায়া আশ্রিতের তরে। অবসর পেয়েছি তোমায় ছুটাইতে! উৎসাহে ফুলিছে বুক, হৃদিস্তরে বিহরে বিদ্যুৎ। প্রীতিনেত্রে চাহিতে চাহিতে, উপযুক্ত কার্য্যকাল দাও শিখাইয়া। প্রদীপ্ত জ্যোতির শিখা জ্যোতির্ম্ময়ী দাও গো নয়নে, শোণিতের সনে যাক্ মিশে। পূর্ণতেজে করি গরজন। সাধনায় সিদ্ধি দয়াময়ী, প্রাণ-পুষ্প প্রীতির চন্দনে, ভক্তি ভাগীরথীবারি, সিঞ্চিয়া কৈশোর হ'তে দেবি,একমনে পূজিত তোমায়। তুমি বৈ কি আছে আমার? তাই আজি উচ্ছ্বাসিত হৃদে আরবার ডাকি কর-যোড়ে; আয় মা আনন্দময়ি, আয় আয় ব্যোম করি বিদারণ। আয় ফুটে পিতৃপার্শ্ব হ'তে পূর্ণব্রহ্ম দিয়াছে বিদায়—ভক্তবীরে বরিবার তরে। আর—নহে—ভক্তিজোরে, আকর্ষিয়ে আনিব সাধক সেবি-কায়। (নিম্নমুখে অবস্থিতি)

(শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিভা'র অর্দ্ধপথে অবতরণ ও জ্যোতির্ম্ময় দণ্ড দুলাইয়া গীত)

পরজ—ঝাঁপতাল।

ধর তেজ তপত বীরসুত বিথারি কায়।
থির শিরসে জ্যোতি যেন বিমল তায়॥
ধর আশা-সাহস হাসি,
মঙ্গলরাশি রাশি,
দীপ্ত প্রতিভা প্রাণে প্রীতি-নয়নে চায়;—
প্রীতি-প্রসাদ ধর, তৃষা মিটিবে তায়॥

(দণ্ড মস্তকে প্রদান ও অন্তর্দ্ধান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

কৌরব-ব্যূহমুখ,—ভীষ্ম ও দ্রোণ।

ভীষ্ম। কালবাদ্য বাজিল দেবতা। কাল-ক্রীড়া নহে আর দূর! স্নেহ—মায়া—দয়া প্রেম—ভালবাসা এ প্রাণ হইতে এসো সবে করি উৎপাটন। বুকে রেখে করেছি পালন, পিতৃহীন অনাথ পাণ্ডবে;—আজি বক্ষ পাষাণে বাঁধিয়ে, পিয়িব বক্ষের রক্ত সেই তাহাদের। ওহো এ কি মমতা-মন্থন! পৃথিবীর প্রথম হইতে, কেহ কি শুনেছে কভু অমা-নুষী ব্যবহার এমন—হেন পৈশাচিক কার্য্য রাক্ষসেও পারে না, দেবতা, অসুরেরও ঘৃণিত এ কাজ।

দ্রোণ। বৃদ্ধ দোঁহে বাঁচিব কদিন দেবব্রত? মরণ নিকট তাই বুদ্ধি-বিপর্য্যয়। রণে মৃত্যু অদৃষ্টলিখন দোঁহাকার। এসো দোঁহে মরি একত্তরে। পাপাসুর কুরুকুলপতি, দেখুক পাপের পরিণাম। দোঁহে বৃদ্ধ, দুয়ের মরণে অনুতাপ গ্রাসিবে তাহায়, তীব্রজ্বালা সর্পের দংশনে জ্বোলে জ্বোলে যাবে অধঃপাতে। পাপপুণ্যে বাধিল সমর—দেখিছ ত দিব্য-চক্ষে, কি হইবে রণ-পরিণাম। সে দৃশ্য দেখার চেয়ে আগে ভাগে প্রয়াণই বিহিত!

ভীষ্ম। পাণ্ডবপক্ষের শুনিছ কি উৎসাহ-হুঙ্কার, গভীর-জলদ যেন হাঁকিছে অম্বরে। রণমদ—মাতাইল প্রাণ, স্ফূর্ত্তি যৌবনের সমাগত। বক্ষে তেজ জ্বলে ধক্ ধক্ উৎসাহ—রুদ্রের লীলা করিছে উন্মাদ,—ভুলিতেছি

মর্ম্মজ্বালা, রণচণ্ডী চাপিছে শিয়রে—আর স্থির রহিল না প্রাণ।

দ্রোণ। উদিতে চাহে না দিনদেব—শ্যামাঙ্গী মহীরে কার সাধ উল্লাসে হেরিতে! তাই দেব উদয়-পর্ব্বতে, তীব্রতেজ করিয়াছেন কালী। দেখ প্রাচী কালিমায় ঢালা, এ দৃশ্য কি দেখেছ কখন্?

ভীষ্ম। অমঙ্গল। অমঙ্গল অশুভ এ চিহ্ন। কৌরবের! কৌরবের কুগ্রহ নিশ্চয়। উঃ! কি নিনাদ অকস্মাৎ! বিনা মেঘে বজ্রপাত! দেখ শিবিরের কেতু—জ্বলন্ত পশিল ছলে। দেখ পুনঃ উঠিল আকাশে, উগারিছে উঠিতে উঠিতে নীলধূম স্তবকে স্তবকে। কৈ, কোথা?—মিশাল সহসা!

দুঃশা। পিতামহ! সুখের সংবাদ। দেখ চেয়ে অরি-সারি পানে। ম্লানমুখে অভাগা পাণ্ডব, কৃষ্ণসনে ধীরি ধীরি আসিতেছে আপনার কাছে কৃপা ভিক্ষা মাগিবে পাণ্ডব।

ভীষ্ম। কাপুরুষ নহে রে পাণ্ডব। পুরুষার্থ লক্ষণ ওদের। একা পার্থ কেশবের সাথে, ব্রহ্মাণ্ড-বিজয়ী হতে পারে। সততায় আসিছে পাণ্ডব। মহান্ হৃদয় পাণ্ডবের, তোরা কি বুঝিবি গভীরতা?

(পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। দেহ পদধূলি পিতামহ, দেহ গুরু শিরে শ্রীচরণ; আসিয়াছি প্রণাম করিতে, স্নেহচক্ষে দেখ গো পাণ্ডবে।

ভীষ্ম। আহা,বৎস ধর্ম্মশিরোমণি! প্রীতি-নেত্রে হেরিতে তোদের লজ্জা পাই। অনন্ত-ভক্তির কি দিলাম প্রতিদান—প্রতিদান বক্ষ-রক্ত পান। অহো নারায়ণ! এই ছিল অদৃষ্টে মোদের? দোহে বৃদ্ধ, দোঁহেই অজ্ঞান; পাপপক্ষে এ বৃদ্ধ বয়সে, আসিয়াছি বিরুদ্ধে ইচ্ছার। কহ বৎস—কি মাগহ বর।

যুধিষ্ঠির। আর কিছু নাহি মাগি দেব—কেবল মিনতি পদে মন্ত্রণা যেন পাই—পাণ্ডবের কেহ নাহি আর। পিতৃহীনা অভাগা আমরা।

ভীষ্ম। যথা ইচ্ছা সাধিব তোমার। হৃদয়ের অনন্ত উচ্ছ্বাসে আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের, জয়লাভ কর এ সমরে। জানেন ত হৃষীকেশ,যথা ধর্ম্ম তথা জয়, তাঁরই বেদবাণী, ধর্ম্মভীরু ধর্ম্মই কবচ তোমাদের।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত, সত্যপ্রিয় তুমি বয়সেতে জ্যেষ্ঠ সবাকার। সত্যরণে হও গো অমর।

ভীষ্ম। শিরোধার্য্য শ্রীমুখের বাণী।

দ্রোণ। আশীর্ব্বাদ ধর রে পাণ্ডব, ধর এ উন্মাদ আচার্য্যের—রণজয়ী হও ধর্ম্মমতে, করো নাশ সমরে দোঁহায়!

যুধিষ্ঠির। পূর্ণ আশ—কামনা সফল। মম পক্ষে কে চাহ আসিতে?

(যুযুৎসুর প্রবেশ)

যুযুৎসু। এই দাস আছে উপস্থিত। ধর্ম্ম-পক্ষ প্রিয় বড় মোর! দেহ আজ্ঞা পিতামহ, হিতাহিতজ্ঞান মোর অবিরত করিতেছে মানা, পাপপক্ষে মুহূর্ত্ত থাকিতে। হেথা পাপ জ্বলন্ত-মূরতি। দেহ আর্য্য অনুমতি, মিলি আমি পাণ্ডবের সাথে।

ভীষ্ম। যথা ইচ্ছা কর বৎস! দিব্য-চক্ষে দেখিতেছি আমি, একমাত্র রহিবি রে তুই, জলপিণ্ড অর্পিতে অন্ধেরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র—নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্য্যনাদ।

(উলঙ্গ-কৃপাণ-করে রক্তাক্ত শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। ছিন্ন-ভিন্ন ব্যূহমুখ, পাছু হাঁটি কৌরববাহিনী, দেখিলাম পুনঃ কি আবার? শত শত তূর্য্যনাদে, যথাস্থানে স্তম্ভিত কটক পুনঃ শ্রেণীবদ্ধ কুরুসেনা। দুঃশাসন কালান্তক যম, ফিরাইল সমরের গতি। মিশামিশি আবার কটক উভয়দলে। নবোৎসাহে মাতিল আবার—অপরাহ্নে ক্লান্তি নাই রণরঙ্গ, বর্দ্ধিতায়তন সর্ব্বাঙ্গ শোণিতাপ্লুত; পুন রণে মাতিতে হইল।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। ঘৃণ্য ক্লীব পুরুষত্বহীন—রণবহ্নি বাড়িল প্রবল, আয় শির নিক্ষেপি কৃপাণে।

(উভয়ের যুদ্ধ)

ছিঃ ছিঃ! লক্ষ্য-ভ্রষ্ট বারংবার। কম্পিত কৃপাণ-কর, অবশ শরীর, পদাঘাত উপযুক্ত তোর!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু। ধিক্ কুরুকুলকুলাঙ্গার! স্বৈরযুদ্ধে হারাইলি নীতি? রক্তস্রোতে দিব বিসর্জ্জন তোরে আজি—শিখাইব সমরকৌশল।

দুঃশাসন। হাঃ হাঃ হাঃ! বালক মাতৃস্তন ছাড়ি বুঝি আইলি সমরে? ধিক্ পাণ্ডবের দলে, নারী, শিশু নায়ক সৈন্যের। বালভাবে চাহিস্ ভুলাতে, চাহিস্ ভুলাতে বুঝি কঠোর হৃদয়ে? এ বড় কৌশল মন্দ নয়।

অভিমন্যু। বালকের সমকক্ষ কৈ? চেয়ে দেখ কুরুসৈন্যপানে সারি সারি হটিছে লুঠিছে, বালকের শরজালে। তীব্রতেজ জ্বলিছে বদনে আমাদের! কালচ্ছায়া দেহে তো সবার—অসার, দুর্ব্বল, ভীরু, অশিক্ষিত সৈন্য সেনাপতি, কোন্ বীর আসিবে যুঝিতে এ সমরে? এ সমর বালকেরই সাজে। অবসানপ্রায় বেলা, বালক কজনে মোরা দিয়াছি হটায়ে, কতবার ভগ্নব্যূহ ঠেলি। আয় রণ দেখি দুঃশাসন।

[যুদ্ধ ও দুঃশাসনের পলায়ন।

ছিঃ ছিঃ ধিক্ ধিক্!

(ভীষ্মের প্রবেশ)

আসুন সমরে সেনাপতি! নমস্কারি হানিব চরণে থরশর।

ভীষ্ম। দুগ্ধপোষ্য কে রে তুই? তীব্র বিষধর শিশু জ্বলন্ত অনল—রণছটা পড়িছে উথুলে। হারালি দুঃশাসনে ক্ষণিক সমরে, আমায়ও করিস্ আবাহন। দেখ চেয়ে একা নই আমি। পঞ্চ অতিরথ মোরে রক্ষিছে চৌদিকে। একবাণে হবি ভস্মরাশি।

অভিমন্যু। পঞ্চ অতিরথ তব—সাধ্য কি সে হয় অগ্রসর? একৈক সায়কে বিদ্ধ করিব সবায়। যথাস্থলে রহিবে অচল।

ভীষ্ম। রথ ত্যজি নেমেছে ভূতলে, তোরে সুধু সাপটি লইতে। দুষ্কর, না পারি পরশিতে কায়া তোর! আয় তবে করি রণ হাসিতে হাসিতে, কৌতুক দেখুক বীরদল।

অভিমন্যু। উহুঃ! রক্ষে বাজিল বিষম! ঘন ঘন শিহরিছে কায়। অবশ চরণ কর, গেল গেল গেল; গেল পড়ি কার্ম্মুক ভূতলে।

অৰ্জ্জুনতনয় আমি; পাছু হাঁটি পালাতে শিখিনি। মার বৃদ্ধ পড়ি হাঁটু-গাড়ি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বীর বটে বৃদ্ধ দেবব্রত। প্রতিপক্ষ উপযুক্ত বটে সেনাপতি। ছি ছি ধিক্! ধিক্! ধিক্! বুদ্ধিভ্রষ্ট মরণসময়ে—এ নিদানে কেন এ সংকল্প পৈশাচিক?

ভীষ্ম। ভাল ভাল পাইয়াছি প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি? সম মান, সমান মর্য্যাদা, এস দোঁহে করিব পরীক্ষা বলাবল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বাণে বাণে ছাইনু অম্বর তুজ-নায়। অসিযুদ্ধ করি এস সবে।

ভীষ্ম। ধন্য বীর দ্রুপদতনয়। রণনীতি আয়ত্ত তোমার। নাহি হলো জয়-পরাজয়, দেখ বেলা অবসান, দিনদেব বসিলেন পাটে, চক্ষের নিমেষে আমি দেখ নাশি হাসিতে হাসিতে দশটী সহস্র তব সেনা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। কি বলিব কাল পূর্ণপ্রায়। নতুবা দিতাম প্রতিফল—দিব শোধ কৌশলের তব কালি প্রাতে। [পলায়ন।

ভীষ্ম। আগত রজনী ঐ। অন্ধকার আসিছে প্রকৃতি গরাসিয়া। তূর্য্যনাদে-সংহারি সমর আজিকার।

(নেপথ্যে) জয় জয় কৌরবের জয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উপপ্লব্য নগর—দ্রৌপদীর আবাস।

(দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা ও অভিমন্যু)

অভিমন্যু। যুঝিছেন ভীষ্ম প্রতিদিন, কার সাধ্য তিষ্ঠায় সমরে? সপ্তদিন হইয়াছে রণ, দিন দিন, ক্ষীণপক্ষ আমাদের মাতা, কে জানে কি হয় পুনঃ আজি প্রাতঃকালে।

দ্রৌপদী। ওরে বৎস! এ কি কথা শুনি? সমরে পশ্চাৎপদ হলো কি পাণ্ডব? নিরুৎসাহ হলো কি পার্থ, ভীমসেন—কুণ্ঠিত নকুল সহদেব? আশা নাশি ধর্ম্মরাজ, কাঁদেন ধরিয়ে কি রে কেশবের কর? নাহি কি হুঙ্কার আর বাহিনীর মুখে? রণনীতি ভুলিল কি সোদর আমার সেনাপতি কেশরী-বিক্রম? পিতামহ প্রবীণ সমরে, পৃষ্ঠবল দ্রোণাচার্য্য, বীর বটে সবে জ্বলন্ত অনল—নাহি কি তা বোলে বৎস কেশবের পূর্ণ রণনীতি?

সুভদ্রা। বিস্মিত যে আমি বোন্, বালকের রণবিবরণে? ভীষ্ম দ্রোণ এখনো জীবিত? সপ্তদিন সহিয়ে সমর পার্থ, ভীম এখনও নিদ্রিত? কে জানে কি মায়ারণে, ভুলায়েছে ভীষ্ম কেশবেরে, ভ্রাতা মোর ত্রিভুবনজয়ী। কেন তবে নিশ্চিন্ত এখনও?

অভিমন্যু। শুন মাতঃ অদ্ভুত কাহিনী। পাণ্ডবের রণনীতি এ ক্ষেত্রে নূতন! সেনাপতি বীরত্বে অতুল, নাহি দেন সমরে পশিতে প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীরদলে। নামিয়াছি বালক আমরা রণভূমে—পৃষ্ঠরক্ষা করেন মোদের, সবে তাঁরা। জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি, যুবক-বাহিনী সাথে লয়ে করিতেছি ভয়ঙ্কর রণ কয়দিন। প্রবীণ কৌরব-সেনা বালকের সনে রণে হইতেছে ক্ষয়, অসংখ্য কৌরব রথী, অতিরথ, অর্দ্ধরথ আদি, বলনাশে হারাইছে তেজ। পাণ্ডবের নহে সে দুর্দ্দশা। প্রবীণ প্রমত্ত বীর দলে দলে আছয়ে রক্ষিত। বল-হীন হইলে কৌরব, হুঙ্কারি গগন ফাটাইয়া রুদ্ধ স্রোত বাহিরিবে বেগে, সে অনন্ত বেগের চাপনে ছিন্ন-ভিন্ন হইবে কৌরব! জয়লক্ষ্মী দিবে আলিঙ্গন। পরিণাম-বিজয়ী পাণ্ডব সুনিশ্চিত। এই গুপ্ত মন্ত্রণা—বিষম!

দ্রৌপদী। কে জানে কি রণ-পরিণাম? পরিণাম ভাবিতে চাহি না। চাহি শুধু কুরু-কুলনাশ। কবে যে আসিবে দিন, কবে পাব তিরিপ্তি প্রাণের? কে জানে কবে যে বাছা, প্রতিহিংসা পাইবে পাঞ্চালী? কবে হায়! বান্ধিব এ বেণী, কবে শেল উপাড়ি পড়িবে এ বক্ষের? কবে পঞ্চপতি সনে, বসিব কৌরব-সিংহাসনে? দেখিব নয়ন ভরি, অশ্রু-আঁখি কৌরব-রমণী—বিধবা বিকৃত-বেশা—কবে আসি চরণে লুটাবে? কবে কুন্তী জননীর কোলে, বসিবে পাণ্ডব সুখে পুনঃ, কবে হব রাজরাজেশ্বরী?

সুভদ্রা। বিলম্ব নাহিক আর বোন্। উড়ে যাবে অরাতি-নিকর, ভস্মরাশি হইবে কৌরব। স্বহস্তে জ্বালায়ে চিতা, মনানল করিবে নির্ব্বাণ। জান ত প্রকৃতিলীলা বোন্, মেঘান্তে প্রখর ভানু স্নিতরে কিরণ খরতর—মাতে দিক্, আঁধার অর্ণব এড়াইয়া। শেষ সুখ জীবন্ত প্রমাণ প্রবোদের!

অভিমন্যু। উষা আসি হাসিল গগনে, দেহ মা বিদায় দাসে, শিবিরে পশি গে আগে ভাগে।

দ্রৌপদী। চল ভগ্নি, দেবতা দেউলে, পূজি গে শঙ্করজায়া বিঘ্নবিনাশিনী। এসো বৎস বীরবেশে সাজি, আশীর্ব্বাদ-কুসুম বাঁধিয়ে দিব গলে। আজি রণে ঘটিবে মঙ্গল!

[দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান।

উত্তরা। এসো নাথ, বীরবেশে সাজাব তোমারে।

অভি। বীরের বনিতা—প্রিয়ে, সমর-কল্যাণ—নামে জগতে পূজিতা কি তিরিপ্তি বরাঙ্গনা বামে! চারুমুখ—বীর রণস্থলে—চারুহাসি উৎসাহ প্রাণের—ঘোর রণে—মাধুরী স্মরণে, দ্বিগুণ শত বল পাই হৃদে! ভুলে যাই চিত্ত-অবসাদ—ক্লান্তি শান্তি—উদ্দেশে নারীর—নারীর ললিত বাণী—জাগি হৃদে—বীরত্বে মাতায় শক্তি পাই শক্তির স্মরণে। আসি প্রিয়ে দেহ আলিঙ্গন!

উত্তরা। কি লাবণ্য উথলে প্রাণেশ—বীরবেশে—বিকাইনু পায় হে আবার! যাও রণে—হৃদয়বল্লভ—মনে রেখো প্রাণ-নাথ—মস্তকের মণি ফণিনীর—চিন্তা—আশা—সংসার-সাগরে কর্ণধার—দুখিনীর তুমিই সম্বল। সাররত্ন ফিরে যেন পাই। কাঁদিতে শিখিনি বীরাঙ্গনা, বীরপতি গৌরব নারীর—সে বীরত্ব লাভে অগ্রসর—বাধা দেওয়া জানি অসঙ্গত। কিন্তু প্রাণনাথ—বুঝিছ কি প্রাণের কাহিনী? এ প্রাণে কি ঘটিছে বিপ্লব, ইচ্ছা করে—প্রাণ তোরে কাঁদি, কাঁদিয়া বিনয়ে করে ধরি, ফিরাই সমর-সাধ হোতে। চোখে চোখে রাখি দিবানিশি।

অভি। প্রাণের লুকান প্রেমকক্ষে, কত কথা উঠিছে পড়িছে, এ নয় সময় শুনিবার। রণব্রত—ইষ্ট এ সময়, বীরের এ সুলগ্ন নবীনা, এ হেন মাহেন্দ্রক্ষণে, ইচ্ছা সুখ করিব গ্রহণ বিধিমতে। পরে প্রেম অনন্ত প্রমোদ অনন্ত-কালের তরে পাইব দোঁহায়!! আসি প্রিয়ে দাও লো বিদায়।

[প্রস্থান।

উত্তরা। এসো নাথ, দিলাম বিদায়—সমর-কল্যাণী দেবী রক্ষুন তোমায়—রক্তাকালী জগজ্জননী জানেন রমণী নারী—হৃদয়বেদন। রেখো মা সমরে প্রাণনাথে তব কোলে দিলাম তুলিয়ে॥

(গীত)

আলেয়া—আড়া।

মায়াময়ী ডাকি মা তোমায়।
বাঁচাইতে হবে মলিনায়,
সাধের সে তরীখানি ডুবুডুবু প্রায়।
অকূলে আকুল হই, তাই ডাকি ব্রহ্মময়ী,
কোলে তুলে নিতে হবে তায়,
আয় মা ধরিনু রাঙ্গা পায় !!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—কৌরব পতাকাবাহক ও নকুল)

কৌ-পতাকাবাহক। এ জীবন থাকিতে আমার, পতাকা না ছাড়িব কুমার কোন মতে, কর বল যত আছে দেহে !

নকুল। এখনি পাড়িব শির। কেন প্রাণ হারাবি পদাতি ! বক্ষরক্ষ কেন দিবি মিছে ? কৃপাণাগ্র বড় তীক্ষ্ণ মোর।

কৌ-পতাকাবাহক। চর্ম্মও কঠিন বড় মোর, দুর্ভেদ্য এ অতি পুরাতন। কত শত ভেঙ্গেছে কৃপাণ কতবার। চর্ম্ম বিনা নাহি অস্ত্র আর ; আত্মরক্ষা শিক্ষা মোর সুধু। ছার পতাকার দণ্ড।

(কৃপাণ আঘাত ও ভগ্ন)

ছিঃ ছিঃ, আর নাহি যে কৃপাণ।
পলাও পাণ্ডব পিছে চাহিও না আর।

[নকুলের প্রস্থান ও সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। অন্যবার দেখিব পামর ! দেখি চর্ম্ম কত কঠিন। সপ্ত অসি ভেঙ্গেছি এ সপ্ত দিন রণে, পারি নাই কাড়িতে কেতন ; আজ তোর নাহি রে নিস্তার !

কৌ-পতাকাবাহক। মিছে শুনর বীর-বর ! ওই দেখ, চেন কি কৃপাণ ? তব কর্ম্ম নহে এ কেতন পরশিতে। তুচ্ছ কার্য্যে কেন লজ্জা পাও ? যাও গিয়ে কর রণ অন্য বার সনে ! বীরকার্য্যে তৃপ্তি পাবে বীর !

[পতাকাবাহকের পশ্চাৎ সহদেবের প্রস্থান।

(রথারূঢ় দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। চালাও সারথি রথ সম্মুখে ভীমের,—দাম্ভিকের দিব প্রতিফল। হস্তী অশ্ব নাশিছে পামর, পদাঘাতে গদা চূর্ণ করিব শায়কে। অসংখ্য সৈন্যের ক্ষয় দেখিতে পারি না চক্ষে আর।

(গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কে রে কুরুকুলাঙ্গার ! কি দেখাও ইঙ্গিতে আমায় ? সারথি সহিত রথ, দেখ চূর্ণ করি পদাঘাতে। তোরে বাঁধি লইব শিবিরে।

দুর্য্যোধন। ধিক্ দম্ভে ধিক্ বৃকোদর সহ্য কর তীক্ষ্ণ শরজাল !! মুখে মারি কল বাড়াই।

ভীম। কোথা শর—গেল পালটিয়া আত্মশরে হইলি বিদ্ধ দ্যাখ্ বক্ষে মুখে কব ভেদিয়া রক্ত-স্রোত বহিয়া পড়িছে। রক্ষ নাই করিনু বিনাশ ! অসাড় নিস্পন্দ দেহ খসিয়া পড়িল ধনুঃশর, স্তম্ভিত হইলি দুর্য্যোধন ; এখনি করিব বন্দী, দাঁড়া রে সারা পাপ, রাখ্ রাখ্ রথ, রথ শুদ্ধ লইব থুই কক্ষতলে।

[সকলের প্রস্থান

(ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রবেশ)

ভীষ্ম। রণমুখ ফিরেছে দেবতা। কুরু-সৈন্যে শুন হাহাকার! মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃকোদর, সৈন্য-বন করিছে উজাড়। ছত্র-ভঙ্গ সমগ্র বাহিনী। পার্থ-রণে বীর রথিগণ হতাহত—পলায়নপর। পার্থরণে দ্বিতীয় শমন দৃষ্টিমাত্রে আড়ষ্ট কৌরব অসাড় অগণ্য সেনা কাতারে কাতার হুহুঙ্কারে মূর্চ্ছিত কটক। কৃষ্ণতেজে তেজীয়ান্ আজি, চক্ষে, মুখে, অঙ্গসঞ্চালনে তীব্রতেজে ঝরিছে চৌদিকে। দেখ পার যদি ফিরাইতে সৈন্য-ঠাট, অপরাহ্নে করি কালরণ।

(রথারোহণে দুর্য্যোধনের পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। পিতামহ! দেখিছ কি কৌতুক? দেখিছ কি স্থিতনেত্রে কৌরব-নিধন? এ নিগ্রহ অভিপ্রেত বুঝি তব দেব? নহে কেন নিশ্চিন্ত এখনও? দেখিছ না ভীমার্জ্জুন রক্তপাত করে কি সাহসে অনর্গল? কত সৈন্য মস্তক-বিহীন? গজ-বাজি কত গড়াগড়ি? আজই রণ বুঝি হয় শেষ! এই ছিল অদৃষ্টে আমার? অসময়ে অভাগার, সহায়-সম্পত্তি সব বিরুদ্ধ হইল? প্রতিবাদী পরম দেবতা ইষ্টকারা অনিষ্ট করিল!

ভীষ্ম। ত্যজ শোক কুরুবংশধর, ঘুচাও মনের কালী তব। নবোৎসাহে করিব সমর —রণবেগে ফিরাইব রুদ্রতেজ ধরি। হটাইব পাণ্ডব-বাহিনী। ধাওয়া-ধাওয়ি যাও গো দেবতা বামে পশি ধরি শরাসন সসৈন্যে যুঝহ পার্থ সনে, একা আমি বিমর্দ্দিব পাণ্ডব-বাহিনী। বাণে বাণে ছাইব গগন—দেখিবে ভীষ্মের রণ স্থাবর জঙ্গম, বিস্মিত হইবে দেব-দল, থাকে যদি দিনদেব দণ্ড দুই চারি, আর কেহ ফিরিবে না আর; কৌরবের কুরু-ক্ষেত্র হইবে শ্মশান, রক্তনদী বহিবে চৌদিকে।

[দ্রোণের প্রস্থান।

বৃকোদর পিছে; ধাও তুমি কুরুবংশধর, অগ্র-গামী বহুদূর বীর। শতভ্রাতা মিলি, ঘিরে তারে পাড় গে ভূতলে!

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

পার্থরথ আসে যে এ ধারে, বিদ্যুৎ ঝলকে রথোপরে, আজি রণে না জানি কি হয়।

(রথারোহণে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কহ পার্থ কায়িক মঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞ বীর পাইলে কি ভয়? অরি সনে কে কোথা কুশল কথা কয়?

ভীষ্ম। তা নয় কেশব! এ প্রশ্নের প্রধান কারণ রণশ্রম সবে কি না সবে গাণ্ডীবীর। বাঞ্ছা তাই অগ্রে জানিবারে, বালক চলিয়ে পাছে পড়ে রণভূমে। করিব যোজন ভগ্নব্যূহ, সাধ্য থাকে বাধা দাও বীর।

অর্জ্জুন। অগ্রে সহ্য কর শর দেব, পিছে যেয়ো ব্যূহ-সংযোজনে। প্রাণের মমতা ত্যাগ পার যদি করিতে বার্দ্ধক্যে পিতামহ, তবে পশ সম্মুখ-সমরে, নতুবা ছাড়িনু পথ প্রাণ লয়ে পলাও সঘনে।

ভীষ্ম। পিতামহী নাহি ত কিরীটী তোমা-দের, প্রাণে তবে মমতা কিসের? বিধবা কাঁদিতে নাই ঘরে—নাই বধূ বড় ভালবাসি কাঁদে যদি কাঁদিবে তাহারা ক্ষতি নাই, কর শরক্ষেপ বাল বৃদ্ধ দেখি কে চতুর চতুরের চূড়ামণি সাথে!

অর্জ্জুন। আরো সাধ, কাঁপিছ যে দেব?

ভীষ্ম। ধন্য ধন্য পার্থ মহাবীর বংশের দুলাল তুই হেরি, অস্ত্রশিক্ষা এ বয়সে। অসহ এ বক্ষে শরজাল বাজে বজ্র কালের কবাটে, পলায়ন শ্রেয়ই আমার।

[ভীষ্মের পলায়ন।

অর্জ্জুন। ফিরাও কেশব রথ, সন্ধ্যা হলো, সমরাবসান। অই শুন দুর্য্যোর নিনাদ।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(দুর্য্যোধনের শিবির-সন্নিহিত পথ)

(দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও মশালধারিগণ)

দুঃশসান। কি কহ অগ্রজ, পিতামহে চেন নাই তুমি। পাণ্ডব প্রাণের নিধি, তাচ্ছল্যের পাত্র শত ভাই। নতুবা কি চলিত সমর এত-দিন? কোন্ দিন পরাজিত হইত পাণ্ডব। বর্ত্তমানে কে বীর শান্তনুসুত সম?

দুর্য্যোধন। কেমনে কহিব তাঁরে, অস্ত্র-ত্যাগ করিতে এখন? সখা নামে জ্বলে দেহ তাঁর, চক্ষুঃশূল মাতুল শকুনি। হয় ত কে জানে, তাই পাণ্ডবের পক্ষে যেতে পারেন এখনি। কড়ি লয়ে সেনাপতি-পদ কর্ণে দিলে মর্ম্মাহত হবেন গাঙ্গেয়। ভাবি তাই হয়েছি কুণ্ঠিত!

দুঃশাসন। সর্ব্বনাশ হতে থাক্ তবে। অরি-পক্ষ হোক্ বলবান্। শত ভাই ছিনু মোরা, আজিকার কালরণে ভাসায়ে দিয়েছ ভাই অধিকাংশ কালের সাগরে। অবশিষ্ট মোরা কয়জন। এইরূপ চলিলে সমর, আম-রাও শীঘ্র হব নাশ। যথা ইচ্ছা কর গো অগ্রজ।

দুর্য্যোধন। উভয় সঙ্কটে ভাই ভুলিলাম মান অপমান। ডুবিতেছি অপার সাগরে, যাহা পাব করিব আশ্রয়।

দুঃশাসন। জান ত কর্ণের তেজ ভাই। শুনেছ ত প্রতিজ্ঞা তাঁহার। ধনুকরে নামিলে সমরে, কার সাধ্য বাধা দিবে তাঁয়? মুহূর্ত্তে হইবে নাশ পাণ্ডব-বাহিনী! উৎকণ্ঠা প্রাণের দূরে যাবে। বর সেনাপতিপদে তাঁয়,শাস্ত্রেতে কথিত আছে, বৃদ্ধের বচন হিতকর; কিন্তু ভাই, অতিবৃদ্ধ বালক যেমন, পিতামহে নাহি কিছু সার বোধ হয়।

দুর্য্যোধন। নির্ব্বোধের মত কহ কথা। উগ্রতেজ চেন কি প্রবীণ বীরেশের? কি অদ্ভুত সমর-কৌশল, দেখালেন পিতামহ দেখিলে কি ভাই? রণরঙ্গভূমে,যতবার চেয়েছি আর্য্যের মুখপানে,ততবারই সমান উৎসাহে লোহিত উজ্জ্বল আঁখি দম্ভে পাকালিয়া টঙ্কা-রিতে দেখেছি কার্ম্মুক।

পট-পরিবর্ত্তন।

(ভীষ্মের শিবিরমধ্যে ভীষ্ম শয়ান)

পিতামহ! এসেছি ভেটিতে।

ভীষ্ম। এসো বৎস! বোস আস্তরণে। এ নিশীথে কিবা প্রয়োজন?

দুর্য্যোধন। কি আর কহিব পিতামহ, উৎকণ্ঠায় আকুল পরাণ, কে জানে কি কবে

ভবিষ্যতে। সমরের কিবা পরিণাম? সেনাপতি-পদে বরি আপনায় দেব, নিশ্চিন্ত হইয়েছিনু সবে; মনে ছিল হবে শত্রুনাশ, কৈ দৈব! গত অষ্ট দিন, শত্রুবল কৈ হলো ক্ষয়? বলদৃপ্ত এখনো পাণ্ডব, হীনবল দিনে দিনে মোরা। ঘুচিতেছে আশা ক্রমে ক্রমে, সন্দেহে আসিনু তব পাশে, কি নূতন করিব উপায়?

ভীষ্ম। রে কুমার কুরুবংশধর, উতলার নহে এ সময়। উত্তেজনা চাই দিনে দিনে, স্ফূর্ত্তি নবীন বলে, করা চাই ক্রমে ক্রমে অরাতি বিনাশ। যে সে শত্রু নহে ত তোমার। ভুলেছ কি পাণ্ডব-বিক্রম? জান না কি কেশবের সমর-কৌশল, রণনীতি দ্রুপদপুত্রের? এ নহে সামান্য রণখেলা, সামরিক বিধানের কূট ধারাগুলি, একে একে হবে প্রদর্শিত। সভ্যাসভ্যে নহে ত এ রণ, উভপক্ষে ভারতের বিজ্ঞ ধনুর্দ্ধর কুরুক্ষেত্রে সন্ত সমাগত। রণচণ্ডী সবারি পূজিতা। এ দীপ্ত সমরানল সহজে কি হবে নির্ব্বাপিত? নিশ্চিন্ত হইয়া রহ, রণে জয়-পরাজয় অদৃষ্টলিখন।

দুর্য্যোধন। পিতামহ! এ কি অসম্ভব কহ কথা! অক্ষৌহেণী সেনা তব একাদশ সাথে, পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহেণী,, তারতম্য রয়েছে শক্তির, দুর্ব্বলের সনে বলীয়ান্, কত ক্ষণ হবে রণ?

দুঃশাসন। হে অগ্রজ বীর-অবতার! অতি বৃদ্ধ পিতামহ এবে, আয়াস উৎসাহ তীব্র তেজ বয়সের সনে ম্লান হইয়াছে ক্রমে। নাহি সে পূর্ব্বের কঠোরতা, একাগ্রতা গেছেন ভুলিয়া, সংসারের কোলাহল এড়ি শান্তির শকটযাত্রী এবে পিতামহ। আমি বলি, আর কেন, দেহ ক্লান্তঃ কার্য্যে অবসর, দূরে হ'তে দেখুন কৌতুক।

দুর্য্যোধন। আমারও বাসনা তাই ভাই। অস্ত্রভারে নাহি প্রয়োজন। দিন ভার নববীর-করে পিতামহ। সখা কর্ণ প্রদীপ্ত অনল হেন মুখ্য সেনাপতি তিনি। ত্বরা কার্য্য সাধিবে সবার মনোমত। কহ দেব, কর মত, এ অপেক্ষা নাহি সদুপায় কিছু আর।

ভীষ্ম। কি বলিলে! কি বলিলে! ওহো! এ কি মর্ম্মভেদী দারুণ প্রস্তাব! অক্ষম আমি কি হায়! অক্ষম অধমাধম তাচ্ছল্য এমন, কৌশলে নিরস্ত্র করি মোরে রাধাসুতে করিবে বরণ? হা রে ভাগ্য, উগারে গরল, ওহো কেন? কেন এ দারুণ অপমান? যা রে বক্ষ যা রে বিদারিয়া, অন্তরাত্মা পুড়ে হ'ল খাক! ওরে বৎস, এ বৃদ্ধ বয়সে আর কেন? অসহ্য এ নরক-যন্ত্রণা। যা হবার তাই হবে কালি, এক দিন দে আর সময়, কালি প্রাতে প্রতিজ্ঞা আমার হয় পরাজিব অরিদলে, নতুবা বীরের মাঝে বীরশয্যা পাতি বীরহস্তে হইব নিধন—অনন্তকালের তরে আঁখিপদ্ম হবে নিমীলিত। এ যন্ত্রণা সহিতে হবে না! করে ধরি, ওরে বৎস, কাঁদায়ো না অভিমানে মোরে, তোরাই রক্ষক অভাগার!!

দুর্য্যোধন। শিরোধার্য্য আদেশ গো দেব; করো কল্য যথা অভিরুচি; আসি, পদধূলি দেহ মাথে।

[প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান।

ভীষ্ম। অধীনতা, অধীনতা! ওঃ! নিগড়বদ্ধ দুঢ়তর। অর্থদাস আমি কাপুরুষ। হা রে স্মৃতি! কি দংশন তোর! কি ছিনু কি হইনু, এ চিন্তা বিভীষিকা। পিশাচের স্বার্থে

সমাদৃত। নহে এত অপমান সহে কি গাঙ্গেয়? পুরুষকার! যাও রসাতলে! শূন্য-গর্ভ আবার গভীর একটী মুহূর্ত্তে হায় শত বৎসরের ঘোর শ্রম-উপার্জ্জিত কীর্ত্তিস্তম্ভ ধূলায় লুটায়। নতুবা, নতুবা হায়! ভাবিতেও চক্ষে আসে জল নতুবা ঘৃণার চক্ষে হেরিতাম যারে—সেই আজি অহঙ্কারে ফুলি, এই শিরে করে পদাঘাত! সহি আমি বিনা বাক্যব্যয়ে। অধীনতা! সর্ব্বনাশী তুই, তোর কার্য্য সকলি অদ্ভুত! রাজারে করিস্ তুই পথের ভিখারী, মহাবীরে বিড়ম্বিয়া কালকূটে রাখিস্ ডুবায়ে, তাই আজ শান্তনুতনয় অশ্রুনীরে ভাসিছে নীরবে! যা রে স্মৃতি, কর পলায়ন! সে আমি ভুলিয়া যাই, এ আমি এখন কৃপা-কটাক্ষ-ভিখারী! ও কি? উষা আলোক মধুর। প্রাতঃকৃত্য সারিয়ে সত্বরে ঝাঁপায়ে পড়ি গে উদ্বেলিত সমর-সাগরে, পারি যদি সাঁতারি সতেজে পার হব, নতুবা ডুবিব অবহেলে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র)

(একদিক্ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ও অপরদিক্ দিয়া অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। পাইয়াছি গুরুদেব, শিক্ষার পরীক্ষা দিব আজি। গুরু-শিষ্যে আসুন সমররঙ্গে মাতি। যৌবনের জীবন্ত প্রতিভা জড়বুদ্ধি বৃদ্ধেরে দেখাব। কাটিব কার্ম্মুক করে, শ্বেত কেশ উড়াব কৌতুকে।

দ্রোণ। উচ্চ আশা উপযুক্ত বটে, রণ-প্রগল্‌ভতা সাজে তোর, তুই পার্থ পুত্রের সোসর, এটা কিন্তু ক্রীড়াভূমি নয়, রক্তপাত জীবন মরণ, প্রতিপদে সমরসঙ্কট। ত্যজিয়ে কৌতুক-লীলা কালক্রীড়া কর আয়োজন। দশনে অধর চাপি ভ্রূ কুঞ্চিত করি, আত্মপর হয়ে বিস্মরণ উগ্রতেজ আয় রে ক্ষত্রিয় রণসাধ মিটায়ে দিই।

অর্জ্জুন। শরতের জলদ-গর্জ্জন গুরুদেব বালকের প্রীতি-উৎপাদক। নহি দুগ্ধপোষ্য শিশু। উচ্চ কথা আশঙ্কা প্রমাণ, কথা নাই, কার্য্য চাই দেব, ছাড়ি বাণ কর নিবারণ, বায়ব্যাস্ত্রে উড়াইব ঠাট তব সনে।

দ্রোণ। শৈলাস্ত্রে নিবারি দেখ বীর অর্দ্ধ-পথে হইল মিলন—সমর-রহস্যে সুপণ্ডিত। কৌতুকের নহে ত এ ঠাঁই। ব্যর্থ বাণ মরণ সমান। রণমূর্খ, কিনিও না নাম তাচ্ছ-ল্যের।

অর্জ্জুন। হে কেশব! দেখিছ কি? আসিছে ত্রিগর্ত্তরাজ বিরাট-বাহিনী। রথ লয়ে চল ওর দিকে, সুশর্ম্মায় শিক্ষা দিব কিছু। আসি গুরু, কালপূর্ণ হয়নি এখনও।

দ্রোণ। ও কি হেরি? সঙ্কুল সমর? দুই ঠাটে হইল মিশামিশি ব্যূহ ভেদি পশিল যে পাণ্ডব-বাহিনী! টলিল অচল ঠাট, মহাশক্তি হৈল সংঘর্ষণ, দেখি অগ্রসরি পরিণাম!

(নেপথ্যে জয় পাণ্ডবের জয় ভেরী নিনাদ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সঙ্কুল সমর-নীতি, উচ্চ সাধ মিটাইল মোর। পাছু হটি পলায় কৌরব! ভীমবেগে বিরাট-বাহিনী ব্যূহ-মুখ করি

ক্ষুরধার রণে হানা দিল চারি ধারে। সে বিপুলবেগে কার সাধ্য করে নিবারণ? ছত্রভঙ্গ হইল কৌরব-দল; দলে দলে হাঁটু গাড়ি অসিমুখে অসহায় অর্পিল জীবন, অবশিষ্ট পলাইল ছুটে!

(নকুলের প্রবেশ)

নকুল। সেনাপতি! ফিরিল আবার, ফিরিল কৌরব সেনা শল্য সহযোগে। পুন ছত্র হয়েছে গঠিত। দ্বিগুণ উৎসাহে হুঙ্কারিয়া ক্রুদ্ধ কেশরীর মত সবে, রক্তনেত্রে বহ্নি ছুটাইয়া রণরঙ্গে মেতেছে আবার। ধর্ম্মরাজ সনে মৎস্য পাঞ্চালাধিপতি শল্য রণে অস্থির এখন—শরে শরে বর্ষিছে অনল, বক্ষে আর নাহি কারো স্থান।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শীঘ্র যাও, কহ গিয়া বৃকোদরে, কহ সাত্যকিরে সসৈন্যে উভয়ে ত্বরা করি দুই দিক্ হতে করে যেন বেগে আক্রমণ। মধ্যে পড়ি বিষম চাপনে মদ্ররাজ হেরিবে আঁধার।

[নকুলের প্রস্থান।

গজসৈন্য কাতারে কাতার চলন্ত পর্ব্বত যেন, অগ্রসর ধরা কাঁপাইয়া। বৃকোদর বিক্রমে বিশাল গদাঘাতে দিবে যমালয়।

(সহদেবের প্রবেশ)

সহদেব। বীরবর! কি দেখিছ আর, দেবব্রত-রণে আগুসার। জ্বলন্ত ভূধর সম দীপ্ত তেজে রণোন্মাদ হয়ে অগ্নিরাশি বর্ষিছেন রণরঙ্গভূমে। রুদ্ররূপী শমনসোসর সংহার-মূরতি ধরি প্রদীপ্তসায়কে বিদ্ধিছেন ভীম সাত্যকিরে, ধর্ম্মরাজ, বিরাট দ্রুপদ আত্মহারা বিভোলের প্রায়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ত্বরা করি যাও সহদেব। কহ গিয়ে ধাইতে সমরে ভীমবেগে ছেদি, নাশি, কৌরববাহিনী দলবলে। [illegible]র ছত্রে চতুর্দ্দশ সহস্র যুবকে।

[সহদেবের প্রস্থান।

তীব্র বাণ খর খর ত্যজিনু কার্ম্মুক হতে বড় ভয়ঙ্কর। সমর-পিপাসা শান্তি হউক ওদের, ব্যগ্র হয়ে ছিল কয়দিন। রুদ্ধ তেজ দিক্ ছুটাইয়া, লুটাইয়া পড়ুক কৌরব আরবার।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। সর্ব্বনাশ হইল সোদর! ভীষ্মের ভয়াল রণে কেহ নহে স্থির। ছত্রভঙ্গ হয়েছে বাহিনী, হতাহতে পূর্ণ রণভূমি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। দক্ষিণে পাঞ্চালগণ আছে অপেক্ষিয়া, আহ্বানিয়া আন সবে ভাই!

[শিখণ্ডীর প্রস্থান।

দেখিব ভীষ্মের কত বল, সসৈন্যে সমরে পশি প্রকাশিব জ্বলন্ত সমরনীতি আজি। নরব্যাঘ্রে লব বন্দী করি, জীবন্ত পিঞ্জরে পুরি ধর্ম্মরাজে দিব উপহার!

[বেগে প্রস্থান।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। রণভূমি বীরশূন্যপ্রায়, পাণ্ডবের কে আছে কোথায়? পলায়ন কর—ধিক্ রে ক্ষত্রিয় নামে কলঙ্ক-সাগরে ক্ষত্রিয়ের বাহু বীর্য্য-বীরত্ব বিপুল একেবারে দিল বিসর্জ্জন? ছার প্রাণ না দিয়ে সমরে, কোন্ কার্য্য সাধিতে করিল পলায়ন? ক্ষত্রিয়াণী স্ত্রী পুত্রী তোদের ঘৃণায় যে দিবে খেদাইয়া! একা রণে জিনিনু সবায়। এই বীর পাণ্ডব-সহায়!

(রথারূঢ় অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কারে জয় করেছ প্রবীণ, কিসে এত কর অহঙ্কার? শুমান করিব, শুঁড়া তারু সনে যাও অস্তাচলে।

ভীষ্ম। অর্দ্ধ পথে কাটিলাম বাণ। শুধু আত্মরক্ষা-নীতি নহে, আজিকার শরে শরে বধিব অর্জ্জুন, ভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত রথ হইতে পড়িবি ভূতলে, মৃত্যু তোর শোণিত-বমনে।

অর্জ্জুন। নারায়ণ! কি দেখিছ আর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিছে থর থর, তীব্র শর শেলসম বাজে বক্ষে,বুঝি নাহি আর ঠাঁই, শরাঘাতে তুমিও কাতর—উহুঃ! এ কি রুদ্ধশ্বাস? এ কি?

শ্রীকৃষ্ণ। রে পামর! চিনিলি না নর-নারায়ণে? আজি তোর নাহিক নিস্তার, মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণিবি শরীর—

অর্জ্জুন। এ কি সখা, প্রতিজ্ঞা কি হলে বিস্মরণ?

ভীষ্ম। ত্যজ রে অর্জ্জুন নারায়ণে। এই দেখ অস্ত্রহীন আমি। ব্রহ্মাণ্ডপতির করে প্রাণ দিয়া পশি গে গোলোকে। হেন মৃত্যু কার না জগতে বাঞ্ছনীয়? বক্ষ পাতি দিনু জনার্দ্দন! পঞ্জর করহ চূর্ণ চরণ-প্রহারে, যোগীর ধ্যানের ধন, শিবের সম্পদ্ জ্যোতির্ম্ময় ও মুখ নেহারি পাপ প্রাণ ছাড়ি প্রাণারাম! বহুক বৈষ্ণব দেহ বিষ্ণুদূত আসি, আত্মময় দেহ গো প্রসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ। হয়েছিনু আত্মবিস্মরণ, সখা তব নেহারি মলিন মুখপানে। চল ফিরি উঠি রথোপরে। আজি রণে বিজিত পাণ্ডব। মলিন দিনেশ ওই গেল অস্তাচলে, মলিনা প্রকৃতি হায় আবরিল মুখ, তামসী অবগুণ্ঠনে ওই ওই; হাহাকার উঠিছে ঘোর নিনাদ [illegible]। হাহাকার পাণ্ডব-শিবিরে। চল ফিরি ধর্ম্ম-রাজ-পাশে।

[প্রস্থান।

ভীষ্ম। গেল রে মাহেন্দ্রক্ষণ, এ সুযোগে হলো না মরণ? কে জানে কতই দুঃখ আছে এ কপালে, ধিক্ রে ক্ষত্রিয় বলে,ধিক্ পিশাচের অধীনতা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(ভীষ্মের শিবির-সম্মুখ, জ্যোতির্ম্ময় আকাশ হইতে জ্যোতির্ম্ময় বসুগণের গীত)

বিশ্ব বিলাস মায়া-মোহ তেয়াগি।
দেব-জীবনে পুনঃ হও অনুরাগী॥
সার স্মরণ কর, প্রীতি-কুসুম ধর,
ভাব বিভোর প্রাণে সুখ-দুখভাগী॥

ভীষ্ম। পূর্ব্বকথা হইল স্মরণ। রব না জগতে আর ভাই, বিরহের বিকট যাতনা মর্ম্মভেদী পশিল দেখিয়া তোমা সবে তাপে অশ্রুনীরে, অগ্নিময় তিতিল কপোল। মিলনাশা ফুটিল বিদ্যুৎ। হইয়াছে শাস্তি যথোচিত। যাব ভাই, রব না জগতে, পাপে ডুবি পুণ্যস্রোতে ত্বরা করি—কাঁপায়ে পড়িব দেহে রাখিব পাপভার যবেন পৃথিবী থাকে যদি। আত্মলোকে করিব প্রয়াণ, শাপমুক্ত হয়েছি নিশ্চয়।

(বসুগণের অন্তর্দ্ধান)

জ্যোতির্ম্ময় পাঞ্চালি নিষ্ঠুর। প্রাণ ভরে দেখা ত হলো না, কত কাল আছি দুখে

আঁধার অর্ণবে। কৈ?—কি স্বপন বুঝি? কি প্রলাপ বকিতেছি আমি? রণশ্রমে বিকল অন্তর, ওহো তাই, তাই আসে জাগ্রতে স্বপন। নৈশ বায়ু, কর সুশীতল, নিবাও পার যদি অন্তর-জ্বলন।

(কৃষ্ণসহ পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ)

কে তোমরা আঁধারে লুকায়ে? অস্পষ্ট শরীর, শীঘ্র কহ, কে তোমরা? নতুবা হারাবে প্রাণ, শিবিরের রীতি এইরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবব্রত! অতিথি পাণ্ডব তব পদে করিতে প্রণাম।

ভীষ্ম। আয় বৎস! শিবির-ভিতরে। চাঁদমুখ দেখি তো সবায়। দেখি ভাল ক'রে একবার।

(সকলের শিবিরমধ্যে প্রবেশ)

(শিবিরের অভ্যন্তরদেশ)

ভীষ্ম। আহা! এ কি? সে লাবণ্য কৈ? স্ফুরিত সুহাস দ্যুতি, শান্তোজ্জ্বল চাহনি নেত্রের, আস্যের সে ঢল ঢল ভাব,তেয়াগিলি কোথায় পাণ্ডব? অনন্ত বিষাদচ্ছায়া, মালিন্যের চিহ্ন ঠাঁই ঠাঁই। নিরাশার চিত্রপট যেন! আহা মরি! এ দৃশ্য কি সহা যায়? হায় চক্ষে জল আসে হে কেশব, পিতৃহীন অনাথ সন্তানগণে হেরি! হায়, আমি পাপ-মন্ত্রণায় কি নিষ্ঠুর এ বৃদ্ধবয়সে। কি উপায় করি হৃষীকেশ?

শ্রীকৃষ্ণ। বয়োজ্যেষ্ঠ সবাকার গুরু, প্রবীণ আপনি মহাশয়! মন্ত্রণা কে দিবে আপনায়? নিজে বুঝি করুন্ বিচার হিতাহিত। পাণ্ডবেরা বড়ই অনাথ।

ভীষ্ম। কি কহিব তোমায় কেশব! আমাতে ত আমি আর নাই, উদাস মানস প্রাণ কেমন, আত্মহারা উন্মাদের মত। কি জো কি পূর্ব্বকথা, মানস-আকাশে চমকি বিদ্যুৎ মিশায় আকাশে, পুনঃ ঘোর অন্ধকারে অন্ধপ্রায় হই। উঠে পড়ে বক্ষে ঘন ঘন, চমকি চাহি হে চারি ধারে। ভূত-ভবিষ্যৎদর্শী দেখ ভাল করি, দেখ যদি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিবলে, গূঢ়তত্ত্ব পার প্রকাশিতে মানসের।

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলিলে কি দেবব্রত, ভুলিলে কি সুরভিহরণ,ভুলিলে কি বশিষ্ঠ-অভিশাপ? সপ্ত বসু জনমি গিয়াছে নিজলোক, তুমি সুধু পশ্চাতে পড়িয়া। পাপমুক্ত তাই উচাটন, আর প্রাণ না চাহে থাকিতে ধরাপরে, আত্মলোকে করহ প্রয়াণ।

ভীষ্ম। জ্ঞানচক্ষু খুলিল কেশব এতক্ষণে। স্মৃতি আসি জাগিল, বুঝিনু পূর্ব্বকথা। ছাড়িতে পিঞ্জর প্রাণ, তাই এত হলো উচাটন। কহ বৎস যুধিষ্ঠির, কহ কিবা সাধিব অন্তিমে তব কাজ?

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! তব রণে কেহ নহে স্থির, প্রায় শেষ পাণ্ডববাহিনী। বিপক্ষে রহিলে যদি, কহ তবে দেব পুনঃ মোরা যাই বনবাসে। আপনি থাকিতে রণজয় আশা আর্য্য আকাশকুসুম। অনাথ পাণ্ডব নাথ! পাণ্ডবে পিরীতি থাকে যদি, কহ তব মৃত্যুর উপায়। সময় ত হয়েছে তোমার, ইচ্ছা-মৃত্যু কে না জানে তব? কহ কি উপায়ে রণে হইবে পতন।

ভীষ্ম। প্রাণের পাণ্ডব তোরা—জীবলীলা সাঙ্গ এত দিনে রে আমার, আয়, রণে পাপ-রণে না হবি কাতর। অস্ত্রহীন না হলে গাঙ্গেয়, কার সাধ্য করিবে বিনাশ? বাল্যাবধি প্রতিজ্ঞা আমার—পলাইতে নিরস্ত্রে, নিষাদে নারীগণে নাহি হানি, অস্ত্র ত্যজি মর্দ্দন মাত্রেই। শিখণ্ডী দ্রুপদকন্যা জানে চরাচর, পাইয়াছে পুরুষ-প্রকৃতি। তারে

অগ্রে করি কাল-রণে ধনঞ্জয়, এ বক্ষ বিদারি শরে, শরশয্যা দেয় যেন পাতি, শরে শরে পড়িব সমর-রঙ্গভূমে। নারায়ণ সাথী তোমাদের, আমি গেলে জয়লক্ষ্মী ঢলিয়া পড়িবে তব দিকে রে নিশ্চয়, কহিনু এ বিহিত উপায়।

যুধিষ্ঠির। আসি তবে পিতামহ। পদধূলি দেহ দেব শিরে পাণ্ডবের।

পঞ্চম অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

(অর্জ্জুনের শিবির—অর্জ্জুন)

অর্জ্জুন। জীবন যন্ত্রণাময়, নরলোক জীবন্ত নরক। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, কুটিলতা অনাহত নাচিছে তাণ্ডবে—অট্টহাসে বিকট-মূরতি প্রেত ঘুরিছে চৌদিকে. সম্মুখে তাহার মায়া দয়া—প্রেম ভালবাসা, গুরু-ভক্তি—বিশ্বাস বিপুল—ভস্ম হয়ে যায় রে উড়িয়া। ক্ষত্রিয়-প্রধান নর-প্রেত—হত্যা তার বদনে অঙ্কিত গাঢ়তর। মর্ম্মে তার—মমতার তন্ত্রী, ছিন্ন-ভিন্ন—স্বার্থের উচ্ছ্বাস। পিতা-পুত্রে অটুট বন্ধন টুটে যায়। ভাবিতে শিহরে শরীর। যে সামান্য অপকর্ম্ম তরে, ঘৃণা করি চাহি চৌর-পানে, নরঘাতকেরে দিই গালি, নিষ্ঠুর—নৃশংস নামে করি অভিহিত—বধকাষ্ঠে দিই ঝুলাইয়া—তদপেক্ষা শত গুণে—ঘোর অপকর্ম্ম করি ফুলি অহংকারে সমরে অগণ্য নর নাশি, বীর আখ্যা পাই রে সমাজে। বলি [illegible] বলি দিয়ে সম্মুখ-সমরে স্বর্গদ্বারে খুলাই অর্গল। ছি ছি—নরপিশাচ অধম, প্রাণের দেবতা বলি, প্রাণ ভোরে পূজেছি যাঁহায়; কি ব'লে মমতা মায়া দিয়ে বিসর্জ্জন—ফেলি তাঁয় কালের কবলে? ধিক্ ক্ষত্র নামে, ধিক্ বীরের জীবনে, থাক্ থাক্—সমর-কৌশলে!

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি সখা? এ কি ভাব হেরি?

অর্জ্জুন। ভাবের কি অপ্রতুল ভাই! পৈশাচিক মন্ত্রণা করিয়ে আত্মা মোর অস্থির এখন। কি কহিব হৃষীকেশ—প্রাণে মোর ঘটেছে বিপ্লব। হায় সখে—শিশুকালে ধূলা-খেলা করিতে করিতে, জানু ধরি যে পিতামহেরে পিতা বলি, উঠিতাম কোলে, যার আঁখিনীরে ভাই—দেখিতাম মমতা প্রচুর; কোন মুখে অন্যায়-সমরে অস্ত্রাঘাত করি আমি সে মহাপুরুষে? বক্ষের শোণিত শুকাইয়ে করিয়াছিলেন সবে লালন-পালন, এইরূপে দিব কি তাহার প্রতিফল? হা কেশব. এ নিষ্ঠুর কাজ— রাক্ষসেও না পারে করিতে। ছার রাজ্য চাহি না—চাহি না—পুনঃ যাব বনবাসে, দানতায় কাটাব জীবন!!

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি কথা ধনঞ্জয়? পূর্ব্বপণ কিরূপে হইলে বিস্মরণ? ভীষ্মবধে প্রতিজ্ঞা তোমার। জনমি ক্ষত্রিয়কুলে, পণভঙ্গ-দোষে দোষী থাকিতে সময়? পাইয়াছ উপযুক্ত কাল, এ সুযোগ কেন কর ত্যাগ? ইচ্ছা পূর্ণ কর দেবতার। সনাতন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের, পালন করহ বীরবর!

অর্জ্জুন। হে কেশব! তব ইচ্ছা হইবে পূরণ। ইচ্ছাময় তুমি ইষ্টদেব! তব বাক্য ইষ্টমন্ত্র মোর। পণরক্ষা করিব অন্তরে

প্রাতঃকালে। দেবব্রতে দিব বিসর্জ্জন—কাল-সিন্ধুজলে কালি ভাই! রণবহ্নি নিভাব সহসে আশা তূর্ণ পূর্ণ হবে দাস পাণ্ডবের।

[প্রস্থান)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রণহক্ষেত্রে উপস্থিত যুযুৎসু ও অভিমন্যু)

অভি। হে পিতৃব্য ক্ষত্রশিরোমণি! দ্বাপরের বিভীষণ তুমি। আভা ক্ষরে দেবতার দেহে। আত্মপরিজন ছাড়ি ভ্রাতৃস্নেহ দিয়ে বিসর্জ্জন অরি সনে করিলে পিরীতি। এ সুখ্যাতি ঘুষিবে জগতে চিরকাল।

যুযুৎসু। ওরে বৎস! ধর্ম্মপথ কে ছাড়ে হেলায়? যথা ধর্ম্ম তথা জয়—অধর্ম্মের অন্তিম বড়ই ভয়ানক। ভ্রাতা মোর রাক্ষসাবতার, পাপ প্রেত চৌদিকে তাহার, কি ছার মমতা মায়া স্নেহ পিশাচের? অন্ধকার চক্ষে নারকীর! পুণ্যদীপ প্রাণের আলোক, প্রাণ তাই ধাইল হেথায়। ধর্ম্মতরে করি রণ, মরি যদি পাইব গোলোক।

অভি। কর রণ উচ্চ প্রাণ তব উচ্চাসন—জীবনে মরণে !!

[প্রস্থান।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। আরে কুরুকুলাঙ্গার, কেন গর্ভে ধরেছিল জননী আমার তোরে নরপ্রেত মিছা হায়! ঘৃণা করে ও মুখ হেরিতে, ইচ্ছা করে গদাঘাতে চূর্ণ করি দেহ তোর শান্তি করি ক্ষোভ!

যুযুৎসু। পাপস্রোতে বিধি নাই বসে-পিশাচের পাপ প্রাণ ক্ষোভে রোষে কালাগ্নি উগারে নরকের, নির্ভয় তাহাতে আমি, আপনি পুড়িয়ে তায় হবে ভস্মরাশি! সোদর-মমতা মায়া অন্তমুখে করিব প্রকাশ। নর-কীট তুমি ভাই! বিষহীন নাগ শুধু গর্জ্জনে তৎপর, কালের ভ্রূকুটিচিহ্ন, নেত্র জ্যোতি-হীন, পাপে দেহ জরজর, পুরুষত্ব কি আছে পিশাচ আর তব?

দুর্য্যোধন। বড় তীব্র বচন পামর, আর সহ্য না পারি করিতে। ভ্রাতৃদ্রোহি! বিশ্বাস-ঘাতক! আয় তোরে প্রেরি যমালয়।

(যুদ্ধ)

যুযুৎসু। না ছাড়িব রণ, প্রাণ যায় যাক্, আজি সাধ্যমত করিব সমর—

(যুদ্ধ ও পতন—দুর্য্যোধন বক্ষে বসিয়া)

দুর্য্যোধন। ইষ্ট কিছু থাকে যদি করে নে স্মরণ।

যুযুৎসু। ইষ্ট মোর নর-নারায়ণ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। ভাল খেলা খেলিস্ পামর! অবশেষে এই হলো বুঝি? লৌহগদা নারিলি নাড়িতে বুঝি আর?

দুর্য্যোধন। প্রতীক্ষায় আছিনু রে ভীম, মনসাধ আয় মিটাইব তোর সনে, মূর্খের সমর-নীতি দেখিতে কৌতুক। প্রতিঘাতে চূর্ণ তোর শির।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। থাক্ থাক্ বীরের বিদ্রূপ, তীক্ষ্ণ শরে লৌহগদা হলো খান খান্। পুন বক্ষে হানিনু। ও কি! ওরে পিশাচ, ছি ছি ধিক্! নারিলি সহিতে, পলাইয়া রক্ষিলি জীবন?

(দুর্য্যোধনের পলায়ন)

ভীমসেন, কি দেখিছ আর—অবিলম্বে চল যাই লইয়ে নকুল-সহদেবে, সমুদ্র-সমরে ক্রুদ্ধ

মাতি গে, বাহিনী সহ বজ্রনাদ করি তীব্র-তেজে পাছু হটি পালাবে কৌরব।

[সকলের প্রস্থান।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শিখণ্ডী। কৈ ভীষ্ম লুকাল কোথায়? এই যে হেরিনু রথধ্বজ—এই ধারে—দলে দলে পাড়িতে বাহিনী আমাদের? পদব্রজে কে আসে ও বীর? দেবব্রত! এসো রণ অপেক্ষায় আমি।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। ছি ছি! এ কি অলক্ষণ! ঘৃণায় ফিরাতে হলো মুখ।

শিখণ্ডী। আজি আর নাহিক নিস্তার, মম শরে জীবলীলা সাঙ্গ কর বীর!

ভীষ্ম। নিরস্ত্র আমি রে হেরি তোর, কার্ম্মুক না টঙ্কারিব আর। শর তোর পুষ্প-বরিষণ হয় দেহে। ঠেকে গায় পড়ে ঠিক-রিয়া,দাঁড়াইয়া দেখি কতক্ষণে তূণ শূন্য করিস্ রমণী-পূর্ব্ব নর!

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কর পার্থ শর বরিষণ, এ বড় সুযোগ—সুসময়।

ভীষ্ম। এ কি শর অলন্ত অনল, এ শর ত নহে শিখণ্ডীর! এই যে কুলিশ সম অবি-চ্ছিন্ন শরধারা হতেছে বর্ষণ, এই যে মুষল সম সুতীক্ষ্ণ শায়ক আবরণ ভেদি মর্ম্মে করিছে আঘাত—এ তো কভু শিখণ্ডীর নয়! লেলি-হান ভুজঙ্গম সম এ যে বাণ গাণ্ডীবধন্বার। গাণ্ডীবী ব্যতীত ত্রিভুবনে,কার সাধ্য বিদারে এ বক্ষ গাঙ্গেয়ের? আজি মৃত্যু, নাহি রে সংশয়, বাণে বাণে দেহ কণ্টকিত! আইস সম্মুখে ধনঞ্জয়! এসো কৃষ্ণ—পূর্ণপ্রাণারাম, হেরিতে হেরিতে ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণ, রণভূমে লুটাই পুলকে!

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। পিতামহ, ভূমিতলে কেন? কর গিয়ে রথে আরোহণ।

[ভীষ্মের প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হও হে শিখণ্ডী অগ্রসর। ছাড়িও না ভীষ্মের সম্মুখ!

শিখণ্ডীর প্রস্থান।

দুঃশাসন। ওহে পার্থ! বীরত্বের এই কি হে রীতি? এই কি হে ক্ষত্রিয়-লক্ষণ? ছি ছি! ধিক্ তব এ কি এ ব্যবহার? লুকাইয়া করিছ সমর? সাধ্য থাকে করহ প্রকাশ্য-ভাবে রণ।

(দুঃশাসনের পলায়ন,—(অর্জ্জুনের প্রস্থান)

(দ্রোণের প্রবেশ)

দ্রোণ। এ কি হেরি অলক্ষণ! বাম চক্ষু নাচে ঘন ঘন, শিবা-শব্দে বিদরে গগন। বিনা মেঘে বজ্র কড়কড়ে, প্রলয়ের অন্ধকার আকাশ জুড়িল, থাকি থাকি শোণিত-বর্ষণ, ও কি! কেন? শুনি হাহাকার—কৌরবের ছত্রে কেন রোদনের রোল? ও কি পুনঃ শঙ্খনাদ পাণ্ডব-চমূর? কি ঘটিল বিপদ্।

(দুঃশাসনের প্রবেশ)

দুঃশাসন। হে আচার্য্য, সর্ব্বনাশ! হইল ভীষ্মের পতন। শরশয্যা পাতি দেব হলেন শয়ান।

দ্রোণ। এ কি শুনি হায় হায় হায়—

দুঃশাসন। উঠ গুরু! মেল গো নয়ন। এই বিপদে কেহ নহে স্থির। পুনঃ কেন বিপদ্ বাড়াও?

দ্রোণ। কুক্ষণে খসিল হায় কৌরবের গৌরব-তপন। বিশ্ব-বীর কে আছ কোথায়, কাঁদি আজি বিদরি বিমান, চূড়ামণি খসেছে বীরের—কুরুক্ষেত্র মরেছে

শ্মশান। সমর-মন্ত্রণাদানে, কে আর রচিবে ব্যূহ অভেদ্য অটল? কার তেজে বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হইবে, রবে বিস্মিত হইয়া? কার রণতূর্য্যনাদে ভীম-বেগে পশিবে সমরে কুরু-বীর? একা বৃদ্ধ রহিনু জগতে—সখ্যকর ভাঙ্গিল আমার। কে আর ব্যথার ব্যথী রহিল দ্রোণের? আজি দ্রোণ ভ্রাতৃহীন হইল জগতে। চল বৎস! চল যাই, দেখি গিয়া সে মহাপুরুষে—কুরু-পাণ্ডবের নাথ অনাথের মত হায় আজি সমর-শয়নে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

—●●—

(পাণ্ডবশিবির—যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ)

যুধিষ্ঠির। হা কেশব! তুষানলে বিকট দাহন, হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে ছুটিছে বিদ্যুৎ। এ যে জ্বালা হইল বিষম। সর্ব্বনাশ! কি ক্ষতি যে হলো পাণ্ডবের, উথলিল কি শোক-সাগর, কি অনন্ত অখ্যাতি ঘুষিল চরাচর—কে করিবে তার পরিমাণ? অনাথ পাণ্ডব শিশুকালে পিতৃহীন,পিতার সমান ভাবি যাঁয়, শোকে দুঃখে পাইত সান্ত্বনা। যাঁর মুখ পানে চাহি অতিমিষ্ট শুনিতাম বাণী, যাঁর স্নেহে পালিত পাণ্ডব, হা অদৃষ্ট! কি হইল হায়! কি করিনু, পিশাচ পাণ্ডব গুপ্ত-রণে বধিনু সে হেন দেবতায়? হায় রে সব্যসাচী, এই সমরশিক্ষা তোর? হৃদয়, কোথায় রাখি সে মুখ, চাহিয়ে পারিলি করিতে শরাঘাত। স্নেহমাখা সে নয়নপানে, চাহিলে যে ভক্তি-স্রোত হয় প্রবাহিত। হায়! প্রাণ! পাষাণ এমন? বল হৃষীকেশ, গুরুবধে প্রায়শ্চিত্ত কিবা? যাক্ রাজ্য, চাহি না—চাহি না—যাক্ ধন, লউন কৌরব—এ জগৎ অশান্তি আলয়। ধর্ম্মহীন নরনারী, হিতাহিত নাহি বিবেচনা, নতুবা কি ধর্ম্মমতে আজি নিপাতিনু বংশের প্রধান শিরোমণি দিনু বিসর্জ্জন, হা রে নির্ম্মম, এখনও না ছাড়িলি পিঞ্জর? চাহি না তোর, এখনি করিব বিসর্জ্জন। অনলে সলিলে কিম্বা কৃপাণে প্রবেশি, আত্মা ঘাতি মিবাইব জ্বালা; অসহ্য এ অনন্ত জ্বলন!

শ্রীকৃষ্ণ। বিজ্ঞবর! সামান্য নরের মত সংসারের মোহে অচেতন? ভোগাবসানেতে নর-নারী আত্মদেশে ধায় গো পুলকে, পিছে প'ড়ে থাকয়ে প্রবাস এ জগৎ। এ রহস্য কি শিখাব—কি না জান ভাই? কেহ কারও নহে হত্যাকারী, কর্ম্মফল যে যাহার ভুঞ্জে এ ধরায়—

(অভিমন্যুসহ দ্রৌপদী,সুভদ্রা ও উত্তরার প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। হা পাঞ্চালী, কি দেখিতে আইলে হেথায়? সর্ব্বনাশ হয়েছে গো চির-অভাগিনী, পিতামহে দিয়েছি বিসর্জ্জন।

দ্রৌপদী। ওহো নাথ! কি করিলে, কার প্রাণ করিলে হরণ? পাণ্ডবের প্রাণের দেবতা পিতামহ—তাকে নাশি লভিলে কি ফল? কি পরিবেদনা হায়, মরমের কি ক্ষতি দারুণ! কে আর লইয়ে কোলে স্নেহাশ্রু করিবে বরিষণ? অভিমানে আঁখি ফুলাইয়া কার কাছে প্রাণের যাতনা দেখাইবে? কে সান্ত্বনা করিবে পাণ্ডবে? সে প্রশান্ত মূরতি মহান্ দেখা বুঝি ফুরাল কেশব হায়। অভাগিনী আমি, এ সময় আমারি কারণ, পাপভার পড়ুক এ শিরে পাষাণীর।

অভিমন্যু। কারও দোষ নহে দেবি! দোষী কুরুকুল-কুলাঙ্গার। অতি বৃদ্ধ দেবব্রতে কেন রণে বরিল পামর? আর বীর না কি সাথে? স্ব-ইচ্ছায় দেবব্রত পড়িলেন রণে। কি মর্ম্মবেদনা তাঁর দেখুন বিচারি, দুইদল সমান স্নেহের, দুই পক্ষেরই জনম তাঁর কোলে, তাঁর কি সমর সাজে দেবি? উভয়-সঙ্কটে পড়ি লইয়াছিলেন সৈন্যভার—মনে ছিল ত্যজিতে শরীর রণভূমে—ইচ্ছামৃত্যু ভাবনা কি তাঁর?

শ্রীকৃষ্ণ। চল সবে ত্যজিয়ে রোদন, দেবব্রত পতিত যেখানে, অনাথের মত হায় শরশয্যাশায়ী। অন্তিমে প্রাণের নিধি দেখি যদি তৃপ্ত হয় প্রাণ। চল সবে প্রাণ ভরি শেষ দেখা দেখিবে বংশের শিরোমণি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রণক্ষেত্র—শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম এক পার্শ্বে কৌরবগণ—অপর পার্শ্বে পাণ্ডবগণের প্রবেশ)

ভীষ্ম। বীরের বাঞ্ছিত শয্যা এই অনন্ত নিদ্রার অপেক্ষায়, বীর বিনা এ জগতে কে পারে ঢালতে কায় সায়কশয্যায়? কি ছার ইহার কাছে কনক-পালঙ্ক তায় মুকুতা-শয়ন—কি শোভা প্রাসাদ রম্য, বিলাসের লীলাক্ষেত্র রঙ্গরণভূমি। পরিবর্ত্তে চন্দনের কি মাধুরী শোণিতধারায়? চারি প্রহরের বন্দী শ্মশান শকুনি শিবা করি কোলাহল নশ্বর দেহের নিদ্রা দেবে ভাঙ্গাইয়া, মায়া মোহ পলাবে ত্বরিত, স্বর্গীয় বিমল ছবি মনশ্চক্ষে আসি অমর আত্মার তৃপ্তি করিবে সাধন। আত্মারাম শুনিবে সঙ্গীত, আবাহন অনন্ত প্রসাদ! বংশধর বৎস সুযোধন! নিরাধারে ঝুলিছে মস্তক, উপযুক্ত দেহ উপাধান পিতামহে।

দুর্য্যোধন। আন ভাই! উপাধান খচিত কনকচূর্ণে সরল কোমল।

ভীষ্ম। হাঃ হাঃ হাঃ! বালক, কোমলে কি প্রয়োজন আর? আয় পার্থ, পাতিলি শয়ন মনোমত, উপাধান চাহে পিতামহ।

অর্জ্জুন। নিশিত সায়ক-শয্যা, সেইমত দিব উপাধান।

ভীষ্ম। বংশের দুলাল ধনঞ্জয়! কুলধর্ম্ম রাখিলি পাণ্ডব! মর্ত্ত্যে নরনারায়ণ-বেশে ভক্তিতত্ত্ব শিখাতে এসেছ জ্যোতির্ম্ময়! কৃষ্ণধন, কি লুকাও মোরে? এসো দেখি, দাঁড়াও সম্মুখে, জ্ঞানচক্ষে দেখি ভাল ক'রে, দেখি হে কমলাকান্ত এ অন্তিমকালে, জাগায়ে বিবেক চিতে পূজিপদ। শিবের সম্পদ, কোথা পাব নৈবেদ্য কুসুম, আছে হৃদি বিকৃত কলুষে, ধর দেব বঙ্কিমবিহারি। প্রেমরূপ কৈ কালাচাঁদ? প্রাণ ভ'রে পিয়িতে বাসনা প্রেমসুধা। ঢালিলে গোকুলে শ্যামলাল, ব্রজকুঞ্জে সাধিয়া বেড়ালে, বিন্দুদানে হয়ো না কৃপণ অভাগারে; চিনি না চরণ বৈ চিন্তামণি, চিত্তের প্রসাদ কর দান, ভিখারীর নাহি উচ্চসাধ। দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হয়ে দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধনার সর্ব্বগুণাকর! নরদেব খসো শিরোমণি জগতের। বিরহে কাতর বন্ধু, ম্লান দেবদল, সুরভির শুন আবাহন, তেজস্তপ্ত বসুধা ব্যাকুলা বক্ষে ধরি—সূক্ষ্মতম স্নেহ নিগূঢ়!

ভীষ্ম। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে বরিষিলে চাতকে বারিদ। বিশ্বরূপ নেহারি মানিক্য লুকাইল। প্রাণ পুষ্প অরপি চরণে। অনুমতি দাও

প্রাণনাথ,—আর কেন, ঘুমাইয়া পড়ি শীঘ্র অনন্ত-নিদ্রায়।

শ্রীকৃষ্ণ। অবশিষ্ট আছে জীবনের, সাধু নর, তপনের দক্ষিণ অয়নে, না যাবে জীবন তব, না হইবে দেহ প্রভাহীন—রবির উত্তরায়ণে প্রাণ ত্যজি পশিও ত্রিদিবে!

ভীষ্ম। ইচ্ছাময়— মঙ্গল-নিধান, সাধ সদা আত্মার মঙ্গল মানবের!! মালিন্য মর্ত্ত্যের কর দূর। অনন্ত বসুধা দেব তবাশ্রিতা শক্তি প্রকৃতির জাগাইও এ অন্তিমকালে। ঘুমায়ে রয়েছে নর, নারী, পশু, পক্ষী, নবীন জীবনে যেন জাগি গায় উচ্চতানে—মৃদুল মধুর তব সুনাম-কীর্ত্তন। মর্ত্ত্যময় যেন উঠে রোল, যেন স্বর্গ আবার মরতে, আবির্ভাব করে যুগান্তর। সাধুর চরণচিহ্ন ধরি, সত্যপথে নর-নারী যেন দেব—হয় ধাবমান। ব্রহ্মানন্দ প্রকৃত পীযূষ, পায় যেন বদ্ধজীব যোগসিন্ধু করিয়ে মন্থন।

শ্রীকৃষ্ণ। সংসার-সমরে সাধু, বৈষ্ণবে বিজয়ভেরী বাজাবে উল্লাসে—যমজয়ী ধাইবে গোলোকে। প্রেমতত্ত্ব দ্বাপরের শেষে মুক্তি দিবে স্থাবর-জঙ্গমে।

দ্রোণ। দেবব্রত! দেখ চেয়ে, পাছু করি চলিলে যে সখা? লহ তেজ যা আছে বৃদ্ধের, এতদিন পরে সখে আত্মগ্লানি হৈল উপস্থিত। কেন শিখেছিনু ছার ক্ষত্রিয়ের কাজ, জন্ম হয়ে ব্রাহ্মণের কুলে, পেয়ে হৃদি নবনীতময়, কেন শাস্ত্র করি পরিত্যাগ, শস্ত্র-শিক্ষা করিনু যতনে? কেন হৃদি গঠিনু লোহের? কেন বৃত্তি লৈনু রাক্ষসের? হায় ভ্রাতঃ! তুমি ত চলিলে, অভাগার কি হইবে আরও, তা কে জানে, কত হত্যা করিতে হইবে? কে জানে এখনও সখে, কত পতি-পুত্রহীনা ক্রুদ্ধা অনাথার মর্ম্মভেদী অভিশাপ অনন্ত গরল মত মিশাবে শোণিতে? অনুতাপ-অশ্রুজল কে জানে বর্ষিতে কত হইবে এখনও? যাও ভাই, সে অনন্তধামে আশু বাড়াইয়া যাও সুখে, ভুলো না ভুলো না যেন ডাকিতে এ স্থবির ব্রাহ্মণে।

ভীষ্ম। হে দেবতা, নাট্যরঙ্গভূমে যবনিকা পড়েনি এখনও আপনার—জীবলীলা সাঙ্গের বিলম্ব কিছু আছে। কালসিন্ধুতটে বসি তরঙ্গ গণহ একে একে—অবশিষ্ট নাহিক অধিক বোধ হয়। শেষের সে তরঙ্গ সুখের গ্রাসিয়া ভাসায়ে তুলে দিবে, অতি শীঘ্র পরলোক-তটে। দোঁহে পুনঃ হইবে সাক্ষাৎ, আয় রে অনাথ পাণ্ডুসুত, শেষ, শেষ দেখা দেখি ভাল ক'রে!

(পাণ্ডবের অগ্রসর হওন।)

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! পাপাত্মা পাণ্ডব কোন্ মুখে দেখাইবে মুখ? স্বার্থপর আমরা গো দেব, ছার রাজ্যধন লাগি, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য শার্দ্দূলের মত গুরুরক্ত করিয়াছি পান। শোণিত-রঞ্জিত করে পুনঃ আসিয়াছি গুরুর চরণধূলি লতে। ধিক্ এ জীবনে আমাদের, পিশাচেরও অধম আমরা। শিশুকালে পিতৃহীন হয়ে, তব স্নেহে ভুলিনু সে শোক সবে দেব! মায়ার শরীর হায়! ক্রোড়ে মোরা হয়েছি লালিত—এই ফল দিনু অবশেষে! অনাথ হইনু পুনঃ নিরাশ্রয় সংসার-সাগরে। শোকে, দুঃখের অরাতি-পীড়নে কার শান্তিময় ক্রোড়ে লুকাব আর? কে আঁখি মুছায়ে নাথ, হৃদিজ্বালা নিভাবে বরিষি স্নেহ সুধা? এতদিনে পিতৃহীন হইনু পাণ্ডব!

ভীষ্ম। ধর্ম্মভীরু পাণ্ডব ধীমান্—কে পারে

মারিতে পারে এই ধরাধামে? কর্ম্মফল-ভাগ্যে, জন্ম মৃত্যু লেখা রয় ফুরালে প্রবাস-কাল পিঞ্জর ভাঙ্গিয়ে প্রাণপাখী পলায় উল্লাসে। কি দোষ তবে রে পাণ্ডবের? বিশেষতঃ ইচ্ছামৃত্যু পিতার প্রসাদে!

দ্রৌপদী। আর্য্যগুরু! ভিখারী পাণ্ডবে আত্মধনে বঞ্চিত রাখিয়া কোন্ প্রাণে তেয়াগিলে প্রাণ? অনাথ-শরণ দেব! অশরণা পাঞ্চালী—প্রেয়সী—আপনার, কে আদরে মর্ম্মজ্বালা করিবে নির্ব্বাণ? কার মুখ চেয়ে আর, আশার তরণীখানি কূলে ফিরাইব পিতামহ? অশ্রুধারা চির অভাগীর, কার স্নেহ-অশ্রুনীরে মিলিয়া শুকাবে?

ভীম। কুললক্ষ্মি! শক্তি পাণ্ডবের, আর জ্বালা রবে না তোমার। দিন দিন পাইবে সহায় নারায়ণ। লক্ষ্মীরূপে সুর-সীমন্তিনী ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিবে সংসার। পতি পত্নী পাইবে পীরিতি পৃথিবীর। এসো এবে এসো ভাই, সঁপি শিরে প্রাণের অন্তিম আশীর্ব্বাদ।

(পাণ্ডবের শিরে কর অর্পণ ও আশীর্ব্বাদ)

দুর্য্যোধন! কেন অন্যমন? উভয়েই সমান আমার? সমচক্ষে হেরি কুরুপাণ্ডুবংশধরে। স্নেহের সামগ্রী দোঁহে, মোর দোঁহেই প্রসাদ-পাত্র—পীরিতি প্রাণের, হিংসানেত্রে চাহিও না আর, ভায়ে ভায়ে করহ মিলন এইবার, অনুরোধ রাখহ বৃদ্ধের, অন্তিমে মিলন দেখি সুখে ত্যজি প্রাণ, ধর্ম্মমত দেহ রাজ্যভোগ, করহ সম্প্রীতি পুনঃ পাণ্ডবের সাথে। উভয়-কুল রক্ষা কর বীর। বীররক্তে প্লাবিতা বসুধা ব্যাকুলিতা; আর রক্ত করিও না পাত।

দুর্য্যোধন। অটল প্রতিজ্ঞা মোর—কিছুতেই নড়িবে না দেব! বিনা রণে নাহি দিব একপাদ ভূমি! দুই বংশ না রবে ভারতে।

ভীম। কুমন্ত্রণা কপটতা ভুলে যা বালক একেবারে! জগত-বিখ্যাত চন্দ্রবংশে জনম তোদের। কুলমর্য্যাদায় ভারতের শীর্ষ-অধিকারী। জ্ঞাতিরণ কলঙ্ক-কালিমা শ্বেত অঙ্গে দিস্‌নি ছুঁইতে। ইতিহাসে রটিবে অখ্যাতি, গাইবে কুযশ কবি, পুত্র পৌত্র এ কুলের লজ্জায় মরমাহত হবে অতঃপর! রণসাধ দিয়ে বিসর্জ্জন, রক্ষা কর কুলের সম্ভ্রম। পাণ্ডবে পীরিত করি ভ্রাতৃভাবে দে রে রাজ্যভাগ। ধর্ম্মমতে নরপতি তোরা, মান্য কর ঋষির আদেশ।

দুঃশাসন। পিতামহ! কোন্ শাস্ত্রমতে পাণ্ডবের প্রাপ্য রাজ্যভাগ? কোন্ শাস্ত্রে আছে হেন বিধি—না হ'লে ঔরসজাত পুত্রে পায় সম্পত্তি পিতার? মাতৃনামে কবে কোথা কোন্ কালে বিকায় তনয়? কে না জানে দেবতা-ঔরষে কুন্তী-মাদ্রী-গর্ভে জন্ম লয়েছে পাণ্ডব? রাজ্য দেবতাগণের, অংশ-লোভে ছুটুক পাণ্ডব। পরদ্রব্যে এত লোভ কেন?

ভীম। সাবধান দুঃশাসন! কৌতুকের এ নহে সময়।

দুর্য্যোধন। কৌতুক কোথায় বৃকোদর, সত্য কথা কহিল মুখর দুঃশাসন। রাজ্যভাগ তিল-পরিমাণে নাহি ত ভারতে তোমাদের।

ভীম। যথা ইচ্ছা কর রে কৌরব, দৈব-লিপি কে পারে খণ্ডিতে?

ভীম। পিতামহ! পিতৃ গুরুদেব! বলে বল, মাগিয়া কি ফল? শিয়রে শমন যার, ধন্বন্তরি কি করিবে তার? নেমেছি সমরে বরি রণচণ্ডিকায়। রণজয়ী হইব, লইব রাজ্য-ভাগ। অরাতি নির্ম্মূল করি সিংহাসনে

ভেঙ্গে যাবে যে অভাগীর—সোণার সংসার।
[illegible] তারা তুই যে রে বাপ,
খসিলে বাড়িবে বড় তাপ,
আঁখি-তারা-হারা হয়ে—
(ওরে ও মাণিক দুঃখিনীর)
রব কি করিতে হাহাকার॥
ওরে সকলি যে হবে অন্ধকার।
মা বলে ডাকিতে কেউ—
রবে না যে যাদুমণি আর॥
(সকলে সমস্বরে)
“সাঙ্গ হ'ল জীবলীলা প্রবাস ত্যজিল রে।
জীবনের যবনিকা পড়িল পড়িল রে॥”
আমার রতনমণি—
ধূলায় ধূসর হবে না রে,
আমার সোণার চাঁদের—
শমনের ভয় রবে না রে,
আমি সোণার অঙ্গ করিব কালি,
ওরে লুকায়ে রাখিব কোলে—
তবু তুই কেন দেখ না—দেখ না,
দেখ না কাদে।
(আমার রতনমণি)
ওরে তোরে হারা হয়ে পাগলিনী;
পথে পথে যাদু কাঁদিয়া বেড়াব—
পরে বুক বুঝি ফেটে যাবে রে—
আঁখি-দীপ যাবে নিভে রে—
শেষে সার হবে শুধু হাহাকার,
পোড়াকপালীর কপাল-দোষে,
ছিঁড়ে বুঝি পড়ে কণ্ঠহার॥
যাদু মুখ তুলে চাও,
মা বোলে সুধাও,
কথা ক রে একটীবার;
ওগো সর্ব্বনাশ হয় যে এবার,—
চারি ধারে অকূল পাথার॥
(সকলে সমস্বরে)
“সাঙ্গ হ'ল জীবলীলা, প্রবাস ত্যজিল রে।
জীবনের যবনিকা, ঝাঁপায়ে পড়িল রে॥”

যবনিকা-পতন।

বিজয়

সতীনাট্য।

(পরিবর্দ্ধিত।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—কৈলাস।

(মহাদেবের গীত)

এসো—কৈলাসবাসিনী
মৃদু-হাসিনী, মধুরভাষিণী
মৃগনয়নী, মনোমোহিনী,
এসো—ভিখারিঘরণী হেম-বরণী॥
ভোলা—ভুলে আছে সব,
কাঁদে—নীরবে ভৈরব;
এসে—কর মা ভৈ রব ভব-ভাবিনী॥
নাহি—শক্তি কারো আর,
হেথা—সবে শবাকার,
এসে—করহ সঞ্চার শক্তিশালিনী।

(নন্দীপ্রমুখ ভৈরব ও ভৈরবীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

বাবা গো ভোলা তুমি আমরা ভুলি নি।
আমাদের মা জননী আমরা ভুলি নি॥
তিন দিনে তিন যুগ বয়ে গেছে,
আর কতকাল মায়ে হারায়ে রই গো বেঁচে,
দুটী মায়ে হাত ধরে এনে দে গিরিনন্দিনী॥

(মহাদেবের গীত)

আমার গৌরী গিরিনন্দিনী রে
যা রে যা নন্দী আন।
এসে—শূন্য এ মন্দিরে পুনঃ
হোক্ রে অধিষ্ঠান॥
আন্ রে গুহ গণপতি, আন্ লক্ষ্মী সরস্বতী,
এনে—পূর্ণ কর অপূর্ণ এই
সাজানো—যোগোদ্যান॥

(নন্দীর গীত)

মায়ের নাম বল্ রে তোরা
শুন্‌তে শুন্‌তে মায়ে আন্‌তে যাই।
মায়ের ছাঁয়ের মা বিনে আর—
শুভকারী না কারেও দেখ্‌তে পাই॥

ভৈরব-ভৈরবীগণ।—দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি
দুর্গা শ্রীহরি।

মায়ের মায়া মূর্তিখানি
ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখি যেন্‌নে চাই।
মায়ের মতন প্রতিমা তাই,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাবি সর্ব্বদাই॥

ভৈরব-ভৈরবীগণ।—দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা শ্রীহরি
দুর্গা শ্রীহরি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গিরিপুরদ্বার।

(নন্দীর প্রবেশ ও গীত।

জাগ জগদীশ্বরী মা যোগেশজায়া।
যোগী বিয়োগী বিভোল, মুখে নাহি সরে বোল,
ও মা অচল অটল, সদা করে টলমল,
কাঁদে পশু পাখী সব, যত ভৈরব নীরব,
কাঁদে সব ভৈরবী মিলিয়ে,
নানা ছাঁদে বিনাইয়ে,
ও মা কৈলাসের রাণী,
শিব সাধনা-সঙ্গিনী,
আর কত নিদ্রা যাও,
ত্রিনয়ন মেলি চাও—
দাও নগনন্দিনী ও চরণ-ছায়া॥

তৃতীয় দৃশ্য—গিরিরাণীর কক্ষ।

(নিদ্রিতা গিরিরাণী ও দুর্গা)
(জাগরিত হইয়া দুর্গার গীত)

উঠ মা জননি কত নিদ্রা যাবে আর।
নবমীর নিশীথিনী পোহাল আবার॥
বহিল প্রভাতা বায়,
শাখিশিরে পাখী গায়,
তরুণ তপনালোকে ভাতিল সংসার॥

(জাগরিত হইয়া গিরিরাণীর গীত)

ঊষা রে আমার—
কৈ নিশি ফুরায়ে ত যায় নি!
ঊষার বাতাস ধীরে ধায় নি॥
এ তোর নিশ্বাস-বায়, সুবাস বহিয়া যায়,
রবিকর আসিতে তো পায় নি।
এ তোর দেহের ছটা, ঘুচায়েছে ঘনঘটা,
রবিকর তম তো পলায় নি॥

(দুর্গার গীত)

এলো মা বিদায়ের কাল।
প্রাণে প্রাণে শুনি কাণে, হাঁকে মহাকাল।
সারা বরষের তরে,
কেঁদে সারা রব ঘরে,
আসিব মা ফিরে এলে সপ্তম সকাল॥

(গিরিরাজের প্রবেশ)

(গিরিরাণীর গীত)

গিরি গৌরী কেন যেতে চায়।
না হয়ে মা মায়ের মায়া, বোঝে না যে এ কি দায়॥
তিন দিনে ও বদনচাঁদ,
মেটে নাই ত দেখার সাধ,
মায়ের সাধে সেধে বাদ এই জগন্মা যে ছেড়ে যায়॥
পাষাণী পাষাণের মেয়ে,
ফাটায়ে পাষাণ হিয়ে,
বারে বারে শতধারে আঁখি-নীরেতে ভাসায়॥

(দুর্গার গীত)

আমি সাধে কি আর যেতে সেধা চাই।
চক্ষে হারা সারা যে গো তোদের জামাই॥
না থাকিলে সাথ সাথ,
ভুলে থাকে ভোলানাথ,
পাগল হইয়া বুলে অঙ্গে মাখে ছাই।
শ্মশানে মশানে শেষে করে ধাওয়া ধাই॥

(গিরিরাজের গীত)

এসো মা আশীষ করি যেতে বাধা দিব না।
মমতা-বাঁধনে পরধনে রে বাঁধিব না॥
থোরে দিছি করে যার,
জীবনে মরণে তার,
তুমি বাঁধা সে তোমার এ বাঁধা খুলিব না।
দুটীকে দু-ঠাঁই হয়ে থাকিতে দেখিব না॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য—শিবলোক।

(মহাদেবের গীত)

এখনও এলো না কেন।
পলে বর্ষ দণ্ডে যুগ যেতেছে যেন॥
ঠেলে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
যেন কাঁদে বক্ষবাস,
না জানি এ হৃদি কেন শিহরে হেন॥
পাগলিনী সে আমার,
পিয়াসী পাগলে তার,
ভাবে না তো না ভাবায় কখন হেন॥

——

(নন্দীর সহিত দুর্গার প্রবেশ)

(দুর্গার গীত)

প্রভু চরণে রাখ হে ফিরে এসেছি।
ধর মহাগুরু-আশীর্ব্বাদ এনেছি॥
মার বর চিরায়তী,
পতিতে রহুক মতি,
পতি পিতার প্রসাদ শিরে ধোরেছি॥

(মহাদেবের গীত)

দে রে নন্দী দে রে ভাঙ পঞ্চমুখ ভরিয়ে।
পাগল হইব আজি পাগলিনী লইয়ে॥
কই রে প্রমথগণ, ঢুলু ঢলু ঢুনয়ন,
নাচ গাও পান কর আমোদেতে মাতিয়ে॥

——

(প্রমথগণের ভাঙ পান ও নৃত্য-গীত)

দেখ প্রমথপতি-রঙ্গ।
পরমা প্রকৃতি সতীসঙ্গ॥
প্রমত্ত মহাকাল, বব বোম বাজে গাল,
সোহাগে বিহরে শ্বেত অঙ্গ॥

——

যবনিকা-পতন।

প্রেম-কল্পতরু

(প্রথম শাখা)

আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই।
সবে সে বালিকা ফুল,
সৌরভে কলি আকুল ;
ফুটে উঠে চেয়ে দেখে আমি—
চেয়ে আছি তৃষাতুর,
অমনি বাজিল সুর—
"চিনিলাম তুমি মোর স্বামী"
সেই—
পীরীতি-মাখান তানে মাতিতেছি তাই।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥
গোলাল গালাল গায়,
মুখে বুকে হাতে পায়,
জাগ, জাগ, হে যৌবন—
ঢ'লে পড়ে চোলে যেতে,
শিহরণ যাতে তাতে,
তাবে ভরা হাসি সুলক্ষণ—
সেই—
হাসিমাখা মুখে সুখে ভাসিতেছি তাই।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥
মৃদুভাবে কথা কয়,
নতশিরা হয়ে রয়,
আধ আধ চাহনিতে চায়,
জানে না অথচ আসে,
প্রাণ দিতে ভালবাসে,
ভালবাসা জানে না জানায়—
সেই—
অজানা মাধুরী মোহে মজিতেছি তাই।
আমি সবে ভালবাসিতেছি ভাই ॥

২

রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে।
যখনি যেখানে যাই,
চাহনি দেখিতে পাই,
টানা চোখে চায়—যেন ডাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥
চাহিবার হলে সাধ,
ঘটে মোর পরমাদ,
অপলক চাহনির পাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥
চোখ যেন কথা কয়,
প্রাণ টেনে টেনে লয়,
চোখে বোঝা কি কে কয় কাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে ॥

বাঁকা চোকে চায় বাঁকা,
চাহনি মোহিনী মাখা,
বিমোহিত করেছে আমাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে॥
কাছে গেলে কোলে নেয়,
চুল কুলাইয়া দেয়,
চুমো খায় চোখে মুখে নাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে॥
লাজে চোলে যেতে চায়,
ফিরি ঘুরি কৈ যায়;
টানে যেন ফিরায় আমাকে।
রাঙ্গাবর সুধু চেয়ে থাকে॥

৩

ঘরে ভারি ভরন্তর।
ভায়া—পরের মেয়ে ঘরে এনে আজ
আপন কচ্চে পর॥
কারও মুখ দেখে না আর
সুধু মুখোমুখোই সার,
দেখে—এর মুখে ও—ওর মুখে এ
সুখের সরোবর॥
চোখে—পলক পড়ে না,
কেহ—কোথাও নড়ে না
চেয়ে—এর পানে ও—ওর গায়ে এ—
কচ্চে হচ্চে তর্॥
দুটী টুকটুকে ঠোঁটে,
দুটীর হাসি ফুটে উঠে,
ঢোলে—এর গায়ে ও—ওর গায়ে এ—
পড়্ছে বরাবর॥
কথা কইতে কত কি,
গলা চেপে চুপি চুপি,
পিয়ে—এর সুধা ও—ওর সুধা এ—
বদন সুধাকর॥
দোঁহার খেলার বড় বাই,
খেলা খেল্বে নূতন তাই,
পেতে—এ দিচ্চে ওর—ও দিচ্চে এর—
প্রেমের খেলাঘর॥

৪

ঐ কিশোর কিশোরী দুটী কার বেটা বহু রে
কার বেটা বহু।
দেখি চাঁদে চাঁদে চাওয়া চাওয়ি হাসি লহু লহুরে
হাসি লহু লহু॥
দুটী ফোটা ফোটা ফুল,
দুটী মল্লিকা মুকুল,
দুটী মণি ও কাঞ্চন,
দুটী যক্ষিণীর ধন,
দুটী জ্যান্ত দেব দেবী,
দুটী কল্পনার ছবি,
দুটী তারকা সাঁজের,
দুটী তুলনা রূপের—
দুটী সোহাগের খনি,
দুটী মণিওলা ফণী
দুটী মধুরে মধুর,
দুটী এ ওর মুকুর,
দুটী কটি ধরাধরি,
দুটী দুনিয়া পাসরি,
দুটী মুখে মুখে থাকে,
দুটী বুকে বুকে রাখে,
দুটী চখে চখে রয়,
দুটী জ্ঞানহারা হয়,
দুটী এ ব্রতে নূতন,
দুটী প্রথম চুম্বন—
দুটী ফুলো ফুলো গালে,
দুটী দুটীরে খাওয়ালে,
দুটী আবেশে বিভোর
লাগে পিরীতের ঘোর,
ঘোরে ঘুরে ফিরে ধীরে চিয়ে জীয়ে রহু রহু রে
জীয়ে রহু রহু॥

৫

তোমার—

জাগ জাগ যৌবন কি দেখ যুবতী ।
ভারে ভেরেছে অতি ॥
উরু গুরু হৃদিফল,
সুনিতম্ব টলমল,
মরালের কাছে সতী শিখেছ গতি ।
জাগো জাগো যুবতী ॥
আঁখিতে চাহনি বাঁকা,
মুখে হাসিরাশি আঁকা,
দেহে মাখা সুকোমল উজ্জ্বল জ্যোতি ।
জাগো জাগো যুবতী ॥
প্রাণে আসে নবাবেশ,
নাহি রসালস লেশ,
বিলাসে বিবশা সদা ভাবিছ পতি ।
জাগো জাগো যুবতী ॥
কামে হানে ফুলবাণ,
ফুলের মতন প্রাণ,
ফুটে ওঠে—ভয়ে লাজে স্মরহ রতি ।
জাগো জাগো যুবতী ॥
যত পার যত পাও,
ভালবাসা ঢেলে দাও,
এ নবযৌবনে ধনী কর আরতি ।
জাগো জাগো যুবতী ॥
জান না ত অনাদর,
আদরে কর আদর,
পতি গতি পায়ে মতি রাখ গো সতী ।
জাগো জাগো যুবতী ॥

———

৬

কৈ ফোটেনি কলি,
ছি ছি ও কি ও অলি,
(কেন) মোদা মধু পানে উড়ে এসেছ চলি ।
(ওই) দুলে দুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥
কেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও.
কেন গুণ্ গুণ্ গাও,
(কেন) ঘুরে ফিরে ফেরো অলি সোহাগে অলি
(ওই) দুলে দুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥
কেন ভাবনা জাগাও,
কেন হতাশ বাড়াও,
(কেন) আঁটাঘরে কাট সিঁদ কলিকা ছিলি ।
(ওই) দুলে দুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥
কেন ইতি উতি ধাও,
কেন কমলে কাঁদাও,
(কেন) হুল খুলে কাঁচা ফুলে পড়িছ ঢলি ।
(ওই) দুলে দুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥
কেন চাঁদা করে ভোর,
কেন মেরে হও চোর,
(কেন) কেন পেতে চাও বল কলি সবলে দলি ।
(ওই) দুলে দুলে বলে কলি ছুঁয়ো না অলি ॥

—*—

৭

ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে
আপনায় পর কোরে দিলে ।
আপনা ভুলিয়ে গেছি,
পরের হইয়া আছি,
পরসনে পরে গেনু মিলে ॥
ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে
আপনায় পর করে দিলে ।
আমিত্বের গর্ব্ব চর,
আমি হারা তিনপুর,
তার কোরে সে আমায় নিলে ।
ভাল জ্বালা—
ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে—
আপনায় পর করে দিলে ॥

পুরুষত্ব যায় ভেসে
শক্তি ঢোলে পড়ে হেসে,
গুণময়ী গুণে টেনে নিলে।
ভাল জ্বালা—ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে—
আপনার পর করে দিলে ॥
তারি ময় দেখি সব, পদতলে থাকি শব,
ভাবি ভাব ভাবিনী ভাবিলে।
ভাল জ্বালা—ভালবাসা ভাল ত জ্বালালে হে—
আপনার পর করে দিলে ॥

৮

এত ভাবনা ভাবে কে।
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে ॥
ভালবাস্‌তে গেলে বড়ই সইতে হয়,
সহস্র সাধ ফুটে উঠেই লয়,
ভাঙ্‌চি উঠ্‌ছে না মন
ফের ভাঙ্গি আশায় ;—
ফের ভাঙ্গি গড়ি ফের ভাঙ্গি গড়ি দিবারাত খেটে
এত ভাবনা ভাবে কে ?
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে ॥
ভালবাসার ভাবের ঘরে সদাই চুরি হয়,
প্রেমের অভাব স্বভাব করে লয়,
হাস্‌ছি কাঁদ্‌ছি উঠ্‌ছে না মন
ফের হাসি আশায় ;—
ফের কাঁদি ফের হাসি কাঁদি দিই বাঁধন কেটে।
এত ভাবনা ভাবে কে ?
ভালবাসার ভাবনা ভেবে মরি দম ফেটে ॥

৯

এটী উটী দুইটী ভাল দুটীই দুটীর সাজে।
একটী আছে ঠাণ্ডা ভাবে আরটী আছে লাজে ॥
একটী বড় আস্তে কথা কয়,
আরটী সদা মুখটী বুজে রয়,
একটী ফেরে বাইরে রহে আরটী গৃহকাজে।
একটী মারে তারেতে ঘা আরটী প্রাণে বাজে ॥
একটী বড় আত্মহারা হয়,
আরটী সদা চৈতন্ত করায়,
একটী পাতে হৃদয় আসন আরটী তায় বিরাজে।
একটী করে কুহু কুহু রব আরটী ভ্রমর গাজে ॥
একটী ফেরে স্বপ্নে স্বর্গময়,
আরটী সদা স্বপ্নময়ী হয়,
একটী মধু মাথায় প্রাণে আরটী সুধার মাঝে।
একটী জ্বালে প্রণয় আগুন আরটী ফেরে ঝাঁজে

১০

আমায় করেছে রে উদাস।
ভাল কোঁকড়া কালো ঢেউ খেলানো
এলানো চুলের রাশ।
সিঁথের জ্বলজ্বলে সিঁদুর,
হৃদয় করিছে গুর্ গুর্,
তাহে মুখখানি পূর্ণিমার শশী ঝক্‌ঝকে আকাশ
চোরা চোখের চাহনি বাঁকা মিষ্টি বারমাস ॥
আমায় করেছে রে উদাস।
কাণের টলটলে দুলদুল,
দুটী গাল গোলাপ ফুল,
ভাল ছোট্টখাট্ট ঠোঁট দুখানি মিষ্টি রসাভাষ।
কুঁদের মত দাঁতে সার বার কোরে হাস ॥
আমায় করেছে রে উদাস।
গলা সুগোল সুগঠন
রেখা পদ্মিনীর লক্ষণ,
ভাল আধা গড়ানে কাঁধদুখানি নবনী হাতেরমাস
চাঁপার কলি আঙ্গুল-নখে চাঁদের পরকাশ ॥
আমায় করেছে রে উদাস।
উঁচু বুকের ভরাভর,
নাভি ত্রিবলি সুন্দর,
ভাল মুঠায় ছোট্ট কচি মানুষমারা ফাঁদ।
গুরু উরু নিতম্ব দোলা ঢল ঢল বিলাস ॥
আমায় করেছে রে উদাস ॥

গীতাবলী

বঙ্গ-বিজেতা

(সরলার গীত)

কৈ কেউ বলে না আমায়।
কাঁদো কাঁদো মুখে কেন ছলছল চায়।
কেঁদে এসে এরা কেন কেঁদে ফিরে যায়॥
আপানর মত আসে,
আপনার ভালবাসে,
পরের মতন শেষে কোথা ভেসে যায়।
আপনি কাঁদিয়ে কেন পরেরে কাঁদায়॥

(দেবদাসীগণের গীত)

টান্ পড়েছে আর কি থাকে প্রাণ।
বিকিয়ে গেছি যার পায়
তার প্রাণ দিয়েছি টান॥
বিনি স্তোর গাঁথন বড় দায়,
বাঁধন খুল্‌লে খোলা যায়,
সহজে আর বাঁধা না যায় ;—
রাঁধন খুল্‌বোও না বাঁধ্‌বোও না
রাঁধ্‌বো টানে টান॥

(কমলার গীত)

ক। আমার দুঃখের হাসি দেখ্‌বি যদি আয়।
হাসির পাঁজর ভাঙ্গা বুকের মাঝে—
লুকিয়ে রাখা বিষম দায়॥
হাসি চোখের জলে ঠেলে ফেলে—
উথ্‌লে উঠে ঠোঁটের গায়॥

খ। ও বোন্ অফুরন্ত কান্না আমার সয় না।
ও বোন্ দুর্ভাবনা ভাব্‌লে ভাবা হয় না॥
হয়ে আশায় নিরাশ আশায় নিরাশ—
আশাও শেষে রয় না॥

গ। হেথা কেউ কাঁদ্‌তে পাবে না।
এসো এস—বাস্‌বো ভাল
কাঁদ্‌লে পিরীত থাক্‌বে না॥

(দেবদাসাগণের গীত)

মঙ্গল কর শিবসঙ্গিনী গো।
সদা সঙ্গে রহ, রণরঙ্গভূমে,
রণরঙ্গিণী গো॥
রণে অঙ্গ রাখো, রণরঙ্গে থাকো,
ভূরুভঙ্গে মারি অরি-রক্ত মাখো ;
রাখি বঙ্গবীরে রাখো অঙ্গনারে,
মা মাতঙ্গিনী গো॥

(কমলার গীত)

ক। মাজা ঘসা এই মুখখানি আজ—
মলিন কেন বোন্।
রাঙ্গা টুক্‌টুকে ঠোঁট শুক্‌নো কেন
সজল দুনয়ন॥

খ। থাকি শূন্যমনে, চাহি শূন্যপানে,
মহাশূন্যে শেষে ভেসে যাই গো মিশে।
নাহি অন্য কেহ, নাহি অন্য দেহ,
শুধু শূন্য প্রাণী-মেশা দশটী দিশে॥

গ। ও বোন্—সইতে নারি কথার কথা—
সইতে—পারি সব।
সব যাতনা সবাই সয় সইতে নারি রব॥
ঘ। আমার আশার বাসা ভেঙ্গেছে বোন্—
পাঁজর গেছে পুড়ে।
বনের পাখী মন কেড়ে নে—
বনকে গেছে উড়ে॥
ঙ। পোড়া প্রাণের কথা শুনবে কি!
আমার সাধের বীণার তার ছিঁড়ে—
তান থামিয়েছি।
এই গানভরা প্রাণ—প্রাণের দায়ে হারিয়েছি॥
চ। আমার মনের মানুষ ভেসে যায়।
ধরি ধরি পাই না ধরা—
ওরে—ধরে দেবে কে আমায়॥
ছ। যে যায় সে আসে ফিরে—
ফিরে আসে যায়।
যায় যায় তারা আর ফেরে না—
তাইতে কান্না পায়॥

(উপেন্দ্রনাথের গীত)

ক। কেউ কান্না কিনে কাঁদ্‌বি যদি আয়।
হেথা বিনি মূলে বিকিয়ে যায়॥:
এ—সাধের কান্না ফুরাইবে না
সাথের সাথী হতে চায়॥
খ। আমার—সকলি ছিল হে, সকলি গিয়েছে,
আছি তবু নাই হইয়া,
হাসি খুসী সব, হয়েছে নীরব,
আছি আঁখিজল লইয়া।
মানুষের বার মানুষে কোরেছে,
আশে পাশে ফিরি কাঁদিয়া॥
গ। কাঁদি সেথা—কাঁদে যথা প্রাণ।
হাসি ফেলে, আহা বলে,
শোন পেতে কাণ॥
আঁখিনীরে আঁখির করে হে প্রদান॥

ঘ। সে সুচারু কারু তরে পূজি বিধাতায়।
বিধি চাঁদ নিঙড়িয়া, তারায় মাজিয়া,
ফোটাফুলে গঠি কায়॥
বিধি নব রবিকরে, জ্যোছনা মিশায়ে,
রং ঢেলে দেছে তায়।
বিধি তুলনা না পেয়ে, তুলেছে তুলীতে
তারে তারি তুলনায়॥

ঙ। সে আমার স্বপনের মত এল,
স্বপনের মত গেল সরিয়া।
এ ভাঙা পাঁজরে পোরা
পোড়া পরাণীরে সারা করিয়া॥

চ। এই বুকের শোণিত নিয়া,
আঁখির ভিতর দিয়া,
বাহিরে বহাব দুধারায়।
দেখো সখে রেখো ধ'রে
সে রুধিরধারা না ফুরায়,
দর দর ধারে যেন ধায়॥

(উপেন্দ্রনাথের গীত)

ক। কৈ আর তো সে এল না।
এল কেঁদে চলে গেল কাঁদাতে তো রইল না।
দুঃখের দুঃখী সে বুঝি ভালবাসা সইল না॥
খ। এস—প্রাণ ভরে কাঁদি
যদি দিয়েছে দেখা।
এতদিন কেঁদে সুখ পাইনি সখা॥
গ। সে আমার
আকাশের ধ্রুবতারা কুঞ্জে ফোটে ফুল।
কুটীরের কমলা সে তটিনীর কূল।
তরণীর বুকে গড়া কল্পনা-পুতুল॥

(কমলা ও উপেন্দ্রনাথের দ্বৈত গীত)

কমলা। ফেলে একেবারে চলে গেছে সে।
ফিরে আসিবার আশা না রেখে,
কেন চোখে দেখা পাইব না তবু মনে
জাগে সে ॥
উপেন্দ্রনাথ। ওরে ভালবাসা ভালবাসে যে।
ভালবাসা বাসি ভাল রয় ভেবে
তারে চখে দেখা পায় না তবু মনে জাগে সে॥
কমলা। ভালবাসা ভালবাস
কে বিরহী তুমি হে।
উপেন্দ্রনাথ। ভালবেসে হেসে শেষে কেঁদে
ফিরি আমি হে॥
কমলা। এস বঁধু এস এস,
আধো আঁচরেতে বসো,
চিনেছি তোমারে তুমি আমারে হারা
উপেন্দ্রনাথ। আমি তোমারে হারা
কমলা। আমি তোমারে হারা
উভয়ে। এস হাবানিধি ধরাধরি করি
তুমি আমি হে॥

(উপেন্দ্রনাথ ও কমলার গীত)

ধন্য সৃজন ধন্য পালন ধন্য নাশন শম্ভু।
ধন্য পূর্ণপরমানন্দ ধন্য খেলন শম্ভু ॥
ধন্য ধরণী, সলিল ধন্য,
ধন্য অনল অনিল শূন্য,
ধন্য পঞ্চভূত বিভিন্ন ধন্য মিলন শম্ভু।
ধন্য পূর্ণমানবদেহ ধন্য গঠন শম্ভু ॥

(রক্ষীদ্বয়ের গীত)

পূরা পিয়ালা পিয়ালা সরাব পিয়া।
পূরা জানিকো দেল মেরা মস্‌গুল কিয়া॥
পূরা হরদম্ দিয়া সাকি ভরদম্ পিয়া।
পূরা কলেজা খুল্‌কর্ বেল্‌কল লিয়া ॥

কপালকুণ্ডলা

(কপালকুণ্ডলার গীত)

ও মা আমার যে তুই মায়ের মত মা।
তোর মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্যামা ॥
এই প্রাণপুষ্পে দিয়ে ডালি,
তোর কোলে বসি বলি কালী,
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা।
ও রাঙ্গা চরণে শুধু হেরি সুষমা ॥

(মেহেরউন্নিসার গীত)

(মোরে) চিত চোরায়লি চতুর নেহারে।
হাসত না ভাষত আবকি বিচারে ॥
রূপ না দেখত, গুণ না শুনত,
পিয়াস না বুঝত প্রীত কি পিয়ারে।
সিনান করায়লি নয়ন-আসারে ॥

(মতিবিবির গীত)

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই
প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছ।
তুলীতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছে ॥
ভাল তুলেছ ললিত ঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোকে মুখে ভালবাসা উছুলে গেছে।
(ওলো) তুলীতে ললিতে ভাল তুলে লয়েছ॥

(মেহেরউন্নিসার গীত)

ভালবাসা ভুলি কেমনে।
ভাল বোলে ভালবাসি অতি যতনে ॥
বাসিতে শিখেছি ভাল, ভাল সদা বাসি ভাল,
ভালবেসে থাকি ভাল, বিভোল মনে ॥

(মতিবিবির গীত)

বঁধুয়া না মিটিল পিয়াস হামারি।
বারি বারি করি, জনম গোঁয়াইনু,
না মিলিল বিন্দু দু চারি ॥
বারি দে বারি দে কহি, মিনতি করতু হায়,
হা হা বারি, কাঁহা বারি পিয়াস নিবারি ॥

(মতিবিবির গীত)

আহা সে যে বেসেছে ভাল।
সে তোমার তুমি তার আঁধারে আলো ॥
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল ॥

(মতিবিবির গীত)

মজাব না মজ্‌বো না আর
আপন মনে ভেসে যাই।
খুঁজে দেখি ব্যথার ব্যথী
মাথার মণি কোথায় পাই ॥

(বিলাসের গীত)

প্রথম সুমঝে আরে বিন্তাযুনে
তেয়া কি ও গীগুজন সম্বারে !
সপ্তসুর তিন গ্রাম, একইশ মুরছন,
বাইশ সুরনমা আনে-ছানে
কোটি তানে সাধে নাদে ॥
আরোহী অবরোহী অস্থায়ী সঞ্চারী
ওড়ব খড়ের ভালে বানায়ে রসসো হাদে ;—
আয়ে অঙ্গ নামে রিঝে মিয়া তানসেন,
চুপ করহো মূঢ় কা বোলে বোলে বিখাদে ॥

(বাবাজানের গীত)

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে।
সব জাতে সম সমানে সমান,
এক প্রাণে আর প্রাণে মেশে ॥
কাণায় খোঁড়ায়, গন্না খাঁদায়,
হাঁদায় গোদায়, হারামজাদায়,
বিয়ের হাটে হাট কোরে যায়
সবাই ক'নে-বর-বেশে।
কেউ কেনে সুখ, কেউ বা অসুখ
কেউ কাঁদে, কেউ যায় হেসে ॥

(পেশমানের গীত)

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়।
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায় ॥
বিষাদিনী বিরহিণী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন-সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায় ;
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়।
বিদেশিনী ভালবাসা চায় ॥

(পেশমানের গীত)

নাগরী সে নাগর ধরা দিয়েছে।
সোহাগভরে সুখসাগরে হেসে ভেসে এসেছে ॥
চেয়েছে চাউনি ভাল, জ্বেলেছে আশারি আল,
বড় ভালবাসা ভেবে বুঝি ভালবেসেছে ॥

(পেশমানের গীত)

(সে যে) ধরা দিতে ধরা নেয় না।
দেখা দিয়ে দেখা দেয় না ॥
শুধু আশায় ভাসায় ফিরে চায় না
পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না।
তাই পিয়াসী পিয়িতে সুধা পায় না ॥

(কপালকুণ্ডলার গীত)

(মা) এরা আমায় বড় ভয় দেখায়।
ও মা মুক্তকেশী সর্ব্বনাশী,
তোর সর্ব্বনেশে সব মজায় ॥
আমায় হাস্‌তে দেখে রাগ করে মা,
কাঁদিয়ে ফেলে যেতে চায়।
তুই মহামায়া, তোর মায়ার মেয়ের
চোখের জল মা কে মুছায় ॥
তোর পঞ্চভূতে ছয় রিপুতে
কঠোর চোখে সদা চায়।
আমার জীবন মরণ শান্তি শয়ন,
তোর মা দুটী রাঙ্গা পায় ॥

২

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি যে মা,
যেতে দে জয়কালী বোলে ॥
কাঁদ্‌লে ভাল পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হোলেম কালী,
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে ॥

(জেলাখার গাত)

অভাগিনী জেলেখা জীয়ে
চাহিয়ে চাহিয়ে,
কাঁদে চকোরী, চাঁদে সুধা না পিয়ে ॥
যৌবন জাগে, যাচে সোহাগে,
প্রেমভিখারিণী নব অনুরাগে;
সাধে বিষাদ আসে বাদ সাধিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥
থর থর কলেবর, নৈরাশ বিষধর,
করিতে জর জর, রহিয়ে।
ভালবাসা ভরা বুক দংশে আসিয়ে।
অভাগিনী জেলেখা না জীয়ে ॥

(গায়িকা বাঁদীগণের গীত)

শাহজাদি নেহি কভি দিল দিয়া,
কভি দিল্ লিয়া।
কভি নাহি রোতে ফিরে জান গিয়া ॥
মেরা জান গিয়া!
দিল দেনেওয়ালী, লেনেওয়ালি সব,
পহেলা দেকে, পিছে যাকে লেনে মাঙ্গে তব,
নেহি মিলে ফিন রোতে ফিরে জান গিয়া,
মেরা জান গিয়া ॥

পরদেশীয়া পিয়া মেরা আচ্ছা জাঁহাবাজ।
ক্যা তোফা সুরতী ছাফ ক্যায়সা তোফা সাজ ॥
বাৎ মিঠা, স্বাৎ রহে,
সাছ মোসাহেবকা ঢং,
কুত্তেকা তর নাচ্‌না ফির্‌না কুত্তেকা তব রং,
(মেরা দিল) মিল জাগা যব ভাগ জানা তব
জরুরী পহেলা কাজ ॥

পিয়ালা না সাফ হোনে দেও
ভরোহু সাকী ফিন।
হাতি পর হাওদা মেরে,
ঘোড়েকপর জীন্ ॥
চলনে হোগা দিল দেনে,
দিল লেনে পিয়া সাথে,
বোলনে হোগা মিঠা বোলি
দিল লেনা দেনা বাত,
জানিকো দিল দরিয়া মেরো উৎরানা সঙ্গিন ॥

(জেলেখার গীত)

(ও সে) আমায় কেন কাঁদায় দিবা-রাত।
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত ॥
প্রাণেতে তার প্রেমের নিশানা,
দেখ তে পেয়ে চাই পেতে
তায় মানি না মানা,
পাই কি না পাই, সাধ কোরে তাই
কচ্ছি দেহপাত ॥

পতিব্রতা সাধ্বী কি সাধিতে নারে।
প্রিয় পতির তরে ॥
নয়নে নয়ন হৃদে হৃদয় দিয়ে,
অজস্র প্রেমঃবারি-ধারা ঢালিয়ে,
জ্বলন্ত প্রিয় প্রেম তৃষা নিবারে ॥
গৌরবে সম্পদে প্রেমালোক জ্বালিয়ে,
আনন্দে পতি-মুখপানে নেহারে।

প্রেমের ভিখারিণী ভিক্ষা মাগি
প্রাণপতি-পাশে ।
প্রেমলতিকার বেশে, পায়ে জড়ায় সে এসে,
লতিয়ে পোড়ে শুকিয়ে না যায়
রাখ্ তে হয় আশে ॥
জ্ঞাতি বন্ধু দেশ দূরে রেখে সব,
বিসর্জ্জন দিয়ে বিষয়-বৈভব,
দুঃখের দুঃখী সুখের সুখিনী
হতে চায় পতিবাসে ॥
যতদিন প্রাণ থাকিবে কায়ায়,
থাকিবারে সাধ পতির ছায়ায়,
আয়ুঃশেষ হ'লে পতি-পদতলে,
পতি-মুখপানে চাহিয়ে চাহিয়ে,
প্রাণ দেবে অনায়াসে ॥

(ও তায়) সেধে শুধু কেঁদে সারা হই।
পায়ে ধরি যত তত পায়ে ঠেলা রই ॥
না চাহিতে ধ'রে দিনু প্রাণ,
ফিরে নাহি চাহিল, ধরা দিল না পাষাণ,
সরমে মরম-জ্বালা চুপে চুপে সই ॥
ভালবাসা ভাল সবাকার,
ভালবেসে ভাল শুধু হল না আমার,
বুক ফাটে মুখ ফুটে কারে বা কি কৈ ॥

আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা!
জনমের শোধ, ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥
পৃথিবীর কেউ ভাল তো বাসে না,
এ পৃথিবী ভালবাসিতে জানে না,
যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি,
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥
বড় জ্বালা সয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা :—
স্বরগ হইতে, জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা :—

বিষ-বৃক্ষ।

রূপে আপন হারা!
সে মধুরাধরে ঝরে মাধুরী-ধারা ॥
ভালবাসিতে যাচি, ভালবাসিলে বাঁচি,
হাসিলে হাসিব হব নয়নতারা।
না ভালবাসিলে কেঁদে হইব সারা ॥

ওরে তারে বড় যে ভালবাসি।
শুধু চোখের দেখা দেখা প্রাণ ভালবাসে
আসি॥
না চাহিলে চেয়ে থাকি,
সদা চোখে চোকে রাখি,
আঁখির মিলনে লয়ে বাসনা-সাগরে ভাসি॥

তুলসী-লীলা।

কে জানে কি চায় রে এ প্রাণ।
অনুমানে মনে মনে না পাই সন্ধান॥
কি যেন কি নবভাব, হইতেছে আবির্ভাব,
বাসনা-সাগরে প্রাণে দিয়েছি ভাসান।
এলায়ে পড়িছে কায়, এ কি দায় হায় হায়॥

অকূলে না দেখি কুল কিসে পাব পাব ত্রাণ॥
ফুটেছে ফুলটী সাধের রেখেছি সঙ্গোপনে।
পবনায় আছে মানা আসেনি সুবাস হরণে॥
প্রাণ খুলে প্রাণফুল দিতে তাই
সাধ করেছি শ্রীচরণে॥

সুজন সনে প্রেমে মিটিল আশ।
ফুট্‌ল রসাবেশে সরস ভাষ॥
চিত উন্মাদিল, প্রীতি বিভাতিল,
সোহাগে বিকশিল ফুল্ল বিলাস;—
মরমে উথলিল উল্লাস-রস॥

প্রাণ ধর প্রাণনাথ দিনু চরণে,
দেখো রেখো যতনে।
দাসীরে দেখিও সদা কৃপানয়নে॥
মনে রেখো মণিবীর, হৃদয়ে করিও থির,
মজিয়া থাকিতে দিও সুখ-স্বপনে,
আজকার এ দিন যেন থাকে স্মরণে॥

কারণ পাথরে কাল তরঙ্গ তুরিত যায়।
কিন্তু আপনা-হারা বক্ষে ভাসিয়া যায়॥
ভৈরীরবে মহাকাল, জাগাইয়ে দিক্‌পাল,
উলটি পালটি সদা বহায় প্রলয়-বায়॥
কেন কেঁদে হবি সারা মুছে আয় মা।
কপালে কল্যাণী তোর সুমঙ্গল তার মা॥
যে আঁখি নাচিয়ে চায়, জলবিন্দু কেন তায়,
যে অধরে মাখা হাসি সে কেন শুকায় মা।
কাঁদিয়ে কাঁদাবি কেন মায়াময়ী মায় মা॥

মোহন মধুর বীণা ললিতে মধুর বাজে।
মম প্রাণ উথ্‌লে ওঠে থরুতে সোহাগ রাজে॥
কুসুমে ভ্রমর বসে রে, আবেশে রসায় রসেরে,
বিবশা এলিয়ে পড়ে মিশায়ে হৃদয়-মাঝে॥

হিরণ্ময়ীর গীতাবলী।

কার ॥

১শ্রেষ্ঠী কুমারীগণের গীত।

ফুটেছে ফুল ছুটেছে বাস বাতাসে মিশে,
মৃদু বাতাসে মিশে।
(ও সে) আবেশে না এসে বাসে রইব কিসে,
বাসে রইব কিসে ॥
ফুল পরিব কেশে,
মালা গাঁথিব হেসে,
ফুল বুকে রেখে দেখে লব পরাণ-ঈশে।
হেরে হেরিব হারায় কিনা হারায় দিশে ॥

২ হাসি ও চপলের গীত।

হাসি। ভাল আপদ্ হাড় জ্বালালে যে।
চপল। আমায় করে ফেল্‌না রে—
হাসি, কোরে ফেল্‌না, কোরে ফেল্‌না,
কোরে ফেল্‌না রে;
ও তোর আপদ্ যাবে বিপদ যাবে
হাড় জুড়ুবে রে ॥
হাসি। তোরে দেখ্‌লে জ্বলে যাই,
চপল। ওরে আমিও তাই তাই,
হাসি। তবে মরিস্ কেন বাঁদরমুখো
আমার তরেতে।
চপল। তুই মরিস্ কেন বাঁদর-মুখী চঞ্চলে
পেতে।
হাসি। সে যে মস্ত গুণবান্,
চপল। ও সে মস্ত হনুমান্,
হাসি। তার যা আছে তা আর কারো নাই
তাই নিচ্ছি বেছে।
চপল। তার যা আছে তার চেয়েও বেশী
আমারও আছে।
হাসি। তোর কি আছে তা বল্,
চপল। তোর কি আছে তা বল্,
হাসি। ওরে গুণের মণি গুণমণি মস্ত
গুণীন্ সে।
চপল। আমি রূপের রাজা সোণায় মাজা
আমার মতন কে?
হাসি। তোর রূপ নিয়ে তুই থাক্,
চপল। তার গুণ হবে শেষে থাক্,
হাসি। আমার তাই ভাল, তবু তুই ভাল
নোস্, চাই সুধু তাকে,
চপল। তোর চাওয়াই সুধু সার হবে, সে
চায় না কো তোকে ॥

৩ অমলার গীত।

আমি দুধ বেচি না ধারে।
আমায় রোখা কড়ি দাও, চোখা মাল নাও,
যোগাই ভারে ভারে ॥
আমার খাঁটী কি জোলো বুঝ্‌তে যদি চাও,
কেঁড়ে খোলা এই যেচে দেখে ঠিক্ নাও,
আমার মাল ভাল তাই যাচিয়ে বেচি ডরি না
যাচন্‌দারে ॥

৪ পুরন্দরের গীত।

সুধু দেখে যাব একবার।
একবার দেখে দেখা করিব না আর ॥
এই দেখা শেষ দেখা, হৃদয়ে রহিবে লেখা,
লেখা দেখে রেখে দেবো জীবন আমার ॥

৫। সুধা হাসি ও কুমারীগণের গীত।

শুধু চোখো তুলেছি ফুলের রাশ, এখন ছড়িয়ে
চলি বাস!
। ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ বইতেছে
বাতাস॥

আঁখির আমাদের কিঙ্কিণী কঙ্কণ,
বাজুক রুণু রুণু ঝন্ ঝন্,
আমরা ঢ'লে ঢ'লে যাই, ট'লে ট'লে ধাই, যে
যার আপন বাস॥
ফিরে ফিরে চাই, বানিয়ে নে যাই, নাগর-
ধরা ফাঁস॥

৬ হিরণ্ময়ীর গীত।

আমি আধ-ভাঙ্গা ঘুমে ঘুমাইতে ছিনু
কেন একেবারে ভাঙ্গিল।
আমি ভালবাসা-বাসি ভুলিতে আছিনু
কেন পুনঃ মনে জাগিল॥
আমি কাছে হোতে ক্রমে দুরে যেতে ছিনু
স্মৃতির অনল নিভাইতে ছিনু
কেন দূরে গেল কাছ কাছে এলো
স্মৃতি কেন পুনঃ জ্বলিল।
আমি প্রাণপাত কোরে লুকাইতে ছিনু
আপনি আপনা ভুলাইতেছিনু
কেন গোপন টুটিল, ভুলান ভুলিল
আপনার মনে পড়িল॥

৭ সুধা ও হাসির গীত।

সুধা। ও তাঁর দেখা করার কথার কথা
দেখ্‌তে আসাই ঠিক।
হাসি। ও তাঁর প্রাণের ভেতর পাঁজার
আগুন জ্বল্‌ছে যে ধিক্ ধিক্॥
হাসি। জান সই দেখ্‌তে আসা; আসুন না
একবার।
টেরটা পাইয়ে দোব, এত বড় আস্পর্দ্ধা,
দেখা কত্তে চাওয়া!
উভয়ে। তুমি হুকুম দাও তো সই,
আমরা কাণ মলে দে তাঁকে, দুটো শক্ত কথা
কই,
আবার হাতে পায়ে লাগিয়ে বেড়ি ঘোরাই
চারিদিক্
তুমি হাস তো ফিক্ ফিক্॥

৮ সুধা ও চপলের গীত।

সুধা। আমি ছাড়্‌বো না তোমায়।
চপল। তোমার পায়ে ধরি জলার পেত্নী
পেও না আমায়॥
সুধা। আমি প্রাণ দে পূজিব, তোমার
পদরাজীব,
চপল। তোমার চাই না পূজা, চাই না প্রাণ,
ছাই দাও আশায়।
সুধা। আমি বুকটী চিরে রাখ্‌বো তোমায়,
হোট্‌বো না কথায়।

৯ হাসির গীত।

আমার মনকে নিয়ে দায় হলো হায় মন যে
বোঝে না।
মন একজনেরই পিছনে ধায় দোসরা
খোঁজে না॥
মন আকাশ পাতাল ভাবনা ভেবেছে,
ভেবে এক দেবতার নাগাল পেয়েছে,
পেয়ে তাঁরেই ভজে তাঁরেই পূজে অন্যে
পূজে না॥

(১০) সুধা, হাসি ও শ্রেষ্ঠী কুমারীগণের গীত।

মালা গাঁথ্‌ছি হাতে ভাব্‌ছি মনে কার তরে।
কে সে নেবে যে সোহাগ ভরে॥
(ও সে) কোথা কোন্ ঠাঁয়ে থাকে,
প্রাণ কার ছবি আঁকে।
কে সে আস্‌বে কবে রাখ্‌বে রবে অন্তরে॥

১১ পুরন্দরের গীত।

বড় আশা কোরে, এসেছি দুয়ারে,
শেষ দেখা শুধু দেখিতে।

সে কি আসিবে না, ফিরে চাইবে না,
কেঁদে কি হইবে ফিরিতে ॥
ভিখারীর আশা অধিক তো নয়,
মুষ্টি ভিক্ষা পেলে হাসি মুখে লয়,
সে ভিক্ষা সে হাতে, আজিকে প্রভাতে,
নাহি কি পাইব লভিতে ॥

১২ হিরণ্ময়ীর গীত।

মরণ শরণে কি ফল লভিব,
মোলে তো সকলি ফুরাবে।
যারে ফিরাইতে নিজ প্রাণ দিব,
সে ত চিরতরে হারাবে॥
তার চেয়ে এই পোড়া প্রাণ নিয়ে,
বুক বেঁধে থাকি আশা-পথ চেয়ে,
প্রবাস হইতে হয় ত বা কভু,
ফিরে এসে আশা পূরাবে—
বঁধু ফিরে এসে আশা পূরাবে।

১২ অমলা, হাসি, সুধা, চঞ্চল ও
চপলের গীত।

অমলা। প্রেমের গতিক বোঝা যায় না।
যে চায় না যারে, সে চায় তারে,
যে চায় সে তায় পায় না॥
চঞ্চল। আমি চাই না।
হাসি। আমি চাই।
চপল। আমি চাই না।
সুধা। আমি চাই।
হাসি। আমি চাই ন।
চপল। আমি চাই।
সুধা। আমি চাই না।
চঞ্চল। আমি চাই।
অমলা। তোদের চাওয়া চাওয়ির মুখেতে
ছাই ধন্নি তোদের বায়না॥

১৪ শ্রেষ্ঠীকুমারীগণের গীত।

আহা বাহবা কি বাহার।
(দেখি) উৎপরীক্ষে ভালবাসার ভঙ্গী
চমৎকার॥
এমন মাচ্‌কো-ফেরের ভালবাসা সই,
আমরা শুনিনি তো সই,
পেলে মদন রাজায় জেনে নোব
এ কোন্ খেলা তাঁর।
এতে তাঁর মজা কি কার মজা; না
সুধুই মজাদার॥

১৫ শ্রেষ্ঠীবালিকাগণের গীত।

জ্বালা মুখ্ বুজে আর সইবে কত সই।
তোমার জ্বলনে জল পড়্‌লো কই॥
তোমার নাগর গেছে সাগর পারে
তোমায় ভুলিতে,
ভুলে অন্য কোন ফুটন্ত ফুল আল্‌তো তুলিতে,
তুমি দিন গোণো আর যাই কর বোন্,
ফোল্‌বে না ফল কান্না বই॥

১৬ কুমারীগণের গীত।

গয়লা দিদি গো তোমার ময়লা বড় প্রাণ।
তুমি সেরেক্কে জল দুসের ঢেলে দুধে
ডাকাও বান॥
তোমার হাত পা দোলা কোমর তোলা সার,
দোলায় নাই কিছু বাহার,
তোমার কেঁড়ে থৈ থৈ অথৈ জলে ভর্ত্তি
কানে কান॥

১৭ সর্ব্বানন্দের গীত।

শ্রীগুরু-চরণ স্মরণ করিয়ে, ভবপারে যাই
চলিয়ে।
আদি-রহিত অন্ত-বিহীন সে পদ রহিও না
ভুলিয়ে॥
সূর্য্য তাঁহার জ্যোতি, ব্যোম তাঁহার মুরতি,
হাস চপলা ভাস বজর্ নেহার হৃদি খুলিয়ে॥

১৮ শ্রেষ্ঠীবালিকাগণের গীত।

এদ্দিনে সেই শুকনো গাছে ফুট্‌লো তোমার ফুল।
তুমি অগাধ জলে ভাস্‌ছিলে আজ দেখ্‌তে পেলে কূল॥
তোমার চিকণ হাসি রয় না চাপা আর,
ছাপিয়ে অধর উথ্‌লুতে ওই চাইছে বারংবার,
তুমি ঢাক্‌তে গিয়ে ফেল্‌ছো খুলে বুঝ নাকো ভুল॥

১৯ হাসি ও সুধার গীত।

আমাদের বুকে পিঠে সেঁটে ধরেছে রে।
যেন বেড়া জালে জেলে ঘেরেছে রে॥
সে যে পোড়া ঝোড়া মড়া সঝাড়া,
তার ফুলধনু গুণে দিয়ে চাড়া,
ঝেড়ে চোকা চোকা বাণ মেরেছে রে॥

২০ সকলের গীত।

অমলা। তোরা খুব ঢলান্‌টা ঢলালি লো ঢলানী,
তোদের সবাই বলে ছিঃ।
তোদের গুপ্ত কথা ব্যক্ত হোল বাকী রইল কি—
তোদের সবাই বলে ছিঃ।
হাসি ও সুধা। মোরা কার কি করেছি,
মোরা আপনি মোরেছি;
অমলা। ওলো তাই কি! ওলো তাই কি?
তবে পাড়ায় কেন তোদের কথা হচ্ছে টি টি টি?
তোদের সবাই বলে ছিঃ।
চপল ও চঞ্চল। তুমি ঠিক বোলেছ— ঠিক বোলেছ—
ঠিক কথা দিদি—ওদের সবাই বলে ছিঃ॥
হাসি ও সুধা। আমরা যা চাই তা কই পাই?
চপল ও চঞ্চল। আমরা যা চাই তা কই পাই?
হাসি। তুমি এস আমার ভাগে (চঞ্চলকে ধারণ)
সুধা। আমি তোমায় নি—(চপলকে ধারণ)।
চঞ্চল। তা হবে না তুমি আমার (সুধাকে ধারণ)
চপল। আমার যে তুমি—(হাসিকে ধারণ)।
অমলা। (তোদের) সবাই সমান কেউ
কমি নয় কর টানাটানি,
কোরে মর্ টানাটানি, তোদের সবাই বলুক ছিঃ!

২১ হিরণ্ময়ীর গীত।

আমায় একেলা থাকিতে দিল না।
নিরজনে বোসে, কাঁদিবার আশা
সে আশা পূরিল না॥
বুক্‌ভরা দুঃখ চোখভরা জল,
হৃদিভরা মোর বিরহ-অনল,
জীবনের সাথী হইয়া রহিল,
কেহ তা বুঝিল না॥

২২ আনন্দ স্বামীর গীত।

মঙ্গলামৃত নিত্য বর্ষিত হোক তব উজ্জ্বল শিরসে।
মন্দার-ফুলমালা লম্বিত হোক তব সুন্দর উরসে।
অপ্সরী কিন্নরী, চৌদিকে সঞ্চরি,
যন্ত্র মিলাইয়া কণ্ঠ উচ্চ করি,
কল্যাণগীত সর্ব্বদা গাক্ তব উল্লাসে হরষে॥

২৩ শ্রেষ্ঠীকুমারীগণের গীত।

আয় আমাদের ফোয়ারা খুলে ফর্‌ফরিয়ে যাই।
একটী বোঁটার দুটী ফুল উঠ্‌লো ফুটে তাই॥
একটী সুবাস আরটীরে দেয়,
আরটী নিয়ে দেয় ফিরে নেয়,
দেওয়ায় নেওয়ায় দুইই সমান কম বেশী কেউ নাই।
আমরা সবাই বিভোর হয়ে আয় নাচি আর গাই॥

২৪ গীত।

আমরা দুটী মদন রাজার প্রেমিক অনুচর।
রূপে গুণে দুটীই সমান দুটীই মনোহর॥
আমরা পুরুষ কি নারী,
যে চিন্‌তে পারে চেনাই তারে যে চায়
হই তারি,
যার সরল প্রাণে গরল ঢালা তার কাছে হই
সুধাকর॥

২৫ হিরণ্ময়ীর গীত।

আমারে আমার বলিবে কে আর
যারা ছিল তারা গিয়েছে।
পাঁজর ভেঙ্গেছে, ঝাঁঝর হয়েছে,
বাকি শুধু প্রাণ রয়েছে॥
উদাস-নয়নে, চারি ধারে চাই,
আপনি বলিতে কারেও না পাই।
আপনার ধারা, ফেলে গেছে তারা,
এ হৃদি শ্মশান হয়েছে॥

২৬ অমলার গীত।

হয়েছি আহ্লাদে আটখানা।
কারো শুন্‌বো না আর মানা॥
এখন হাস্‌বো খেল্‌বো ভাস্‌বো সুখে,
(দেবো) দুঃখেরে গর্দ্দানা॥
রব পায়ের উপর পা দিয়ে বোসে,
খাব ছানা মাখন রকম সকম পেট ভোরে
কোসে,
শুয়ে ছাপুরখাটে ঘুম লাগাবো
(বানাবো) স্বপ্নে বালাখানা॥

২৭ হাসি ও সুধার গীত।

এ যে মনকে চোখ্ ঠারা।
এতে বাইরে হেসে ভেতরে কেঁদে হতে হয়
সারা॥
এ যে দেখ্‌তে ভাল, সইতে গেলে, সদাই
জল্‌তে হয়,
যেন কতই কারে ভয়,
এ ঠিক চোরের মায়ের কান্না,
চেপে চুপ থাকাই ধারা॥

২৮ অমলা, সুধা ও হাসির গীত।

অমলা। আজ তোদের ও বলিদান।
তোদের দুই হাঁড়িকাট পোতা আছে মদন
দেবের থান
রাজা মদন দেবের থান॥
সুধা। আমাদের অপরাধটা কি, হ্যাঁগা ও
গয়লা দিদি,
অমলা। তোরা ডব্‌কা ছুঁড়ী
কুলের কুঁড়ি বিষম তোদের কাণ।
(তোরা) রূপের বাজার এলিয়ে দিয়ে
ছোঁড়ায় ধরাস্ টান।
যত ছোঁড়ায় ধরাস টান॥
সুধা ও হাসি। আমরা ছুঁড়ী বলেই কি দায়ী,
তোমার ছোড়ারাই বা কি ?
অমলা। কোপ তোদেরও হবে তাদেরও হবে
কারুরই নেই ত্রাণ।
এক এক কোপে,দু দুটোরই গর্দ্দানা খান্ খান্
হবে গর্দ্দানা খান্ খান্॥

২৯ অমলার গীত।

আমার সাধ মিটেছে এদ্দিনে তাই আজ
হাসি।
হা-হা-হা তাই হাসি হো-হো-হো তাই হাসি।
হি-হি-হি তাই হাসি॥
চকা ছিল ওপারে চকী ছিল এ পারে,
এখন রাত পোহাল ফর্সা হলো তাই আসি।
আমার চকা চকী মিল্‌লো হলো ঘরবাসী॥

৩০ সকলের গীত।

অমলা। কেমন করিয়েছি মিলন।
কেমন সমান সমান সাজিয়ে দিছি
যার যার তার ধন॥

সুধা, হাসি। আমরা হয় তো ঠকেছি,
চঞ্চল, চপল। আমরা সত্যি ঠকেছি,
অমলা। ছি ছি ও সব কথা কস্‌নি ক আর
হ'সনি জ্বালাতন।
তোরা যে পেয়েছিস্ যারে, তারে করে নে
আপন॥

৩১ নর্ত্তকীগণের গীত।

আজ প্রেমিক-প্রাণের প্রেম-পারাবার উথ্‌লে
উঠেছে।
এমন নিথর জলে ঢল ঢলে ঢেউ কি দেখেছে॥
প্রাণে ছিল নাকো বাতাস
সুধু ছিল যে হা হুতাশ,
চেয়ে আকাশ পানে নিরাশ প্রেমিক হচ্ছিল
উদাস,
এখন আশাটী মিটেছে,
বাতাস আপনি উঠেছে,
শেষে দুই মিলে এক হয়ে যে যার সে তায়
পেয়েছে।

গীতাবলী সমাপ্ত।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

লখিন্দর শর্ম্মা	সহোদর-চতুষ্টয়।
অজারাম শর্ম্মা	
ভয়ানকচন্দ্র শর্ম্মা	
ষণ্ডামার্ক শর্ম্মা	
ভোঁদড়	লখিন্দরের বেশ্যাপুত্র।
খোদন্ সোণা	অজারামের শ্যালিকাপুত্র।
বিভীষিকাচন্দ্র (ওরফে বেঁড়েবাবু)	ভয়ানকচন্দ্রের স্ত্রীর পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত পুত্র।
রংলাল খুড়ো	সহোদর-চতুষ্টয়ের জ্ঞাতিখুড়ো।
চৈতন্য কবিরাজ	গ্রাম্য কবিরাজ।

স্ত্রীগণ।

ব্রহ্মময়ী ঠাকুরাণী	সহোদর-চতুষ্টয়ের মাতা।
তারা	ঐ বিধবা কন্যা।
শ্রীমতী কুড়ুনী বেওয়া	লখিন্দরের রক্ষিতা বেশ্যা।
বাতাসী দেবী	অজারামের শ্যালিকা।
Mrs মন্দামণি শর্ম্মা	ভয়ানকচন্দ্রের পত্নী।

প্রথম দৃশ্য

রংলাল খুড়োর কলিকাতাস্থ বাটীর বৈঠকখানা।

তাকিয়া হেলান দিয়া রংলাল খুড়ো উপবিষ্ট, লখিন্দর শর্ম্মা, ভোঁদড়, অজারাম শর্ম্মা, খোদন সোণা, ভয়ানকচন্দ্র শর্ম্মা, Mrs মন্দামণি শর্ম্মা ও বেঁড়েবাবু যথাযোগ্য আসীন।

রংলাল। এই তো বাপু সব খুলে খেলে শুন্‌লে, এখন বুদ্ধিমান্ তোমরা—যা ভাল বুঝ্‌বে—কোর্ব্বে, চার চারজন হোম্‌রা চোম্‌রা ছেলে জল-জ্যান্ত বেঁচে থাক্‌তে বুড়ো মাগী যে না খেতে পেয়ে—শুকিয়ে ডাং হয়ে থাক্‌বে—এ তো বাপু আমার এত বয়স হয়েছে—কখনও শুনিওনি, দেখিওনি। তোমরা উপযুক্ত ছেলে—এর একটা বিলি-বন্দেজ কোরে ফ্যাল—দেখ্‌তে শুন্‌তে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সব দিকে মানাবে ভাল! কি বল? ও কি? কজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোচ্চ যে? কথা-টার জবাব দাও।

লখিন্দর। আজ্ঞে, সুধু আমায় বোল্‌ছেন কি?

রংলাল। না,—তোমায় কেন ? আমার এই ডাবাহুঁকোটার সঙ্গে দুটো রসাভাষ কচ্চি তোমরা এখানে আছ কি নেই—তাও তো ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চি না বাপু!

ভোঁদড়। ও জামাই! তোর খুড়ো বেটাচ্ছেলে তোকে ঠাট্টা কোচ্ছে, বুঝ্‌তে পাচ্চিস্ না ?

রংলাল। ও বাপু! এ সভ্য ভব্য সপ্রতিভ নাড়ুগোপালটী তোমারই বাচ্ছা দেখ্‌ছি—তা এটী কোন্ পক্ষের ? কেষ্টপক্ষ বুঝি! নইলে আর এঁচোড়ে পাক ধোরেছে!

লখিন্দর। আজ্ঞে হাঁ—ওইটী নিয়েই আমি সংসারী!

রংলাল। তা বেশ বাপু! এখন—সে বুড়ী বেটীকে খেতে পোত্তে দিয়ে—সংসারী হলে ভাল হয় না ? দাদা মশায় তাঁর জন্যে যা রেখে গিছলে, কটী ভাইয়ে তা তো ভুগিয়ে নিয়ে হজম কোরে বোসে আছ। এখন হয় তাঁর খোরপোষের যোগাড় করে দেও—না হয়, একটা ভিক্ষের ঝুলি সেলাই কোরে বুড়ীকে দিয়ে এসো। আমার কথার ভাবটা বুঝ্‌লে ?

লখিন্দর। আজ্ঞে—আপ্‌নি ঠিক বল্‌ছেন বটে, কিন্তু—আমার অবস্থাটাও তো বিচার করা চাই!

রংলাল। কি রকম ? ভাল—শোনাই যাক! তোমার অবস্থা বুঝেই না হয় ব্যবস্থা হবে।

লখিন্দর। আজ্ঞে, জানেন্ তো—লেখা-পড়া কখনও শিখিনি—বামুনের ছেলে ছেলে-বেলা থেকে—চালাকীতে কাজ সেরে আস্‌ছি।

রংলাল। তা খুব জানি! আগে হ্যাণ্ড-নোটের দালালীতে—দশ বেটা নাবালক ছেলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে বেশ দুপয়সা রোজগার কর্ত্তে তো ? শেষ জুচ্চুরি বাবদে তিন বছর জেল খেটে এসে পর্য্যন্ত বুঝি সে কাজে খতম করেছ ?

লখিন্দর। আজ্ঞে হাঁ! তার পর ভুষো-মালের দালালীতে যা হোক্ এক রকম দিন গুজরাণ কচ্ছিলেম—আর জানেন তো বরা-বর দুটো সংসার প্রতিপালন কোরে এসেছি। শেষ রাঁড়বেটীর ছেলেপুলে হোতেই—তার জোর বাড়্‌লো, বাড়ীতে এসে উপদ্রব আরম্ভ কোল্লে—

রংলাল। সুতরাং মাগছেলেকে তাড়িয়ে দিয়ে রণ্ডাশ্রমেই হাঁড়ি কাড়্‌লে ? কেমন ? তার পর ?

লখিন্দর। তার পর—একদিকে যেমন খরচা কোম্‌লো—অন্যদিকে তেমন খরচা বাড়্‌তে লাগ্‌লো। রাঁড়ের এক ছেলে—তাকে তো আর ভাল না খাইয়ে, ভাল না পরিয়ে রাখ্‌তে পারি না! বিশেষতঃ রাঁড়মহলে বাস কোরে যখন "লোচ্চা লখিন্দর" টাইটেল বেরুলো, তখন ত আর তাদের সঙ্গে কুটুম-কুটুম্বিতেতে দুপয়সা না খরচ কোরে থাক্‌তে পারি না! যা আনি—খুড়োমশাই, দুঃখের কথা বোল্‌বো কি, যা আনি—তার একটী পয়সা বাজে খরচ করি না, সব এনে—এই আমার ভোঁদড়ের মায়ের হাতে ফেলে দিই —তবুও কুলোয় না—

রংলাল। আহা—কুলোয় না বটে ? তা বাপু,তোমার রাঁড় বেচারির তো বড় কষ্ট—দুদশখানা গয়না তার হোচ্চে তো ?

লখিন্দর। আর গয়না! যা কিছু হয়ে-ছিল—তা সব বাঁধাছাঁদা দিয়ে এক কিস্তি মাল আমদানী করাচ্চি! কিস্তিটে ভালয় ভালয় এসে পৌঁছোয় তো একটা ছোট-খাট মহাজন হয়ে বোস্‌তে পার্ব্বো—রাঁড় বেচারিও

মাথা তুলে বোস্‌তে পার্ব্বে! এখন খুড়ো—আমি নাচার—ঘর ঠ্যাঙ্গালে এককড়া কাণা-কড়িও বেরুবে না, তা আর বুড়ো মাকে কি দেবো বলুন? দালালীতে যে দুদশটাকা পাচ্চি—তা খেতেই কুলোয় না। রাঁড় আছেন, রাঁড়ের ম আছেন, তাঁর রোজ আদ্‌খানি খাঁটী চাই! বাপ আছেন, তিনি গুলী খান, তাঁর গুলী আছে, দুধ আছে, রাঁড়ের দুব্যাটা ভাই আছেন, তাঁদের রোজ দুছটাক গাঁজা দিতে হয়! তা সয় ছেলেটী আছেন, নিজে আছি—এতগুলির খরচ চালিয়ে তার পর তো বাবু মা।

রংলাল। অবিশ্যি—অবিশ্যি, তার পর মা বই কি? রাঁড়ের মাগী টাসি হোলেও যা হয় হত! ভাতহাঁড়ির ভাত খেয়ে মাগী বেঁচে যেতো, ঠিক বলেছ বাপু! আহা, এত খরচা তোমার—এতে.তোমার কাছে খেতে প'র্ত্তে চাওয়া তাঁর বড় অন্যায়! আমি হোলে উল্‌টে বুড়ীমায়ের কাপড়খানা বেচে—রাঁড়ের চরণচুটকি গড়িয়ে দিতুম। বেশ বলেছ বাপু! এখন তোমার কি গো বাপু! দাদার রায়েই রা না কি?

অজারাম। হ্যাঁ, একরকম বটে! আমিও যে বড় সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তা নয়—আমা-রও চাদ্দিকে দেনা। ৮।১০ খানা শমন ওয়া-রীন ঝুল্‌ছে। আমায় গা ঢাকা দিতে হয়েছে! সত্তি কি মিথ্যে, এই আমার খোদন সোণাকে জিজ্ঞাসা করুন্‌!

রংলাল। খোদন সোণাটী তোমার সম্পর্কে কে হয় বাপু?

অজারাম। আজ্ঞে—সবই জানেন তো—আপনার কাছে ত কিছু লুকোন নাই! ওটী আমার সে-ই শালীপো।

রংলাল। বটে? বটে? তা বেশ! বেশ! তোমার সেই বিধবা শালীর ছেলে? তা বাপু, তুমি আমাদের এমন সোণার চাঁদ ছেলে—তোমার কপালে এমন তে-এঁটে ত্রিভঙ্গ ছেলে এলো কোথা থেকে? এ বাচ্ছাটী কি তোমার ভোগ-দখলের আগে আর কারো ঔরসে জন্মেছিল না কি?

খোদন। শালার বেটা শালা বুড়ো! তুই আমায় বেজন্মা বলিস্‌? এখনি হাতে মাথা কেটে ফেল্‌বো জানিস্‌? মেসো বাবা! তোকে আজ বাড়ী গিয়ে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ কোরে মায়ের নাতি খাওয়াব, তবে ছাড়্‌বো!

অজারাম। খুড়োমশাই, ছেলের Moral courageটা একবার দেখ্‌ছেন তো?

রংলাল। হাঁ, তা দেখ্‌ছি বই কি! শুধু ছেলে কেন? ছেলের মায়ের পর্য্যন্ত Moral courageএর নমুনোটা বুঝ্‌তে পাচ্চি।

অজারাম। অমন একটী না খুড়ো, আগেকার দুটী, এখনকার ১০ টী। এটী আমার সেই ১০টীর একটী!

রংলাল। তা বেশ, মাগ মেরে শ্বশুরকে কাঁসিয়ে সংশাশুড়ীর মাথা খেয়ে—ভাসিয়ে দিয়ে রাঁড়শালীর বংশবিদ্ধিটে কোচ্ছ ভাল!

অজারাম। শুধু বংশই বৃদ্ধি হোচ্ছে খুড়ো—এদিকে পেট চলা ভার হয়ে দাঁড়িয়েছে! চুরি কোরেই হোক, আর জুচ্চুরি কোরেই হোক—মোক্তারীটে পাস কোরে একরকম র-ঠ কোরে চালাচ্ছিলুম জানেন তো!

রংলাল। হ্যাঁ, তা খুব জানি, শেষ এক বেটী বিধবাকে ঠকাতে গিয়ে ধরা পোড়ে গেলে—বোকা জজ্‌ বেটা না বুঝে সুঝে এমন সোণার চাঁদ ছেলের নামটা roll থেকে কেটে দিলে।

অজারাম। তার পর? কি করি খুড়ো? । Homeopathy বই কিনে আর এক বাক্স অষুধ নিয়ে ডাক্তারী আরম্ভ কল্লুম, ছোট খাট একটা ডাক্তারখানাও কোরেছি, তাও কোন্ দিন কোন্ বেটা সিল কোরে টেনে নে যাব যাব কোচ্ছে! এখন অকূল পাথারে পোড়ে আছি খুড়ো, আর কি বোল্‌বো?

রংলাল। সুতরাং বুড়ো মাকে তো কোন মতেই খেতে দিতে পাচ্ছো না! কেমন, এই তো?

অজারাম। হাঁ, এক রকম তাই বটে। কারণ, ১০।১১টী ছেলেকে ভাসিয়ে—বিশেষ সেই এক গেরস্তোর মেয়ে, অপর কেউ নয়; মেগের বোন্ শালী, আমার জন্যে জাত, কুল, মান সব জলাঞ্জলি দিয়েছে, তাকে রীতিমত সুখে না রেখে তো আর আমি অপরের জন্য ভাব্‌তে পারি না?

রংলাল। অবিশ্যি—অবিশ্যি, তা বই কি? বুদ্ধিমানের কথাই ত এই, মার পেটের জন্য ভাবনা? বাপ্‌রে—তা কি কর্ত্তে পার? ঠিক কথা বোলেছ! এখন বাকী বাপু তুমি! তা তোমার ছাগলদাড়ী সাজ-গোজ আর রকম-সকম দেখে তো জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে সাহসই হোচ্ছে না—তবে নেহাৎ বুড়ো মাগী না খেতে পেয়ে মর্ব্বে—তাই একবার বল্‌ছি—কি বল? তুমি ত বাপের ধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বোসে আছ,বাপের স্ত্রীকে কি খেতে দেবে? তোমাদের দলের ব্যাভার দেখে শুনে আমার তো বোধ হয় না—তবু একবার জিজ্ঞেস করায় তো হান্ নেই, কি বল বাপু?

ভয়ানক। পিতৃব্য মহাশয়! ভ্রাতৃগণ! ভ্রাতৃপুত্র ও উপপুত্র ইত্যাদিগণ,আমার স্ত্রীরত্ন মহাশয়া ও আমার স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্রপ্রবর! আমি এই পিতৃব্য মহাশয়ের পৈতৃক পুরাতন ছারপোকা-সম্বলিত চৌকীখানি ছাড়িয়া উঠিলাম। কেন উঠিলাম? কে বলিবে কেন উঠিলাম! আমি বলিব, এক নূতন কথার মীমাংসা করিতে উঠিলাম! কথাটা কি? উপায়হীনা বৃদ্ধা বিধবা মাতাকে খোরাকি দেওয়া উচিত কি না? এই আবশ্যকীয় কথার মীমাংসা করিতে উঠিলাম। উঠিলাম তো দশকথা ভাল করিয়া শুনাইয়া দিই, বলি—মাতা প্রসূতি—জননী—গর্ভধারিণী ইত্যাদি ইত্যাদি,সুতরাং মাতাকে খাওয়াইতে দাওয়াইতে হইবে, তোমার পয়সা থাকিলেও হইবে, না থাকিলেও হইবে। আমি বলি—সুধু আমি কেন—যে সকল যুবক—পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পাইয়াছে, চক্ষু বুজিয়া একাধারে চার্চ্চ, মসজীদ, মন্দিররূপ সমাজে বসিতে শিখিয়াছে, তাহারা ও-আমি সবাই মিলিয়া বলি—বৃদ্ধা অনাথা মাতাকে ভরণ-পোষণের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না! মাতা এমন কি একটা আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার চিরজীবনের claim থাকে? তিনিই তো নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমাকে দশ দশটা মাস পেটে ধরিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাইয়া এই চিরপরিশ্রমের জগতে ছাড়িয়া দিয়াছেন—প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ—খাটিয়াই মরিতেছি! তিনি শত্রুর কার্য্য করিয়াছেন! তবে আমাদের এই মাথার ঘাম ফেলা, private school এর secretary থেকে ঝাড়ুদারি পর্য্যন্ত করা টাকা—মাগের বিলাসে না দিয়ে—ছেলের সখে না খরচ কোরে কেন অমন পরম শত্রু মাতাকে খাওয়াইব? পরম শত্রুকে কেহ কি খাওয়াইয়া থাকে? কৈ? তোমার স্ত্রীবহিষ্করণকারী পরম শত্রু নামধারী নরাধমকে আসনে বসা-

ইয়া জামাই আদরে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাওয়াও দেখি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, কেহ তাহাতে রাজী হইবে না। সুতরাং পরম শক্র মাতাকে উপোস রাখাই সাব্যস্ত হইল। আর লালন-পালন করিয়াছেন বলিয়া যদি মাহিয়ানা-স্বরূপে গুদামভাড়া চাহেন, তাহাও পাইতে পারেন না; কেন না, এক তো তাঁহার নাড়ীছেঁড়া ধন যাহাতে বাঁচিয়া থাকে, তা দেখা তাঁহার নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য, তার উপর লালন-পালনের পক্ষে বাপেরও Half share আছে, সুতরাং মাতার এ স্থলে মাহিয়ানা বা ভরণ-পোষণের claimকরা অন্যায়। শুধু অন্যায় নয়, ধৃষ্টতার একশেষ! কুজড়োমোর চূড়ান্ত! (উপবেশন)

'mrs মন্দা ও বিভীষিকা। Bravo! (করতালি।)

ভয়ানক। (উঠিয়া) বিশেষতঃ যখন মাতার সময় ছিল, বয়সকাল বজায় ছিল, তখন তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট অর্থাৎ আমাদের পিতার নিকট দাঁও করিয়া বৃদ্ধবয়সের জন্য খোরাকী না লইয়াছিলেন কেন?

রংলাল। ওরে বেটা অকাল-কুষ্মাণ্ড, তুই আবার বোল্‌তে সুরু কল্লি যে? বেরো বেটা আমার বাড়ী থেকে! বেরো বেল্লিক বেটা! বেসাড়ৃয়েন্তা বেটা, বেয়াক্কেলে বেধোর্ম্মে, বেটা মাকে খেতে দিবিনি, দিবিনি! তার অত ভিরকুটী কেন রে বেটা? বেরো তোর সভ্যতার মাথায় পয়জার পড়ে—বেরো, বেটা বেদো, তোর মুখ দেখ্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কোর্ত্তে হয়!

বিভীষিকা। papa, শালা বলিস্ তো তোর খুড়ো শালার সাথে এক হাত ফাইট লোড়ে দি! শালা বুড়ো বাঁদর বড় গালিগালাজ ঝাড়্‌চে!

Mrs মন্দামণি। No No বেটা! A big rascal he is you see!

রংলাল। এখনো বোল্‌ছি সহজে বেরো—নইলে দেউড়ী থেকে কোঁৎকা ঘাড়ে ধামপাল পাঁড়েকে ডেকে দেবো—সব ভোজপুরী ধরণে ঢাকা মার্ত্তে মার্ত্তে বিদেয় কোরে দেবে।

ভয়ানক। এমন rude fellowদের সঙ্গে আমরা আলাপ করি না! Devilish old rougue! come darling!

Mrs মন্দামণি। Come Come dear. (হস্তক্ষেপ) boy পশ্চাতে আইস!

বেঁড়ে। mama—ding ding ding—didi ding ding dang!

[ভয়ানক, Mrs মন্দামণি ও বেঁড়ে বাবুর প্রস্থান।

রংলাল। গুয়ের এ পিট আর ও পিট। বাপু! তোমরাও ওই। ও না হয় পইতে ছিঁড়ে ধর্ম্ম ছেড়ে বেধর্ম্মে হয়ে গেছে, তোমরা যে হিঁন্দুদের বুকে বসে হিঁদুয়ানীর নামে কলঙ্ক দিচ্ছ! ডোম্ ড়োক্‌লা দুলে-বাগ্‌দী সবাই বুড়ো মাকে খাইয়ে থাকে। তা তোমরাও এসো বাপু! পথ দেখো! ঝকমারি হয়েছিল আমার, তোমাদের মতন পাষণ্ড ক-বেটাকে ডাকানো। এখন আস্তে আস্তে দুর্গা বল না—এস না—গেলে বাঁচি যে! তোমাদের মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়, সকালবেলা নাম কল্লে অন্ন হয় না!

[ভ্রাতৃদ্বয়ের ও পুত্রদ্বয়ের প্রস্থান।

এমন নাক্‌কাটা বেহায়ার দল তো বাবা দুনিয়ায় দেখিনি! স্বচ্ছন্দে রাঁড়ের আর শালীর সংসারের দোহাই দিয়ে কাটালে? বেটাদের মায়া-মমতা কি জন্মায়নি না কি?

মাতা পরম গুরু, তাঁর উপর এই অসৎ ব্যবহার! হিন্দুরাজত্ব হলে বেটাদের শূলে দিয়ে তবেই ছাড়তো। তাই তো? কি করে পাজি বেটাদের ঠেঙ্গে বুড়োমার খোরাকী আদায় করি? দেখি কি কোর্ত্তে পারি, রাম বাবুর সঙ্গে তো মৎলব আঁটা যাক্ গে! তার পর তাঁর সলা আর আমার হাতযশ!!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতা।

(অজারাম শর্ম্মার বাটীর দরদালান)

(পোষাকপরা কুকুর ও কুকুরী লইয়া একদিকে শ্রীমতী কুড়ুনি ব্যাওয়া, ভোঁদড়, অন্যদিকে অজারাম, খোদন, রাতাসী ; মধ্যস্থলে মোড়ায় বসিয়া ভয়ানকচন্দ্র শর্ম্মা)

অজারাম। গা—না—মিলন গান—যা প্রাণতোষণ বেঁধে দিয়েছে, সেইটে গা—গা।

(দুইজন নর্ত্তকীর গীত।)

আহা মরি বেশ খুলেছে, জোড় মিলেছে—
টঁ্যাপার কোলে টেঁপীটী।
টঁ্যাপা ভাবে টেঁপী আমার বড্ড নেটিপেটিটী॥
টেঁপী ভাবে টঁ্যাকটী টঁ্যাপার,
কদ্দিনে হায় কোরবো কাবার ;
টেঁকবে কি না টেঁকবে ভাতার ভাবনা তো
তার নেই সেটী।
টেঁপীর হাতে রইলো টেঁপার মরণজীওন
কাটীটী॥

বাতাসী। না ভাই ঠাকুরপো! আমার সাতটা নয় পাঁচটা নয়—একটা মেয়ে—এর বে আমি হিন্দুমতে না দিয়ে—সমাজে খোরে দি কেমন কোরে? কাল রাত্তিরে যে রকম হয় হয়েছে, আজ বাসী বে-টা আমাদের মতে হোলে ভাল হয়! তোমাদের মতে টঁ্যাপার আমার বে দিয়ে—শেষ কি জাত খোওয়াব? না ঠাকুরপো! তা আমি পারবো না বাবু!

ভয়ানক। ওঃ! কি ভয়ানক কথা শুনি? কর্ণ, তুমি বধির হইয়া যাও! চক্ষু! তুমি বুজিয়া যাও! দেহ, তুমি পাষাণের মুরদ হইয়া pepestal এর উপর গিয়া উঠ। এমন ভয়ানক পৌত্তলিকতার কথা যে আর সহ্য হয় না। হায়—হায়—হে Officiating মেজবধু! জানি, না কোন্ পাষণ্ড পাষণ্ডী—নরাধম নরাধমিনীদের পরামর্শে আজ প্রাতে তুমি World renowned এমন বিবাহে অমত করিতেছ! তুমি দেখিতে পাইতেছ না যে, সমগ্র সভ্যসমাজ এই বিবাহের consummationএর জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে? এই সুমহৎকার্য্য সমাধা হইলে অমনি সর্ব্বত্র Telegraphএর তার চলিতে থাকিবে—এক মুহূর্ত্তের মধ্যে Europe, Asia, America, Africa ময় এই টঁ্যাপাটেঁপীর বিবাহের খবর ছুটিয়া যাইবে। আমাদের সমাজের উচ্চনাম ও জীবন্তজ্যোতি—দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। হা হতভাগ্য আমি—আমার দ্বারা কি এ সুকার্য্য সাধিত হইবে? হে প্রবলে অবলে—ক্ষমা কর, আর বাধা দিও না—পুনরায় বাধার কথা কহিলে আমি সজোরে দরদরিতধারে কাঁদিয়া উঠিব ; এমন কান্না কাঁদিব যে—হিমালয় পর্ব্বত নরম হইয়া গলিয়া যাইবে। তাই বলি, হে মেজবধু

তোমার কঠিন প্রাণ কি কোমল হইবে না? (রোদনের উপক্রম)

অজারাম। আহা—তাই হোক্—তাই হোক্, ভায়াকে আমার আর কষ্ট দিও না—নিজের খরচে বিবাহের কাগজপত্র ছাপিয়েছে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে! ট্যাঁপাটেঁপীর এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হোতে পারে? আমাদের কুকুর-দম্পতির দ্বারা যদি ওদের সমাজওয়ালা বেচারিদের মান বাড়ে—তা তাতে হস্তারক হয়ে কাজ কি? না হয় ট্যাঁপাটেঁপী ওদের নিজেদের জাতঠেলা থাক্‌বে! ভায়াদের সমাজওলারা কি আর দিন চার্‌টে পয়সার হাড়-মাস কিনে দিতে পার্‌বে না?

ভয়ানক। অবশ্য পারিবে—ভ্রাতঃ হে, অবশ্য পারিবে! আমাদের উপদেষ্টা উপাচার্য্য নিজ হস্তে ঝোলর বাঁধিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইবেন। এমন কি, ডুরিয়ার কার্য্য করিতে অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা সমাজভ্রাতা Vallunteer হইয়া ছুটিয়া আসিবে।

কুড়ুনী। ও দিদি, যখন আদত বে-টাই কাল ওদের কি ছাই সমাজের মতে হয়ে গেছে—তখন আজ আর গোলে কাজ কি? (জনান্তিকে) এখন পার যদি—দুপক্ষে আমাদের এই কুকুরের বিয়েতে যে ১৫০।২০০ টাকা খরচ হয়েছে—তার কিছু ওদের কাছ থেকে আদায় করে নাও!

বাতাসী। (জনান্তিকে) ও দিদি! তাতে ও বেটারা খুব তালেবর! কোন বেটার ঘর ঠ্যাঙ্গালে এক কড়া কাণা কড়ি পাবার যো নাই। ওরা দেনা কোরে—পাওনাদারের সঙ্গে মাগকে কি মেয়েকে মিটিযে আস্‌তে পাঠিয়ে দেয়! ওরা আবার টাকা দেবে? এই হৈ চৈ করে যেমন তোমরা আপনাদের সমাজ বেঁধে সোণাগাছিতে, মেছোবাজারে কাল কাটাও, ওদেরও তাই, ওদের তাতে আবার গেরস্থ-খান্‌কী চেনা যায় না। এইটুকু বেশীর ভাগ! তোমাদের ওপর উপরি লাভ (প্রকাশ্যে) আচ্ছা ঠাকুরপো, তাই স্বীকার কোল্লেম ভাই —এখন তাড়াতাড়ি বাসি বে-টা সেরে দাও। আমরা আশীর্ব্বাদ কোরে মেয়ে জামাই ঘরে তুলি।

ভোঁদড়। ও মা—ট্যাঁপা বেটাচ্ছেলে যে একটুখানি হাগী করে ফেল্লে!

খোদন। তাই তো—ও মেসবাবা। টেঁপীও যে একটুখানি নগ্যি কোল্লে!

বাতাসী ও কুড়ুনী। ওই যাঃ—অমন পোষাক দুটো নষ্ট করে ফেল্লে।

ভয়ানক। শুধু তাই নয়—অশ্লীল হইয়া পড়িল!

অজারাম। তা হোক্, পশুর জাত বই তো নয়—ওদের অশ্লীল ধোর্‌ত্তে গেলে—আর কাজ চলে না।

ভয়ানক। সে কি ভ্রাতঃ! ও ভ্রম আমাদের ভাঙ্গিয়াছে! আমরা এক্ষণে গৃহপালিত পশুপক্ষীর অশ্লীলতা ভাঙ্গিবার জন্য বিরাট আন্দোলন করিতেছি, Halbert Hall এ সে দিন বিরাট সভা হইয়া উহার চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে- এখন বড়লাটের councilএ একখানা বিল পাস্‌ হইয়া গেলেই হয়। আর তাহাও অতি সহজে হইবে—কেন না, ইংরাজেরা জানে যে, আমাদের সমাজই reformer এর দল! গৃহপালিত পশুপক্ষীর কাপড় পরা হইলে, তাহার পর বন্য পশুপক্ষীর জন্য আর একবার ভ্রাতা-ভগ্নীগণ লড়াই করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইবেন।

অজারাম। ভাল—তা পরে কোরো ভাই, এখন একবার বে-টা সাঙ্গ কোরে ফেল্লে বাঁচি।

ভয়ানক। অবশ্য—অবশ্য! হে ভোঁদড় বাবু ও খোদনসোণা, ট্যাঁপার হাত টেঁপীর কাঁধে দাও ও টেঁপীর হাত ট্যাঁপার কাঁধে দাও। আমি মন্ত্র পাঠ করি! হে ট্যাঁপা সুন্দর, তুমি টেঁপী সুন্দরীকে বল, হে প্রাণের টেঁপি! তোমার আমার প্রাণমনট্যাঁক-পকেট ইত্যাদি সমস্তই এই হাতের সঙ্গে সঙ্গে অর্পণ করিলাম। তুমি উক্ত কয়টী দ্রব্য লইয়া যথা ইচ্ছা করিতে পার। আরো বল, হে সুসভ্যা সুভব্যা টেঁপী গৃহিণি! তোমায় পাষণ্ড যণ্ড পৌত্তলিকদের মতন ঘরে পুরিয়া রাখিব না, তোমার পিঠে স্বাধীনতার পাখা বাঁধিয়া দিব—তুমি যথা ইচ্ছা যাহার সহিত ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবে—ইডেন গার্ডেনে হাওয়া খাইবে—হোটেলে খানা খাইবে—আর আমার নাকে দড়ী দিয়া যথেচ্ছা টানিয়া লইয়া বেড়াইবে—তাহাতে বাধা দিব না—বাধা দিই ত তোমার পায়ের ক্ষুদে ক্ষুদে শ্লিপার যেন অনবরত আমার মস্তকে পড়িতে থাকে।

অজারাম। হয়েছে, না আরো আছে?

ভয়ানক। উঁহুঁ—এক তরফ হয়েছে—হে টেঁপী সুন্দরী! তুমি ট্যাঁপা সুন্দরকে বল, হে ভ্যাভাকান্ত ম্যাড়াকান্ত প্রাণকান্ত ট্যাঁপা! তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া গুণে আট্কা পড়িয়া ট্যাঁক ও পকেট বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া—তোমায় অনুগ্রহ করিয়া—আমি বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, রসিকা, প্রেমিকা, সুসভ্যা, সুভব্যা, টেঁপীরাণী—আমার দেহ বিক্রয় করিতেছি। আমার প্রশস্ত ও পরিবর্ত্তনশীল মন ও পরপুরুষ-প্রেমরসে ডুবু ডুবু প্রাণের সহিত তোমার কোন সংস্রব রহিবে না। আমি তোমায় নিত্য নূতন রঙ্গ দেখাইব—রঙ্গিণী বলিয়া কলিকাতার বাজারে বিখ্যাত হইব! সহচরী-সভায় নাম লিখাইব!! তোমার ট্যাঁক খুলিয়া, পকেট ঝাড়িয়া, বাক্স ভাঙ্গিয়া যত টাকা পাইব—সমস্ত আমার বিলাসে খরচ করিব! অকুলান হইলে তোমার নামে ধার করিব, তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে পরিশোধ করিবে—না করিলে একদিন দেখিব—দুদিন দেখিব, তিনদিনের দিন তোমার কপালে কলা ঠেকাইয়া অপরের কোলে গিয়া বসিব! মাথা খুঁড়িলেও ফিরিয়া আসিব না! এই আন্কোরা সর্ত্তে এই সাক্ষীগণের সম্মুখে আজ আমরা আইন-মতে Registry করিয়া civil marraige সূত্রে আবদ্ধ হইলাম! এইবার বর-কন্যার পিতা-মাতা ও অন্য সকলে মনে মনে বল, হে মাতঃ, হে পিতঃ! হে জগদীশ্বর! হে নবীন বিধানের কথার কথা একব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি, হে আমাদের ঘরবাইরের সাথের সাথী প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলী! হে প্রেমময়! হে গুণময়! এই নব-দম্পতীর শরীরে আপনার সয়তানের খানিকটে গুণই বলুন আর দোষই বলুন, মিশাইয়া দিন। সাহেবী চালে চালাইবেন, অন্ততঃ দিশী ফিরিঙ্গীর চালে হইলেও আপত্তি নাই! অথচ একটু সৃষ্টিছাড়া বেতর বেসাট হিসাবে যাতে সমাজে চল্‌তে পারে, তার যোগাড় করিয়া দিবেন!

কুড়ুনী ও বাতাসী। যা, তোরা ট্যাঁপা-টেঁপীকে নিয়ে পোষাক ছাড়িয়ে দিগে যা।

[খোদন ও ভোঁদড়ের কুকুর লইয়া প্রস্থান।

(বেঁড়ে বাবুর প্রবেশ)

বেঁড়ে। ও শালা papa, বাঃ, তুই হেথা বে দিতে এসেছিস্? হামার ভারি Trouble হয়েছে! এখন cash চাই। জানিস্ শালা papa! cash চাই! কাল রাত্তিরে শালারা মোরে হাজতে লে গেছ্‌লো, শালারা ভারি

মেরেছে, হাড়ে হাড়ে অষুধ দিয়েছে, তার ওপর শালা হাকিম respectable মাতাল বোলে five রুপেয়া fine কোল্লে! দে শালা papa, cash দে, নীচে শালা পাহারাওয়ালা wait কোচ্ছে! দে শালা আগে আমায় দে, তার পর ফের মা শালী এসে তোর ঘাড় ধোরে তার fine এর পঁচিশ টাকা আদায় কোরে লিয়ে নবে ছাড়্বে।

ভয়ানক। ও বেটাচ্ছেলে, ও শালার বেটা শালা! সে আদ-বুড়ী-মাতালনী বেটী—আবার কি কেলেঙ্কারী কোরেছিল?

বেঁড়েবাবু। সে মা শালীর কথা শুন্‌বি? শালীদের সহচরীসভা সাঙ্গ হোলে পর কাল বেশী রাত্তিরে কটা বুড়ী মাগী শালীরা মিলে খুব Whisky টেনেছেলো,মা শালী ছোট্‌কে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে Incapable হয়ে শুয়ে পড়ে, শালা কনেষ্টবল, অমনি ঝোলায় কোরে হাজতে। আজ পুলিসে আমি শালা বল্লুম, চুণোগলীর ইক্রুবাজাওয়ালার ছেলে আমি, শালা ৫ টাকা fine কোরে ফেল্‌লে, মা শালী বড় গুমর কোরে বোল্লে, হামি reformer এর দলের ইস্ত্রি, respectable partyতে Invitationএ গিয়ে হঠাৎ বে-এক্তার হয়ে গিয়েছিলেম। Magistrate শালা bloodshot চোকে চেয়ে চেয়ে বোল্লে,চোপ রাও ইউ' Drunken she-demon! This is your 6th time you know? next time you will have a mouth for your trouble শালী জোর কলমে ২৫ টাকা লিখে ফেল্লে—আরে শুন্‌লি ত? দে না শালা টাকা, পাহারাওলা শালা যে মাকে আটকে রেখেছে, নগদ তিরিশ টাকা কর্‌কোরে চাই! আর পাহারাওয়ালা শালার বকসিস্ ১৲ টাকা।

ভয়ানক। এক পয়সা না—সিকি পয়সা না—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, পাহারাওলায় ধরে নিয়ে জেলে দিক। তুই বেটাও যা, এক পয়সাও দিচ্ছি না। আর দেব কি? হাতে এক কড়া কাণাকড়ি নেই। Poor religious reformer আমি, হাতে টাকা না থাকাই আমাদের লক্ষণ। আর থাক্‌বেহ বা কোত্থেকে? private ইস্কুলের যত বেটা দশ টাকা পাঁচটাকা মাইনের মাষ্টার মেরে খাটিয়ে না দিয়ে কর্‌কোরে ১০০ টাকা তোর কাপ্তেন মায়ের হাতে কাল এনে দিলেম—আর বেটী একরাত্রে সব খরচ কোরে এসে আবার জরিমানার টাকা চায়? যা বেটাচ্ছেলেরা—আমার নজর ছেড়ে দু জনে চোলে যা মোর্ গে যা—ফিরে চেয়েও দেখ্‌বো না।

বেঁড়েবাবু। ওঃ শালা! নোড়েভোলা step-father—টাকাটী সুড়সুড় কোরে না দিলে তোর রক্ত দর্শন কোরে ছাড়্‌বো শালা! জানিস্ (গলার কলার ধরিয়া) শালা, নিদেন—হামার পাঁচ টাকা দিবি কি না বল্? নইলে এক সেলারি blow তে তোর বদন বিগ্‌ড়ে দেবো।

ভয়ানক। ওরে, রাক্ষুসে বেটা খুন কোল্লে রে! শালার বেটা শালা পরের ছেলে কি না? আমার ওপর কোন মায়া-দয়া নেই। নে বেটা এই ঘড়ীটে বাঁধা দে নিগে যা—(ঘড়ী প্রদান) ডোম্‌চিল বেটা, কুটো নিয়ে তবে নড়্‌লো!

বেঁড়েবাবু। নড়্‌বো কি রে শালা—মায়ের টাকা তোর বাবা শালাকে ঘাড় নীচু কোরে দিতে হবে।

(নেপথ্যে) বাবু সাহেব—বহুৎ দের হোতা হায়! জলদি আইয়ে!

বেঁড়ে। ওই শালা শোন্—দে, টাকা দে, দিয়ে মাকে খালাস করে নিয়ে আসি। হামার মাকে বিয়ে করেছিস্—জানিস্ না—শালা? তোর চোদ্দ পুরুষের ঘাড় ধোরে টাকা বার কোরে নিব! দে শালা ওই চেনটাও দে! না দিলে তোর মুখে জুতোর গোড়ালি ঘোসে দেবো—শালা brainless idiot কি বাচ্ছা।

ভয়ানক। এ শালা যে দেখ্ছি আজ দত্তিদানা - একটা কিছু ভূতুড়ে মতন হয়ে এয়েছে! কাজ নেই, বেটা গোঁয়ারের সঙ্গে তর্ক কোরে—এটাও নে শালা, তোর মাকে দিগে যা—সে কারু কাছে বাঁধা রেখে এখনি টাকা এনে দেবে এখন। দেখিস্ যেন বেশী টাকা ধার ন্যায় না!

বেঁড়েবাবু! ওরে শালা—তা আর তোকে শেখাতে হবে না! মা শালী না ল্যায়, হামি লেবো শালা Cowerd বাঙ্গালি বাচ্ছা!

(প্রস্থানের উপক্রম)

ভয়ানক। নাঃ নাঃ—চ আমিই গিয়ে সব ঠিক কোরে দিয়ে আসি—ওরে দৌড়ুলি যে? দে না বেঁড়ে, ও বেটা বেঁড়েবাবু! চেন ঘড়ী আমার হাতে দে না?

[প্রস্থান।

বাতাসী। তাই তো বাবু! মদ খেয়ে ধরা পড়া—মেয়েমানুষের এ তো বড় জ্বালা।

অজারাম। আরে,ও সব ডাকসাইটে মেয়ে-মানুষ। ওদের কথা স্বতন্তর। ওরা Female emancipation গাছের নীরস ফল। ওরা সচরাচর পুরুষদের সঙ্গে fair fight লোড়ে থাকে। এ কে টল্তে টল্তে আস্ছে?

(বাজার হতে লখিন্দরের প্রবেশ)

লখিন্দর। সর্ব্বনাশ হয়েছে—ও বাতাসী, সর্ব্বনাশ হয়েছে,ভরাডুবি—টুপ কোরে! ওরে পাগ্লি, তোর গয়নার টাকার ২৫মণী কিস্তি দরিয়ায় বব্বড় কোরে বুড়ে গেছে—ডাকে—ডাকে খবর এয়েছে, চড়নদার বেটা লিখে পাঠিয়েছে—এই দ্যাখ চিঠি—ভরাডুব টুপ কোরে লিখেছে। বস্—একেবারে বসে গেছি বাবা! (উপবেশন)

কুড়্নী। সে কি গো? কি অমঙ্গুলে কথা বল? ভরাডুবি কি গো? ও মা—আমার যে কান্না পাচ্ছে—এই আমি প্রায় ১০০।১৫০ টাকা ধার কোরে বেতে খরচ কল্লেম, সব যে সেই আশায়? মনে কোরেছিলুম, এ দুর্ভিক্ষের বাজারে হাজার ট্যাকায় হাজার টাকা লাভ হবে। কি ভেঙ্গে বল্ না রে বেটা মাতাল—দাগাবাজ বল্ না—কে বোল্লে ডুবেছে?

লখিন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডুবেছে ডুবেছে, সত্তি সত্তি ডুবেছে! বড্ড শোক লাগ্‌বে বোলে খাঁটি খেয়ে ভূত হয়ে এসেছি! সত্তি বল্ছি, ১০০০ টাকা পুঁজির ২৫০ মোণি চাল, বিশা-লক্ষীর দয়ে ভুস্ করে ডুবে গেছে! কাঁদ্ শালি কাঁদ্—বুক চাপ্‌ড়ে—মাথা খোঁড়—সাপমন্নি দে!

কুড়্নী। তবে দেখচি, সত্তি সত্তি ডুবেছে আর যে আমি না কেঁদে থাক্তে পাচ্চিনে গো? (শুইয়া) ওগো বাবা গো, কোথায় যাব গো? বাবা—আমার সর্ব্বস্ব খুইয়ে পাকা সেৎখানা যে বিশালাক্ষীর দয়ে তলিয়ে গেল গো বাবা? ও বাবা—এই ট্রেনপাঁজুরে বরাখুরে মাতাল ব্যাটার পরামোর্শে যে দয়ে ডোবা আমার কপালে সত্তি হোলো গো বাবা!

লখিন্দর। চোপ শালি—চোপ্! ফের কাঁদ্‌বি ত মুখে কাপড় গুঁজে দেবো—চুপ কর্ বল্ছি,নইলে আমি আবার ক্ষিয়ে উঠ্‌ বো!

কুড়নী। ও-মা, আমার এমন সর্ব্বনাশ হলো, হতভাগা ব্যাটা কাঁদ্‌তে জ্বায় না কেন গো বাবা?

লখিন্দর। চোপ শালী চোপ—বেস্থরো কাঁদ্‌লে তোর মাথা কেটে ফেল্‌বো। হাঁ বাবা, কাঁদ স্থরে, হাস স্থরে, কথা কও স্থরে, বাপন্ত কর স্থরে, তবে বলি ঢেম্‌নি? আর নইলে বলি মামানী—ম্যাথ্‌রাণী।

(ষণ্ডামার্ক শর্ম্মার প্রবেশ)

অজারাম। কে ও? ষণ্ডামার্ক যে? বাড়ী থেকে না কি? খবর কি?

ষণ্ডামার্ক। খবর ভাল, পরে বলছি, এখন একবার বাইরে যাও, তোমার বৈঠকখানার সব ওষুধপত্তর শীল কোরে নিয়ে যাচ্ছে।

অজারাম। সে কি? সে কি? কত টাকার জন্যে শীল কল্লে?

ষণ্ডামার্ক। শীল-প্যায়দা বেটা আমাকে দেনদার বোলে আঁচ কোরেছিল, শুন্‌লুম, তোমার সেই সংশাশুড়ী ছেলের খোরাকির দাবি দুমাসের ৪০ টাকার জন্যে শীল কোরেছে।

অজারাম। ও গো, কি হবে?

বাতাসী। কি হবে? তা আমি কি জানি?

অজারাম। ওগো,সে কি কথা? তুই বই আর আমার তিন কুলে কে আছে? ন চ মাতা ন চ পিতা ন চ ভ্রাতা ন চ বন্ধু, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! চিরকালটা পুষে এসে কেন পায়ে ঠেল? এখন ৪০টী টাকা দিয়ে আমার মান বাঁচাও, পাড়াপড়শী দশজনের কাছে আর আমার মাথাটা হেঁট করো না।

বাতাসী। অপর দেনা হলেও ত্বাথ্‌া যেতো—তোমার কোথায় গণ্ডা গণ্ডা ছেলে জন্মাবে আর আমি বেটী যে তার খোরাকি গুণ্‌বো, তা তো প্রাণ ধোরে পারি না, তাতে জেলেই যাও আর ফাঁসীতেই ঝোলো।

অজারাম। ওগো—কোথায় কি বোল্‌চো, এ যে তোমার আপনার লোক—ছোট মা! তার গর্ভের ছেলে—খোরাকি দিলে তোমার পুণ্যি আছে, তা জানো?

বাতাসী। আহা, কি আমার পুণ্যি গা! বেটীকে পেলে—একবার গুয়ের ঝাঁটা পেটা করি, তবে ছাড়ি। বেটী জামাই-ভাতারী মত্তে এয়েছে!

লখিন্দর। আচ্ছা, আমি মিটমাট করি,বউ—তুমি এক কাজ কর ৪০টে টাকা দেও,পরে সৎমার ওপর সতা সতীনের ঝাল ঝাড়ো,ঝাটা পিটেই ঝাড়ো, বস্, সব চুকে যাবে—এই যে আমার কুড়ুনী—ও তাই কোরে রাগ মেটায়। নে—অজা, তোর শালীর—পায়ে ধরে কাঁদ্, কাঁদ্, এখনি টাকা বার কোরে দেবে। আমি অমনি কোরে আদায় করি।

অজারাম। (পায়ে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) ওগো—তুমি আমার বাপ-পিতোমো মা মাসী চোদ্দপুরুষ, তোমার পায়ে ধরি, এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর।

ষণ্ডামার্ক। বউ—দাদা বড় কাঁদ্‌ছে, যাও আবদারটা রক্ষা কর—নইলে যে কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেদম্ হয়ে পোড়্‌বে।

বাতাসী। আহা,কি আমার কচি খোকাটী গো! বেদম্ হয়ে পোড়্‌বে! ভাল জালায় পোড়েছি। মুখপোড়া যেন আমায় টাকার গাছ দেখেছে! চ রে বাবু চ—দেখি কটা টাকা খুঁজে টুজে বার কত্তে পারি।

[অজারাম ও বাতাসীর প্রস্থান।

ষণ্ডামার্ক। বড়দা. মা তো মর মর!

লখিন্দর। তা বেশ—মর মর—বেশ তো, মরে গেলেই একটা আপদ্ যায়। খুড়ো বেটাও আর দশ কথা বল্‌তে পারে না।

ষণ্ডামার্ক। টাটো যায় কিন্তু এডিকে মা বেটী যে এটদিন সেই চাকাওলা,—গুলে ডেওয়া বুড়ো সিণ্ডুকে বাসন কোসন আছে বলে বল্‌টো, এখন ডেখি টাটে নগদ বিশ হাজার সাহেবমুখো টাকা, বেটী এটডিন পুটু পুটু করে লুকিয়ে রেখেছিল, টাই ঠেকে রংলাল খুড়ো বেটা সেডিন ফুস্‌লে ফাস্‌লে শটকরা ডশ টাকা স্তুডে খট লিখে ডিয়ে চারহাজার টাকা নিয়েছে, সেই টাকাটা আমি বার করে রেজেষ্টারের স্তুমুকে গুণে ডিয়ে এলুম, বেটী মহা কৃপণ, টাকাটা ডিয়ে ফেলে সেই হস্তগট হয়েছে, চৈতন ডাডা বল্লে কিট্টি কল্লে কি না? কাজে কাজেই জগা গেঁজেলের যজমান বাড়ী কটার পুজো সারবার জনে ডৌড়ে এলুম।

লখিন্দর। ওঃ! তবে দেখ্‌ছি খুড়ো বেটাই মাকে মাল্লে? তাই সে দিন বেটা যেন মায়ের কত আপনার হয়ে এসে খোরাকির কথা পেড়েছিল বটে? তাই তো, বিশ বিশ হাজার টাকা তো কম নয়! ও ভাই, আর কাউকে তো এ কথা এখনও শোনানো হয় নি?

ষণ্ডামার্ক। নাঃ, মেজডাটো শোনেই নি, সেজডাও না।

লখিন্দর। চ ভাই, তবে দুজনে গিয়ে টাকাটা ভাগ করে নেওয়া যাগ্যে। আহা, এমন না হলে মায় পেটের ভাই! তাড়াতাড়ি খপর দিতে এসেছে। চ ভাই, টাকাটা দুভেয়েই গাপ করা যাগ্যে!

ষণ্ডামার্ক। টাই চল, কিন্টু মার কিছু ডেনা আছে, বেশী নয়, টীনশো সাড়েটীনশো টাকা, বেটী বলে, ডেনার টাকা আমার মর্‌বার আগে যে শোঢ কর্‌বে, টাকেই সব ডিয়ে যাব।

লখিন্দর। তাই তো, অতো টাকা কোথা পাই?

কুড়ুনী। কেন গো চল না, আমি যেথান থেকে পাব, ধার করে এনে দেব, কিন্তু তা বল্‌ছি, মাগীর আজই মরা চাই, মলে সেই টাকা এনে শুধে ফেলা যাবে, ভবাডুবির দায়ে বাঁচ্‌বো।

লখিন্দর। সেই ভাল কথা, তবে চ ভাই, দেখিস্ যেন অজা কি ভরান্নকে টের না পায়।

ষণ্ডামার্ক। আরে বাপ্‌ রে—টা কি বলি ডাডা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(চাকাওয়ালা সিন্দুক-সমীপস্থ শয্যায় ব্রহ্মময়ী, পার্শ্বে তারা ও চৈতন কবিরাজ, ষণ্ডামার্কের সহিত মন্দামণি, ভয়ানকচন্দ্র ও বেঁড়েবাবুর প্রবেশ)

মন্দামণি। Oh horror dear! Dirty, Dirty, Very dirty! ছি ছি ছি, জঘন্য! Native দের বাড়ী, আর শুয়োরের খোঁয়াড়, দুই সমান। দুর্গন্ধে ও my dear দুর্গন্ধে my head is reeing, মূর্চ্ছা বোধ করিতেছি! Boy! Boy! give me the scent bottle! আর তোমায় বলি my dear, এখানের অপেক্ষা তোমার

motherকে Hospitalএ পাঠাইলে ভাল হয়!

তারা। কি রকম? আমাদের মা হাঁসপাতালে মর্‌তে যাবে কেন? মর্‌ মর্‌ বিবির, পোষাক গায় দিয়ে যেন লাট সাহেবের ঢেম্‌নী হয়েছে, তুই হাঁসপাতালে যা, তোর মা মাসী থাকে, তাদের পাঠা গে যা।

ভয়ানক। Oh my dear ভগিনি, বিবাদে কাজ নাই! জিজ্ঞাসা করি, এখন মাতা কেমন আছেন? কত দেরী?

তারা। ভাল আর কি করে বল্‌ব! কথায় কথায় ভীর্‌মি যাচ্চেন, চৈতন দাদা তো এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে আছে!

চৈতন। হাঁ—বিষবড়ী তো খাইয়েছি, কিন্তু কখন্‌ যে সোর্‌গে পোড়্‌বেন, তা এখনও আঁচ্‌তে পারিনি। এখন পুরুত ডেকে প্রায়শ্চিত্তটা কোরে ফেল্লে,বুড়ীর পরকালের কাজ হয়, এমন কি, বেঁচেও উঠ্‌তে পারে।

ভয়ানক। হো হো প্রায়শ্চিত্ত! damned heathenish custom, চৈতন দাদা! আমি পুত্র জীবিতে ও কার্য্য কখনই হইবে না, আমি আমার convictionএর উল্‌টো কার্য্য করিতে পারি না; বিশেষতঃ বেঁচে উঠা is not our programme, কেমন হে, ষণ্ডামার্ক ভায়া?

বেঁড়েবাবু। এ শালা পাপা! তোর মা শালীকে এইবার বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে তোদের পাঁচমিশেলি ধর্ম্মে convert করে ফ্যাল্‌, তার পর যা কিছু টাকা কড়ি আছে, সব নিয়ে লে, চল্‌ সরে যাই!

ভয়া। আঃ my dear বেঁড়ে বাবু! you are very right in your suggestion, বেশ বলেছ, খুব ঠাউরেছ, ধন্য তোমার religious fevour! তোমায় আমাদের মুখ্যপাত্র করিবার জন্য লড়াই করিব! you will be my right hand to promulgate the tenets of our dying and jumbling religion.Now to business! Oh my ematiated mother হে আমার চোপসান মাতা, you are dying, অর্থাৎ তুমি পটল তুলিতেছ, সুতরাং you ought to be converted.

বেঁড়ে। Of course convert, why not convert, I convert, you convert, mother convert, mother-in-law convert, father-in-law convert, all convert, grand mother why not convert, সহজে not convert তো জোর করে convert, understand শালা পাপা?

ভয়া। হে পৌত্তলিক মাতা! এই মৃত্যুকালে আমি তোমায় আমাদের ধর্ম্মে convert করিতে চাই! এ ধর্ম্মের গন্ধমাত্র গায়ে থাকিলে, তুমি অনায়াসে স্বর্গে গিয়া বসিতে পারিবে, নতুবা শাঁকচুন্নি হইয়া ঐ নিমগাছে বাসা লইতে হইবে।

তারা। ও মা! তোমার সমাজওলা ছেলের কথা শুন্‌লে তো?

ব্রহ্ম। শুন্‌ছি বই কি মা! তা বল্‌ছে ভাল, ও বাবা, তা যাই বলিস্‌,তাই হব, কিন্তু বাবা, আমি যাতে অঋণী হয়ে মর্‌তে পারি, আগে সেইটে কর, আমার ৩৫০ টাকা দেনা আছে, সেইটে বাবা শোধ করে দাও, তার পর তোমার মনে যা আছে করো!

ভয়া। All right, ষণ্ডামার্ক, তবে টাকা দিই?

ষণ্ডা। মাটো বলেছেন, যে ওর ডেনা শোধ কর্ব্বে, টাকেই সব ডিয়ে যাবেন।

ভয়া। Well my darling dear, টাকা

দেও, সব শুন্‌লে তো? this paltry 350 will bring 20000 in cash and paper, a collosal fortune for a poor pair like we.

মন্দামণি। এই যে, কার হাতে দিতে হোবে?

ব্রহ্ম। এই যে আমার তারার হাতে দাও; ও মা তারা! টাকা নিয়ে আঁচলে বেঁধে রেখে দাও, পাওনাদারেরা এলে হিসাব করে দিও। আঃ! এইবার মা সুখে মর্ব্ব।

(তারার টাকা গ্রহণ)

ভয়া। বেঁড়ে বাবু! চল তবে, convert এর সব জোগাড় করে আনা যাক্; priest চাই, রঙ্গিন কাপড় চাই, কেতাব চাই, and many other sundry things চাই।

বেঁড়ে। চল্ শালা পাপা! শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আস্‌তে হবে, এধারে বুড়ী শালী না সরে পড়ে!

মন্দামণি। চ আমিও যাই, দোকান থেকে এক ডোজ হুইস্কি টেনে আসি।

(ভয়ানক, মন্দামণি ও বেঁড়ে বাবুর একদিক্ দিয়া প্রস্থান, অন্যদিক্ দিয়া অজারাম, বাতাসী ও খোদনসোণার প্রবেশ।)

বাতাসী। (জনান্তিকে) টাকার সিন্দুক কোন্‌টা গা?

অজা। ঐ যে চাকা আঁটা গুলো দেওয়া, (প্রকাশ্যে) ও তারা, মা এখন কেমন আছে?

তারা। এই দেখ না দাদা! ও মা, মেজদা এয়েছেন!

ব্রহ্ম। কই? কই? ওরে বাবা, এসেছিস্, তবু ভাল, এখন তো বাবা মর্ত্তে বসেছি, যা কিছু আছে, তা তোকে আর ষণ্ডাকে দে যেতে পাল্লে সুখে মর্ব্ব।

অজা। তাই হবে, তাই হবে, তার জন্য ভাব্‌বেন না, আমরাও তাই এঁচে এসেছি।

বাতাসী। (জনান্তিকে) সিন্দুকের চাবিটে চেয়ে নাও না গো?

অজারাম। দাঁড়াও—দেখি আগে কত দেরী। (জনান্তিকে) চৈতনদা, এখন দেরী কত? বুড়ো মড়া, পাটচাট কর্‌তে হবে না কি?

চৈতন। কর্‌লেই ভাল হয়, দিন থাকৃতে থাকৃতে কাজটা নিকেশ হয়ে যায়।

অজারাম। ওহে ভায়া! মার কি দেনার কথা বল্‌ছিলে যে?

ব্রহ্ম। হ্যাঁ বাবা! আমার প্রায় ৩৫০ টাকা দেনা আছে, আমায় অঋণী করে দে বাবা, তোদের রেখে সুখে মরি, নইলে এ কঠিন প্রাণ বেরুবে না।

বাতাসী। ওগো বেরুবে না বলে যে, দাও দাও শীগ্‌গির টাকাগুণো গুণে দাও, এই নাও (টাকা দেওন), যত দেরী হবে, ততই খারাপ, এখনি তোমার অন্য অন্য ভাই হয় তো এসে পড়্‌বে—সব ফস্কে যাবে।

অজারাম। ঠিক বলেছ, ও মা, এই তো ৩৫০ টাকা আমি দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। দিচ্ছ বাবা, দাও, ওই তারার হাতে দাও, ঐ তারার হাতে দাও। আঃ, তোকে আশীর্ব্বাদ করে মরি। ও মা তারা, টাকাগুণো আঁচলে বেশ করে বেঁধে রাখ।

(তারার টাকা গ্রহণ।)

ষণ্ডা। মেজডা, তোমরা একবার ও ঘরে চল, একটা পরামর্শ কর্ত্তে হবে।

অজা। চল ভাই চল, কিন্তু এ দিকে আর বেশী দেরী করা হবে না, টেঁকে গেলে তো আর চল্‌বে না।

ব্রহ্ম। না রে বাবা ভয় নাই, টেঁকচি না, আর বড় দেরীও কচ্ছি না।

চৈত। না। মিছি মিছি দেরীতে কাজ কি? গোটা তিনেক খাবি খাওয়া বই তো নয়, সেরে নিন।

[অজারাম, বাতাসী ও ষণ্ডার প্রস্থান।

খোদন। ও কোবরেজ! বুড়ী কেমন করে খাবি খায় দেখ্‌বো।

চৈতন। কেন? খাবি খেতে শিখ্‌বি না কি?

তারা। দাও না দাদা বেটার গলা টিপে ধরে খাবি খেতে শিখিয়ে দাও না।

(নেপথ্যে) এ তোমার খুড়ো বড় অন্যায়। ভারী অন্যায়।

(রংলালখুড়োর সঙ্গে লখিন্দর, কুড়ুনী ও ভোঁদড়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। কি অন্যায় কাজটা হয়েছে, হ্যাঁহে বাবু লখিন্দর? এমন কি গুরুতর অপরাধ করেছি যে, তোমার গায়ে সইল না? সুদ দেবো—টাকা দুমাসের ভেতর সুদে ফেলব, রেজেষ্টারি করে' দলীল লিখে দিয়েছি, এও বুঝি সইছে না? এ দিকে যে বুড়ো মা না খেতে পেয়ে মর মর, এটা তো সপুত্তুর তুমি সইচো।

লখি। ওই সেই কথা! আমার মা আমি খেতে দিই আর না দিই, সে বিষয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বাবু? আমার মায়ের আবার খাবার ভাবনা? কত খাবে? একটা পেট, কত খাবে?

কুড়ুনী। সত্যিই তো, একটা পেট, কত খাবে?

ভোঁদড়। না হয় দুটাকার বেদানা মিছ্‌রি সব খেয়ে ফেলুক?

লখি। আবার কি? ওহে চৈতনদা, দেখ্‌ছো কেমন?

চৈতন। নাঃ, আর দেরী নাই, কাজ গুছিয়ে এনেছি! জান তো ভায়া, শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ, তা কালকে ও পাড়ায় ঘোষেদের একটা ছেলে নিয়ে ৯৯টা হয়ে আছে, আজ একে ভালয় ভালয় পাঠাতে পাল্লে, শ'টা পুরো হবে, আমিও সার্টিফিকেটওয়ালা বদ্দি হয়ে সহরে বেরুবো।

কুড়ুনী। বেশ, বেশ, হ্যাঁ গা, এ বদ্দিটী তো বেশ সভ্যভব্য দেখ্‌ছি, কোন কথা লুকোয় না।

ভোঁদড়। হ্যাঁ মা, বদ্দিটা সভ্যের মতন দাঁত খিঁচিয়ে কথা কচ্চে যেন ভেংচুচ্চে, আর ভব্যের মতন বসে আছে যেন তোর বাবা গুলী খাচ্চে।

কুড়ুনী। দূর ছোঁড়া, তোর সব কথায় কথা কওয়া ঘুচ্‌বে না।

লখি। ও মা! কেমন আছ? কিছু খাবে কি? তোমার জন্য ভোঁদড় আমার কত খাবার দাবার এনেছে।

ব্রহ্ম। আর বাবা, মর্ত্তে বসেছি, এখন আর কি খাবার সাধ আছে? এখন বাবা এয়েছ যদি, তোমার বুড়ো মাকে অঋণী হয়ে মর্ত্তে দাও বাবা!

লখি। কত টাকা দেনা আছ মা?

ব্রহ্ম। এই ৩৫০টাকা হিসাব করে হয়েছে, তা বাবা দেবে কি?

লখি। (কুড়ুনীর প্রতি) কি বল?

কুড়ুনী। আগে সিন্দুকের কথাটা যাচিয়ে নাও, নইলে কি শেষ "আপনার ধন পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞি বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে" তাই হবে।

লখি। আচ্ছা মা, তোমার দেনা যদি কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে চুকিয়ে দিই, তা হলে আমায় কি দিয়ে যাবে?

তারা। কেন দাদা, মা তো বলেছেন, যে ছেলে ওঁর দেনা দেবে, সেই ওঁর ঐ সিন্দুকের সব টাকা পাবে।

কুড়ুনী। ওতে কত টাকা আছে গা?

তারা। তা তোকে বল্‌তে গেলুম কেন রে মাগী!

লখি। না না, ও কথায় কাজ নাই, আমি সব জানি, এখন এই নাও মা ৩৫০টাকা আমি দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। দিচ্চ বাবা, তা দাও, ঐ তারার হাতে দাও, সবাইকে ডেকে দেবে এখন (টাকা প্রদান), ও মা তারা, টাকাগুনো বেশ করে পেট-কোঁচড়ে বেঁধে রাখ।

চৈতন। বাস্—সব টাকা আদায়, হিসেবের একচুল এদিক্ ওদিক্ হয় নি। এখন মা, এইবার খাবি খেতে সুরু কর। এই যে—বেশ—বেশ। ওহে দেখ্‌ছো কি? আর বড় দেরী নেই—গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ কর—নাভিশ্বাস হয়েছে।

তারা। ও মা, কি হলো গো (ক্রন্দনের ভাণ)

(ভয়ানক, অজারাম, বেঁড়ে, মদ্দামণী, বাতাসী ও ষণ্ডামার্কের পুনঃ প্রবেশ)

লখিন্দর। আ মোলো, এরা কোথা থেকে? হ্যাঁরে ষণ্ডা—এরা যে?

অজারাম। ও ষণ্ডামার্ক, এ কি ভাই? সব ভাগীদার যে হাজির?

ভয়ানক। তাই ত ষণ্ডামার্ক, তোমার সঙ্গে তো ভাই এ রকম কথা ছিল না?

রংলাল। আরে—ও সব কথা থাক—এখন বুড়ী মাগী যাতে গঙ্গা পায়, তার যোগাড় কর। বাড়ীর গায়ে গঙ্গা, বুড়ো মার কি ঘরে মরাটা ভাল দেখায়?

লখিন্দর। ও তাঁদের মা গঙ্গা পান আর নাই পান—আমি ত বাবা এ সিন্দুকের কাছ ছাড়া হচ্চি না, কর্‌কোরে টাকা দিইছি!

(সিন্দুকের নিকট গমন)

অজা। আমিও তাই—সুতরাং এক কোণ দখল কল্লেম। (সিন্দুকের নিকট গমন)

ভয়ানক। আমিও (Ditto) ডিটো—অর্থাৎ আর এক কোণ! (সিন্দুকের নিকট গমন)

বেঁড়েবাবু। হামি কোঁৎকা লিয়ে ডালার ওপর চেপে বস্‌লুম। দেখি বাবা, কিসে কি হয়ে যায়।

ষণ্ডামার্ক। আমি এ বাড়ীতে আজ ঠেকে ভুটের নেট্য করব, ভাই বেরাদার ফাডার মাডার বুঝি না বাবা, সব ঘরে চাবি টালা এঁটেছি! আমি ও টাকার ভাগ চাই না। বস্‌ট বাড়ীটে কাউকে ঘেঁসটে ডেব না।

রংলাল। সে কি রে কুলাঙ্গারেরা—সে কি? মাগী চার ছেলের মা বোলে কি বাড়ীর পাশে গঙ্গা পাবে না?

চারিপুত্র। তা বল্লে কি হয়—তা বোলে টাকার কাঁড়ি তো ছেড়ে যেতে পারি না! ডানহাত বাঁহাত চাই! এক হাতে টাকা নেবো, অন্য হাতে খাট ধোরবো—এই তো বাবা বুঝি।

চৈতন্য। এই—এই কণ্ঠশ্বাস হয়েছে—

বস্— একখাবি— দুখাবি— তিনখাবি—বস্ সব স্থির!

রংলাল। ওরে ধর্ না রে—বাইরে নে চল্। ও মা তারা, কেউ তো এগোয় না—তা ওই তোমার মার আঁচল থেকে চাবিটে দাও, এদের টাকাটা বক্‌রা কোরে দিই, মাগীরা পুঁটুলি বাঁধুক, তবে যদি বেটারা নড়ে।

পুত্রগণ। খুড়ো—বেশ বোলেছ বাবা, সব গোল মিটে যাবে।

(খুড়ো কর্ত্তৃক চাবি গ্রহণ)

রংলাল। তবে সব সার গেঁথে দাঁড়াও! আমি একে একে গুণে গুণে টাকার থোলে তোমাদের হাতে দিতে থাকি, আর তোমরা নিতে থাক। বুড়ী মা ততক্ষণে সিট্‌কেই উঠুক আর দানাই পেয়ে বসুক, শেষে বোঝা পড়া। কেমন?

পুত্রগণ। অবিশ্যি অবিশ্যি, এই তো কাজের মতন কথা!

(সকলের সারি গাঁথিয়া দাঁড়াওন)

রংলাল। (সিন্দুক খুলিয়া তিন্‌টে ছেঁড়া জুতোর মালা তিন ভ্রাতার গলে দেওন ও তারার তিনটে মুড়ো ঝাঁটার মালা তিন উপ পত্নীর গলে দেওন) বাহবা,বাহবা বেশ মানিয়েছে! হতভাগা বেটা বেটীরা, এত টাকার লোভ? তা তোরা যেমন কুকুর, আমিও তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা করে দিলেম—কি বল গো বউ! নগদ ১০০০ টাকা আর রেল ভাড়া ৫০ টাকা তো পেয়েছ, এখন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠ!

ব্রহ্মময়ী। (বিছানা হইতে উঠিয়া) ঠাকুরপো, ঠিক হয়েছে—বেশ হয়েছে! যেমন বেটারা দুষ্ট, তেমনি সাজা হয়েছে! মর্ হতভাগা—বোক্‌স্ বেটারা—মরিনি,তাইতেই এত—না জানি,সত্তি সত্তি মোলে কুলাঙ্গার বেটারা কি কোর্ত্তো? কি আর কোর্ত্তো, হয় গোর দিয়ে ফেল্‌তো, না হয় নুণ খেয়ে খেয়ে ফেল্‌তো! ক বেটা রাক্কুসে গুণ্ডোকে গর্ভে ধোরেছিলেম্ বইতো নয়!

লখিন্দর। তা বোলে মা হয়ে এতটা অপমান করা—এমন জুচ্চ্ রি মৎলব কোরে টাকা আদায় করা কি উচিত?

ষণ্ডামার্ক। ফের মুখ নেড়ে কথা কওয়া টুপ—টুপ—টুপ কোরে ঠাক বলৃছি—নইলে এই লাঠিটে সব মাটা ফাটিয়ে ডেবো জানিস্? খুড়োমটাই যা করে টুপ কোরে সোয়ে যাও—কটাটি কোয়েছ কি— ঠ্যাংগুনি খোঁড়া হয়েছে—ডশ জন বাগডির জোয়ানকে বাইরে বসিয়ে রেখেছি।

ব্রহ্মময়ী। মা তারা—সব টাকা তো বেশ কোরে বেঁধে নিয়েছিস্? এখন চ—আস্তে আস্তে বৃন্দাবনে চলে যাই! হাজার টাকায় দুজনের ঢের হবে!

রংলাল। সুধু যাবে, ছেলেদের হাল্‌টা ভাল করে দেখে যাও। ষণ্ডামার্ক, তোর দাদাদের আর এই ছেনাল মাগীদের মাথায় রাজছত্র ধর, আর চৈতন, তুমি আর তারা চামর ব্যজন কর—আমি এই কুলাঙ্গার ফতো বাবুদের গুণগান করি!

(ষণ্ডামার্ক কর্ত্তৃক একখান বড় ছেঁড়া টোকা লাঠিতে বাঁধিয়া ধারণ এবং চৈতন ও তারা কর্ত্তৃক বড় বড় দুইগাছি ঝাঁটা দুলাওন।)

(রংলালের গীত) তুমি—বিষ হারায়ে ঢোঁড়া হ

(তোমরা তিনটী ছেলে তিনটী অবতার। তুমি—ধর্ম্ম ছেড়ে বদ্দিনাথের এঁড়ে

ভাল সুখ্ ছো বুড়ো মায়ের ধার॥ (তোমরা) বদ্‌বেচেলে কলির ছে

তুমি বড়াই কোরে রাঁড়ের বাড়ী হাঁড়ী কেড়েছ, সুধু বে

যবনিকা-পতন।

সম্পূর্ণ।